

# শ্রীরামচরিত মানস



গোস্বামী ভুলসাদাস

অরণ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, কিক্ষিক্ষাাকাণ্ড,  
লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড



অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক

বঙ্গানুবাদ

বঙ্গমতী সাহিত্য-মন্দির

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রকাশক ও মুদ্রাকর

শ্রীশশিভূষণ দত্ত

বসুমতী প্রেস, কলিকাতা

## দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
<b>অবগম্যকাণ্ড</b>		<b>কিকিঙ্করকাণ্ড</b>	
মঙ্গলাচরণ	১	মঙ্গলাচরণ	২৯
জয়ন্তের কুটিলতা	১	শ্রীরামের সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ	২৯
অত্রি-মিলন	২	শ্রীরামের সহিত সুগ্রীবের মিত্রতা	৩০
সীতা-অননুহা মিলন; অননুহার পাতিত্রতা- দর্শ্য কীর্তন	৩	সুগ্রীবের নিজ-দুঃখ বর্ণন	৩১
বিরোধ বধ, শরভঙ্গ-প্রসঙ্গ	৩	বালি-বধ-প্রতিজ্ঞা; বজ্র-লক্ষণ বর্ণন	৩২
শ্রীরামের রাবণ-বধের প্রতিজ্ঞা	৪	সুগ্রীবের বৈরাগ্য	৩২
সুভীক্কেয়র ভক্তি; অগস্ত্য-মিলন	৬	বালি-সুগ্রীব যুদ্ধ; বালি-বধ	৩৩
শ্রীরামের দণ্ডক বনে প্রবেশ	৬	তারার বিলাপ; শ্রীরামের তারাকে উপদেশ	৩৪
জটায়ু সহিত সাক্ষাৎ	৯	সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক	৩৪
পঞ্চবটী বনে বাস; দাম-লক্ষণ সংবাদ	৯	বর্ধাধৃত বর্ণন	৩৫
তুর্গণধার বিবরণ	১১	সুগ্রীবের উপর শ্রীরামের অসন্তোষ; লক্ষণের ক্রোধ	৩৭
শর-দুষণাদি বধ	১১	শ্রীরাম-সুগ্রীব সংবাদ	৩৮
তুর্গণধার রাবণের নিকট গমন	১১	সীতার সন্ধানে বানর-সৈন্য প্রেরণ	৩৮
সীতার অগ্নি প্রবেশ ও মায়ী-সীতা	১৪	ভপস্বিনীর সহিত বানরগণের সাক্ষাৎ	৩৯
মারীচের বিবরণ; মারীচ বধ	১৫	বানরগণের সমুদ্র-ভ্রম গমন	৪০
সীতা হরণ ও সীতা-বিলাপ	১৫	সম্পাতির সহিত বানরগণের কথোপকথন	৪০
জটায়ু সহিত রাবণের যুদ্ধ	১৭	সমুদ্র-লঙ্ঘনের যুক্তি	৪০
শ্রীরামের বিলাপ; জটায়ু প্রসঙ্গ	১৮	ঋষিবানের হনুমানকে উৎসাহিত করণ	৪২
কব্ধ উদ্ধার	১৯	শ্রীরাম-গুণ-মাহাত্ম্য	৪২
শবরীর প্রতি রূপা	২০	<b>তুন্দরকাণ্ড</b>	
নরবিধ ভক্তির উপদেশ	২১	মঙ্গলাচরণ	৪৩
রামের বিরহ	২১	হনুমানের সাগর লঙ্ঘন	৪৩
পম্পা সরোবরে গমন	২৩	হনুমান-সুরমা সাক্ষাৎকার	৪৪
নারদ-রাম সংবাদ	২৪	লঙ্কাবর্ণন, লঙ্কীবী বধ, হনুমানের লঙ্কা প্রবেশ,	
শ্রীরাম-মাহাত্ম্য শ্রবণের মহিমা	২৭	লঙ্কায় শোভাবর্ণন	৪৪
		হনুমান-বিশীল্য সংবাদ	৪৫
		অশোকবনে সীতাকে দেখিয়া হনুমানের দুঃখ;	
		রামের সীতাকে ভয় প্রদর্শন	৪৬

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
সীতা-ত্রিভাট্টা সংবাদ	৪৮	রামচন্দ্রের শরে রাবণের ছত্র-মুকুটাদি কর্তন	৭৫
সীতা-হনুমান্ সংবাদ	৪৮	মন্দোদরীর রাবণকে পুনরীর উপদেশ ;	
অশোকবন ছারখার	৫০	ও রাম-মহিমা কীর্তন	৭৫
অক্ষয়কুমার বধ	৫০	অজ্ঞানের লঙ্কা-গমন	৭৬
মেঘনাদ কর্তৃক হনুমানের নাগপাশে বদ্ধ হইয়া		রাবণ-অজ্ঞান সংবাদ	৭৭
রাবণ-সত্যার গমন	৫১	রাবণকে মন্দোদরীর পুনঃ উপদেশ দান	৮৪
হনুমান্-রাবণ সংবাদ	৫১	রাম-অজ্ঞান সংবাদ	৮৫
লঙ্কা-দহন	৫৩	মুক্তারস্ত	৮৬
হনুমানের সীতার নিকট বিবাহ গ্রহণ	৫৪	মাল্যবানের রাবণকে উপদেশ দান	৮৯
সাগর-লঙ্ঘনান্তর লঙ্কলের প্রত্যাবর্তন	৫৪	লঙ্ঘণ-মেঘনাদ যুদ্ধ	৯০
যশ্বেদ-জঙ্গ ; সুগ্রীব-মিলন	৫৫	লঙ্ঘণের শক্তিশেষ	৯২
ঐরাম-হনুমান্ সংবাদ	৫৫	হনুমানের স্রবেশ-বৈষ্ণবে আনয়ন	৯২
বানর-সেনা সহ ঐরামের সমুদ্রতটে আগমন	৫৭	কালনেমি-রাবণ সংবাদ	৯২
মন্দোদরী-রাবণ সংবাদ	৫৮	মকরী উদ্ধার	৯৩
রাবণকে বিভীষণের উপদেশ	৫৮	কালনেমি-উদ্ধার	৯৩
রাবণ কর্তৃক বিভীষণের অপমান	৬০	ভরতের শরে হনুমানের মূর্ত্তা	৯৪
বিভীষণের ঐরামের চরণে শরণ গ্রহণ	৬০	ভরত-হনুমান্ সংবাদ	৯৪
সমুদ্র উত্তরণের পর্বত	৬৩	ঐরামের বিলাপ	৯৫
রাবণের দূতের আগমন ও লঙ্ঘণের লিপি		হনুমানের প্রত্যাবর্তন	৯৫
হইয়া প্রতিগমন	৬৪	কুন্তকর্ণের আগরণ	৯৫
দূতের রাবণকে উপদেশ ও লঙ্ঘণের লিপি দান	৬৪	কুন্তকর্ণের রাবণকে উপদেশ দান	৯৬
সমুদ্রের উপর ঐরামের ক্রোধ ও সমুদ্রের তব,	৬৬	বিভীষণ-কুন্তকর্ণ সংবাদ	৯৬
ঐরাম-লঙ্ঘণ মাধ্যম	৬৭	কুন্তকর্ণের যুদ্ধ	৯৭
		মেঘনাদের যুদ্ধ ও ঐরামের নাগপাশ	১০০
		মেঘনাদের যজ্ঞ ধ্বংস ও মেঘনাদ বধ	১০১
		রাবণের যুদ্ধ যাত্রা	১০২
		রাক্ষস-বানরের যুদ্ধ	১০৩
		লঙ্ঘণ-রাবণের যুদ্ধ	১০৫
		রাবণের মূর্ত্তা ; রাবণের যজ্ঞ ধ্বংস	১০৫
		রাম রাবণের যুদ্ধ	১০৭
		বিভীষণের প্রতি রাবণের শক্তি-ক্ষেপ	১১১
		রাবণ-বিভীষণের যুদ্ধ	১১১
		রাবণ-হনুমানের যুদ্ধ, রাবণের নারী-দ্বন্দ্ব	১১২
		যোর যুদ্ধ ; রাবণের মূর্ত্তা	১১৩

### লঙ্কাকাণ্ড

মঙ্গলাচরণ
সেতু-বন্ধন
ঐরাম কর্তৃক রামেশ্বর-প্রতিষ্ঠা
সাগর-উত্তরণ
স্রবেশ পর্বতে অবস্থান ; রাবণের ব্যাহুলতা
রাবণের প্রতি মন্দোদরীর উপদেশ
রাবণ-প্রহর সংবাদ
স্রবেশ পর্বতে চন্দ্রোদয় বর্ণন



বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
ত্রিভট্টা-গীতা সংবাদ	১১৪	গীতার রাম-সেবা	১৪১
রাবণ-বধ	১১৫	সন্তান-জন্ম ; অ বাধ্যার রমনীয়তা	১৪২
মহোদরী-বিলাপ ; রাবণের অত্যন্ত ক্রিয়া	১১৭	সনকাধির রাম-সকাশে আগমন	১৪৫
বিতীর্ণের রাজ্যাভিষেক	১১৮	রাম-সকাশে হনুমান্ কর্তৃক ভরতের প্রেরণ জিজ্ঞাসা	১৪৬
হনুমানের গীতা-সমীপে গমন	১১৯	ঐরামের প্রজাগণকে উপদেশ	১৪৯
গীতার আগমন ; অগ্নি-পরীক্ষা	১১৯	ঐরাম-বশিষ্ঠ সংবাদ	১৫০
দেবগণের স্তব ; ইন্দ্রের স্তুতি-বর্ষণ	১২১	নারদের রাম-সকাশে আগমন ও স্তব	১৫২
ব্রহ্মার স্তব	১২১	হর-পার্বতী সংবাদ	১৫২
বশরথের আগমন	১২২	কাক ভূয়শ্বির উপাখ্যান	১৫৪
ইন্দ্রের স্তব	১২২	গরুড়ের ঘোহ	১৫৪
মহাভেবের স্তব	১২৩	কাক ভূয়শ্বির নিকট গরুড়ের রাম-কথা শ্রবণ	১৫৬
বিতীর্ণের প্রার্থনা	১২৪	কাক ভূয়শ্বির নিজ পূর্ব জন্ম কথা বর্ণন	১৫৮
বিতীর্ণের বানরগণকে বস্ত্র, অলঙ্কার বিতরণ	১২৫	হায়ের মহানভা	১৬৮
রাম গীতা লক্ষণের অব্যোখ্যায় গমন	১২৬	কলি মাহাখ্য কীর্তন	১৭০
ঐরাম-লীলা মাহাখ্য	১২৭	শুর-অপমান ও শিবের শাপ	১৭৪
		কুদ্রাষ্টক	১৭৫
		শিবের নিকট কমা তিকা	১৭৬
		জ্ঞান ভক্তি নিরূপণ	১৭৮
		জ্ঞান-দীপক	১৭৯
		ভক্তির মাহাখ্য কীর্তন	১৮১
		গরুড়ের সাত প্রাণ	১৮২
		মন-রোগ	১৮৩
		ভজন-মাহাখ্য	১৮৪
		রায়াগণ-মাহাখ্য	১৮৪
		তুলসীদাসের দীনভা ও ফল-ভক্তি	১৮৬

### উত্তরকাণ্ড

মঙ্গলাচরণ	১২৯
ভরত-বিরহ ও ভরত-হনুমান্ মিলন	১২৯
ঐরাম-ভরতাদি মিলন	১৩২
রামের রাজ্যাভিষেক	১৩৪
চারি বেদের স্তব	১৩৬
মহাভেবের রাম-স্তব	১৩৭
বানরগণ ও শুভকে বিদায় দান	১৩৮
রাক-রাজ্য বর্ণন	১৪০



## শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	দোহা	চৌপাই	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	১২	৩	অতুহীন ব্রহ্ম-অতু...	...ব্রহ্ম অতু...
১২	১৭	ছন্দ	কোটি ইংদ্র	কোটি ইংদ্র
১৯	৩০	১	শুন রাম বহুপতি...	...রাম বহুপতি...
২২	৩৫	৫	মোর দরশন ফলও এ অপার অহুণ	মোর দরশন-ফল এ অপার ও অহুণ
২৫	৪২, ৮১	৩	মাতা তব অভিলষা যক্ষ করেন তাঁ'র	মাতা তবো...
২৯	--	সোয়ঠা	...করিল গরল বেবা পান	...করিল গরল বেবা পান
৩৩	৭	১	...ঐ প্রেরারি' ঘোর হবে করে গর্জন	... মুষ্টি প্রেরারি'...
"	"	৩	করিলেন নিজ ঘেহ তাঁ'র করে পরশন	করিলেন নিজ করে তাঁ'র ঘেহ পরশন
৩৪	১০	৫	...মিরা চরণে তাঁ'র করিল সরে গমন	নমিরা চরণে তাঁ'র...
৩৫	১১	৩	...কন না বিপদে নর পড়িবে না বাহবা	কেন বা বিপদে নর...
৫৯	৩৭	৪	...যেমন চতুহ আর সকল গুণ নিচর	...হউক চতুহ আর সকল গুণ-নিচর
৬০	৪২	১	...আসিলেন ঘরানগতি সাগরের এ-পার	...সাগরের এই পার
৬৩	৫০	--	...বিনা প্রেরাসেই ভাল কপি-সেনা...	...তাঁলু কপি-সেনা
৬৫	৫৮	১	...যিলেন রাম ঐটাকা ভাল তাঁর সেইকণে	...কিলেন ঐরাম টাকা...
৬৭	৬৩	--	তুলিলে আঘবে তরিবে ভবেবে নিধি বিনা জলবান	...তরিবে ভবেবো...
৭৪	১১ ৪)	৫	হলাল-নিষ্কৃত নিশিত কর-প্রেরারি'	...নিশিত কর প্রেরারি'
৭৯	২২(৮)	৪	হাবশে৭ পুরী হাফ চত্ব এক কপি করে-	...সুহু এক কপি...
৮৮	৪২	৪	অন্ত সারথী...	...সারথি...
৯৩	৫৭	১	পাখটাকা ( ৩য় লাইন )—কলে তাঁহার অভিশপ্পাতে...	...তাঁহার অভিশপ্পাতে...
১০৫	৮২	১	ওকি যে বল বহিন...	ওরে বল কি বহিন...
১০৭	৮৫	ছন্দ	কয়েতে লাজ...	...লাজ...
"	"	"	ভুজবন্ত শীন...	ভুজ পত...
১০৮	৮৭	১	মান করে তাহে ভুত...	মান করে...
১০৯	৯০	১	...নিশিত শায়ক...	...নিশিত শায়ক
১১০	"	ছন্দ	...কোণ্ডের ধনি বকেয়া তনি	...বকেয়া তনি...
১১২	৯৪	৪	বুদ্ধি বলেতে বকে গেরে'ও হারা'তে নায়ে	...বকে...
১১৩	৯৬	৪	...কোথা বল বা'বি হার	...বা'বি হার...
১১৪	৯৮	৪	...লক্ষণ-প্রতি ঘোরে	...লক্ষণ-প্রতি...
"	"	৬	...কক্ষণা নিবানে...	...কক্ষণানিবানে...
১১৬	১০১(৮)	--	কাটিলেন শিরে ভূজ বহবা...	কাটিলেন শির...
১২০	১০৮	১	প্রভু'র রচন শিরে...	প্রভু'র বচন...

পৃষ্ঠা	বোহা	চৌপাই	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২০	১০৮	হৃদ	ধরি' বেহ হতে...	ধরি' বেহ হাত...
১২২	১১১	৩	...হেথিরা শিতার প্রতি বিভবের দৃঢ় জ্ঞান	...হেথিরা শিতার প্রতি বিভবের দৃঢ় জ্ঞান
১২৪	১১৪(খ)	২	...কেশরী সমান ধন থাক' জন-কাণ্ডাবে	...কেশরী সমান থাক' জন-বন-কাণ্ডাবে
১২৫	১১৬(খ)	১	...কুপা-নিবানের	...কুপা নিবানের
১২৫	১১৮(গ)	—	না পারে করিতে প্রেম-বশে কিছু	না পারে করিতে...
১২৯	—	জ্যোত	শোভাপার-দীতবাস	শোভাপার পীতবাস
১৩১	৩(গ)	৩	উত্তরদিকে বহে সরসু পাবন-তোয়া	...সরসু...
১৩৪	৮(ক)	—	...আশীষ	( সর্বত্রই আশীষ, আশাসু হইবে ।
১৩৬	১২(গ)	—	...কুপানিধান	...কুপানিধান
•	•	হৃদ	যে চরণ যুগে হে কয়েক বাম	যে চরণ যুগে...
১৩৮	১৪(খ)	২	...সুখ সরসু সেইজন...	...সুখ সম্পদ...
১৩৮	১৫	২	পরম প্রীতির মনে...	...প্রীতির মনে...
১৪১	২২	৩	শত্রে পুত্রিত ধরা হিত প্রতি নিরত	...রচিত প্রতি নিরত
১৪৩	২৬	১	নারদ শনক আদি...	( সর্বত্রই শনক, শনক হইবে )
১৪৯	৪২	৩	...আবার অল্পাঙ্গন কাহ্ন-মানে মানে বেই	...কাহ্ন-মানে...
১৫০	৪৫	২	মোর নাম দাস ধ'রে...	মোর দাস নাম ধ'রে...
১৫১	৪৭	৩	...নিশ্চিত শাস্ত্রতে যেম কি পুণ্য থতি	...পুণ্য থতি
১৫২	৫০	১(পাণটিকা)	...স্বয়ং কঃলয় মধু ( প্রেম মধু ) পা-কাযী	দ্রবর-স্বরূপ ... ( প্রেম মধু ) পানকারী...
১৫৩	৫৪	১	প্রভুর বচিত-কথা	...চরিত-কথা...
১৫৪	৫৬	১	মায়-জানিত বহু গুণ...	মায়-জনিত...
১৫৫	৫৮	২	নারদের মনে তুমি' উপজ্ঞে কল্পনা অতি	তুমি' নারদের মনে উপজ্ঞে...
১৫৮	৬৮(ক)	—	সোঁ	সোঁ
১৬৪	৮১(খ)	৩	...হেথিবারে সেই সব	...হেথিবার...
১৬৯	৯৪(খ)	১	...কহিল ভাবনী বাণী সহ অতি অল্পবাপ	...কহিল ভাবনী বাণী...
১৭৫	১০৬(খ)	১	...বৈ অভাগা জ্ঞানহীন আশ্র-অভিমানি	...জ্ঞানহীন আর আশ্র-অভিমানি
১৭৬	১০৭(খ)	৪	...চর্যচর-প্রিয় নাথ শঙ্কর নতি পাষ	...চর্যচর-প্রিয় নাথ...
১৮৩	১১৭(খ)	৪	• অ'চল-সমীরে নিজ জ্ঞানের দীপে নিবার	...দীপে নিবার
১৮৪	১১৯(খ)	২	...লোভলীয়া হৃদবায়ু কত না ভা'রে নিবার	...কত না ভা'রে নিবার
১৮৭	১২২(গ)	৩	...শুক শনকাদি হর...	...শুক শনকাদি...

অষ্টব্যঃ—গ্রন্থের মধ্যে সর্বত্রই, “কৌশিকী” “কৌশিক” হইবে ; “শনক” “শনক” হইবে ; এবং “আশীষ” “আশীস” হইবে ।

## অরণ্য কাণ্ড হইতে উত্তরকাণ্ডের নির্ঘণ্ট

পৃষ্ঠা নোংরা চৌপাই			পৃষ্ঠা নোংরা চৌপাই		
অ			অহিন্দাই শ্রম বর্ষ	১৮৫	১২০ (খ) ১১
অপভ্রাম মিলন	৮	১১ ৫	অন্ধর কুমার বধ	৫০	১৭ ৪
অগ্নি-পরীক্ষা, সীতার	১২০	১০৭ ৭	আ		
অগ্নি-প্রবেশ, সীতার	১৫	২২ ৪	আগমন, নন্দরথের	১২২	১১১ ১
অজক-রাবণ সংবাদের	৭৭	১৮ —	আচরণ, নীচের	১৭৫	১০৫(খ) ৫
অজক-রাম সংবাদের	৮৫	৩৭ ২	আচরণ, বড়ুর	৩২	৬ ১
অজকে রামের বিদায় দান	১০৯	১৬ ৪	আচার্য্য কৈ ? কলিকালে,	১৭১	১৭(খ) ৩
অজদের নিবেদন	৭৭	১৭(খ) —	আমার শ্রিত আমার দাস	১৬৬	৮৫(খ) ১
অজদের রাবণকে উপদেশ	৭৭	১৯ ১	"আমি আমার" "তুমি তোমার,"		
অজদের লঙ্কা গমন	৭৬	১৬(খ) ১	এই দায়ী	১০	১৪ ১
অত্রি-মিলন	২	২ ১	ই		
অত্রির জীব	৩	৩ ১	ইন্দ্রজিত ( মেঘনাদ ঐষ্টব্য )	৮১	২৭ —
অধিকারী কে ? - রাম-কথা প্রবণের	১৮৯	১২৭ ৩	ইন্দ্রজিতের বস্ত্রধ্বংস ও ইন্দ্রজিত বধ	১০১	৭৫ (খ) ১
অনন্ত-পাথার রামের ভজন করিলে			ইন্দ্রজিতের মৃত্যু	১০০	৭১ —
উদ্ধারের ভয় নাই	১৭৩	১০২ (খ) ৩	ইন্দ্রজিতের দেবতার স্থান	১৮৩	১১৭(খ) ৬
অনন্তগতি সেবককে ভগবানের ভাল লাগে	৩০	২ ৪	ইন্দ্রের সুধাবর্ণন	{ ১২১	১০৯(খ) ১
অনন্ত মতি কে ?	৩০	৩ —		{ ১২৩	১১৩ ৩
অনন্তুতা	৩	৪ ১	ইন্দ্রের জীব	১২২	১১২ ১
অনন্তুতার পাতিব্রতাবধি কথন	৩	৪ ২	ইষ্টদেবতা ভিন্ন অস্ত্র দেবতার মন		
অনন্তুগ বাকী ভগবৎ-লাভ হয় না	১৫৬	৬১ ১	না থাকিলে দোষ নাই	৬	৭ ১
অন্তোস্তি ক্রিড়া, রাবণের	{ ১১৭	১০৩ ১	ঈষ্ট দেবতার সেই জের, যে অনন্ত-অশ্রির	৬	৯ ৪
	{ ১১৮	১০৪ ৪	ঈ		
অশ্রুমান, রাবণ কর্তৃক বিভীষকের	৬০	৪০ ১	ঈশ্বরে ও জীব প্রভেদ	১০	১৪ —
অশ্রুতা মায়ী	১০	১৪ ২	উ		
অভেদ স্থানী কে ? কলিকালে,	১৭২	৯৯(খ) ১	উত্তরকাণ্ড	১০৯	— —
অযোধ্যার বনবীড়তা	১৪৩	২৬ ১	উদয়ী রোগ	১৮৬	১২০ (খ) ১৮
অযোধ্যার গমন, রাম-লঙ্কণ-সীতার	১২৬	১১৮(খ) ১	উদ্ধার, কবচ	২১	৩২ ৩
অংখ্যকণ্ড	১	— —	উদ্ধার, কালনেমি	২৪	৫৭ ৩
অবৈক্য কি ?	১৪৮	৪১ —	উদ্ধার, মকরী	৯৩	৫৭ —
অশোকবন	১৮	২৮ ৩	উপদেশ, অজদের, রাবণকে	৭৭	১৯ ১
অশোকবন	৪১	২৭ ৬	উপদেশ, কৃত্তবর্কের, রাবণকে	৯৬	৬২ —
অশোকবন	৪৬	৭ ৩	উপদেশ, বৃন্তের, রাবণকে	৪৬	৫২ ২
অশোকবন ছায়ার	৫০	১৬ ১		{ ৫৩	২৩ ৪
অশোকবনে সীতা	৪৬	৭ ৩	উপদেশ, বিভীষকের, রাবণকে	{ ৫৮	৩৭ ২
অষ্টপ্রকার দোষ, বনবীড়,	৭৬	১৫(খ) ১		{ ৫৯	৩৯ (খ) ৩
অসুখ, কি কি জিনিষ পাওয়া	১১	১৬ ৮		{ ৫৮	৩৫ ৩
অসাব্য ও সাব্র প্রভেদ	১৮৫	১২০(খ) ৮		{ ৭১	৫ ১
অসাক্ষাতে নিন্দা করার অপেক্ষা			উপদেশ, মনোবীর্য, রাবণকে	{ ৭৫	১৩(খ) ৪
পাপ নাই	১৭৯	১১১(খ) ৫		{ ৮৪	৩৫ (খ) —

পৃষ্ঠা নোহা চৌপাই	পৃষ্ঠা নোহা চৌপাই
উপবেশ, হালাবানের, বাবৎকে	৮৯ ৪৭ ৩
উপবেশ, রামের প্রজাপ্রপকে	১৪৯ ৪২ ১
উপাখ্যান, ত্রুণ্ডির	১৫৪ ৫৫ ৪
উপাখ্য, -সেবতা বাধা	১৮৩ ১১৭(ক) ৫
উপাসনা, ভিন্ন ভিন্ন যুগের	১৭৩ ১০২,৩) --
ঋতু	
ঋতুসিদ্ধ প্রকৃতি মায়ার প্রলোভন	১৮৩ ১১৭(খ) ৪
ঋতুমুখ পরিত	২৯ -- ১১
ক	
কণ্ঠের বোগ	১৮৬ ১২০(খ) ১৭
কপট-মুখ শূল-সমান	৩২ ৬ ৫
কক	১৮৬ ১২০(খ) ১৫
কবচ উদ্ভাব	{ ২০ ৩২ ১
কলিকাল-মাহাত্ম্য বর্ণন	১৭০ ৯৬(ক) --
কলিকালে কল্প নাই	১৫ ২৬ ৩
কলিকালের গুণ	১৭৩ ১০২(২) --
কলিকালের ধোব	১৭২ ১০১(ক) --
কলিতে অন্তঃ-জানী কে ?	১৭২ ৯৯(খ) ১
• আগারবান্ কে ?	১৭১ ৯৭(খ) ৩
• কুলীন কে ?	১৭২ ১০০(গ) ৪
• গুণবান্ কে ?	১৭১ ৯৭(খ) ৩
• গৌরবান্ কে ?	১৭১ ৯৮(খ) --
• জানী কে ?	১৭১ ৯৭(খ) ৪
• ভাপস কে ?	১৭১ ৯৭(খ) ৪
• ন'মট সার	১৫ ২৬ ৩
• পণ্ডিত কে ?	১৭১ ৯৭(খ) ২
• পরমায়ু	১৭৩ ১০১(খ) ২
• বস্ত্র কে ?	১৭২ ৯৯(খ) ১
• বিবাহবান্ কে ?	১৭১ ৯৭(খ) ২
• বুদ্ধিমান্ কে ?	১৭১ ৯৭(খ) ২
• সস্ত্র কে ?	১৭১ ৯৭(খ) ২
• সিদ্ধপুত্র কে ?	১৭১ ৯৮(খ) --
কলিমুই প্রেষ্ঠ যুগ	১৭৩ ১০২(ক) --
কলির নাথী	১৭২ ১০১(ক) ১
কাক-গোষ্ঠে ত্রুণ্ডির মমতা কেন ?	{ ১৭০ ৯৪(খ) ৪
	১৭০ ৯৫(খ) ২
কাক-ত্রুণ্ডিকে রামের বিশ্বকণ প্রদর্শন	১৬১ ৭৫(খ) ১
কাক-ত্রুণ্ডির উপাখ্যান	১৫৪ ৫৫ ৪
কাক-ত্রুণ্ডির পূর্বকথা	১৭৭ ১০২(খ) --
• প্রথম জন্মের কথা	১০৭ ৯৬(ক) --
• বালক রামের সঙ্গে খেলা	১৬১ ৭৪(খ) ৩
• দোহ-সংসার	১৬১ ৭৩(খ) ১
কাক-ত্রুণ্ডির রামরূপ বর্ণন।	১৬২ ৭৫(খ) ৩
কাণ্ড, অরণ্য	১ -- --
• উত্তর	১২৯ -- --
• কিঙ্কর্য্য	২৯ -- --
• লজ্জা	৬৯ -- --
• স্থল	৪৩ -- --
কাম-কোণারি ভীষণ সৈন্ত	পৃষ্ঠা নোহা চৌপাই
কামিনীর কাঁদ	২৫ ৪৩ --
কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন ( সহস্রবাহু )	৫২ ২১ ১
	( ৩ পাঠটাকা )
কালনেমি-উদ্ভাব	৯৪ ৫৭ ৩
কালনেমি-রামর স্বেচছ	৯২ ৫৫ ১
কাহাকে কি ভাবে সেবা করিতে হয়	৩৯ ২২ ২
কাহাকে মোহ অভিভূত না করে ?	১৫৯ ৬৯(খ) ৪
কাহাকে বিপদ না নাচায় ?	১৫৯ ৬৯(খ) ৪
কাহাদের কাছে ভক্তি-কথা বলিতে নাই	১৮৯ ১২৭ ২
কাহাদের চাটুবাণীতে রাজ্য, ধর্ম ও	
বৈধ নাশ হয়	৫৮ ৩৭ --
কাহাদের সঙ্গে বিবাহ করা অকর্তব্য	১৬ ২৫ ২
• • • • চলিতে পারে	৭২ ৫ ২
কাহার অন্তরে ভগবান্ থাকেন	১০ ১৬ --
কাহার হঃখী ও কাহার অঃখী, রামের	
প্রতাপে,	১৪৪ ৩০ ১
কাহা বা ধন	১৮৯ ১২৬ ৩
কাহার নাগণ্য নহে	১৪ ১১(ক) --
কাহার বধ-বাগা	৩৩ ৮ ৪
কি কি জিনিষ পাওয়া অসম্ভব	১১ ১৬ ৮
কি ভাবে সেবা করিতে হয়	৩৯ ২২ ২
কিঙ্কর্য্য কাণ্ড	২৯ -- --
কুকার্য্য করার সময়ে শরীরে বল থাকে না	১৭ ২৭ ৫
কুটিলের সঙ্গে সখ্য রাখিও না	১৭৫ ১০৫(খ) ৮
কুজবর্ণ	৯৫ ৬১ ৩
কুজবর্ণ হইলে মাস বুঝাইত	৭২ ১৭৯ ২
কুজবর্ণ-বিভাব সন্ধ্যা	৯৬ ৬৪ ১
কুজবর্ণের জাগরণ	৯৫ ৬১
• কুজ	৯৭ ৬৪ ১
• ব্যবহকে উপবেশ	৯৬ ৬২ --
কুলটা জ্ঞা শূল-সমান	৩২ ৬ ৫
কুষ্ঠ যোগ	১৮৬ ১২০(খ) ১৭
কুসন্তান হইতে ধর্ম নষ্ট হয়	৩৬ ১৫(ক) --
কুপন নৃপতি শূল-সমান	৩২ ৬ ৫
কে কে জগতে শূল-সমান	৩২ ৬ ৫

পৃষ্ঠা কোডা চৌপাই		পৃষ্ঠা কোডা চৌপাই	
কৈবল্য	১৮৩ ১১৮(খ) ১	জী:বর প্রকৃত বার্ষিকি ?	১৭০ ৯৫(খ) ১
কোন সন্ধান শিতায় প্রিয়তম	১৬৬ ৮৬ ১	জান ও ভক্তির প্রভেদ	১৮১ ১১৪(খ) ৭
খ		জান-কীপক	১৮২ ১১৬(খ) ১
খর	৫২ ২০ ৫	জান-পথ	১৮৩ ১১৮(খ) ১
খর-প্রযুক্তি বধ	১১ ১৭ ১	জান-পথে বহু বিষ	১৮৩ ১১৮(খ) —
খল	১৮৫ ১২০(খ) ৯	জান, বৈরাগ্য, মায়, ভক্তি	
খলের প্রিয়বাণী ভ্রমের কারণ	১৫ ২৩ ৪	কাহাকে বলে ?	৯ ১৩ ৪
খলের সঙ্গে বাস করা অপেক্ষা নরক- বাসও ভাল	৬২ ৪৫ ৩	জান-ভক্তি নিরূপণ	১৮১ ১১৪(খ) ৭
গ		জানীরা ভগবানের প্রৌঢ় সন্ধান	২৫ ৪২(খ) ৪
পশুমালা ও গুলনও যোগ	১৮৬ ১২০(খ) ১৭	অরোগ	১৮৬ ১২০(খ) ১
পশু কাকের কাছে পিরা রাখ-চরিত		ত	
অবশ্য করিল কেন ?	১৫৩ ৫৪ ২	তপস্বিনী	৪০ ১৪ —
গুরুত্ব জুগুপ্তির নিকট গমন	১৫৬ ৬২(খ) ১	তপস্বিনীর সহিত বানরগণের সাক্ষাৎ	৩৯ ২২ ১
গুরুত্বের মোহ	১৫৪ ৫৭ ১	তড়িনার অধিকারী কাহারো ?	৬৭ ৫৮ ৩
গুরুত্বের সাত প্রকার	১৮৫ ১২০(খ) ১	তার	৩৩ ৬ ১৪
তপস্বী হইলেও ব্রাহ্মণ পূজ্য	২১ ৩৩ ১	তারাকে রামের উপদেশ	৩৪ ১০ ১
তরুণ অপমান, জুগুপ্তির	১৭৫ ১০৬(ক) —	তারার বিলাপ	৩৪ ১০ ১
তরুণ প্রভাতকে বিদায়মান, রামের	১৩৮ ১৫ —	তিরস্কারে কে বধ হয় ?	৬৬ ৫৮ —
গোবিন্দ	২০ ৩১ ১ ২৪৯	ত্র্যম্বিক অরোগ	১৮৬ ১২০(খ) ১৮
প্রভাত বাগ	১৮৬ ২০(খ) ১৮	ত্রিকালের অহুতান	১৭৩ ১০২(খ) ১
চ		ত্রিষ্টা	৪৮ ১০ ১
চন্দ্রোদয়, স্নেহেল পূর্ণিতে,	৭৩ ১০ ১	ত্রিপুরা	১১৪ ৯৮ ২
	৭৪ ১১(খ) —	দ	১৩ ১৯(খ) ২
চরণে মতি কিসে হয়	৯ ১৩ ৪	দণ্ডক কানন	৯ ১২ ৮
চন্দ্রোদয়	১৮৬ ১২০(খ) ১৮	দক্ষ-রোগ	১৮৬ ১২০(খ) ১৭
চারিপ্রকার শূল	৩২ ৬ ৫	দক্ষিণ অপেক্ষা দক্ষিণী কেহ নাই	১৮৫ ১২০(খ) ৭
চারিবেদের স্তব	১৩৬ ১২(খ) —	দশমধের রামের নিকটে আগমন	১২২ ১১১ ১
জ		নাভিকের নীতি ভাল লাগে না	১৭৪ ১০৫(খ) —
অগতে ভগবান-সন্ধান কে ?	৩৮ ২০ ২	দান আশার প্রিয়	১৬৬ ৮৫(খ) ৪
অটায়ু	১৮ ২৮ ৪	দাসের আশা, প্রকৃত ভগবান থাকিলেই	
অটায়ুর প্রসঙ্গ	১৯ ২৯(খ) ৯	পূর্ণ হয়	৩০ ২ ২
অটায়ুর ভক্তি	১৯ ৩০ ৩	দুর্ভাগ্য হইতকির অধিকারী কে ?	১৫৩ ৫৩ ১
অটায়ুর রাবণের সহিত যুদ্ধ	১৮ ২৮ ৪	দুঃখ	১১ ১৭ ১
অটায়ুর রাবণ জয়	২০ ৩১ ১-২৯	দেবপনের জয়	১২১ ১০৯(খ) ১
অক-ভেতনের গীতি	১৮২ ১১৬(খ) ২	দেবতাপন জান ভালবাসেন না	১৮৩ ১১৭(খ) ৮
অক-ভেতনের গীতি খোলা	১৮৩ ১১৭(খ) ২	দোক-বুদ্ধ হইলেও ব্রাহ্মণ পূজ্য	২১ ৩৩ ১
অপ-তপস্বির কল ভগবৎ-প্রেম লাভ	১৫১ ৪৮ ১	ধ	
অমৃতের সুচলিত	১ — ৩	ধনহীন অপেক্ষা দক্ষিণী কেহ নাই	১৮৫ ১২০(খ) ৭
জাঘবানের হৃদয়ানুকে সাগর-লঙ্ঘন		ধন কাহারো	১৮৯ ১২৬ ৩
কাহাকে উপদেশ দান	৪২ ২৯ ১	ধর্ম ব্যক্তি ভগবান পুত্র-প্রদ	১৪ ২০(খ) ৪
জীব ও পিতা	১০ ১৫ —	ধর্ম, ধর্মীয়	৩ ৪ ২
জীব ও ঈশ্বরে প্রভেদ	১০ ১৪ —		

## পৃষ্ঠা লোহা টোপাই

## পৃষ্ঠা লোহা টোপাই

ন		
নগণ্য, কাহারো নহে	১৪	২১(ক) -
নরক-বাসিও, খালের সজ অপেক্ষা ভাল	৬২	৪৫ ৩
নর-কেহ লাভের কল কি ?	১৪৯	৪৩ ১
নর-কেহ সর্বশ্রেষ্ঠ	১৮৫	১২০ খ) ৫
নয়বিধ ভক্তি	২১	৩৪ ৪
নয়জন লোকের সঙ্গে বিবোধ করা অব্যর্থব্য	১৬	২৫ ২
নাগপাশ, বাঘের	১০০	৭২ ৫
নাগপাশ, হনুমানের	৫১	১৯ -
নাগ-রাম সংগ্রহ	২৪	৪০ ৩
নাগের রাম সন্দেশে আগমন ও জয়	১৫২	৫০ ১
নাগের রাম-সন্দেশে প্রের	২৫	৪২(খ) ১
নাগীধর্ম	৩	৪ ২
নাগী মায়া-ব্রতপিত্তা	২৫	৪৩ -
নাগী সব দুঃখের আকর	২৬	৪৪ -
নাগী বাণীমতা পাঠে নষ্ট হয়	৩৬	১৪ ৪
নাগীও কীর	২৫	৪৩ -
নাগীর স্বভাবের অষ্টপ্রকার বোধ	৭৬	১৫(খ) ১
নিজ্ঞাসট ভগবানের প্রিয়তম	১৬৬	৮৮ খ) ৪
নীচ অবনত হইলেও দুখেই দেয়	১৫	২৩ ৪
নীচের আচরণ	১৭৫	১০৫(খ) ৫
নীতি ভিন্ন রাজ্যযুদ্ধ হয় না	১৭৯	১১১ খ) ৩
প		
পঞ্চাটী বনে বাস, বাঘের	৯	১৩ ১
পবিত্রতার প্রেমীভাগ	৪	৪ ৬
পদ্মা দেবীর	২৩	৩৮(খ) ৩
পবন বৈরাগ্যবান্ কে ?	১০	১৪ ৪
পুষ্প স্থব ও পুষ্প দুঃখ কি ?	১৮৫	১২০(খ) ২৫৭
পাতিজ্ঞতা ধর্ম	৩	৪ ৩
পবন গুহ	১৭১	৯৮(খ) ৪
পিতৃ-যোগ	১৮৬	১২০(খ) ১৫
পূর্ব-কথা, কাক ভূমুণ্ডির	১৭৭	১০৯(খ) -
পূর্বভ্রম-কথা, কাক ভূমুণ্ডির	১৬১	৭০(র) -
প্রজাপৎকে বাঘের উপদেশ	১৪৯	৪২ ১
প্রবণ পর্বত	৩৫	১১ ৫
প্রভু ভগবান থাকিলেই বাসের আশা		
পূর্ণ হয়	৪	৪ ৬
প্রভেদ, ভীষে ও কীধরে	১০	১৪ -
প্রায়, নারদের, রামকে	২৫	৪২(ক) ১
প্রায়, লক্ষ্যের	৯	১৩ ৩
প্রায়, সাত, পক্ষের	১৮৫	১২০(খ) ১
প্রহর	১৩	৮, -

ক		
কল্যাণিত, বাঘের	১৯০	১৩০(ক) --
কীদ, নারীর	২৫	৪৩ -
ক		
বধ, অকমলুখার	৫০	১৭ ২
বধ, বরষুখার	১১	১৭ ৪
বধ, বালি	৩৩	৬(ক) ৩
বধ, বিবাহ	৫	৬(ক) ৩
বধ, বেধনাদ	১০২	৭৬ -
বধ, বাবণ	{ ১১৫ ৯৯ ৪ ১১৭ ১০২ ১	
বধ-প্রতিজ্ঞা, বালি,	৩২	৬ -
বধ-প্রতিজ্ঞা, বালস	৬	৮ ৩
বধ-যোগ্য কাহারো ?	৩৩	৮ ৩
বন্ধু আচরণ	৩২	৬ ১
বন্ধু-লক্ষণ বর্ণনা	৩২	৬ ১
বর্ণনা, বন-শোভা	২২	৩৬ ২
বন্ধু লক্ষণ	৩২	৬ ১
বর্ষা	৩৫	১২ ৪
বায়ু-রাজ্য	১৪০	১৯ ৪
বায়ুর রূপ	{ ৩১ ৪৪ ২ ১০৭ ৮৫ ৪ ১৩২ ৭৫(খ) ৩	
বর্ণনা, পুষ্প	৩৬	১৫(খ) ১
বর্ণনা, পুত্রোবের দুঃখ	৩১	৫ ১
বানরগণ ও গুহকে বিহার দান	১০৮	১৫ -
বানরগণকে অলঙ্কার ও বস্ত্র বিতরণ	১২৪	১১৬(খ) ১
বানরগণের কথোপকথন, সম্প্রতি		
সহিত,	৪০	২৬ ১
বানরগণের সমুদ্রতটে গমন	৪০	২৫ ১
বানরগণের প্রেরণ, সোতার সন্দেশ	৩৮	২১ -
বালি	৩১	৫ ১
বালি বধ	{ ৩৩ ৬ ১৩ ৩৪ ১০ -	
বালি-বধ প্রতিজ্ঞা	৩২	৬ -
বালি-প্রদীপ বুদ্ধ	৩৩	৬ ১৩
বালু-যোগ	১৮৬	১২০(খ) ১৫
বিশ্ব-আশা	১০	১৪ ২
বিশ্ব কাহারো বলে ?	৫৬	৩১ ২
বিশ্ব কাহারো পরীক্ষা হয় ?	৪	৪ ৪
বিতরণ	{ ১০ ১৪ ২ ৪৬ ৫ ১	
বিতরণ-স্বত্ব সংগ্রহ	৯৬	৬৩ ২



পূর্বা শোভা গোঁপাই				পূর্বা শোভা গোঁপাই					
বিভীষণ-রাবণের যুদ্ধ	১১১	৯৩	২	ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও মারা কাহাকে বলে	৯	১৩	৪		
বিভীষণের অপমান, রাবণ-কর্তৃত্ব	৬০	৪১	১	ভক্তিতেই বাস প্রীত হন	১২৫	১১৭(খ)	--		
বিভীষণের অন্তিমক	১১৮	১০৫	১	ভক্তি, নর প্রত্যাহার	২১	৩৪	৪		
বিভীষণের উপদেশ, রাবণের প্রতি	{	৫৩	২৩	৪	ভক্তি পথ	১৮৩	১১৮(২)	২	
		৫৮	৩৭	২	ভক্তিপথ অতি সুগম	১৫০	৪৫	১	
		৫৯	৩৯(১)	৩	ভক্তি পাওয়া কত দুঃস্ব	১৫৩	৫	১	
বিভীষণের প্রতি রাবণের শক্তিশেল ফেপ	১১৩	৯৩	--	ভক্তি বিহীন গুণ অতি দুঃস্ব	১৬৫	৮৩(খ)	৩		
বিভীষণের প্রার্থনা	১২৪	১১৫	১	ভক্তি-বিহীন ব্রহ্ম ও ভগবানের নিকটে					
বিভীষণের বানরসপুত্রকে অলঙ্কার বস্ত্র				সাধারণ জীবের মত	১৬৬	৮৫(খ)	৫		
বিভীষণের ভক্তি	১২৪	১১৬(২)	১	ভক্তি-স্বাভাব্য	১৮৪	১১৯(খ)	১		
	৪৬	৬	১	ভক্তি-স্বাভাব্য	১০	১৬	১		
বিভীষণের রাজচীকা	{	৬৩	৪৮	৫	ভক্তি লাভ কিরূপে দুঃস্ব	১৫৩	৫৩	১	
		১১৮	১০৫	১	ভক্তি-লাভের উপায় অতি সহজ	১৮৪	১১৯(২)	৪	
বিভীষণের রাবণকে শরণ গ্রহণ	৬০	৪১	১	ভক্তি-সাধনা কি ?	১০	১৫	৩		
বিরত, রাঘব	২২	৩৬	১	ভক্তের উপরে বৈরাগ্য কোর করিয়া আসে	১৮৩	১১৮(খ)	২		
বিরাধ বধ	৫	৬(২)	৩	ভক্তের উপর রাঘবের নিরতিশয় প্রীতি	১৩৮	১৫	৪		
বিরোধ করা অকর্তব্য, কাহাণের সহিত ?	১৬	২৫	২	ভক্তের কাছে ভগবান কিছু গোপন					
বিরোধ করা চলিতে পারে, কাহাণের সহিত ?	৫	৬(২)	৩	রাঘব না	২৫	৪১	২		
বিলাপ, ভাষার	৩৪	১০	১	ভক্তের অত ভগবানের নররূপ ধারণ	১৬০	৭২(২)			
বিলাপ, মনোবীর	১১৭	১০৩	১	ভক্তের ভক্তি ভগবানের সীমা করা	{	৮	১২	২	
বিলাপ, রাঘব	{	১৯	২২(খ)	৪		১৬০	৭২(২)	--	
		৯৫	৬০(খ)	১	ভক্তের মোহ ভগবান রাঘব না	১৬১	৭৩(১)	৪	
বিলাপ, দীপ্ত	১৮	২৮	১	ভক্তের ভগবানের বালক সন্তান	২৫	৪২(২)	৪		
বিষ্ণু মারা জগতে মারারূপে প্রকাশিত	১৮১	১১৫(২)	--	ভগবৎ-চরণে মতি কিসে হয়	৯	১৩	৪		
বৈরাগ্য, জ্ঞান, মারা ও ভক্তি কাহাকে বলে ?	৯	১৩	৪	ভগবৎ-প্রেমলাভই জগৎ-তপের উদ্দেশ্য	১৭০	৯৪(২)	৩		
বৈরাগ্যবান কে ?	১০	১৪	৪	ভগবৎ-প্রেমলাভই জীবের প্রকৃত স্বার্থ	১৭৩	৯৫(২)	১		
বাধ	{	১৪	২০(খ)	৫	ভগবৎ-বিমুখ অন্ধারও মাহাত্ম্য নাই	১৭০	৯৪(২)	২	
		৬৬	৫৭	১	ভগবৎ-ভক্তি ব্যতীত চরণের শেষ হয় না	১৬৭	৮৮(২)	৩	
ব্রহ্মজ্ঞান দুই প্রকার অগ্নির সমান	১৩	২২	২	ভগবান্ অমূল্য থাকিলে কিছু অসাধ্য					
ব্রহ্মার গুণ	১২১	১১০	--	থাকে না	৫৬	৩৩	--		
ব্রাহ্মণ দোষযুক্ত হইলেও পুণ্য	২১	৩৩	১	ভগবান্ কাহারও বলে থাকেন	১০	১৫	৩		
ব্রাহ্মণের সেবা শুদ্ধ শ্রমের সজোববিধানার্থ	১৭৭	১০৮(খ)	৬	ভগবান্ ভক্তি ভাষা গ্রহণ করেন	১৬৮	৯১(১)	৪-৬		
ভক্ত কে ?	১৪৯	৪২	১	ভগবান্-সমান কে জগতে	৩৮	২০	২		
ভক্তকে ভগবানের অগ্নি কিছুই নাই	২৫	৪১	৩	ভগবানে মতি থাকিলে যুগ-যুগের					
ভক্তদের উপরে মারার প্রভাব লাগে না	১০৬	৭৮(খ)	১	প্রভাব লাগে না	১৭৪	১০০(খ)	৪		
ভক্তি ভগবানের প্রাণধার	১৬৫	৮৫(২)	--	ভগবানের নিকটে প্রিয় হইতে					
ভক্তি, মরণ, মোক চায় না	১২২	১১১	৪	প্রিয়তম কে ?	১৬৬	৮৫(খ)	২		
ভক্তি আপনাই আসে	১০	১৫	২	ভগবানের সবই সীমাতীত	১৮৬	৯০(২)	২		
ভক্তি ও জ্ঞানের প্রভেদ	১৮১	১১৪(খ)	৭	ভগবানের স্বরূপে বাস করে কে ?	৬২	৪৭	২		
ভক্তি-কথা কাহাণের কাছে বলিতে নাই	{	১৮০	১১২	৭	ভজন-মায়া	{	১৮১	১১৪(২)	--
		১৮৯	১২৭	২			১৮৭	১২১(২)	৭
ভক্তি কি ?	১০৫	১২০(খ)	--	ভ্যস্ত-গাং হিলন	১০২	৪(১)	১		
ভক্তি ছাড়া আনন্দ কি বলে হয়	১৮১	১১৪(২)	১	ভ্যস্ত-বিহা	১২৯	০	১		

পুঠা দোহা চৌপাই	পুঠা দোহা চৌপাই
ভাট-কুম্ভ-মিলন	১২৩ ০ ০
ভাটের প্রসন্ন, বামের সকাশে	১৪৬ ৩৫ ১
কুম্ভিক রামের বরণান	১৬৫ ৮৪(-) ১
কুম্ভিক বিহরণ প্রদর্শন	১৬১ ৭৫( ) ১
কুম্ভিক শিবের অভিলাষ	১৭৫ ১০৬(-) ১
কুম্ভিক শিবের বরণান	১৭৭ ১০৮(খ) ৪
কুম্ভিক অমৃত	১৬৭ ৮৮(ন) ৩
কুম্ভিক উপাখ্যান	১৫৪ ৫৫ ৪
কুম্ভিক কাক দেহ কেন ?	১৬৯ ১০৩( ) ১
কুম্ভিক কাক-দেহে বসতা কেন ?	১৭০ ৯৪(খ) ৪
	১৮১ ১১৪( ) --
	১৭০ ১৫(ন) ২
কুম্ভিক ভূত-লগ্নমান	১৭৪ ১০৬( ) --
কুম্ভিক নিষ্ঠা গুরু-ভবন গমন	১৫৬ ৬২(ন) ১
কুম্ভিক পূর্ণবস্তু	১৭৭ ১০৮( ) --
কুম্ভিক পূর্ণবস্তু	১৬১ ৭০(খ) ১
কুম্ভিক প্রবল ভয়ের বিবরণ	১৭০ ৯৬( ) --
কুম্ভিক বালক-রামের সহিত খেলা	১৬১ ৭৪(ন) ৩
কুম্ভিক মোহ	১৬১ ৭৩(ন) ১
কুম্ভিক বালক-রামের বর্ণনা	১৬২ ৭৫(ন) ৩
কুম্ভিক শেষের শব্দ	১৭৭ ১০৩(খ) ২
অ	
অকৌটম্ব	৯৩ ৫৭ --
	১ ০ ০
	২৯ ০ ০
অকৌটম্ব	৪৩ ০ ০
	৬৯ ০ ০
	১২৯ ০ ০
অকৌটম্ব	৭২ ৫ ৪
অকৌটম্ব	৫৫ ২৭ ৪
অন-বাগ সমুদ্র	১৮৬ ১২০(ন) ১৫
অ-অধি-বিলাপ	১১৭ ১০৩ ১
	৫৮ ৩৫ ৩
	৭১ ৫ ১
	৭৫ ১০(খ) ৪
অশ্বাশ্বীর বাবকে উপদেশ	১২৩ ১১৪( ) ১
	১৩৭ ১০৮( ) ১
অশ্বাশ্বীর বাব-অব	১৬১ ৭০( ) ৪
অশ্বাশ্বীর বাব-অব	১৭৩ ১২০(খ) ৪
	১৫ ২২ ৪
	১৫ ২৪ --
	১৫ ২৩ ৩
	১৭ ২৬ ৭
অশ্বাশ্বীর বাব-অব	১২৩ ১১৪( ) ১
	১৩৭ ১০৮( ) ১
	১৬১ ৭০( ) ৪
	১৭৩ ১২০(খ) ৪
	১৫ ২২ ৪
	১৫ ২৪ --
	১৫ ২৩ ৩
	১৭ ২৬ ৭
অশ্বাশ্বীর বাব-অব	১২৩ ১১৪( ) ১
	১৩৭ ১০৮( ) ১
	১৬১ ৭০( ) ৪
	১৭৩ ১২০(খ) ৪
	১৫ ২২ ৪
	১৫ ২৪ --
	১৫ ২৩ ৩
	১৭ ২৬ ৭
অশ্বাশ্বীর বাব-অব	১২৩ ১১৪( ) ১
	১৩৭ ১০৮( ) ১
	১৬১ ৭০( ) ৪
	১৭৩ ১২০(খ) ৪
	১৫ ২২ ৪
	১৫ ২৪ --
	১৫ ২৩ ৩
	১৭ ২৬ ৭
অশ্বাশ্বীর বাব-অব	১২৩ ১১৪( ) ১
	১৩৭ ১০৮( ) ১
	১৬১ ৭০( ) ৪
	১৭৩ ১২০(খ) ৪
	১৫ ২২ ৪
	১৫ ২৪ --
	১৫ ২৩ ৩
	১৭ ২৬ ৭
অশ্বাশ্বীর বাব-অব	১২৩ ১১৪( ) ১
	১৩৭ ১০৮( ) ১
	১৬১ ৭০( ) ৪
	১৭৩ ১২০(খ) ৪
	১৫ ২২ ৪
	১৫ ২৪ --
	১৫ ২৩ ৩
	১৭ ২৬ ৭
অশ্বাশ্বীর বাব-অব	১২৩ ১১৪( ) ১
	১৩৭ ১০৮( ) ১
	১৬১ ৭০( ) ৪
	১৭৩ ১২০(খ) ৪
	১৫ ২২ ৪
	১৫ ২৪ --
	১৫ ২৩ ৩
	১৭ ২৬ ৭
অশ্বাশ্বীর বাব-অব	১২৩ ১১৪( ) ১
	১৩৭ ১০৮( ) ১
	১৬১ ৭০( ) ৪
	১৭৩ ১২০(খ) ৪
	১৫ ২২ ৪
	১৫ ২৪ --
	১৫ ২৩ ৩
	১৭ ২৬ ৭
অশ্বাশ্বীর বাব-অব	১২৩ ১১৪( ) ১
	১৩৭ ১০৮( ) ১
	১৬১ ৭০( ) ৪
	১৭৩ ১২০(খ) ৪
	১৫ ২২ ৪
	১৫ ২৪ --
	১৫ ২৩ ৩
	১৭ ২৬ ৭
অশ্বাশ্বীর বাব-অব	১২৩ ১১৪( ) ১
	১৩৭ ১০৮( ) ১
	১৬১ ৭০( ) ৪
	১৭৩ ১২০(খ) ৪
	১৫ ২২ ৪
	১৫ ২৪ --
	১৫ ২৩ ৩
	১৭ ২৬ ৭
অশ্বাশ্বীর বাব-অব	১২৩ ১১৪( ) ১
	১৩৭ ১০৮( ) ১
	১৬১ ৭০( ) ৪
	১৭৩ ১২০(খ) ৪
	১৫ ২২ ৪
	১৫ ২৪ --

পৃষ্ঠা নোতা চৌশাই				পৃষ্ঠা নোতা চৌশাই				
রাবণ-প্রান্ত সর্বাধ	৭২	৭	৪	রাম-সর্বাংশ হনুমানের প্রাণ-জিজ্ঞাসা	১৪৬	৩৫	১	
রাবণ রামের গোপন ভক্ত	১৫	২২	১	রাম-সীতা-লক্ষ্মণের অবোধায় গমন	১২৬	১১৮(৭)	১	
রাবণ বধ	{	১১৫	১১	৪	রাম-সর্বাংশ, সীতার,	১৪১	২৩	২
		১১৭	১০২	১	রাম-হইতে রামের লাল বক্ত	১৮৪	১১১(০)	৮
রাবণ জ্ঞান-বংশোৎপন্ন	{	৫২	২১	৪	রামায়ণ-মাহাত্ম্য	১৮৮	১২৫(০)	১
		৭২	১১	২	রামের কৃপা ভিন্ন ভক্তি হয় না	১৮৯	১২৫(০)	৪
রাবণ-বিভীষণের বৃদ্ধ	১১১	৯৩	২	রামের চরণে যতি হওয়া ভিন্ন অন্য	পৃষ্ঠা নাই			
রাবণ-মন্দোদরীর সর্বাধ	৫৮	৩৫	১	রামের নাপুপাণ	১০০	৭২	৫	
রাবণ-রামের বৃদ্ধ	১০৭	৮৫	--	রামের প্রাণপণকে উপদেশ	১৪৯	৪২	১	
রাবণ-লক্ষ্মণের বৃদ্ধ	১০৫	৮২	--	রামের প্রাণে কাহারো হুম্বী ও	কাহারো হুম্বী হয়			
রাবণ-হনুমান সর্বাধ	৫১	২৩	--	১৪৪	৩০	১		
রাবণ-হনুমানের বৃদ্ধ	১১২	৯৪	১	রামের বিলাপ	{	১৯	২৭(৭)	৪
রাবণকে কুন্তকর্ণের উপদেশ দান	৯৬	৬২	--			৯৫	৬০(৭)	১
রাবণকে বিভীষণের উপদেশ দান	{	৫৩	২৩	৪	রামের বিরহ	২২	৩৬	১
		৫৮	৩৭	১	রামের মহান হা	১৬৮	৯০(৭)	৩
		৫৯	৩৯(৭)	৩	রামের মাহাত্ম্য	২৩	৪৭	১
		৫৮	৩৫	৩	রামের মাহাত্ম্য প্রবণের মহিমা	২৭	৪৬(৭)	--
রাবণকে মন্দোদরীর উপদেশ দান	{	৭১	৫	১	রামের রাজ্যভিব্যক	১৩৪	৯(৭)	২
		৭৫	১০(৭)	৪	রামের রাক্ষস-বধ প্রতিজ্ঞা	৬	৮	৩
রাবণকে মাল্যবানের উপদেশ দান	{	৮৪	৩৫(৭)	--	রামের রূপ বর্ণনা	৬১	৪৭	২
		৮৯	৪৭	৩	রামের রূপ বর্ণনা	১০৭	৮৫	৪
রাবণের আকোটি ক্রিয়া	{	১১৭	১০৩	১	রামের রূপ বর্ণনা	১১৭	১০২	৬-৪৫
রাবণের হস্ত মুকুটাদি কর্তন	৭৫	১৩(৭)	--	রামের লক্ষ্মণ-ভটে আপদন	৫৭	৩৩	৩	
রাবণের জ্ঞান-উপদেশ	১০২	৭৭	--	রামের সবই অনন্ত	১৬৮	৯০(৭)	৩	
রাবণের মাহা-স্বজন	১১২	৯৪	১	রামের সহিত পুত্রীষের মিত্রতা	{	৩০	৩	১
রাবণের বজ্রকংস	১০৬	৮৪	১		{	৩০	৪	০
রাবণের রূপ বর্ণনা	৭৭	১৮	২	রামের সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ	২৯	০	১	
রাম-মন্ত্র সর্বাধ	৮৫	৩৭	২	রামের জ্ঞানে মোহ স্থান পায় না	১৬০	৭১(৭)	২	
রাম-কথা প্রবণের অধিকারী কে ?	১৮৯	১২৭	৩	রামেশ্বর প্রতিষ্ঠা	৭০	১	১	
রাম-নারদ সর্বাধ	২৪	৪০	৩	রাক্ষস-বানরে বৃদ্ধ	১০৩	৭৮	৭-৪৫	
রাম-নিরুপম	১৬৮	৯১(৭)	৪-৪৫	রাক্ষসিক	১৭৫	১০৭(৭)	১	
রাম-বশিষ্ঠ সর্বাধ	১৫০	৪৭	১	রূপ-বর্ণনা, রাবণের	৭৭	১৮	২	
রাম-ভক্তিই সর্বকালের আকর	১৮৯	১২৬	১	ল				
রাম ভক্তিতেই ঐতিহ্য হল	১২৫	১১৭(৭)	৮	লঙ্কাকাণ্ড	৬৯	০	০	
রাম-ভবনায় মাহাত্ম্য	১৯০	১২৯	৪-৪৫	লঙ্কা গমন, অঙ্গদের	৭৬	১৬(৭)	১	
রাম-ভবত মিলন	১৩২	৮(৭)	--	লঙ্কা গমন, হনুমানের	৪৪	২	৩	
রাম-রাজ্য বর্ণনা	১৪০	১৯	৪	লঙ্কা বহন	{	৫০	২৩	১
রাম-রাবণ বৃদ্ধ	১০৭	৮৫	--			৫০	২৪	১
রাম-রাবণ বৃদ্ধারহ	৮৬	৩৮(৭)	১	লঙ্কা-বর্ণনা	৪৪	২	৫	
রাম-লক্ষ্মণ সর্বাধ	{	৯	১৩	১	লঙ্কায় বধ	৪৫	৩	১
		৯	১৩	৩	লঙ্কা-রূপ কল্প	১৪২	২৪	৩
		১৬৯	৬৯	১				

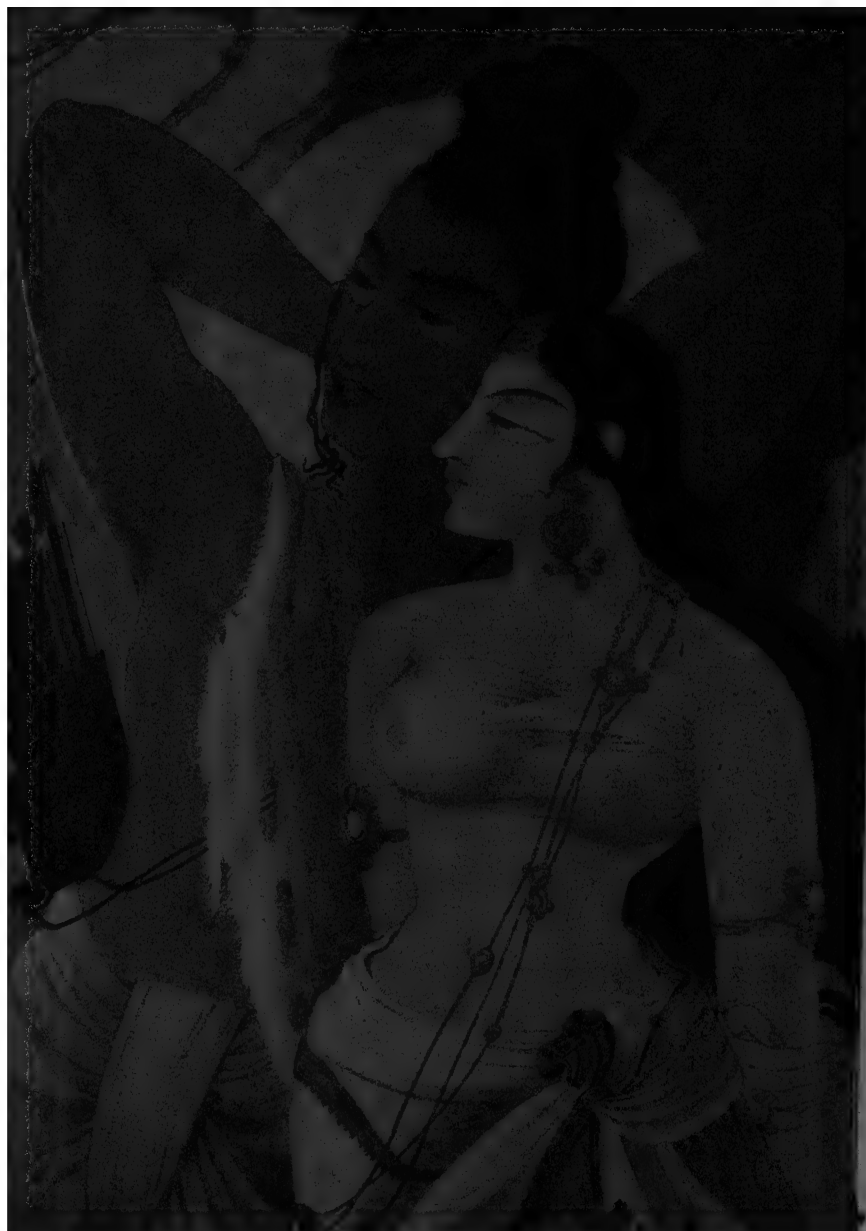
পৃষ্ঠা কোঠা চৌপাই			পৃষ্ঠা কোঠা চৌপাই		
লক্ষণ-মন্ডনান বৃদ্ধ	১০	৪১(১) ২	সামু ও অসামু প্রভেদ	১৮৫	{ ১২০(৫) ৩ ১২০(৫) ৭
লক্ষণ-বাবণের বৃদ্ধ	১৯৫	৮২ --	সামু ও অসামু লক্ষণ	১৪৭	৩৬ ৩
লক্ষণের কোণ	{ ৩৭	১১ ১	সামু লক্ষণ	২৬	৪৪ ৩
	৩৮	৪	সৌতা-অনুয়া বিলন	৩	৮ ১
লক্ষণের বায়কে প্রাণ	৩	১৩ ৪	সৌতা-ত্রিভুজা সংবাদ	{ ১১৪	৯৮ ১
লক্ষণের সিপিধান, বাবণকে	৬৪	৫১ ৪	সৌতা-হুয়ান সংবাদ	৪৮	১১ ৪
লোমণ মুনি	১৭৮	১১০(৫) --	সৌতা-হরণ ও সৌতা-বিলাপ	{ ১৭	২৭ ১
লোমণ মুনির অল্পতাপ	১৭৯	১১২(৫) ৩		১৮	২৮ ১
লোমণ মুনির বরণন, কুতুভিক	১৮০	১১২(৫) ৮	সৌতা কি ভাবে লঙ্কার থাকেন	৫৫	২৯ ৪
লঙ্কার			সৌতার অঙ্গ-পদীক	১২০	১০৭ ৭
লঙ্কারে ১, বিভীষণের প্রতি	১১১	৯৩ --	সৌতার অঙ্গ-প্রবেশ	১৫	২২ ৪
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	৯২	৫৩ ৪	সৌতার নিকট হুয়ানের বিষয় গ্রহণ	৫৪	২৫ ৪
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	৩২	৬ ৫	সৌতার রাম সেবা	১৪০	২৩ ২
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	৬২	৪৭ ১	সৌতার বিলাপ	১৮	২৮ ১
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	৫	৬ ২ ৪	সৌতার সন্তান-অঙ্গ	১৪২	২৪ ৩
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	৩৬	১৫(৫) ১	সৌতার সন্তানে বানর-ঈশ্বর প্রেরণ	৩৯	২১ ৩
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	২১	৩৩ ৩	অগ্রীৱ	{ ২৯	০ ১
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	১০	১৫ --		৩০	৩ ১
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	১৫২	৫১ ১	অগ্রীৱ-বালি বৃদ্ধ	৩৩	৬ ১৩
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	১৭৬	১০৮(৫) --	অগ্রীৱ-মিলন	৫৫	২৮ ২
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	১৭৫	১০৬(৫) --	অগ্রীৱ রাম সংবাদ	৩৮	২০ --
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	{ ১২৩	১১৪(৫) ১	অগ্রীৱার রামের নিকট বিলাস গ্রহণ	১৩৮	১৬ --
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	{ ১৩৭	১৩(৫) ১-২:	অগ্রীৱের উপর রামের অঙ্গপ্রবেশ	৩৭	১৭ ২
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	৩২	৬ ৫	অগ্রীৱের উপর লক্ষণের কোণ	৩৭	১৭ ৪
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	১৮৬	১২০(৫) ১৬	অগ্রীৱের হুয়ান বর্জন	৩১	৫ ১
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	১৩৭; ২৯; ৪৩, ৬৯, ১২৯,		অগ্রীৱের বৈরাগ্য	৩২	৬ ৮
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	১৩৭; ১৭৫, ১১১।		অগ্রীৱের বাণ্যাত্মক	৩৪	১০ ৫
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি			অগ্রীৱের সহিত বিলাস, রামের	{ ৩০	৩ ১
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	১২২	১১১ ৪		৩০	৪ --
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	১৬১	৭৩(৫) --	অগ্রীৱ মুনি	৬	৯ ১
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	১৪৫	৩১ ১	অগ্রীৱ কাণ্ড	৪৩	-- --
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	১৪২	২৪ ৩	অগ্রীৱ পর্কট	৭৩	১০ ১
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	১৫৮	১২০(৫) ৭	অগ্রীৱ পর্কটে অঙ্গপ্রবেশ	৭১	৪ ১
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	১৮৬	১২০(৫) ১৬	অগ্রীৱ পর্কটে চন্দ্রোদয়	৭৪	১১(৫) --
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	৪৩	০ ১	অগ্রীৱ	৪৪	১ ১
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	৭১	৩ ১	অগ্রীৱ বৈষ্ণব	৯২	৫৪ ৪
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	৬৩	৫ ২	অগ্রীৱার বাবণের নিকট গমন	{ ১৪	২০(৫) ১
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	৬৬	৫৭ ১		১৪	২০(৫) ৩
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	৪০	২৬ ১	অগ্রীৱার রামের নিকট গমন	১১	১৬ ৪
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	১৫৬	৬১ --	অগ্রীৱার বিষয়	১১	১৬ ২
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	৭১	৩ ১	সেহু বন্ধন	৬৯	০ ৩
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	৫৪	২৭ --	সেহু বিলাস কথিত হয়	৩৯	২২ ২
লঙ্কারে ১, লক্ষণের প্রতি	১৮৫	১২০(৫) ১			

## পুঠা লোহা জোপাই

## পুঠা লোহা জোপাই

দেব্য-সেবকতার ভিন্ন ভব-স্থল অস্ত হই না	১৮৪ ১১৯(ক) --	সংবাদ, সীতা-হুয়ান্	৪৮ ১১ ৪
দ্বীপোকেয় অষ্টবিধ লোহ	৭৬ ১৫(ক) ১	সংবাদ, ব্রজবিন-বাস	৩৮ ২০ -
দ্বাবীমতা পাইসে দাবী নষ্ট হয়	৩৬ ১৪ ৪	সংবাদ, হুয়ান্-বিভীষণ	৪৫ ৪ ২
ভব, অত্রিনিয়,	৩ ৩ ১	সংবাদ, হুয়ান্-ভবত	৯৪ ৫৮ ১
ভব, ইন্দ্রেয়,	১২২ ১১২ ১	সংবাদ, হুয়ান্-বাবণ	৫১ ২০ --
ভব, চারিবেশের,	১৩৬ ১২(গ) ১-৪:	সংবাদ, হুয়ান্-পার্কতী	১৫২ ৫১ ১
ভব, ভট্টান্,	২০ ৩১ ১-৪:	হু	
ভব, দেবপণের,	{ ৭৫ ১৮৫ ১	হুয়ান্	২৯ ০ ২
	{ ১২১ ১০২(৭) ২	হুয়ান্ কর্তৃক ভবতের ঐশ্বর্য জিজ্ঞাসা	১৪৬ ৩৫ ১
ভব, দ্বারপের,	১৫২ ৫০ ১	হুয়ান্-বিভীষণ সংবাদ	৪৫ ৪ ২
ভব, ব্রজব,	১২১ ১১০ --	হুয়ান্-ভবত মিলন	{ ১২১ ০ ১
ভব, শিবের,	{ ১২৪ ১১৪(ক) ১		{ ১৩০ ১(ক) --
	{ ১৩৭ ১০০(গ) ১-৪:	হুয়ান্-ভবত সংবাদ	৯৪ ৫৮ ১
ভব, সনকাধির	১৪৫ ৩০ ১	হুয়ান্-বাবণ সংবাদ	৫১ ২০ -
ভব, স্তব্ধ মূনির	৭ ১০ ১	হুয়ান্-বাব সংবাদ	৫৫ ২৯ ৪
ভব,--( কহাটক )	১৭৫ ১০৭(ক) ১	হুয়ান্-সীতা সংবাদ	৪৮ ১১ ৪
সংবাদ, অজব-বাবণ	৭৭ ১৮ -	হুয়ান্-ব্রজব সংবাদ	৪৪ ১ ১
সংবাদ, অজব-বাস	৮৫ ৩৭ ২	হুয়ান্কে সাগর লঙ্ঘন করিতে	
সংবাদ, কালনেমি-বাবণ	১২ ৫৫ ১	জাব্বানের উৎসাহ বান	৪২ ২৯ ১
সংবাদ, দারিক বাস	২৪ ৪০ ৩	হুয়ানের আগপাশ	৫১ ১৯ --
সংবাদ, বাশিষ্ট বাস	১৫০ ৪৭ ১	হুয়ানের বাবণ-সত্যের আগমন	৫১ ১৮ ১
সংবাদ, বিভীষণ-কৃত্তবর্ণ	১৬ ৬৩ ২	হুয়ানের লঙ্ঘন প্রবেশ	৪৪ ২ ৩
সংবাদ, ভবত-হুয়ান্	৯৪ ৫৮ ১	হুয়ানের সাগর লঙ্ঘন	৪৩ ০ ১
সংবাদ, বাবণ-মল্ল	৭৭ ১৮ --	হুয়ানের সাগর, বাসের সহিত	২৯ ০ ১
সংবাদ, বাবণ-কালনেমি	১২ ৫৫ ১	হুয়ানের সীতা-সদীপে গমন	{ ৪৬ ৭ ৩
সংবাদ, বাবণ-ঐহব	৭৩ ৮ --		{ ১১৯ ১০৬ ১
সংবাদ, বাবণ-অশ্বোত্তী	৫৮ ৩৫ ২	হুয়ানের সীতার নিকট বিহার প্রবেশ	{ ৫৪ ২৫ ৪
সংবাদ, বাবণ-হুয়ান্	৫১ ২০ -		{ ৫৪ ২৬ ১
সংবাদ, বাস-দারিক	২৪ ৪০ ৩	হুয়ানের স্তব্ধ বৈজ্ঞানিক আশ্রয়ন	১২ ৫৪ ১
সংবাদ, বাস-বশিষ্ঠ	১৫০ ৪৭ ১	হুয়ান্-পার্কতী সংবাদ	১৫২ ৫১ ১
সংবাদ, বাস-সম্মণ-ব্রজব	৩৮ ২০ --	হুয়ান্-ভবত অধিকারী	১৫৩ ৫৩ ১
সংবাদ, বাস-হুয়ান্	৫৫ ২৯ ৩	হুয়ান্ ভবত ভিন্ন ক্রমের শেষ হয় না	১৬৭ ৮৮(ক) ৩
সংবাদ, সীতা-ব্রজব	{ ৪৮ ১০ ১	ক্ষ	
	{ ১১৪ ৯৮ ১	ক্ষয় রোগ	১৮৬ ১২০(ক) ১৭









ঐগণেশায় নমঃ

ঐজানকীবল্লভের জয়

# শ্রীরামচরিত মানস

হৃতীক সোপান

অরণ্যকাণ্ড

শ্লোক—ধর্ম-বিটপীর মূল	বিবেক-জলধি-শোভা	পূর্ণ-বিধু আনন্দ বিধাতা
- বৈরাগ্য-অমুজ-ভামু	ঘন পাপ-অন্ধকার	আর তাপে স্থির পরিত্রাতা ।
মোহ-জলধর ছিন্ন-	ভিন্ন করণ কাল-	নভঃ-জাত পবন-আকারে
বন্দি ব্রহ্ম-কুলজাত	কলঙ্ক চির-নাশন	রাজা রাম শঙ্কর প্রিয়েরে ॥ ১
জলচরা জলধর-	সমান স্তম্ভব তনু	শোভার আধার পীতাম্বর
কবেতে কাম্যু'ক শর	কটিতটে শূশোভিত	সু-উত্তম তৃণীর স্তম্ভর ।
আয়ত রাজীব-জাঁধি	মস্তক-উপরে যিনি	জটাজুট করেন ধারণ
জানকী-লক্ষণ-যুত	পথিক-প্রবর পুঞ্জি	অভিরাম সে রাম-চরণ ॥ ২

সো—উমা রাম-গুণ দৃঢ়	প্রদানে সাধুরে বিরাগ মগ্নে ।
মোহ লভে শুধু মৃত	যে হরি-বিমুখ বিরত ধর্ম্মে ॥

জয়ন্তের কুটিলতা

চৌ—নিজমতি-অমুসারে অমুপম বিমোহন ।	করিলু ভরত পুরজন শ্রীতি বিবরণ ॥
ঐবণ করহ এবে শ্রীরামের লীলা পুত ।	করিল। যা' সুর-মুনি-নর-গন বিমোহিত ॥ ১
একবার নিজকরে কুসুম কবি' চয়ন ।	বিবিধ ভূষণ রাম করিলেন বিরচন ॥
বসি' এক মনোহর স্ফটিক শিলার 'পরে ।	দেবী জানকীয়ে প্রভু পরা'ন আদরভরে ॥ ২
জয়ন্ত বাগব-সুত ধরি' রূপ বায়সের ।	হেরিবারে চাহে শঠ পরাক্রম শ্রীরামের ॥
যেন অতি মন্দমতি পিপীলিকা হঠ' ভরে ।	অতল সাগর-তল মাণিতে ছাশা ধরে ॥ ৩
যুট কাক আপনার খল-মতি অমুসরি' ।	পলায় জানকী-পায় চক্ষু-আঘাত করি' ॥
বহিতে রুধির-ধারা হইল রাম-গোচর ।	শবক-সঙ্কান এক করিলেন রথুবর ॥ ৪

দৌ—অতি কৃপাময়

রঘুকুলপতি

সতত করুণা দীনে ।

তা'রো সনে হল

করে আচরণ

দোষাগার মতিহীনে ॥ ১

চৌ—মদ্র-চালিত হ'য়ে ব্রহ্ম-শায়ক ধায় ।  
 আপন প্রকৃত রূপ ধরি' যায় পিতৃ পাশে ।  
 উপজিল ত্রাস মনে বুটে' গেল সব আশা ।  
 কৈলাস আদি করি' সব ধামে বিধি-লোকে ।  
 জয়ন্তে বসিতে কেহ নাহি করে আবাহন ।  
 সুধা হয় বিধ কাক বলে শুন হরি যান ।  
 শত অরি-সম হয় স্তম্ভদের ব্যবহার ।  
 তপ্ত অনল হ'তে তা'র কাছে সারা ধরা ।  
 জয়ন্তে বিকল অতি হেরিলেন দেব-ঋষি ।  
 প্রেরণ করিলা তা'রে রামপদে স্বরা করি' ।  
 ভয়ে ভীত সাকাতরে জড়া'য়ে ধরে চরণ ।  
 তোমার অতুল বল প্রভুতা তব অতুল ।  
 নিজকৃত কর্মফল সমুচিত লভিলাম ।  
 কৃপাময় শুনি' তা'র অতি দুখ-ভরা বাণী ।

দৌ—মোহ-বশে সাথে বাদ

করুণা করি' অগাধ

ভয়াকুল প্রাণ ল'য়ে বায়স পলা'য়ে যায় ॥  
 শ্রীরাম-বিরোধী বৃষ্টি' অভয় নাটিক আসে ॥ ১  
 চক্রের ডয়ে লভে দশা যথা দুর্বাসা \* ॥  
 ছুটে' আস্ত কলেবর সমাকুল ভয়ে শোকে ॥ ২  
 রাম-জ্যোহী জনে রাখে বল ধরে কে এমন ॥  
 জননী মরণ-সমা জনক যম-সমান ॥ ৩  
 শৈবলিনী বৈভরণী সমান নিকটে তা'র ॥  
 এ দশা তাহার যেবা রাম-বিমুখতা ভবা ॥ ৪  
 সন্ত কোমল-চিত করুণা উদিল আসি' ॥  
 চীৎকারি' কহে রাখ' প্রণতের হিতকারি ॥ ৫  
 বলে ত্রাণি ত্রাণি প্রভু দয়াল রঘুনন্দন ॥  
 আমার ছিল না জানা কুমতি আমি বাতুল ॥ ৬  
 রাখ' প্রভু এবে তব শরণে ছুটে' এলাম ॥  
 এক ঋণি করি' তা'রে ক্ষমিলেন হে ভবানি ॥ ৭

যদিও বিনাশ তা'র বিধি ।

ক্ষমিলেন রাম গুণনিধি ॥ ২

## অত্রি-মিলন

চৌ—চিত্রকূটে অবস্থান করি' রঘুমণি রাম ।  
 কিছুদিন গত হ'লে উদয় হইল মনে ।  
 এত ভাবি' মুনিগণ-সমীপে ল'য়ে বিদায় ।  
 অত্রিমুনির পাশে যখন করিলা গতি ।  
 রোমাঞ্চিত কলেবরে ধাবিত উঠিয়া মুনি ।  
 করিতেই দণ্ডবৎ শ্রীরামে বৃকে জড়া'ন ।  
 হেরিয়া শ্রীরাম-রূপ শীতল নয়ন-মন ।  
 অর্চনা করি' কহি' স্মরণ মনোহর ।

সৌ—আসনেতে প্রভু সমাসীন

মুনিবর পরম প্রবীণ

করেন কতই লীলা ঐতিয়ুগ-অভিরাম ॥  
 হইবে বড়ই ভীড় সকলে ফেলে'ছে চিনে' ॥ ১  
 সীতাসনে দুই ভাই যা'ন যথা মন যায় ॥  
 বারতা শুনিয়া মুনি অতি হরষিত মতি ॥ ২  
 তাহারে হেরিয়া দ্রুত চলিলেন রঘুমণি ॥  
 প্রেমবারি সহযোগে হুজনে করান স্নান ॥ ৩  
 সাগরে করেন নিজ আশ্রমে আনয়ন ॥  
 অর্পে'ন ফলমূল শ্রীত রাম রঘুবর ॥ ৪  
 হেরি' রূপ ভরিয়া নয়ন ।  
 জুড়ি' কর করেন বন্দন ॥ ৫

হু—প্রণাম তোমার পায় ভকতজনে সদয় । কোমলভা-ভরা প্রাণ ওহে প্রভু কৃপাময় ॥  
 অকামী জনের স্থান দাও তব নিজধাম । চরণ-সরোজে নমি' ভক্তি প্রাণ-অভিরাম ॥ ১  
 নয়নের প্রীতিকর কম শ্রাম কলেবর । তুমি ভব-জলধিতে মগ্নর ধরাধর ॥  
 কিবা বিকশিত কম রাজীব যুগ-লোচন । কাম মদ মোহ-আদি সব দোষ বিমোচন ॥ ২  
 প্রলম্ব ও ভুজ-যুগে বিপুল কতই বল । বিভব তোমার প্রভু কে আছে যে পায় তল ॥  
 তুঙ্গীর শায়কবর ভাষণ ধনুকধারী । ত্রিলোক-অধিনায়ক ত্রিভাপ হরিতহারী ॥ ৩  
 পুত দিবাকর-কুল করিলে তুমি উজ্জল । ধূর্জটী-ধনু ভাদ্রি' দেখাইলে নিজ বল ॥  
 সাধুগণ মুনিবর হৃদি অমুরঞ্জন । অমর-অরাতিদল-দর্প বিভঞ্জন ॥ ৪  
 মনোভব-অস্তক-বন্দিত পদতল । সেবিত কালাস্তক অজ্ঞ-আদি সুরদল ॥  
 শুদ্ধ জ্ঞানময় তুমি বিগ্রহ নিবারণ । দূষণ কলুষ যত করহ অপহরণ ॥ ৫  
 প্রণাম তোমায় করি রমার হৃদয়পতি । সুখের আকর চির সন্তুজনের গতি ॥  
 শচীপতি-প্রিয়ানুজ ভকতের প্রাণাধার । অনুজ শকতি-সনে ভজনা করি তোমার ॥ ৬  
 আপন মনের হ'তে তমঃ করি' পরিহার । নিয়ন্ত যে করে সেবা কমল-পদ তোমার ॥  
 সে কভু তর্ক-বোধি পূরিত ভবার্ণবে । ওহে প্রভু কৃপাময় স্বপনেও নাতি ডুবে ॥ ৭  
 একান্তে করি' বাস মুক্তির কামনায় । ইন্দ্রিয় বোধি' যেবা রত তব সাধনায় ॥  
 নিশ্চয় সেইজন পরম পুলক-মনে । স্বগতি কবিতা লাভ যায় নিজ-নিকেতনে ॥ ৮  
 সেই এক অদ্বিতীয় মায়ার অতীত প্রভু । সব সাধ-বিরহিত ঈশ্বর আর বিভু ॥  
 ভগতেব গুরু যিনি যিনি চির-সনাতন । ত্রিগুণ-অতীত যিনি স্বগত পরমাশ্রয় ॥ ৯  
 ভাব অতি প্রিয় বীর যিনি ভাব-বল্লভ । কু-যোগিগণের কাছে যিনি মহাত্মজ ॥  
 নিজ ভকতের যিনি কল্পপাদপ-প্রায় । সম সুখে সেবা-যোগ্য ভজনা করি তাঁহার ॥ ১০  
 অনুপম সুন্দর হে পৃথিবী-অধিপতি । তোমারে প্রণমি' আমি দেব জ্ঞানকীর পতি ॥  
 তুষ্ট আমারে হও প্রণাম পায়ে তোমার । ভকতি কমল-পদে দাঁও মোরে কৃপাধার ॥ ১১  
 যেজন এ স্তব-পাঠ করয়ে সহ আদর । সেজন তোমার পদ ওহে প্রভু পরাৎপর ॥  
 অস্তে করয়ে লাভ নাহি তাহে সংশয় । তোমার ভকতি-রসে ভিজিয়া তে কৃপাময় ॥ ১২

দো—করিয়া মিনতি                      শির নত করি'                      ক'ন করি' কর জোড় ।  
 ও পদ-কমল                      যেন প্রভু নাহি                      কভু ত্যজে মন মোর ॥ ৪

সীতা-অনসূয়া-মিলন ; অনসূয়ার পাতিভ্রাতৃ ধর্ম্ম কীর্তন

চৌ—অনসূয়াদেবী-পদ ধারণ করিয়া সীতা । করিলেন সম্ভাষণ সুশীলা অতি বিনীতা ॥  
 ঋষি-বরদীর মন অপার সুখেতে ভাসে । আশীষ করিয়া দান বসা'লেন নিজ পাশে ॥ ১  
 পরা'লেন চাক্রবাস আভরণ সুন্দর । নিত যা' নুতন রয় নির্মল মনোহর ॥  
 ক'ন ঋষিবধু সহ সরস কোমল বাণী । রমণী-ধরয় যাহা কিঞ্চিৎ বিবরণি ॥ ২

জনক জননী ভ্রাতা সকলেই হিতকারী ।  
 নিজ ভর্তার দানে নাহি সীমা নাহি পার ।  
 ধৈর্য্য ধরম নিজ-বান্ধব আর নারী ।  
 বৃদ্ধ অশুশ্ৰুতায় মূর্খ ও ধনহীন ।  
 হেন পতিকো যদি দারী করে অপমান ।  
 কায় মন বাণী সনে পতি-পদে অহুরাগ ।  
 এ জগতে পতিব্রতা চারি প্রকারের রয় ।  
 উত্তম যেবা তা'র সদা এই ভাব মনে ।  
 মধ্যম পর-পতি দরশন করে হেন ।  
 ধর্ম্ম ভাবিয়া মনে কুল থাকে নারী যত ।  
 ভয়ে কিম্বা অ-সুযোগে পতিরতা হ'য়ে রয় ।  
 পতি-বঞ্চনা করি' পর-পতি করে আশ ।  
 ছুটী কে তা'র সম যে ক্ষণ-মুখ কারণে ।  
 ছল ছাড়ি' পতিপদে বাহার অচল মতি ।  
 ভর্তার প্রতিকূল আচরণ হয় যা'র ।

সো—সহজে অ-পূতা নারী  
 যশ গায় বেদ চারি  
 স্মরি' সীতা ভব নাম  
 তুমি ত' রামের প্রাণ

চো—শুনি' জানকীর প্রাণ পুলকে হ'ল অধীর ।  
 করুণানিধান তবে কহেন মুনির প্রতি ।  
 সত্তত আমার 'পরে রাখিও তব করুণা  
 ধরমের ধুর-ধারী শ্রীরামের হেন বাণী ।  
 যা'র কৃপা শঙ্কর বিধাতা ও শনকাদি ।  
 তেমন বিগতকাম পুরুষের(ও) প্রিয়তম ।  
 এতদিনে বুঝিলাম রমার কি চতুরতা ।  
 কেহ নাহি ত্রিভুবনে যা'র সম অভিশয় ।  
 কোন্ প্রাণ ল'য়ে মুখে ক'ব প্রভু যাও তুমি ।  
 এত বলি' প্রভু-পানে চেয়ে র'ন মুনিবর ।

ছ—পুলক শরীরে  
 মন জ্ঞান গুণ

প্রেমের প্রাণ ভরা  
 ইন্দিয়াভাত

কিন্তু আহ্নয়ে সীমা শুন নৃপ-সুকুমারি ॥  
 অধম রমণী সেই যে না সেবা করে তাঁ'র ॥ ৩  
 বিপদের কালে তবে বুঝা যায় এই চারি ॥  
 অন্ধ বধির ক্রোধ-পরায়ণ অতি দীন ॥ ৪  
 সে নারীর যমপুরে দুঃখে আছে বিধান ॥  
 এই শুধু ধর্ম্ম ব্রত নিয়ম কেবল এক ॥ ৫  
 নিগম পুরাণ সাধু সকলেই এই কয় ॥  
 দ্বিতীয় পুরুষ নাহি স্বপনেও ত্রিভুবনে ॥ ৬  
 সবে পিতা সহোদর পুত্র আপন যেন ॥  
 হীনা নারী সবে তা'রা বেদের বিধান মত ॥ ৭  
 বুঝিবে অধম নারী এরা সারা জগময় ॥  
 রৌরব-মাঝে শতকল্প তাহার বাস ॥ ৮  
 শত কোটি জন্ম দুখ-ভর নাহি আনে মনে ॥  
 আয়াস বিনা সে নারী করে লাভ পরাগতি ॥ ৯  
 যৌবনে বিধবা-দশা লিখিত ললাটে তা'র ॥ ১০

সেবি' পতি শুভ গতি পায় ।  
 আজিও তুলসী হরির পায় ॥ ৫ (ক)  
 পতি-হত নারী পালিবে সদা ।  
 জগতের তরে বলা এ কথা ॥ ৫ (খ)

অপর কাননে যাই যদি হয় অমুমতি ॥ ১  
 নিজ দাস জানি' মনে স্নেহ যেন ত্যজিও না ॥  
 শুনিয়া প্রেমের সনে কহিলেন জ্ঞানী মুনি ॥ ২  
 করেন নিয়ত সাধ যত পরমার্থবাদী ॥  
 তুমি সেই দীননাথ কহ হেন কথা কম ॥ ৩  
 সকল দেবেরে ত্যজি' কেন তোমা 'পরে রতা ॥  
 কেন না হইবে কহ তাঁহার হেন বিনয় ॥ ৪  
 তুমিই বলহ নাথ তুমি ত অন্তরধামী ॥  
 নয়নেতে জল বহে পুলকিত কলেবর ॥ ৫

কমল-আননে স্থাপিত আঁখি ॥  
 কি সাধনা-বলে প্রভুরে দেখি ॥

ধর্ম যোগ জপ শ্রীরঘুনাথের	আচারের ফলে পূতলীলা-গান	পরমা ভকতি লভয়ে নরে । নিশিদিন দাস-তুলসী করে ॥
দো—কলির শমন সাদরে যে শুনে	মানস-দমন তাহার উপরে	রাম-যশ স্তম্ভমূল । হ'ন রাম অমূল ॥ ৬ (ক)
সো—কলি বোর মলাগার করি' সব পরিহার		ধর্ম জ্ঞান নাহি কি যোগ । রামে ভজে যোবা চতুর লোক ॥ ৬ (খ)

বিরাধ বধ ; শরভঙ্গ-প্রসঙ্গ

চৌ—মুনির কমল-পদে অবশেষে করি' নতি ।	গমন করেন বনে সুর-মুনি-অধিপতি ॥
অগ্রে চলেন রাম পাছে যান লক্ষ্মণ ।	তাপসের বরবেশে স্তম্ভোদ্ভিত বিমোহন ॥ ১
উভয়ের মাঝখানে শোভিতা এমন সীতা ।	ব্রহ্ম জীবের মাঝে মায়া যথা স্তম্ভোদ্ভিতা ॥
দুর্গম ঘাটি বন নন্দনদী গিরিবরে ।	আপন প্রভুরে চিনি' পথ দেয় সমাদরে ॥ ২
যথায় যথায় যান প্রভু রাম রঘুরায় ।	নভে মেঘ ছায়া করি' তথায় তথায় যায় ॥
বিরাধ অমর-অরি পাইলেন পথে তাঁ'র ।	সম্মুখে আসিতেই করিলেন সংহার ॥ ৩
মরিতেই রাম-করে মনোহর কায় পায়া ।	পাঠান আপন ধামে হুম্বিত হেরি' তাঁ'র ॥
সহিত অমূলবর জানকীরে ল'য়ে সাথ ।	শরভঙ্গ মুনি-পাশে আসিলেন রঘুনাথ ॥ ৪

দো—হেরিয়া শ্রীরাম-	আনন-কমল	মুনির লোচন-ভৃঙ্গ ।
আদরে অচল	হ'ল মধু পানে	মহাধন্য শরভঙ্গ ॥ ৭

চৌ—মুনি ক'ন রঘুবীর শুন প্রভু হে কৃপাল ।	ওহে শঙ্কর-মন-মানসপদ-মরাল ॥
যাইতেছিলাম আমি দেব চারিমুখ-ধাম ।	প্রাঙ্গণ আসিল তুমি কাননে আসিবে রাম ॥ ১
নিশিদিন আছি চে'য়ে তদবধি পথ পানে ।	আজ তোমা হেরি' প্রভু শীতল হ'লাম প্রাণে ॥
অতীব অধম আমি সকল সাধনহীন ।	ক'রেছ করুণা মোরে জানি' নিজ জন দীন ॥ ২
সে কিছু আমার 'পরে নহে তব পক্ষপাত ।	রাখিলে আপন পণ জন-মনচোর নাথ ॥
এলে যদি রহ তবে এ দীনর হিত তরে	যতদিন নাহি পাই তোমা ত্যজি' কলেবরে ॥ ৩
যোগ যোগ ব্রত ভগ বা' করেন মুনিগণ ।	প্রভুরে সমপি' সব ভক্তি-বর যেচে' লন ॥
এমনি ভকতি-পরী লভি' মুনি শরভঙ্গ ।	বসেন রচিয়া চিতা প্রাণে ত্যজি' সব সঙ্গ ॥ ৪

দো—জানকী অমূল	সঙ্গেতে প্রভু	নীল নীরধর-শ্রাম ।
মম হৃদে বাস	কর অবিরল	সন্তপ-মুরতি রাম ॥ ৮

চৌ—এতক কহিয়া যোগ-অনলে-দহেন কায় ।	আত্মা হরির-ধামে যায় রাম-করণায় ॥
প্রাণমেই ভেদ-ভক্তি লভিলেন বরদান ।	হরির চরণে লয় এ কারণে নাহি পান ॥ ১

ঋষিগণ মুনিবর হেরি' শরভঙ্গ-গতি ।

করিলেন অমৃতব পরাণে পুলক অতি ॥

করিলেন স্তুতি রামে মিলি' যত মুনীগণ ।

জয হে প্রণত-হিত করুণার নিকন্তন ॥ ২

### শ্রীরামের রাক্ষসবধের প্রতিজ্ঞা

পুনরায় রঘুনাথ চলেন কাননে আগে ।

বিপুল মুনির কুল তাঁহাদের সাথে লাগে ॥

একস্থানে বহু অস্থি করি' রাম দরশন ।

কৃপা করি' মুনীগণে শুধা'লেন কি কারণ ॥ ৩

ক'ন তাঁ'র। কি জিজ্ঞাস' জান'ত সকলি আমি ।

সর্ব-দরশী তুমি সবার অন্তরযামী ॥

রাক্ষসগণ করে মুনীগণে ভক্ষণ ॥

ওনি' জলে উঠে ভরি' জলজ যুগ-নয়ন ॥ ৪

দেও—হ' বাহু তুলিয়া

ক'ন নিশাচর-

হীন ধরা হ'বে এবে ।

মুনিদের বাসে

গিয়া তা'র পর

ধন্য করেন সবে ॥ ৯

### সুভীক্ষের তত্ত্বি ; অগন্ত্য মিলন

ঢৌ—অগন্ত্যের শিষ্য এক আহিলেন জ্ঞানবান ।

ভগবৎ-পদে মতি সুভীক্ষ তাঁতার নাম ॥

কায় মন বচনেতে রাম-সেবা পরায়ণ ।

অগ্র দেবতা-প্রতি স্বপনেও নাহি মন ॥ ১

প্রভু-আগমন-কথা জ্ঞাপ করিয়া কাণে ।

ছুটেন ব্যাকুল করি' কতই মানস প্রাণে ॥

হে বিখাতা দীননাথ সেই রাম রঘুবর ।

করুণা কি করিবেন আমা-সম শঠ'পর ॥ ২

অমূল্য সহিত মোরে জানকীর নাথ প্রভু ।

আপন ভক্ত-ভাবে দিবেন কি দেখা কভু ॥

জদয়ে ভরসা নাহি নাহি বিশ্বাস দৃঢ় ।

ভকতি বিরাগ নাই নাহি জ্ঞান আমি মুঢ় ॥ ৩

নাহি হ'ল সংসঙ্গ নাহি জপ যোগ যাগ ।

কমল চরণ-তলে নাহি দৃঢ় অমুরাগ ।

তবে এক প্রতিশ্রুতি আছে গুণ-নিধানের ।

সেই শ্রিয় নাহি যা'র আশ্রয় অপরের ॥ ৪

হইবে সফল আজ যুগল মম লোচন ।

হেরি' সে রাজীব মুখ ভবত্ব-বিমোচন ॥

প্রেমী মুনির প্রাণে সৌমহীন নির্ভরতা ।

ভবানি সে দণা তাঁর কহিবার ভাষা কোথা ॥ ৫

দিক কি বিদিক পথ কোন জ্ঞান নাহি মনে ।

কোথা যা'ন করেন কি নাজানেন তা'ও ভ্রমে ॥

কখনো স্মৃখে চলি' আবার পিছা'য়ে যা'ন ।

কখনো নাচেন করি' প্রভুর মহিমা গান ॥ ৬

অবিরল প্রেমাভক্তি লভিলেন মুনিবর ।

লুকা'য়ে বিটপী-আড়ে হেরেন করুণাকর ॥

অভিশয় গ্রীতিভাব করি' রাম দরশন ।

হরিতে ভবের ভয় জদয়ে উদয় হন ॥ ৭

অমনি বসেন মুনি পথের মাঝারে স্থির ।

পনস\* কলের মত কাঁটার ভরা শরীর ॥

আসেন নিকটে তবে রঘুমণি কৃপাময় ।

ভক্তের দশা হেরি' পুলক নিরতিশয় ॥ ৮

মুনিরে কতই ভাবে করিলেন সন্ধান ।

ধ্যানে-পাওয়া সুধ-ঘোরে মুনি র'ন অচেতন ॥

হরণ করিয়া তবে রাজ-রূপ আপনায় ।

চারিভুজ রূপ নিষ্ক ধরেন জদয়ে তাঁ'র ॥ ৯

রাজ-রূপ না হেরিয়া উঠেন আকুল হ'য়ে । আকুল যেমন কণী হয় মণি হারাইয়ে ॥  
 সমুখে তেরেন শ্যাম বর-কলেবর রাম । জানকী অমূল্য সনে সকল সুখের ধাম ॥ ১০  
 ধরায় দণ্ড-সম পড়িয়া ধরেন পায় । মগ্ন হেমের সরে মহাধন্য মুনিরায় ॥  
 সুবিশাল ভুজযুগে হুরিয়া তুলেন রাম । পরম শ্রীতিতে বৃকে ধরিলেন গুণধাম ॥ ১১  
 মুনি সনে আকিঞ্জে শোভেন কপাল ছেন । কনক-পাদপ-গলে তমাল জড়াল যেন ॥  
 দাঁড়া'য়ে চাহিয়া র'ন শ্রীরামের মুখপানে । চিত্রে মুনিরে যেন একে' রাখে কোন জনে ॥ ১২

দো—তা'ব পর মুনি                      সস্থরি' নিজে                      পড়ি' পায়ে বারবার ॥  
 আনিয়া প্রভুরে                      নিজ আশ্রমে                      পুঞ্জন বহু প্রকার ॥ ১০

চো—মুনি ক'ন শুন প্রভু অধীনের এ মিনতি । কি ভাবে করিবে দাস দীননাথ তব স্তুতি ॥  
 অসীম মহিমা তব আর মোর লঘু মতি । দিবাকর-আগে যেন জোনাকীর ম্লান জ্যোতি ॥ ১  
 শ্যামল তামরস-দামের সম বয়ান । জটায় মুকুট শিরে মুনি-চীর পরিধান ॥  
 করে শরাসন শর কটিতে বাঁধা তুণীর । প্রগতি চরণে তব অবিরত রঘুবীর ॥ ২  
 মাহের বিপিন ঘন দহনকারী কৃশাচ্ছ । সন্ত-কমলবন বিকাশন তুমি ভাঙ্ক ॥  
 রাক্ষস-করী যুগ তরে তুমি মৃগরাজ । করহ আমারে ত্রাণ হে ভব-বিহগ-বাজ ॥ ৩  
 অরুণ রাজীব-আঁধি পরিধান চাক্ষুণ্যেণ । জানকী-নয়ন যুগ-চকোরে তুমি নিশেপ ॥  
 গিরিজা-বিলাস-হৃদি-মানস বাল মরাল । প্রগতি তোমারে রাম উর ভুজ সুবিশাল ॥ ৪  
 সংশয়-ব্যাল-অরি বিনতার বাহাদর । কুটিল তর্ক-জাত বিষাদ-জালে শমন ॥  
 ভবভয় ভঞ্জন সুখদাতা দেবতার । করহ আমারে ত্রাণ সদা কৃপা-পারাবার ॥ ৫  
 স-গুণ অ-গুণ তুমি বি-সম সম-স্বরূপ । জ্ঞান বাণী ইন্দ্রিয়ের অতীত তুমি অমুপ ॥  
 অমল অখিল অনবচ্ছ তুমি অপার । প্রগতি হে রঘুনাথ ভঞ্জন তুমি-ভার ॥ ৬  
 কল-পাদপবন তুমি তব ভকতের । ত্রাস-প্রদায়ক ক্রোধ লোভ মদ ও কামের ॥  
 চতুর নিরতিশয় ভব-পারাবার-সেতু । সদা পার কর মোরে দিনকর কুল-কেতু ॥ ৭  
 অতুলিত ভুজ-বল প্রতাপের চিবধাম । বিপুল কলির পাপ-ভঞ্জন তব নাম ॥  
 ধর্ম-বর্ষ্য তুমি নর্মদ \* গুণগ্রাম । কর তেরণ সদা কল্যাণ মম রাম ॥ ৮  
 যদিও বিরজ তুমি ব্যাপক অবিনাশী । নিতাই সবাচার হৃদি-কন্দরবাসী ॥  
 তথাপি অমূল্য শ্রী সহ প্রভু হে ধরারি । করহ নিবাস মম মানসে কানন-চারি ॥ ৯  
 জাহ্নব যে জানে তোমা পূজ্য প্রভু আমার । স-গুণ অ-গুণ আর হৃদিবাসী সবাচার ॥  
 কোশলের পতি সেই রাজীব-নয়ন রাম- । রূপে মোর হৃদিতলে কর' আপনার ধাম ॥ ১০  
 ভ্রমেও এ অভিমান যেন দূর নাহি হয় । আমি দাস আর পতি রঘুপতি কৃপাময় ॥  
 মুনির বচন শুনি' তৃপ্ত শ্রীরাম-মন । আবার হরষ-প্রাণে মুনিরে বৃকেতে ল'ন ॥ ১১

ক'ন মোরে অতি প্রীত মনে বুঝি' মুনিরাজ । যাহা সাধ যাচ' বর তাহাই পূরা'ব আজ ॥  
 মুনি ক'ন কভু বর যাচিনি' ত' তব পায় । কিবা যাচি কি না যাচি এ কিতার করা দায় ॥ ১২  
 তোমাতে যে বর ভাল লাগে হে রঘুনায়ক । সেই বর দাও মোরে তকত সুখ-দায়ক ॥  
 রাম ক'ন অবিরল ভক্তি বিজ্ঞান জ্ঞান । বিরতি লভিয়া হও সকল গুণ-নিধান ॥ ১৩  
 যাহা দিলে তাই প্রভু লইলাম অমুরাগে । এবে দাও সেই বর আমার যা' ভাল লাগে ॥ ১৪

দো—অমুজ জ্ঞানকী                      সাথে ল'য়ে প্রভু                      ধরি' শর শরাসন ।  
 হৃদয়-গগনে                      চন্দ্র-সমান                      বাস কর' সারাক্ষণ ॥ ১১

চো—তা'ই হো'ক কহি' এই তখন রমা-নিবাস । পুলক-পর্যাগে যা'ন অগন্ত্য মূনির পাশ ॥  
 বহুদিন গত হ'ল স্মৃতিহীন তখন ক'ন । অসিলাম আশ্রমে করি' গুরু-দরশন ॥ ১  
 আমিও গুরু পদে প্রভু তব সনে বাই । ইহাতে তোমার প্রতি কোন অমুবাধ নাই ॥  
 মূনির চাতুরী হেরি' তবে কৃপা-নিকেতন । ভাই দুইজনে হাসি' তাঁহারে সাধেতে ল'ন ॥ ২  
 করিতে করিতে পথে বিবরণ ভকতিব । মূনি-আশ্রমে গিয়া উপনীত রঘুবীর ।  
 স্বরায় স্মৃতিহীন হ'য়ে গুরুর চরণ-গত । দণ্ডবৎ নতি করি' কহিলেন এইমত ॥ ৩  
 হে প্রভু কোশলপতি দশরথ সুকুমার । শ্রীরাম অমুজ সনে বৈদেহী সনে আর ॥  
 আসিলেন তব সনে সাক্ষাৎ করিবারে । দিবানিশি বাঁ'র নাম জপ কর' প্রেমভরে ॥ ৪  
 অগন্ত্য ছুটেন উঠি' এ কথা করি' অবগ । পড়িতেই হরি চ'খে জলে ভরে হৃ'নয়ন ॥  
 দুই ভাই পড়িলেন মূনির চরণ 'পরে । বৃকতে জড়া'ন ঋষি অতীব পুলকভরে ॥ ৫  
 শুধা'ন কুশল সব সমাদরে মূনিবর । আনয়ন করি নিজে বশা'ন আসন 'পর ॥  
 তা'র পর প্রভু-পূজা করিয়া বহু প্রকার । ক'ন আমা-সম নাই ভাগ্যবান্ কহ আর ॥ ৬  
 যতক ছিলেন মূনি সেইখানে উপনীত । স্নান-কন্দে দরশন করি' হরষিত চিত ॥ ৭

দো—মুনিগণ-মাঝে                      বসেন শ্রীরাম                      সবারি পানেতে ফিরি' ।  
 শরতের ঝাঁদে                      যেন চোঁয়ে রয়                      চকোরেরা আঁখি ভরি' ॥ ১২

চো—মুনিগণ-প্রতি তবে রঘুনি রাম ক'ন । তোমাদের সনে প্রভু নাহিক কিছু গোপন ॥  
 যে কারণে হেথা আসা নহে ত' তা' অজানিত । সে কারণে নাহি কহি করি' কিছু বিস্তৃত ॥ ১  
 এখন সে উপদেশ দেহ প্রভু সবে মোরে । মূনি-অরি নিশাচরণে বধি যে প্রকারে ॥  
 প্রভুর বচনে মূনি ঈষৎ হাসিয়া ক'ন । কি মনে ভাবিয়া প্রভু প্রেম যোদ্ধা এমন ॥ ২  
 তব পদ-ভজনার প্রভাব করি' আধার । কণাটুকু অবগত শুধু তব মহিমার ॥  
 বিশাল তোমার মায়া উড়ু দুরতরু-হেন । অন্তহীন ব্রহ্ম-অন্ত উপ্ত তাহে ফল-সম ॥ ৩  
 জন্তুর সম জীব চরাচর সমুদয় । নাহি জানে কিছু আর তাহারি মাঝারে রয় ॥  
 সে ফল আহার করে যে ঘোর কাল করাল । সে কাল(ও) তোমার ডরে শঙ্কিত চিরকাল ॥ ৪



হ'য়ে তুমি নিজে সেই ত্রিভুবন-অধিপতি । কুজ মানব-প্রায় শুধাই'ছ মোর প্রীতি ॥  
 বাচি কৃপা-নিকেতন এই বর তব পাশ । দয়িতা অমূল্য সনে হৃদয়ে করহ বাস ॥ ৫  
 অচলা ভকতি তব সাধুসঙ্গ ও বিরাগ । চরণ-কমলে রহে অবিচ্ছেদ অমুরাগ ॥  
 যদিও অঞ্চল তুমি ব্রহ্ম সীমা বিহীন । অমৃত-গম্য সাধু যাহার ভঞ্জে লীন ॥ ৬  
 জামিলেও করিলেও সুখে তাহা বর্ণন । সন্তান-রূপেতে রহে বারবার রত মন ॥  
 নিজ ভকতেরে সদা সম্মান কর দান । বুঝিলাম তা'ই তব শুধান' আমারে রাম ॥ ৭  
 হে প্রভু র'য়েছে এক ঠাই অতি মনোহর । পঞ্চবটী নাম তা'র অতি পূত সুন্দর ॥  
 সে দণ্ডক কাননের করহ প্রভু পাবন । সুভীষণ মুনিবর-শাপেরে কর হরণ ॥ ৮

ঐরামের দণ্ডক কাননে প্রবেশ

মুনিগণ 'পরে এই দয়া কর' রঘুবর । ভ্রম্য করহ বাস দিবাকর-কুলেশ্বর ॥  
 চলন ঐরাম তবে লভিয়া মুনি-আদেশ । পঞ্চবটী নিকটেতে উপনীত অবশেষ ॥ ৯  
 দেও—গৃধ্ররাজ সনে হইল মিলন সহিত কত প্রণয় ।  
 গোদাবরী-কাছে র'ন প্রভু রচি' বাস পল্লবময় ॥ ১০

পঞ্চবটী বনে-বাস ; রাম-লক্ষ্মণ সংবাদ

চৌ—যদবধি রঘুনাথ স্থাপিলেন তথা বাস । মুনিগণ অতি সুখী বিগত হইল ত্রাস ॥  
 গিরি নদী সরোবর বন হ'ল শূন্যোদ্ভিত । সবাকার শোভা হয় দিনে দিনে বর্জিত ॥ ১  
 খেচর ভূচর যত সবে প্রমোদিত রম্য । গুঞ্জে মধুর অলি নিরখিতে শোভাময় ॥  
 কাননের বিবরণ দিতে হারে অহিরাজ । করেন ঐরঘুনাথ যথায় নিজে বিরাজ ॥ ২  
 একবার রামচন্দ্র স্থাপনে সমাদীন । লক্ষ্মণ নিবেদন করেন কপট-হীন ॥  
 হে অমর নর মুনি স-অচর চর-ধব । নিজ-প্রভু জ্ঞান করি' শুধাই চরণে তব ॥ ৩  
 হে দেব আমারে তাহা বুঝাও করুণাময় । সকাল তাজিয়া যাহে ও চরণে মতি হয় ॥  
 কিবা জ্ঞান কি বিরাগ মায়াই বা বলি কা'রে । ভকতিও ব'লে দাও দয়া কর' যা'র তরে ॥ ৪

\* দণ্ডক :-—রাজর্ষি ইক্কুর মত পবিত্রাশ্রম। মানবের পুণ্যপথের মধ্যে দণ্ডক নামে এক দুর্য্যোগের পুণ্ড্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বিদ্যা ও নীলগিরি পর্বতদ্বয়ের মধ্যস্থিত ভূ-ভাগ তাহার অধিকারে সেওয়া হইয়াছিল। একদিন দণ্ডক হঠাৎ নিজের তরুণ্যবোধের আশ্রমে আগমন করিয়া, তাঁহার কোঠা কতক অরক্ষিত দেখিয়া বোহাগে হত, ও তাঁহার নিকট কৃপাভিক্ষা করে। অরক্ষা তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে পর, দণ্ডক তাঁহার প্রতি অপিত ব্যবহার করে। অরক্ষা পিতাকে সকল কথা বলিয়া গেল। ইহা শুনিয়া তরুণ্যার্থী বলিলেন, “বে দেশের প্রজাপালক নবগতি এই প্রকারের, তেমন দেশের অতি সুবর্ণ নাশ হওয়াই উচিত। আজ হইতে সাত দিনের মধ্যে তোমার রাজ্য ধ্বংস হইবে। যেহেতু ইন্দ্র যেন প্রভুর ও মূলি বৃষ্টি করিয়া তোমার রাজ্য নাশ করিয়া দেয়।” অনন্তর তরুণ্যার্থী রাজ্যের প্রজাপালের মধ্যে এই যোষণা করিয়া দিলেন যে, যে যে আগমন প্রার্থনা করিতে চাহে, সে সে যেন অবিলম্বে সেই রাজ্য ভাগ করিয়া প্রস্থান করে। ইহা শুনিয়া সকলে সে রাজ্য পরিত্যাগ করিল। বহুদিন বিবসে উহা পতঙ্গ-পক্ষী বিহীন মূলিযর দণ্ডক-অরণ্যে পরিণত হইল। অবশেষে তদবাসী রামচন্দ্র বহন ভ্রম্য পলাপণ করিলেন, তখন আবার সে স্থান পবিত্র হইল।

দো—ঈশ্বরে জীবে কি প্রভেদ প্রভু

বাহাতে চরণে হয় রতি যায়

বুঝা'য়ে বল সকল।

শোক বোহ প্রম-দল ॥ ১৪

চৌ—রাম ক'ন সংক্ষেপে দিই তোমা বুঝাইয়া। শুন তাত বুদ্ধি মন আর চিত লাগাইয়া ॥  
আমি মোর তুমি তব এই মায়া বৃক্ষ মনে। রাখে যাহা নিজ বশে তুলাইয়া জীবগণে ॥ ১  
ইন্দ্রিয়-গম্য যত মন যায় যতদূর। সবারি মাঝারে জেন মাফা রহে ভরপুর ॥  
প্রভেদ তাহার মাঝে শুন বলি এ তোমারে। বিভ্রামায়া একটরে অবিজ্ঞা বলে অপরে ॥ ২  
অবিজ্ঞা অতীব দুষ্টা অতিশয় দুঃখ-রূপ। যাহার অধীনে জীব প'ড়েছে এ ভব-কূপ ॥  
বিজ্ঞা-সুজিত বিশ্ব তিনগুণ বশে যা'র। প্রভুর(ই) প্রেরিত তাহা নিজ বল নাহি তা'র ॥ ৩  
তাই জ্ঞান মান-আদি দোষ-দুষ্ট বাচ্য নয়। জ্ঞানের রূপ বাহে সবে প্রতিভাত হয় ॥  
পরম বিরাগবান্ করিবে মানবে সেই। তিন গুণ আর সিদ্ধি তৃণ সম ত্যজে যেই ॥ ৪

দো—মায়া ভগবান্

বন্ধ মোক্ষ-প্রদ

নিজেরে না জানে

মায়া'র প্রেরক

তাহারে বলিবে জীব।

সর্বোপার সেই লিখ ॥ ১৫

চৌ—বিরাগ ধরম হ'তে যোগ হতে জাগে জ্ঞান। জ্ঞান মোক্ষ-প্রদায়ক বেদ করে সদা গান ॥  
বাহাতে দ্রবিত তাত আমি অতি সত্ত্বর। আমার ভক্তি তাহা ভক্তের সুখকর ॥ ১  
সে ভক্তি নিজে আসে নহে কা'রো আশ্রিত। তাহারি অধীনে জ্ঞান আর অমুভব যত ॥  
ভক্তি উপমাহীন সুখের অ-শেষ মূল। সে ভক্তি মিলে সন্ত হ'ন যদি অমুকূল ॥ ২  
ভক্তি-সাধনা কিবা কহিতেছি বিবরণি'। এ পথ সুগম-অতি এতে মোরে পায় প্রাণী ॥  
প্রথমেই বিশ্র-পদে প্রীতিতে মজিবে মন। বেদের বিধান-মত নিরত কাজে আপন ॥ ৩  
বিষয়ে ইহার ফলে উদিত হ'বে বিরাগ। আমার ধরমে তবে হ'বে তা'র অনুরাগ ॥  
অবগ মনন আদি ন'-ভক্তি দৃঢ় হ'বে। আমার লীলায় রতি অতীব মনেতে তবে ॥ ৪  
সন্ত-কমলপদে প্রেম যা'র হয় গাঢ়। কর্মে যচনে মনে ভজনে নিয়ম দৃঢ় ॥  
জগৎ জননী গুরু ভক্তা দেবতা ভ্রাতা। দৃঢ়-সেবা করে জানি' আমারে সব-বিধাতা ॥ ৫  
মম গুণ-কীর্তনে পুলকনে তহু ভায়। গদগদ হয় বাণী জলে আঁধি ভ'য়ে যায় ॥  
কাম দম্ব মদ-আদি পরিশুণ্য হৃদি-তল। হে তাত তাহার বশে রহি আমি অবিরল ॥ ৬

দো—কায় ষাক্ মনে

তাহারি জন্ম-দয়-

আমি যা'র গতি

কমল মাঝারে

সদা ভজে নিষ্কার।

মোর নিত বিজ্ঞাম ॥ ১৬

চৌ—ভক্তিবোগ-তব গুনি' অতি সুখ এল প্রাণে। নমিলেন লক্ষ্মণ শ্রীরাঘবের শ্রীচরণে ॥  
এই ভাবে জ্ঞান গুণ বিরতি-আদি কথায়। দণ্ডক বনে দিন অতীত হইয়া যায় ॥ ১

সূৰ্পণখার বিবরণ

সূৰ্পণখা নামে ছিল রাবণের সহোদরা । নাগিনী-সদৃশ হিয়া অতি ঘোর ভয়ঙ্করা ॥  
 পঞ্চবটা কাননে সে গিয়াছিল একবার । হেরিয়া বিকল হ'ল যুগল নৃপ-কুমার ॥ ২  
 কাক কয় কিবা পিতা ভ্রাতা স্তম্ভ উরগারি । পুরুষে স্বরূপ হেরে ধর্ম-জ্ঞানহীনা নারী ॥  
 অতীব বিকল প্রাণ বশে না আনিতে পারে । রবিকান্তমণি যথা প্রবিত্ত তপনে তেরে' ॥ ৩  
 প্রভু য় নিকটে যায় মনোহর রূপ ধরি' । মধুর বচন কহে হাসিতে আনন ভরি' ॥  
 বলে তোমা সম নর আর নারী মোর প্রায় । অনেক বিচার করি' নিরমিল বিধাতায় ॥ ৪  
 আলোড়িয়া ত্রিভুবন খুঁজিয়া দেখে'ছি আমি । কোথাও নাহিক কেহ মোর অল্পরূপ খামী ॥  
 সে যেহু কুমারী ভাবে জীবন করি যাপন । তোমাতে দেখিয়া মোর শাস্ত আজিকে মন ॥ ৫  
 চাহিয়া সীতার পানে ক'ন প্রভু কৃপাময় । আজিও অল্প মোর না করিল পরিণয় ॥  
 গেল লক্ষণ-পাশে হেরি' অরি-সহোদরা । প্রভু-পানে চাহি' কথা ক'ন কোমলতা-ভরা ॥ ৬  
 স্তম্ভরি শুন আমি আজীবন গুণ দাস । পরাধীন এখান না পুহিবে তোমার আশ ॥  
 সর্ব শক্তিমান প্রভু হোশলের অধিপতি । যা' করেন তাই সাজে উহার অমিত গতি ॥ ৭  
 দাস যদি সুখ চায় মান খুঁজে যে ভিখারী । দ্রুত সুরা-সেবী ধন শুভ-গতি ব্যাভচারী ॥  
 লোভী যশ ভরে মরে চারি বর্গ অভিমানী । আকাশ-দোহনে দুধ চাচে এ সকল প্রাণী ॥ ৮  
 যায় রাম-সমীপেতে তখন সে পুনরায় । পুনঃ লক্ষণ-পাশে স্ত্রীরাম পাঠান তার ॥ ৯  
 লক্ষণ ক'ন তোরে বরণ করিবে সেই । পণ করি' সব লাজ পরিহার করে যেই ॥ ১০  
 রাগত হইয়া তবে পুনঃ রাম-পাশে যায় । নিজ ভয়াবহ রূপ তখন প্রকাশ পায় ॥  
 জানকীরে ভয়ভীতা নিরখিয়া রঘুবর । ভাইয়ে ইজিত করি' ডাকিলেন স্বরা-পর ॥ ১১

দো—লক্ষণ অতি পুলকে করেন শ্রুতি নাসাহীনা তার ।  
 তার হাত দিয়া রাবণের কাছে আছান যেন যায় ॥ ১৭

ধন-দুষণাদি বধ

দো—হারা'রে অরণ-নাসা আকুলা সে অহরে । কথিরের স্রোত ধারা গিরি হ'তে যেন ধরে ॥  
 ধন ও দুষণ-পাশে কাদিতে কাদিতে যায় । কহে ধিক পৌরুষে বলে তব ধিক হায় ॥ ১  
 শুধাইল হেতু যবে করিল সে বর্ণন । শুনি' নিশাচর স্বরা করিল সেনা-গঠন ॥  
 প্রহাবিত হ'ল যত নিশাচর-সেনাদল । পক্ষ-বৃত্ত মসী-কায় গিরি যেন সে সকল ॥ ২  
 আরোহি' বাহন নানা ধরিয়া নানা আকার । ধরি' প্রহরণ কত ভয়ানক ও অপার ॥  
 অন্তত-ধর্ষণ সেই কর্ণ নাশ-বিহীনারে । সঙ্গে লইয়া সবে চলে পুরোভাগে করে ॥ ৩  
 অন্তত-শকুন যত হ'তে থাকে ভয়ঙ্কর । মরণ খনায় বলি' প্রাণে নাহি করে ভর ॥  
 গর্জক হকার করে উড়ে তার নভোপরে । সেনা হেরি' বীরদের পরাণ পুলকে ভরে ॥ ৪

কেহ বা বলি'ছে জ্যাস্ত দুটো ভাইয়ে কেল ধ'রে । মেরেটাকে কেড়ে'নয়ে ও ছুটোরে কেল মেরে ॥  
 ধুলিতে ধুলিতে ছে'য়ে মলিন হ'ল গগন । আহ্বানি' লক্ষণে রাম তবে এই ক'ন ॥ ৫  
 গিরির গুহায় যাও জানকীরে সাথে ক'রে । ভয়ানক নিশাচর-সেনা আসে ছড়ারে ॥  
 সতর্কে থেক তথা শুনিয়া প্রভুর বাণী । সীতা-সনে লক্ষ্মণ যা'ন শর ধমু-পাণি ॥ ৬  
 শ্রীরাম হেরিয়া অরি হইতেছে অগ্রসর । হাসিয়া তখন গুণ চড়া'ন ধমুর 'পর ॥ ৭

ছ—কোদণ্ড কঠোর	ধরি' জটাভূট	বাঁধিয়া মাধায় শোভেন হেন ।
নীলগিরি 'পরে	কোটি ইরশ্বদ-	সনে অহি-যুগ যুঝি'ছে যেন ॥
কটিতটে আঁটা	তুণীর বিশাল	করে ধরি' চাপ বিশিখ-চয় ।
হেরি'ছেন প্রভু	গজ-যুথ পানে	যেন যুগরাজ চাহিয়া রয় ॥

সো—আসিয়া স্রোতের প্রায়                      ধমু ধমু বীরগণ করে ।  
 বাল-রবি অসহায়                      পে'য়ে দৈত্য\* যেইমত ঘিরে ॥ ১৮

চৌ—প্রভুরে হেরিয়া আর না পারে হানিতে শর । স্তব্ধ হইয়া রয় যতেক রজনীচর ॥  
 সচিব ডাকা'য়ে তবে কহিল খর-দূষণ । কেবা এ নৃপতি-মৃত মানবকুল-ভূষণ ॥ ১  
 অশ্রু অমর নর মুনি অহিদল যত । হেরে'ছি জিনে'ছি রণে কতই ক'রেছি হত ॥  
 কিন্তু জীবনে হেন হেরি নাই কোন দিন । হেন বিমোহন রূপ আভাষ অমলিন ॥ ২  
 যদিও ও হত-রূপা ক'রে দিল ভগিনীরে । তবু বধ অজুচিত এ অল্প পুরুষেরে ॥  
 সুকায়িতা বনিতারে মোদের করি' অর্পণ । প্রাণ ল'য়ে গৃহে কিরে' যাকু ভাই ছইজন ॥ ৩  
 মোদের আদেশ এই শুনাও সকলে ওরে । উত্তর দেহ ওর আসি' কিরে' স্বরা ক'রে ॥  
 শ্রীরামেরে জানাইল এ আদেশ দূতগণ । শুনি' রঘুশি তবে ঈষৎ হাসিয়া ক'ন ॥ ৪  
 জাতি কজ্রিয় মোরা কাননে করি শিকার । খুঁজি' কিরি খলপশু সম তোমা-সবাচার ॥  
 বলবান্ রিপু হেরি' প্রাণে নাহি করি' ডর । একবার কাল-সনে আসিয়া কর সমর ॥ ৫  
 যদিও সমুজ মোরা দমুজ কুল-নাশন । খলে দণ্ড-বিধায়ক বালক মুনি-পালন ॥  
 বল যদি নাহি থাকে যাও সবে ঘরে কিরি' । সমর-বিমুখ জনে কা'রেও না প্রাণে মারি ॥ ৬  
 রূপে আগুয়ান হ'য়ে শঠতা করা প্রকাশ । অরিরে করিলে দয়া বীর-গুণ পায় নাশ ॥  
 দূতেরা কিরিয়া গিয়া সকলি আনে গোচরে । শুনি' খর-দূষণের সারা দেহ জ্বালা করে ॥ ৭

ছ—মহিল হৃদয়	ছড়ারি' কয়	ধমু ওরে ছুটে রজনীচর ।
শরাসন শর	শক্তি তোমর	শূল করবাল পরশু-ধর ।
প্রথমে বহুতে	করেন কঠোর	টঙ্কার ঘোর রাঘবমণি ।
হইল অধীর	রাক্ষস বীর	হারায় চেতনা আরাব শুনি' ॥

বো—সাবধান হ'য়ে  
রায়ের উপরে  
ডিল ডিল করি'  
কবিয়া বহু

দোড়ে সকলে  
বরষিতে লাগে  
সে আনুগত্য  
অবণ পুরিয়া

সবল বৃষ্টি' অরাতি ।  
প্রেরণ বহু ভাঁতি ॥ ১৯ (ক)  
কাটিলেন রত্নবীর ।  
ভ্যজেন আপন তীর ॥ ১৯ (খ)

ছ—তখন ছুটিল  
চলিল নিমিত্ত  
হেরি' সে শায়ক  
কোণে তিন বীর  
আপনার করে  
মরণ আজিকে  
কোণ-যুত অরি  
হানিলেন পুনঃ  
বধা তথা শির  
শায়ক-আঘাতে  
শত-টুকে কাটা  
আকাশে উড়ি'ছে  
মাংস-ভুক খগ

কাল-সম শর  
শর-নিকর  
রণ-পরিহারি'  
কহে পলায়ন-  
করিব সংহার  
রহিয়াছে জানা  
নেহারিয়া রাম  
বিপুল নারাচ  
দেহ পদ কর  
চীৎকার-ভরে  
বীরগণ-কায়  
কর ও যুগ  
কাক ও শৃগাল

গরজিয়া বেন কোটি ধন-ধর ।  
কাপি'ছেন ক্রোধে রত্নকুলবর ॥ ১  
পলাইতে সবে দরশন করি' ।  
কথা রণে যেনা করিছে মনন ॥ ২  
শুনি' ক্রিয়ে মনে করিয়া বিচার ।  
মায়ে তবে রামে প্রেরণ নানা ॥ ৫  
ছাড়িলেন চাপে চড়াইয়া বাণ ।  
খণ্ডিত হয় বিকট পিশাচ ॥ ৪  
পড়িতে লাগিল ধরণীর 'পর ।  
ধরাধর-সম ধরণীতে পড়ে ॥ ৫  
তবু উঠে তা'রা প্রকাশিয়া মায়া ।  
মন্তক বিনা ছুটি'ছে রণ ॥ ৬  
তুলি'ছে বিকট আরাব করাল ॥ ৭

ছ—ভয়ঙ্কর রব  
দিতেছে বেতাল  
শ্রীরামের বাণ  
পড়ি'ছে ধরায়  
পিশাচের হাতে-  
সংগ্রাম-রঙ্গী  
নিহত মথিত  
হেরি' নিজদল  
শক্তি শায়ক  
রক্ষঃ বীরদলে  
নিমিষ-মাঝারে  
দশ-দশ শর

তুলে শিবা সব  
খর্পরে তাল  
করে খান খান  
উঠি' পুনরায়  
ধরা অঙ্গ ল'য়ে  
নগরী-নিবাসী  
বীর অগণিত  
কিরি'ছে বিকল  
তোমর কুঠার  
সবে এককালে  
নিবারি' তাহারে  
বক্ষ-উপর

পিশাচ প্রেতেরা কপাল ভরে ।  
নাচি'ছে যোগিনী পুলক-ভরে ॥  
বীরগণ-শির বাহ ও দেহ ।  
যুকে ধরু ধরু হাঁকিয়া কেহ ॥ ১  
আকাশে শকুনি বাই'ছে উড়ি' ।  
বালকেরা বেন উড়ার ছুড়ি ॥  
বিদারিত-বুক কতই বীর ।  
রক্ষঃ দুষণ খর ত্রিশির ॥ ২  
শূল তরবার কোণের ভরে ।  
করি'ছে প্রহার রায়ের 'পরে ॥  
ছড়ারি' প্রভু করেন রণ ।  
লভিল রক্ষঃ-নাশকগণ ॥ ৩

লুটায়ৈ ধরায়	বীর পুনরায়	উঠে নাহি মরে দেখায় রাঙ্গা
তা'রা সৌম্যহীন	প্রভু সাধিহীন	হেরি' অমরের শিহরে কাঁসা ॥
হেরি' মূনি শূর	জয়তে আতুর	মায়াপতি লীলা দেখান তবে ।
হেরি' এ উহারে	রাম মনে ক'রে	মরে হানাহানি করিয়া সবে ॥ ৪

কো—রাম রাম করি'	ত্যাগে কলেবর	পায় পদ-নির্ব্বাণ ।
এ উপায় করি'	পলকেতে অরি	নাশনে কৃপানিধান ॥ ২০ (ক)
হরষে বরষে	কুসুম অমর	আকাশে নাকাড়া বাজে ।
জুতি করি' করি'	সবে যায় কিরি'	বিমানে বিবিধ সাজে ॥ ২০ (খ)

### সূৰ্পণখার রাবণের মিকট গমল

চৌ—বিজয় যখন রণে লভিলেন শ্রীনিবাস । শূর নর মূনি সব হইল বিগত-জ্ঞান ।  
 ক্রিলিলেন লক্ষ্মণ সাধে ল'য়ে জানকীকে । পড়িতে প্রভুর পায় হরষে ধরেন বুক ॥ ১  
 চাহিয়া রহেন সীতা কম শ্যাম-কলেবরে । ভিরপিত নহে আঁখি পরম প্রণয়-তরে ।  
 পক্ষবটীতে বাস করি' রাম এ প্রকার । শূর মূনি শূর-দাতা করেন লীলা অপার ॥ ২  
 ধর-দুঃখের নাশ করিয়া লোচন-গত । সূৰ্পণখা করে গিয়া রাবণেরে উত্তেজিত ॥  
 দাক্ষণ ক্রোধের ভরে রাবণে কহে বচন । তুই ত আহিস্ তুলে যাবতীর রাজ্যধন ॥ ৩  
 করিলু মদিরা পান দিবারাতি ঘুমে তোর । অরাতি শিরের খাড়া সে জান নাহিক তোর ॥  
 নীতি ছাড়ি' রাজ-কাজ ধর্ম ছাড়ি' ধনাঙ্কন । শূর্য্য যে নাহি করে শ্রীহরিরে সমর্পণ ॥ ৪  
 বিবেকেরে না জাগায় আরাধনে বিভার । পরিণামে তার হয় জম করা শুধু সার ॥  
 সঙ্গ-দোষেতে সাধু রাজা কু-মন্ত্রণা-বশে । মানের দোষেতে জ্ঞান লজ্জা মদিরা-দোষে ॥ ৫  
 অহঙ্কার-দোষে গুণ নশ্রতা-বিনা শ্রুতি । স্বরায় বিলোপ পায় শুনিয়াছি এই নীতি ॥ ৬

কো—অরি রোগ ছত্যাশন পাপ  
 করি' হেন বিবিধ বিলাপ  
 প্রভু অহি নগণ্য জে'বো না ।  
 কেঁদে' কয় মরম-বেদনা ॥ ২১ (ক)

কো—রাবণ-সভার অতীত কাতরে  
 তুই প্রাণে বেঁচে থাকিতে রাবণ  
 বিলাপে নানা প্রকার ।  
 এ নশা হ'বে আমার ॥ ২১ (খ)

চৌ—শুনিয়া আত্ম ল'য়ে উঠে সভাসদ সবে । হাত ধ'রে তুলে' তারে বুকাইল কত ভাবে ॥  
 আপনার কথা বল কহে তবে দশানন । নাসিকা অবণ তোর কেটে' দিল কোন জন ॥ ১  
 অযোধ্যার অধিপতি লক্ষ্মণ-নন্দন । মানব-কেশরী আসে যুগয়ার তরে বন ॥  
 তার আচরণ হেরি' মনে মোর বিশ্বাস । রাক্ষসহীন ধরা করিবার অভিলাষ ॥ ২  
 পেরে তার সুবিশাল কুজবৃগ-আশ্রয় । বিচরণ করে বনে মূনিরা বিগত-ভয় ॥  
 দেখিতে বালক বেন অতি ধীর ধরদর । কালাঙ্ক কাল-সম নানা গুণ-সমীক্ষর ॥ ৩

অতুলন ঝলসালী সেই ভাই দুইজন । দুই-দশমস্ত দেবতা যুনি-পালন ।  
 সুধৈরীমিকেতন রাম যেন নাম-ত্যাগ । সঙ্গে রমণী এক তবী রূপসী-সার ॥ ৪  
 বিশ্বের রূপ ল'য়ে বিধি তাঁ'রে নিরখিল । মদনমোহিনী শতকোটি রূপে পরাজিল ।  
 অধিরা জ'য়েন দশা তাহারি অমূল্য-পাল । তোর ভগ্নী জন্মে গে-ই ক'রৈছিল পরিহাস ॥ ৫  
 আমার রোমিমে ধর ও দূষণ ছুটে' গেল । নিমেষ-মাস্তারে তাঁ'র সেনাদলে নিপাতিল ।  
 ত্রিশিরা দূষণ ধর নিহত করি' অবল । অলিয়া উঠিল রেগে লঙ্ঘন দশানন ॥ ৬

দো—কহি' নিজ বল সূর্ণগধারে প্রবোধিয়া বহুভাতি ।  
 অঙ্গরে গেল চিত্তিত মনে আগরণে গেল রাতি ॥ ২২

চৌ—ভাবি'হে রাবণ সুর নর দৈত্য নাগ-মাঝে । মের অমুচরে জিনে হেন বল কা'র আছে ॥  
 ধর ও জ্বল ছিল আমা-সম বলবান্ । তাঁ'রের বিনাশ কেবা করে বিনা ভগবান্ ॥ ১  
 সুর-বন্ রঞ্জন ভঞ্জন মহীতার । পরম্ প্রভুর যদি হ'য়ে থাকে অবতার ॥  
 তবে নিশ্চয় তাঁ'র বৈর করি' সাধন । তরিব প্রভুর শরে প্রাণ করি' বরজম ॥ ২  
 তমোজ্ঞ ভরা দেহে সাধনা ত' নাহি হ'বে । কায় মন বচনেতে পণ দৃঢ় এই তবে ॥  
 আর যদি নৃপ-সুত নর হয় কোনজন । রণে পরাভবি' দৌহে করিব নারী হরণ ॥ ৩  
 মন স্থির করি' একা রথে দশানন যায় । মারীচ যথায় রহে সাগরের কিমারায় ॥  
 অস্ত্র দিকে রঘুবীর করেন উপায় বধা । অবল করহ উমা সেই মনোহর কথা ॥ ৪

### সীতার অগ্নি-প্রবেশ ও মারীচ-সীতা

দো—লক্ষ্মণ যবে কানমেতে ধা'ন আনিবারে কল কল ।  
 জনক-সুতারে কহেন হাসিয়া সুখ ও করুণা-কল ॥ ২৩

চৌ—শুন প্রিয়া দরিতের অমুরতা চাক্ষুশী । কসির এখন কিছু ললিত মানব-লীলা ॥  
 কতকিন নিশাচরগণে না করি বিনাশ । কতকিন হতাশন-মাঝে তুমি কর বাস ॥ ১  
 যেমন্নি প্রিয়াম সব কহিলেন প্রকাশিয়া । প্রভু-পদ-তলে ধরি' অনলে পশেন গিয়া ॥  
 আপনার প্রেতি-রূপ রাখিয়া গেলেন সীতা । সেই রূপ সেই শীল সেইমত সুবিনীতা ॥ ২

### মারীচের বিবরণ ; মারীচ বধ

লক্ষ্মণের এ সবার খুণাকার নাহি জ্ঞান । গোপনে যা' কিছু লীলা রচিলেন ভগবান্ ॥  
 স্বার্থেতে সদা মন দশানন অতি নীচ । নমিল যাইয়া তথা বধায় রহে মারীচ ॥ ৩  
 দুঃখই রেহু নীচ যদি হয় অবনত । অক্লুশ ধম্ম অহি মার্জার বেইমত ॥  
 অকালে-খুটিত ফুল যে প্রকারে হে ভবানি । ত্রাসের কারণ তথা বলদের প্রায়-বাণী ॥ ৪

দো—কহি' অর্চনা মারীচ তখন সারসে বচন ক'ন ।  
 কি কারণে এক কিলিত মনে একা তাত আগমন ॥ ২৪

চৌ—ভাগ্য-হত দশানন তখন মারীচ-পাশে । প্রকাশ করিয়া কহে অভিমান-ভরা ভাষে ॥  
 কহে তুমি যাও তথা মায়া-মৃগ রূপ ধরি' । যাহে আমি নৃপ-নারী পারি আনিবারে হরি' ॥১॥  
 শুনিয়া মারীচ কহে নিবেদন রক্ষাবর । মানব-রূপেতে তিনি চরাচর-অধীশ্বর ॥  
 বৈর-আচরণ তাত ক'রো না তাঁহার সনে । বাঁচিবে রাখিলে তাঁ'রে মারিলে মরিবে প্রাণে ॥২॥  
 এ নৃপ-সুভেই মুনি আনে বাগ-রক্ষা তরে । কলক-বিহীন শর হানিলেন মোর 'পরে ॥  
 তাঁ'র যায় ক্ষণ-মাঝে এলাম শত-যোজন । শত্রুতা তাঁ'র সনে ভাল নহে কদাচন ॥ ৩ ॥  
 ভুল-কীট সম এবে হ'য়েছে দশা আমার । যথা যাই হু-ভাইয়ের মুরতি করি নেহার ॥  
 যদিও মানব তাঁ'রা অতি বীর বলবান্ । বিরোধে তাঁ'দের সনে নাহি হ'বে লাভবান্ ॥ ৪ ॥

দৌ—তাড়কা বিনাশি'      সুবাহু বধিয়া      তাজে যে হর-কোদণ্ড ।  
 দুষণ ত্রিশিরা      খরে যে বিনাশে      সে নর কি বীর চণ্ড ॥ ২৫ ॥

চৌ—কিরে' যাও রাধি' মনে রক্ষ-কুলের হিত । শুনি' গালি দশানন দিল তাঁ'রে যথোচিত ॥  
 গুপ্তর সমান মৃত উপদেশ-বাণী মোরে । আমার সমান বীর কে আছে ধরনী 'পরে ॥ ১ ॥  
 তখন মারীচ মনে করে এই অচুমান । এই নয়জন সনে বিরোধেতে অকল্যাণ ॥  
 অস্ত্র-পাণি প্রভু মৃত গুপ্ত-কথা যেই জানে । ধনবান্ বৈশ্য ভাট কবি স্পৃহকার জনে ॥ ২ ॥  
 উত্তর দিকেই যবে বুঝিল নিজ মরণ । করিল তখন সার শ্রীরাঘ-পদে শরণ ॥  
 অভাগা বধিবে মোরে উত্তর দিলে পরে । কেন তবে নাহি ত্যজি পরাণ রামের শরে ॥ ৩ ॥  
 চলে দশানন-সাথে 'হির হেন করি' মনে । রাধি' অবিচল প্রেম রঘুনাত-শ্রীচরণে ॥  
 মনেতে হরষ অতি প্রিয়তম শ্রীরামেরে । নয়নে হেরিব কিন্তু কিছুই না কহে তাঁ'রে ॥ ৪ ॥

ছ—মোর প্রিয়তমে      নিরখি' নয়নে      আজিকে সফল করিব আঁখি ।  
 সামুদ্র জানকী      কৃপা-নিকেতন-      চরণের তলে এ মন রাখি' ॥  
 কোপানল বাঁ'র      মোক্ষ-সুখাগার      ভকতি অ-বশে বশেতে আনে ।  
 সে সুখ-সাগর      সন্ধানি' শর      বধিবেন মোরে স্বকরে বাণে ॥

দৌ—পশ্চাতে মোর      খাবন-নিরত      করে শর শরাসন ।  
 হেরিব প্রভুরে      চাহি কিরে' কিরে'      সকল হ'বে জীবন ॥ ২৬ ॥

চৌ—সে বনের সামুদ্রেশে দশানন বসে যায় । মারীচ তখন ধরে কপট-হৃগের কায় ॥  
 বর্ণিতে নাহি ভাষা হেন রূপ মনোহর । কলক-জড়িত মণি-বিরচিত কলেবর ॥ ১ ॥  
 রমণীয় যুগ হ'ল সীতার আঁখি-গোচর । প্রেতি-অঙ্গরূপ-ভাতি মন-প্রাণ মোহকর ॥  
 সীতা ক'ন শুন দেব রঘুপতি কৃপাময় । চন্দ্র-বরণ মোর প্রাণ সন হ'রে লয় ॥ ২ ॥  
 সত্যসক প্রভু উহারে কারি' বিনাশ । চন্দ্র-আনিয়া দাও পুরাও মনের আশ ॥  
 তখন করুণাময় জানিয়াও সব মনে । উঠেন হরষ ভরে হৃদ-কাজ সম্পাদনে ॥ ৩ ॥



যুগ দরশন করি' বাঁধিলেন পরিকর । ধারণ করেন করে কচির ধমুক-শর ॥  
 কহেন বুঝা'য়ে প্রভু লক্ষণে তা'র পর । বেড়ায় কাননে ভাই অগণিত নিশাচর ॥ ৪  
 কর জানকীরে তুমি ভালমতে রক্ষণ । বুদ্ধি বিবেক বলে কাল করি' বিবেচন ॥  
 প্রভুরে হেরিয়া যুগ লাগিল পলা'য়ে বে'তে । শরাসন শরে সাজি' যা'ন প্রভু পশ্চাতে ॥ ৫  
 বেদ ধাঁ'রে নেতি বলে ধ্যানে শিব নাহি পা'ন । মায়ামৃগ-পিছে গিছে সেই প্রভু ছুটে' যা'ন ॥  
 কভু মৃগ কাছে আসে করে দূরে পলায়ন । কভু দেখা দেয় কভু নিভেরে করে গোপন ॥ ৬  
 দেখা দিয়া লুকাইয়া বহু ছল প্রকাশিয়া । বহু দূরে ল'য়ে তাঁ'রে হেন যায় পলাইয়া ॥  
 স্থির-লক্ষ্যে শেষে রাম করিলেন শরাস্বাত । ধরা'পরে পড়ে ডবে করি' বোর আর্তনাথ ॥ ৭  
 প্রথমেই উচ্চরবে লক্ষণের ধরি' নাম । পরে নিজ মন-মাঝে স্মরণ করে জীরাম ॥  
 প্রাণ ত্যজিবার কালে ধরে নিজ কলেবর । স্মরণ ভক্তি ভরে করে রাম রঘুবর ॥ ৮  
 তাহার প্রাণের প্রেম বুঝিলেন ভগবান্ । মুনি-চুল্লভ গতি তা'রে করিলেন দান ॥ ৯

দো—বরষিল সুর      প্রসূন প্রচুর      প্রভু-গুণগাথা গায় ।  
 স্থান নিজ পায়ে      দৈত্যে দেন হেন      দীননাথ রঘুরায় ॥ ২৭

### সীতা-হরণ ও সীতা-বিলাপ

চো—খলরে বিনাশি' স্বরা করিলেন রঘুবীর । করেছে শোভিত ধমু কটিতে বাঁধা তুলীর ॥  
 আর্তনাথ-বাণী যবে শুনিলেন কাণে সীতা । কহিলেন লক্ষণে হ'য়ে অতি ভয়ভীতা ॥ ১  
 করহ গমন স্বরা বিপদে পতিত ভ্রাতা । হাসিয়া কহেন তবে লক্ষণ শুন মাথা ॥  
 ক্রকুটি-বিলাসে যা'র সৃষ্টির হয় লয় । স্বপনেও সহট তাঁ'র কি কখনো হয় ॥ ২  
 বচন মরম-ভেদী কহিলেন সীতা যবে । লক্ষণ-মন টলে হরি-প্রেরণায় তবে ॥  
 স'লিয়া সীতায় বনদেব দিকপালগণে । রাবণ শরীর রাহ যথা যা'ন সেইখানে ॥ ৩  
 রক্ষকহীন করি' দরশন দশানন । সজ্জাসী-রূপ ধরি' তথা করে আগমন ॥  
 যা'র ডরে সুরাসুর রহে হেন ত্রস্ত-চিত্তে । দিবসে নাহিক অন্ন নিদ্রা নাহি রজনীতে ॥ ৪  
 সারময়-মত চূপে সেই বীর দশানন । এদিক ওদিক চাহি' সতয়ে করে গমন ॥  
 এমনই কুপথে যবে চলে কেহ হে ঋগেশ । শরীরে না রহে তেজ বুদ্ধির বল-লেশ ॥ ৫  
 বিবিধ বচন-জাল করি' শঠ বিস্তার । রাজনীতি ভয় প্রীতি দেখায় সীতারে আর ॥  
 কহেন জানকী শুন সন্ন্যাসি মহাশয় । কথা ত কহি'হ তুমি দুই জনের প্রায় ॥ ৬  
 তখন আপন রূপ দেখায় তাঁ'রে রাবণ । শুনাইতে নিজ নাম ত্রাসিত সীতার মন ॥  
 গভীর ধীরতা-ভরে জানকী কহেন তবু । দাঁড়া থল এইক্ষণে আসিবেন কিরে' প্রভু ॥ ৭  
 কেশরীর বধু ক্ষুজ শশকে যেমন চায় । তথা তুই কাল-গ্রাসে পতিত রাক্ষসরায় ॥  
 পশিতেই কথা কাণে ক্রোধে ভরে দশানন । মনে মনে হুথ পায় বশি' সীতা-চরণ ॥ ৮

## জটায়ুর রাবণের সহিত যুদ্ধ

দো—ক্রোধ-যুত হ'য়ে  
চলে ব্যোম-পথে

রাবণ তখন  
ভয়াতুর মন

লয় তাঁ'রে রথোপরে ।  
রথ চালাইতে নারে ॥ ২৮

চো—এ অখিল বিশ্বের এক বীর রঘুরায় ।  
হা হুখ-হরণ প্রভু শরণের সুখকর ।  
হায় লক্ষ্মণ তব নাহি এতে দেশ দোষ ।  
বিলাপ বিবিধ তবে করেন বিদেহ-সুতা ।  
বিপদ-বারতা মোর প্রভুরে কে দিবে হায় ।  
বিলাপ মরম-ভেদী শুনিয়া জানকী মুখে ।  
পশিতে জটায়ু-কাণে গভীর বিলাপাবলী ।  
হীন রাক্ষস-করে হ'তেছেন অপহৃত ।  
কহিয়া উঠিল সীতে বৎসে না কর ত্রাস ।  
ক্রোধ-যুত খগরাজ ছুটিল বেগে তেমন ।  
কহে খল কিবা হেতু না হ'স দণ্ডায়মান ।  
করাল কৃতান্ত সম আসিতে হেরিয়া ধৈ'য়ে ।  
মৈনাক গিরি এ কি অথবা বিহগপতি ।  
স্ববির জটায়ু এই কহিল সে তাঁ'র পর ।  
জটায়ু এ কথা শুনি ধৈ'য়ে আসে ক্রোধ ভরে ।  
ভালয় ভালয় ফিরে সীতা ত্যজি' যা' ভবনে ।  
রঘুবংশ-অবতংস ক্রোধ-হতাশনে ঘোর ।  
এর উত্তরে কিছু না কহিল দশানন ।  
কেশে ধরি' রথহীন করি' ভূমে ফেলে' তাঁ'রে ।  
চক্-প্রহারে করে দেহ তাঁ'র বিদারণ ।  
ভীষণ ক্রোধের ভরে দশনে চাপি' দশন ।  
কর্ত্তিত-পক্ষ খগ পড়ে ধরণীর 'পরে ।  
সীতারে আবার রথে উঠাইল দশানন ।  
বিবশ ব্যাধের ভয়ে মৃগী-প্রায় ভয়ভীত ।  
শৈল-শিখর 'পরে নিরখি' বানর-কুল ।  
এইভাবে জানকীরে দশানন ল'য়ে যায় ।

পাশয়িলে নিজ দয়া কোন্ অপরাধে হায় ॥  
হা রাঘবকুল-রূপী সরোজের দিনকর ॥ ১  
লভিলাম ঠিক ফল যেমন করিছু রোষ ॥  
সে কুপার পারাবার রহিলেন এবে কোথা ॥ ২  
যজ্ঞের দেব-ভাগ রাসভে পাইতে চায় ॥  
চরাচর জীবগণ অভিভূত হ'ল হুখে ॥ ৩  
চিনিলেন রঘুকুল-তিলকের নারী বলি' ॥  
সুরভী কপিলা যথা য়েচ্ছ কবল-গতা ॥ ৪  
এই নিশাচরে স্থির করিব এবে বিনাশ ॥  
ধরাধর-অভিমুখে অশনি ছুটে যেমন ॥ ৫  
নিডর চলিয়া যা'সু কে আমি নাহিক জ্ঞান ॥  
রাবণ ভাবিল মনে তাঁ'র পানে যিরে' চে'য়ে ॥ ৬  
সে ত' জানে মোর বল সহিত আগুন পতি ॥  
মম কর-তীর্থে আসে ত্যজিবারে কলেবর ॥ ৭  
কহে শোন্ দশানন যেই শিক্ষা দিই তো'রে ॥  
নতুবা রে বহুবাহু এই দশা হ'বে রণে ॥ ৮  
বস্তি-সমান হ'বে সমুদয় কুল তো'র ॥  
করিল তখন গুণ ক্রোধে তাঁ'রে আক্রমণ ॥ ৯  
ফিরিল জটায়ু রাখি' জানকীরে একধারে ॥  
দণ্ডেক তরে জ্ঞান হারাইল দশানন ॥ ১০  
করাল কুপাণ করে রক্ষ-বাজ নিঃসারণ ॥  
শ্রীরামের অদ্ভুত লীলায় স্মরণ ক'রে ॥ ১১  
চলিল সম্ভ্রাস তরে শাস্ত নহেক মন ॥  
কাদিতে কাদিতে যান আকাশ-পথেতে সীতা ॥ ১২  
উচ্চারি' হরিনাম দিলেন ফেলি' ছকুল ॥  
অশোক-কানন মাঝে রাবণ রাখে তাঁহায় ॥ ১৩

দো—বহু ভয় বহু  
তখন অশোক-

প্রণয় দেখা'য়ে  
পাদপের তলে

সবেতেই খল হারে ।  
রাখিল যতন ক'রে ॥ ২৯ (ক)

যে ভাবে কপট-  
সে ছবি জানকী

কুরগের পিছে  
ধরিয়া জুদয়ে

ধাবিত হ'লেন রাম ।  
বাঁধেন রট্টে নাম । ২৯ (খ)

ঈরামের বিলাপ ও জটায়ুর প্রসঙ্গ

চৌ—রঘুপতি অতুল্যে আসিতে করি'লোকন । বাহু-ভাবেতে হ'ন অতি চিন্তিত-মন ॥  
অবহেলা করি' মোর উপদেশ সমুদয় । একাকী সীতারে ছাড়ি' হেথা কি আসিতে হয় ॥ ১  
নিশাচরগণ বনে কত করে বিচরণ । আশ্রমে নাহি সীতা হেন লয় মোর মন ॥  
ধরিয়া সরোজ-পদে অমূল্য জুড়িয়া কর । কহে মোর অপরাধ কিছু নাই কৃপাকর ॥ ২  
লক্ষণ সনে প্রভু করেন গমন তথা । গোদাবরী-তটদেশে আশ্রম রহে যথা ॥  
হেরিয়া কুটির এবে জনক-হৃদিতাহীন । সাধারণ নর-প্রায় হ'লেন বিকল দীন ॥ ৩  
ক'ন হয় গুণ-খনি জনক-হৃদিতা সীতা । হয় রূপে সুবিনয়ে নিয়মে ত্রেত পুণিতা ॥  
লক্ষণ বহুভাবে প্রবোধ করেন দান । ত্রেতী পাদপে প্রভু শুধা'তে শুধা'তে যান ॥ ৪  
হে খেচর হে কুরগ ওহে মধুকরগণ । যুগ-ঐশি জানকীরে ক'রেছ কি দরশন ॥  
কপোত খঞ্জন শুক সু-ঐশি কুরগ মীন । কাল-ভুজগিনী কিবা কোকিলা মহাপ্রবীণ ॥ ৫  
দাড়িম দামিনী আর বিমল কুম্ভ-কলি । কমল শারদ বিধু মধুর-নিদাদী অলি ॥  
বরুণের পাশ হংস মনোজ্ঞের শরাসন । শুনি'ছে কেশরী গজ বাধান আপনাপন ॥ ৬  
কদলী কনক বিম্ব পূলকিত অতিশয় । সঙ্কোচ নাহি মনে নাহি আর তিল ভয় ॥  
তোমার বিহনে সীতা ইহারা সবাই আজ । পুলক-পূরিত প্রাণ যেন ভোগ করে রাজ ॥ ৭  
কেমনে সতি'ছ প্রিয়া ইহাদের স্পর্ধা হেন । স্বরায় কিরিয়া আসি' উদয় না হও কেন ॥  
এ ভাবে খুঁজেন আর কাঁদেন জগত-স্বামী । বিরহী বড়ই যেন তিনি যেন অতি কামী ॥ ৮  
পূর্ণকাম যে ঈরাম অপার আনন্দ-রাশি । করেন মানব লীলা আজ সেই অবিনাশী ॥  
পতিত থাকিতে আগে হেরিলেন জটায়ুরে । রেখাবলী-লাহিত রাম-পদ চিন্তা করে ॥ ৯

দৌ—সরোরুহ-করে পরশেন শির রাম কৃপা-পারাবার ।  
শোভার আগারে নিরখি' নয়নে বিগত যাতনা তার ॥ ৩০

চৌ—জটায়ু বচন কহে করি' নিজে সম্বরণ । স্তন রাম রঘুপতি ভবভয়-ভঞ্জন ॥  
এ দশা আমার লক্ষ্যপতি দশানন-করে । ল'য়েছে হরণ করি' সেই ধল জানকীরে ॥ ১  
লটয়া গিয়াছে তাঁ'রে দক্ষিণ দিক পানে । বিলাপ করেন অতি আকুলিত ক্রন্দনে ॥  
প্রভু তব দরশন-আশে রেখেছিছু প্রাণ । বিদায় চরণে যাচি এখন কৃপা-নিধান ॥ ২  
ঈরাম কহেন তাত রাধ' নিজ কলেবর । জটায়ু শুধান হাসি' কি হেতু করুণাকর ॥  
মরণ-সময়ে নাম গ্রহণ করিলে বাঁ'র । অধমেও পরা-গতি পায় বেদ কহে সার ॥ ৩  
সেই তোমা ঐশি-আগে দরশন করি যবে । কিসের আশায় তবে জীবন রাখিতে হ'বে ॥  
কহেন ঈরঘ্ননাথ জলে ডরা হ'নয়ন । কর্ণের মত তাত গতি পায় জীবগণ ॥ ৪

অপরের হিত-সাধ নিয়ত হৃদয়ে যা'র । হৃদ্য'ত ধরামাঝে কিছুই নাহিক তাঁ'র ॥  
তমু পরিচর' তা'ত যাও মম নিজধাম । কি দিব তোমারে বল তুমি ত পূরণ কাম ॥ ৫

দো—সীতার বারতা ব'লো না পিতারে শপথ করিয়া কই ।  
স-কুলে রাবণ নিজে গিয়া ক'বে যদি রাম আমি হই ॥ ৩১

চৌ—জটায়ু ত্যজিয়া কায়া ধরিল হরির রূপ । আভরণ কতবিধ বসন পীত অমুপ ।  
শ্রাম কম-কলেবর সুবিশাল ভুজ চারি । স্তুতি-গান সে বদনে নয়নে শ্রেমের বারি ॥ ১

ছা—জয় অগ-ভূপ	অমুপম রূপ	সগুণ অ-গুণ মায়ার পতি ।
ভীম দশানন	ভুজ-বিখণ্ডন	চণ্ড শর-ধর ভূষণ ক্রিতি ॥
তমু জলধর	মুখ মনোহর	কমল লোচন রাজীব-দল ।
নমি সদা পায়	রাম কৃপাময়	ভব-নিবারণ ভুজ বিশাল ॥ ১
বল অতুলিত	মায়ার অতীত	আদি অ-জ এক হে অগোচর ।
গোবিন্দ* গো-পরণ	সব-দম্ব হর	বিজ্ঞান-ঘন ধরনীধর ॥
রাম-নাম মন্ত্র	জপে যেই সন্ত	অনন্ত-ধাসের মন যে হরে ।
নমি সদা রাম	সে প্রিয় অকাম	কামাদি দলে যে দলন করে ॥ ২
বাঁ'রে মায়াভীত	ব্রহ্মা সব-গত	অজ রজাভীত বেদেতে গায় ।
করি' যোগ ধ্যান	বিরতি ও জ্ঞান-	সাধনে মুনিরা বাঁহারে পায় ॥
সেই কৃপা-কন্দ	সুখমার বৃন্দ	জগ-বিমোহন নিজে প্রকাশ ।
জদি-এ ভ্রমর	প্রতি অজ 'পর	বহু কাম-শোভা করে বিকাশ ॥ ৩
অগম সুগম	শাস্ত অ-সম	স্বভাব-বিমল সম যে সদা ।
যোগিগণ বাঁ'রে	যতনে নেহারে	ইশ্রিয় মনে দমিয়া সদা ॥
সেই ভব পতি	রমা-প্রাণপতি	ভক্ত-বশ যিনি সতত র'ন ।
হৃদয়ে আমার	বাস হো'ক তাঁ'র	পূত লীলা বাঁর ভব-বারণ ॥ ৪
দো—অচলা ভকতি-	বর ভিক্ষা করি'	গুণ গেল হরি-ধাম ।
তাহার সৎকার	করেন বিহিত	আপনার করে রাম ॥ ৩২

#### কবচ-উদ্ধার

চৌ—অতীব কোমল-প্রাণ দীনেরে দয়ার খনি । কারণ বিনাই কৃপা করেন শ্রীরঘুমণি ॥  
গুণ অধম খণ আমিষ করে আহার । যোগিজন-বাহিত সুগতি হইল তাঁ'র ॥ ১  
হর ক'ম শুন উমা তাঁ'রা অতি তাগ্যহীন । হরি ত্যজি' হয় যা'রা বিষয়-রসেতে লীন ॥  
সীতা-সন্ধান রত ছই ভ্রাতা তাঁ'র পর । অতীব বিকল প্রাণে হইলেন অগ্রসর ॥ ২

তরুণতা সমাকুল গভীর ঘন কানন । কতই বিহগ যুগ কেশরী কত বারণ ।  
কবন্ধে গমন-পথে আসিতে করেন নান । নিজ শাপ-কথা রক্ষা কহিল প্রভুর পাশ ॥ ৩  
কহিল হুর্বাঙ্গা স্ববি দিলা এই অতিশাপ । প্রভু-পদ দরশনে ঘুটিল এবে সে পাশ ॥  
ক'ন রাম পদবর্ষ আমার শুন বচন । ব্রহ্মকুল-অরি আমি নাহি সহি কদাচন ॥ ৪

হো—কায় বাক মনে কগটতা তাজি' বিপ্র-সেবা যে করে ।  
ত্রাঙ্গা শিব আর আমার সহিত সব দেবে বশ করে ॥ ৩৩  
শবরীর প্রতি কৃপা

চৌ—হ'ন শাপ-দণ্ড-প্রদ রূঢ়ভাষা-পরায়ণ । তবু বিজ পূজনীয় সাধুদের এ বচন ॥  
করিবে বিপ্রের পূজা হইলেও গুণহীন । শূত্র কড় পূজ্য নহে হ'লেও গুণে প্রবীণ ॥ ১  
যুঝা'লেন নিজধর্ম করি' তা'র বিবরণ । হেরি' প্রেম নিজ পায়ে প্রসন্ন রামের মন ॥  
রত্নপতি-পদতলে শির অবনত করি' । বার সে গগন-পথে আপনার রূপ ধরি' ॥ ২  
উদ্ধার করি' তা'রে উদার-চরিত রাম । শবরী-আবাসে গিয়া উপনীত গুণধাম ॥  
আশ্রমে উপনীত হেরি' রাম রত্নরায় । মত্তল মূনির বাণী শ্রুতি' পুলকিত-কায় ॥ ৩  
জলজ-লোচন হুই বাহুযুগ সুবিশাল । জটীর মুকুট মাথে গলে শোভে বনমাল ॥  
এক স্তম কলেবর সু-গৌর আরজনে । শবরী পঙ্কজ লুটে' জড়াইয়া শ্রীচরণে ॥ ৪  
প্রেমযতে বিভোর প্রাণ বচন না আসে মুখে । বারবার পদে নতি করি'ছেন মহামুখে ॥  
আদরে সলিল সনে ধুয়া'ন কম-চরণ । বর-সুখাসন ল'য়ে করান উপবেশন ॥ ৫

হো—কন্দ মূল কল অতি সুরসাল আনিয়া করেন দান ।  
প্রেমভরে প্রভু করেন আহার করি' বহু গুণগান ॥ ৩৪

#### শবরীর ভক্তির উপদেশ

চৌ—জোড় করি' হুই পাণি দাঁড়া'লেন সম্মুখে । প্রভুরে নয়নে হেরি' ভকতির বান বৃকে ॥  
কি ভাবে এ দাসী প্রভু করিবে তোমার ভক্তি । জ্ঞাতিতে অধম আমি ভক্তি মোর জড় ভক্তি ॥ ১  
নীচাঙ্গিণী নীচ বেবা তা' হ'তেও নীচ নারী । তাহাদেবো মাঝে আমি হীনতম হে পাণ্ডারী ॥  
ক'ন রাম শুন ভামা মোর এ বচন শির । সম্পর্ক জীবের সনে শুধু মোর ভকতির ॥ ২  
জ্ঞাত-পীত কুল-মদ ধর্ম মান প্রধানতা । ধন বল পরিজন গুণ কিহা চকুরতা ॥  
ভকতি-বিহীন নর বিতরে শোভা ভেমন । জল বিনা জলধর নয়নে লাগে যেমন ॥ ৩  
নবধা ভকতি-কথা কহিতেছি তব কাছে । অবহিত হ'য়ে শুন গেঁথে' রাখ' জন্ম-মাঝে ॥  
প্রথম ভকতি হ'বে সন্তের সংসঙ্গে । দ্বিতীয় ভকতি রতি আমার কথা-প্রসঙ্গে ॥ ৪

হো—তৃতীয় ভকতি স্তব-পদ সেবা বর্জন করি' মান ।  
চতুর্থ আমার গুণ সমুদয় অকপটে করা গান ॥ ৩৫

চৌ—সম নাম জপ করা সহ দৃঢ় বিশ্বাস ।	এই পঞ্চম বেদে রয়েছে ইহা প্রকাশ ॥
বর্ষ ইন্দ্রিয়-রোধ বিনয় বিরাগ মনে ।	অবিরত রত থাকি সজ্জন-আচরণে ॥ ১
সপ্তম আমি-ময় করা জগ দরশন ।	মো' হ'তে অধিক করি' দেখা শুধু-সজ্জন ॥
অষ্টম যথা-লাভে মন-মাঝে সন্তোষ ।	স্বপ্নেও আঁধি মেলে' নাহি দেখা পর-দোষ ॥ ২
নবম সরল সবে অকপট ব্যবহার ।	আমারি ভরসা প্রাণে বীত সুখ-দুঃ-ভার ॥
এই নয়টির মাঝে একটিও যা'র হয় ।	হ'ক সে পুরুষ নারী জড় কি চেতনাময় ॥ ৩
হে ভামিনি সেই মোর পাশে প্রিয়তম অতি ।	তুমি ত সকল ভাবে সুদৃঢ় ভকতিমতী ॥
যোগিজন-হুগ্ধ গতি যাহা সুমহান্ ।	সে গতি ত' তব তরে সুখ-লভ হয় জ্ঞান ॥ ৪
মোর দরশন-ফলও এ অপার অমুগ ।	জীব অধিকার করে স্বাভাবিক নিজরূপ ॥
হে দেবি এখন বল যদি তব রয়ে জানা ।	বারণ-গামিনী কোথা সীতা যুগ-সুমনা ॥ ৫
কহিলা শবরী যাও পম্পা সরসী-পানে ।	তথায় মিলাই হ'বে তব সুগ্রীব মনে ॥
করিবে সে নিবেদন সব তোমা রম্যবীর ।	জেনে'ও শুধাও মোরে কিবা প্রভু মতিবীর ॥ ৬
বারবার প্রভু-পদে শির করি' অবনত ।	শুনায় ভকতি-ভরে শবরী বারতা যত ॥ ৭

ছ—নিবেদি' সকল	সে মুখ-কমল	নিরখিয়া পদ ছদয়ে ধ'রে ।
যোগে দহি' কায়	হরি-পদ পায়	যথা হ'তে কভু কেহ না কিরে ॥
বহুমত কর্ম	সকল অর্থ	শোক-প্রদ সব ত্যজহ নর ।
করি' বিশ্বাস	বলে তুলসীদাস	কর নতি রাম-চরণ 'পর ॥
দৌ—জন্ম নীচ কুলে	পাপে ধরাতলে	তারিলেন হেন নারী ।
ওরে বল মন	সুখ আকিঞ্চন	এ হেন প্রভু বিসারি' ॥ ৩৬

### রামের বিরহ

চৌ—সে কানন(ও) করি' ত্যাগ চলিলেন রম্যবর ।	মানব-কেশরী ছুই অতুলিত বল-ধর ॥
বিরহী-সমান প্রভু সহিত কত বিবাদ ।	কহি'ছেন অল্পজেরে কত কথা-সংবাদ ॥ ১
ক'ন লক্ষণ হের বন কিবা শোভাময় ।	হেন শোভা হোর' কা'র প্রাণে ক্ষোভ নাহি হয় ॥
দয়িতার সনে সব জন্তু বিহগগণ ।	নিদ্রা করি'ছে মোরে এই যেন লয় মন ॥ ২
আমারে বিলোकि' দূরে যুগেরা পলা'য়ে যান্ন ।	মৃগীরা হাসিয়া কহে তোমাদের নাহি ভয় ॥
সাধারণ-মুগ্ধজাত তোমরা কর বিহার ।	খুঁজিতে কনক-মৃগ কাননে আসা ইহার ॥ ৩
কুঞ্জর নিজ পাশে বধূরে টানিয়া লয় ।	যেন তা'রা ইজিতে আমারেই শিকি' দেয় ॥
সুচিন্তিত শাস্ত্র যত দেখ তুমি বারবার ।	সু-সেবিত রূপে বশে ভে'বনাক' আপনার ॥ ৪

যদিও নারীয়ে নিজ বুক পূরে রাখ কড় । শাজ্ঞ স্বয়ম্ভী বৃণ বেশ নাহি রয় তবু ॥  
মধুর মলয়খতু হের মন-বিযোহন । স্রিয়ার বিহনে মোর' করে ত্রাস উৎপাদন ॥ ৫

ঘো—বিরহে বিকল	বলহীন অতি	একা মোরে তা'র জানা ।
মধুশ কানন	বিহগেয়ে ল'য়ে	কাম মিল তা'ই হানা ॥ ৩৭ (ক)
দেখে' গেল দূত	ভ্রাতা সনে মোরে	সংবাদ লাভি' তা'র ।
ধামাইয়া যেন	আপন বিপুল	বাহিনী স্থাপিল মার ॥ ৩৭ (খ)

চৌ—বিশাল পাদপ হ'তে খুলিছে ব্রতভী যত । রচিত হইল যেন তথায় শিবর কত ॥  
উড়িছে পতাকা ধ্বজা যতেক কদলী তালে । ধীরতা যাহার মনে সে কড় নাহিক টলে ॥ ১  
ধ'রেছে বিবিধ ফুল নানাভাজি তরুল । যেন তীরদ্বাজ বহু আগুলিছে বন্দিল ॥  
হেথা হোথা মনোহর তরুণগ শোভা পায় । পৃথক্ ছাউনি যেন কোম কোম বীর ছা'য় ॥ ২  
পিকের কুঞ্জন যেন মত্ত বারণ-রব । ডাঙ্ক কোকিল উট অখতর যেন সব ॥  
মধুর চকোর শুক কপোত মরালচয় । এরা যেন মনোজ্ঞের মহাভেজ রণ-হয় ॥ ৩  
তিতির বটের যত পদাতিক সেনাগণ । কত ক'ব মনসিদ্ধ-বাহিনীর বিবরণ ॥  
রথ ধরাধর-শিলা হুন্দুভি নিব'র । চাতক-ভাটেরা গায় গুণচয় নিরন্তর ॥ ৪  
মধুকর-গুনগুন তুরী আর ভেরী-হেন । তিনবিধ সমীরণ মদনের দূত যেন ॥  
চারিদল অনীকিনী ল'য়ে সাথে আপনার । রণে আবাহন করি' বিচরণ করে মার ॥ ৫  
মীন-কেতনের এই সেনা করি' দরশন । যে পারে ধরিতে ধীর খ্যাতি লভে সেইজন ॥  
মণী কামের এক বড়ই প্রবল বল । বিজয় যে লভে তা'তে বীর সেই মহাবল ॥ ৬

দৌ—তাত এই তিন	খল অতিবল	কাম ক্রোধ লোভ আর ।
পলে বিক্লেভ	তুলে মূনি-মনে	বাঁরা বিজ্ঞানাগার ॥ ৩৮ (ক)
লোভের ইচ্ছা	দম্ব সহায়	নারীই কামের বল ।
ক্রোধের সহায়	পরব বচন	ব'লেছেন মূনিদল ॥ ৩৮ (খ)

পম্পা-সরোবরে গঙ্গম

চৌ—গুণের অতীত তিনি চরাচর-জগদ্বামী ; ভবানি তিনিই রাম সবার অন্তর্যামী ॥  
কামীদের দীন-ভাব দেখাইয়া রঘুবর । করিলেন বিবেকীর বিরাগ হৃদুতর ॥ ১  
ক্রোধ কাম মদ লোভ মায়া-আদি সমুদায় । শ্রীরামের দয়া হ'লে আপনি হুঁচিয়া যায় ॥  
বাজীকর যা'র 'পরে র'ন সদা অমূল । বাজীর মায়ায় তা'র কদাচ না হয় ছুল ॥ ২  
উমা কহিতেছি আমি নিজের বা' অমূলব । হরির ভজনা সার স্বপ্ন জগত সব ॥  
তা'র পর যা'ন প্রভু সেই সরসীর তীর । পম্পা যাহার নাম মনোহর সুগভীর ॥ ৩  
সন্ত-স্বদয় সম নিঃশল তা'র বারি । তাহাতে বাঁধান' ঘাট রহে মনোহর চারি ॥  
যথা তথা জলপান করে বহু পশুদল । উদার দাতার গৃহে যেমন যাচক দল ॥ ৪

ঘো—কমল-পর্ণে	লুকান' সলিল	সহজে না পা'বে মৰ্শ ।
মায়াবৃত্ত জীব	না পায় দরশ	যথা নিষ্ঠুর ব্রহ্ম ॥ ৩৯ (ক)
সুখে রহে মৌন	এক-রসে মাতি'	অভল জলের মাঝে ।
ধৰ্ম-নিরত	জীবন যেমন	কেটে' যায় সুখ-সাজে ॥ ৩৯ (খ)

চৌ—বিকশিত বহুভাতি সরসিজ শোভমান্ । শুভ্রে তুল্য বহু তুলিয়া ললিত তান ॥  
 জল-কুহুট ডাকে মরাল সুরব করে । প্রভুরে ছেরিয়া যেন সবে গুণগান করে ॥ ১  
 চক্রেবাক বক-আদি কতবিধ ধ্বজ আর । মুখে নাহি যায় কথা দেখিবার(ই) সে বাহার ॥  
 নয়ন-ভুলান' পাখী করে গান বিমোহন । পথচারী পথিকেরে যেন করে আবাহন ॥ ২  
 সরোবর-তটদেশে কত মুনি-আজ্ঞম । কাননের চারিদিকে তরু রহে মনোরম ॥  
 চম্পা বকুল আর কদম কিবা তমাল । পাটল পনস আদি সহকার সুরসাল ॥ ৩  
 নব কিশলয়-সাজে সজ্জিত তরুচয় । ফুলে ভরা মধুকর শুভ্রে মনোময় ॥  
 স্বভাবজ-সুশীতল মন্দ সুরভি-যুত । ভিনবিধ সমীরণ রহে তথা প্রবাহিত ॥ ৪  
 'মুহুমুহু কুহকুহ কোকিলেরা ফুলে তান । রস তরা সেই রব শুনি' মুনি গত-ধ্যান ॥ ৫

ঘো—কল-ভারে নমি'	পানপ নিকর	ধরনী পরশি' রয় ।
পর-উপকারী	নয় যথা নব	লভিয়া বিস্ত চর ॥ ৪০

চৌ—রমণীয় সরোবর করি' রাম দরশন । মজ্জন করি' তাহে অতীব মোদিত মন ॥  
 হেরি' মনোহর এক পানপ তাহার ছায় । বসিলেন অহুজের সনে তথা রত্নরায় ॥ ১  
 আসেন তখন তথা মুনি ঋষি সুরগণ । নিজনিজ ধামে যা'ন করি' পদ-বন্দন ॥  
 পরম হরষ-মনে বসিয়া তথা কুপাল । অহুজের সনে ক'ন কত কথা সুরসাল ॥ ২

### নারদ-রাম সংবাদ

বিরহ-সীড়িত ভগবানে করি' দরশন । অতীব ভাবনাবৃত্ত নারদ মুনির মন ॥  
 ভাবেন আমারি শাপ দরাল করি' স্বীকার । শ্রীরাম সহেন এই দুঃখ নানাপ্রকার ॥ ৩  
 এমন প্রভুরে গিয়া করি আঞ্জি দরশন । হেন অবসর আর হ'বে না পরে কখন ॥  
 এ কথা ভাবিয়া মনে করেতে লইয়া বীণ । গেলেন নারদ যথা সুখে ঐতু সমাসীন ॥ ৪  
 যুগেতে করেন গান যুহুয়ুহু রাম-নাম । করেন তকতি তরে বিবিধ লীলা বাখান ॥  
 করিতেই দণ্ডবে ধরিয়া তুলেন তাঁ'রে । চাপেন আপন বৃকে নারদেরে বারেকারে ॥ ৫  
 স্বাগত করিয়া তাঁ'রে আপন পাশে বসান । লক্ষণ বারি আনি' আগরে পদ ধুয়ান ॥ ৬

ঘো—বহুবিধ স্তুতি	করিয়া তাঁহার	প্রভুরে মোদিত আনি' ।
কহেন ঘটন	নারদ তখন	ছুড়িয়া কমল-পাণি ॥ ৪১



চৌ—সহস্র-উদার গুন হে রঘুনায়ক । সুন্দর অগম সুগম বরদায়ক ॥  
 যাচি ও পদতলে এক বর দেহ আমি । যদিও বিদিত সব অন্তরযামী ॥ ১  
 আমার প্রকৃতি ভাল জান যুনি রাম ক'ন । ভক্তের কাছে কতু থাকে কি কিছু গোপন ॥  
 কি আছে এমন প্রিয় কহ এ সৃজন 'পর । যাচিতে যা' মোর পাশে নাহি পার' যুনিবর ॥ ২  
 অদ্বৈত ভক্তে মোর নাহিক কিছু এমন । এ প্রভীতি ভুলেও না কতু হ'রো বিসরণ ॥  
 নারদ কহেন তবে প্রাণে তরা পুলকতা । এই বর যাচি প্রভু ক্ষম মম গুণেতা ॥ ৩  
 যদিও হে প্রভু নাম গণনাহীন তোমার । এক হ'তে এক বড় বেদ এই বলে আর ॥  
 রাম-নাম হ'ক নাথ বড়-নাম সকলের । ব্যাধের সমান হ'ক যত পাপ-বিহগের ॥ ৪

ঘো—পূর্ণিমা নিশা	তোমার ভক্তি	রাম-নাম হ'য়ে সোম ।
অন্তে তারা সম	করুক উজ্জল	ভক্ত-হৃদয়-ব্যোম ॥ ৪২ (ক)
তাহাই চাইবে	মুনি-প্রতি ক'ন	কৃপানিধি রঘুনাথ ।
বিপুল পুলকে	প্রভুর চরণে	নারদ নম'ন মাধ ॥ ৪২ (খ)

চৌ—তখন নারদ রামে অতি প্রসন্ন জানি' । কহিলেন আর বার সহ সুকোমল বাণী ॥  
 শুন প্রভু রঘুনাথ মায়া করে' প্রেরণ । বিমোহিত ক'রেছিলে যখন আমার মন ॥ ১  
 বিবাহ করিতে তবে হ'য়েছিল অভিলাষ । দিয়াছিলে বাধা তাহে কি হেতু রমা-নিবাস ॥  
 অবধান যুনিবর কহি তোমা প্রীতিভরে । সকল ভরসা ত্যজি' যে মোর ভজন। করে ॥ ২  
 তেমনি তাহার সদা করি পরিরক্ষণ । মাতা যথা করে শিশু-রক্ষণাবেক্ষণ ॥  
 ধরিতে অনল অহি শিশু যবে ছুটে' যায় । মাতা তব আগুলিয়া রক্ষা করেন তা'য় ॥ ৩  
 প্রৌঢ় হ'লে শ্রুত মাতার তনয়-'পরে । স্নেহ রয় তবে নহে পূর্বের মত ক'রে ॥  
 প্রৌঢ় তনয় সম যে সকল আনিগণ । বালক-তনয় মম অ-মান ভক্তভজন ॥ ৪  
 ভক্তের মোর বল নিজল জ্ঞানীদের । কাম-ক্রোধ আদি রিপু আছেই ত সকলের ॥  
 পণ্ডিত এ বিচারি' আমার ভজন। করে । করিলেও জ্ঞানলাভ নাহি ছাড়ে ভক্তিরে ॥ ৫

ঘো—কাম ক্রোধ লোভ	মোহ অহঙ্কার	এরা ভীম অনীকিনী ।
তার মাঝে অতি	দুঃখ দারুণ	নারী মায়া-স্বরূপিণী ॥ ৪৩

চৌ—সমু পুরাণ বেদ এই বলে যুনিরাজ । কামিনী মোহের বন-মাঝে যেন ঋতুরাজ ॥  
 জপ-স্তপ-নিয়ম-জলাশয় হ'তে বারি । শোষণ করয়ে সব নিদাঘরূপিণী নারী ॥ ১  
 কাম-ক্রোধ-মদ-ভেদে করে হরষ দিতে । এরাই প্রাবৃট-রূপ। শুধু এক এ মহীতে ॥  
 কু-বাসনা বিকশিত কুসুদ-নিকর-প্রায় । এ শরৎঋতু হ'তে তা'রা সদা সুখ পায় ॥ ২

ধর্ম যতেক তা'রা কমল-আকার ধরে । নীচ-সুখদা নারী হিমরূপে দহে তা'রে ॥  
 নারী-ভ্রমশূত্র পেয়ে তখন মমতা-কাশ । সবারে আবারি' করে নিজেয়ে তেজে প্রকাশ ॥ ৩  
 পাপ-পেচকের চির অন্তর-বিনোদিনী রমণী তমসাময়ী ঘন ঘোর নিকীষিনী ॥  
 বুদ্ধি বল সত্য শীল এ সকল মীন । এদের বঁড়ী যেন রমণী বলে প্রবীণ ॥ ৪

দো—যাতনা-দায়িনী      সব দোষ মূল      সকল দুখের খনি ।  
 এই সব বৃষ্টি'      তা'ই নিবারণ      করিয়াছিলাম মুনি ॥ ৪৪

চো—মনোহর রঘুপতি বচন করি' প্রবণ । পুলকিত মুনি-কায় জলে ভরে ছ'নয়ন ॥  
 ভাবি'ছেন বন' কোন্ প্রভুর এমন রীতি । ভকতের তরে কা'র এমন মমতা প্রীতি ॥ ১  
 ভ্রম করি' বরজন যে প্রভুরে নাহি ভজে । জ্ঞানের কাল্পাল সেই কু-ললাট-পাঁকে মজে ॥  
 আদরের সনে পুনঃ কহেন মুনি নারদ । কহ প্রভু রঘুনাথ বিজ্ঞান-বিশাবদ ॥ ২  
 সাধুজন-লক্ষণ কহ দেব কৃপা করি' । ভবভয়-নিবারণ হে নাথ ছুরিতহারি ॥  
 রাম ক'ন শুন মুনি সাধু গুণ-বর্ণন । তাঁদের অধীন আমি রহি সদা যে কাবণ ॥ ৩  
 জিত যিনি চ' বিকার অ-পাপ বিগত কাম । অবিচল অকিঞ্চন পুত আর সুখধাম ॥  
 সীমাহীন জ্ঞান ধাঁর ইচ্ছাহীন মিত-ভোগী । সত্য-রত সব কালে পণ্ডিত কবি যোগী ॥ ৪  
 সাবধান মানদাতা আপনি মদ-বিহীন । ধৈর্য্যশীল ধর্ম-জ্ঞান আচারে মহাপ্রবীণ ॥ ৫

দো—ভব-দুখহীন      গুণের আধার      নাহি কোন সন্দেহ ।  
 আমার চরণ      বিহনে কিছুই      নহে প্রিয় গৃহ দেহ ॥ ৪৫

চো—কুণ্ঠিত হয় শুনি' আপনার গুণগান । শুনিলে পরের গুণ অধিক হরষে প্রাণ ॥  
 সম শীতল ভাব ত্যাগ যে না করে নীতি । স্বভাবে সারল্য ভরা সবরি সহিত প্রীতি ॥ ১  
 জপ তপ ত্রৈ দম নিয়ম সংযম আর । গোবিন্দ গুরু ভিজ-চরণে ভক্তি যা'ব ॥  
 প্রজ্ঞা ক্ষমা সধা-ভাব দয়া ভরা অন্তরে । প্রেমোদিত ভাব প্রেম আমার চরণ 'পরে ॥ ২  
 বিরাগ বিবেক শীল ভরা অমুভব-জ্ঞানে । যথাযথ জ্ঞান যা'র কিবা বেদে কি পুরাণে ॥  
 দস্ত মান মদ নাহিক কাহার সনে । ভ্রমেও না দেয় পদ কখনো কুপথ-পানে ॥ ৩  
 মম লীলা-গান মুখে কাণে শুনে অবিরত । বিনা হেতু অপরের উপকারে সদা রত ॥  
 শুন মুনি সাধুদের লক্ষণ এ সকল । বর্ণিতে মানে হার বাণী আর বেদ-দল ॥ ৪

ছ—হারে বীণাপাণি      বাসুকী এ শুনি'      কমল-চরণ মুনি জড়া'ন ।  
 এ-ভাবে কপাল      দীনের দয়াল      ভকতের গুণ স্রীমুখে গা'ন ॥  
 বার বার নমি'      পদ-কোকনদে      গেলেন নারদ ধাতার ধামে ।  
 তুলসি সে বস্ত্র      ত্যজি আশা রক্ত      রঞ্জিত রহে যে হরি-প্রেমে ॥

শ্রীরাম-মাহাত্ম্য শ্রবণের মহিমা

দো—রাবণ-অরির	পুণ্য-সুষণ	যে জন শুনিবে গা'বে।
বিনা যোগ জপ	বিবাগ বামের	দৃঢ় ভক্তি সে পা'বে ॥ ৪৬(ক)
দীপ-শিখা প্রায়	যুবতীর কায়	ত'যো না মন পতঙ্গ।
ভজ' রাম-পদ	তাজি' ক'ম মদ	কর সদা সংসঙ্গ ॥ ৪৬(খ)

কলিযুগের সমস্ত পাপবৎসকারী শ্রীরামচরিত-মানসের  
এই তৃতীয় সোপান সমাপ্ত হইল ॥

( অরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত )



ঔপদেশ্যঃ

ঐক্যবাহুভেদে ভয়

# শ্রীরামচরিত মানস

চতুর্থ সোপান

কিঙ্কর্যাকাণ্ড

মোক—কুম্ভ নীল-ইন্দ্রবর	গৌর-শ্রামল রূপ	অতিবল বিজ্ঞানের ধাম
অদ্বিতীয় ধনুর্ধর	শোভাধার বেদ-বন্দ্য	গো-ব্রাহ্মণগণ-প্রাণারাম ।
মায়ায় মানবরূপী	রঘুকুলবর চুটি	সঙ্কর্ষের বর্ষ হিতকারী
সীতা-অঘেষণপর	পথিক-প্রবর সদা	হ'ন ভক্তি বিত্তরণকারী ॥ ১
ব্রহ্ম-বারি সমুদ্ভব	কলির কলুষ যত	নিঃশেষ-বিক্ষেপী নাশ ছীনা
স্বধমা বিস্তার করি'	সর্বকাল তরে যেই	ঐশ্বর্য মুখ-ইন্দু লীন ।
জন্ম-মরণ রোগে	সুধাসম ঔষধ	জানকীর প্রাণের সমান
ধন্য তাঁ'রা যা'রা করে	নিশিদিন নিরন্তর	ঐরামের নামামৃত পান ॥ ২

সো—মুক্তি-জন্মভূমি জানি'	জ্ঞানকর পাপ-বিনাশন ।
যথা র'ন শঙ্কর-ভবানী	সে কাশী না সেবি কি কারণ ॥
দহিত হেরিয়া শূরগণ	করিয়া গরল যেবা পান ।
না ভজিস্ তাঁ'রে মৃত মন	কে কপাল সে শঙ্কু সমান ॥

ঐরামের সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ

চৌ—পুনরায় আগুয়ান হ'ন রাম রঘুবর ।	অব্যমুক শৈলের হ'লেন নিকটতর ॥
সেখা সুগ্রীব রহে আপন সচিব সনে ।	আসিতে হেরিয়া মহাবল রাম-লক্ষ্মণে ॥ ১
অতীব ত্রাসের ভরে কহে শুন চতুর্মান ।	কে ওই যুগল নর বল ও রূপ-নিধান ॥
ধরি' ব্রহ্মচারী-রূপ আপনি ওখানে যাও ।	মর্ষ বৃষ্টিয়া সব বারতা মোরে জানাও ॥ ২
প্রেরিত কুটিল বালি যতপি ওরা হয় ।	পর্বত ত্যজি' তবে এখন পলা'তে হয় ॥
বিজ-বেশ ধরি' কপি করিল তথা গমন ।	নমিত করিয়া শির শুধাইল এ বচন ॥ ৩

কে তোমরা ছুই জন গৌর-শ্যাম শরীর । কিরি'ছ কানন মাঝে রূপে ক্ষত্রিয় বীর ॥  
 সুকঠিন ক্ষিত্তিতলে কোমল চরণ ফেলে' । হে প্রভু এ বনদেশে বিচরিছ কোন্‌ ছলে ॥ ৪  
 যুগল মনোহর সুন্দর কলেবর । সহিছ' আতপ-তাপ সমীরণ ক্রেশকর ॥  
 ত্রি-মুরতি মাঝ হ'তে তোমরা কি দুইজন । অথবা তোমরা কি গো সেই নর-নাবায়ণ ॥ ৫

দো—কিহা জগত- তারণ-কারণ . ভগ্নন ভূমি-ভার ।  
 আপনি অধিল ভুবনের পতি নেহ' নর-অবতার ॥ ১

চো—শুভ মোরা কোশলের নৃপতির রাম ক'ন । জনক-বচনে বনে দৌহাকার আগমন ॥  
 মোরা ভাই দুইজন লক্ষ্মণ রাম নাম । সাধে শুকুমারী নারী ছিল ঔষি-অভিরাম ॥ ১  
 হেথা সেই জানকীরে রাক্ষস নিল হ'রে । ব্রাহ্মণ কিরি মোরা তা'রি উদ্দেশ ক'রে ॥  
 করিলাম বর্ণন নিজেদের ইতিহাস । নিজ-কথা এবে দ্বিজ করহ মোরে প্রকাশ ॥ ২  
 প্রভুরে চিনিয়া হুয় পড়িল চরণ ধ'রে । সে সুখ তাহার উমা বর্ণনা কেবা করে ॥  
 গুলকনে ভরে তহু মুখে না আসে বচন । প্রভুর রুচির বেশ করে শুধু দরশন ॥ ৩  
 তখন ধরিয়া ধীর করে তাঁ'র স্তুতি গান । চিনিয়া প্রভুরে নিজ হরষে ভরিল প্রাণ ॥  
 কহে মোর শুধানতে নাহি কিছু অজ্ঞায় । তুমি কি শুধাও প্রভু তুচ্ছ মানবপ্রায় ॥ ৪  
 তোমারি মায়াব বশে ভ্রান্ত হইয়া কিরি । সে কারণে আপনার প্রভুরে চিনিতে নারি ॥ ৫

দো—একেই ত নিজে মৃঢ় মায়াবশ কুটিল জদয় অজ্ঞান ।  
 তাহে তুমি প্রভু ভুলাইলে মোরে দীননাথ ভগবান ॥ ২

চো—যদিও আমার প্রভু অপরাধে সীমা নাই । প্রভু যেন সেবকেরে না ভুলিও এই চাই ॥  
 তোমারি মায়াব নাথ মুক্ত জীব সকলে । নিস্তার পে'তে পারে তোমারি দয়ার বলে ॥ ১  
 তদুপরি তোমার দোহাই হে রঘুরায় । কিছুই ত জানা নাই সাধনার সূচ্যায় ॥  
 সন্তান জননীর প্রভু-ভরসায় দাস । অ-ভাবনা রহে প্রভু পালিলেই গুরে আশ ॥ ২  
 এ বলিয়া সকাভরে পড়িয়া চরণ 'পরে । হৃদে প্রেম ভরা নিজ শরীর প্রকাশ করে ॥  
 তখন শ্রীরঘুনাথ উঠাইয়া বৃকে লন । ছুড়া'ন আপন ঔষি-বারি করি' সিঞ্চন ॥ ৩  
 ক'ন কপি মনে গ্রানি আনিও না কোন মতে । তুমি মোর পাশে শ্রিয় দ্বিগুণ লক্ষণ হ'তে ॥  
 সম-দরশী বলি' বলে মোরে সবজনে । সেবক অনন্তগতি মোর শ্রিয় লাগে মনে ॥ ৪

দো—মতি অনন্ত তাহারি যাহার মনে এ অটল জ্ঞান ।  
 আমি দাস আর চরাচর-রূপে প্রভু মোর ভগবান ॥ ৩

### শ্রীরামের সহিত স্ত্রীদেবের মিত্রতা

চো—হেরিয়া পবনশ্রুত শ্রীরামেরে অমুকুল । অপার প্রলাদ প্রাণে মিটে গেল সব শূল ॥  
 বলে প্রভু গিরি 'পরে কপিপতি করে বাস । স্ত্রীদেব নাম তা'র সে-ও ভব এক দাস ॥ ১

ভাহার সাথেতে প্রভু স্থাপন কর প্রণয় । তা'রে দীন বুঝি' মনে প্রদান কর অন্তয় ॥  
 সেই জ্ঞানকীর তব করাইবে অধেষণ । চারি দিকে কোটি কোটি কপিরে করি' প্রেরণ ॥২  
 এই ভাবে ঐরামেরে সব কথা বুঝাইল । দুজনেরে নিজ কাঁখে আরোহণ করাইল ॥  
 পায় সুগ্রীব যবে ঐরামের দরশন । করিল জনম অতি ধন্য বলি' গণন ॥ ৩  
 মিলিল আদরে নত করিয়া চরণে শির । ভাই সনে সম্ভাষণ করিলেন রঘুবীর ॥  
 সুগ্রীব মনে মনে কথিতেছে এ বিচার । করিবেন কি হে বিধি প্রণয় সনে আমার ॥ ৪

দো—হুম্মান তবে দোহে দোহাকার সকল কথা শুনায় ।  
 অনলে সাক্ষী রাখিয়া মিতালি করাইল দু'জনায় ॥ ৪

চো—প্রণয় স্থাপিত হ'ল না রহিল অন্তর । লক্ষ্মণ রাম-গাথা কহিলেন অতঃপর ॥  
 সুগ্রীব কহে তবে নয়নে পুরিত বারি । আবার পাইবে নাথ মিথিলেশ-সুকুমারী ॥ ১  
 মস্তিগণের সনে এইখানে একবার । বসি' বসি' সবে কিছু করিতেছি' বিচার ॥  
 তখন গগনে যে'তে কবিতা দরশন । পরের কবলে পড়ি' করেন বহু রোদন ॥ ২  
 রাম রাম হায় বাম রবে চীৎকার করি' । দিলেন বসন ফেলি' আমা সবাকায় হেরি' ॥  
 যাচিতে বসন রাম এনে দিল দ্বাপর । সে বাস ক্ষণে চাপি' ঐরাম অতি কাতর ॥ ৩  
 সুগ্রীব কহে তবে শুন প্রভু রঘুবীর । খেদ কর ত্যাগ এবে পর্যাণে ধর ধীর ॥  
 সকল প্রকারে সেবা করিব আমরা সবে । জনক-কুমারী সৌভাগ্যে কিরে' পাওয়া যা'বে ॥৪

দো—সখার বচন শুনি' প্রীত অতি কৃপানিধি বলধাম ।  
 কহ কি কারণে বনে বাস কর সুগ্রীব ক'ন রাম ॥ ৫

#### সুগ্রীবের নিজ ক্লেশ বর্ণন

চো—সুগ্রীব কহে নাথ বালি আমি দুই ভাই । কত যে প্রণয় ছিল বলিবার ভাষা নাই ॥  
 ময়-দানবের স্তত মাথাবী তাহার নাম । একবার এসেছিল সে প্রভু মোদের গ্রাম ॥ ১  
 অর্ধ রাত্রে করে চীৎকার পুরষারে । অরাতির বল বালি পারিল না সচিবারে ॥  
 বালিরে ধাবিত হেরি' লাগিল সে পলাইতে । ছুটি' তখন আমি ভ্রাতার সহায় হ'তে ॥ ২  
 গিরির গুহায় এক সে দানব প্রবেশিল । তখন আমারে বালি সম্ভাষি' এ কহিল ॥  
 ক্ষেত্র আসা-পথ চে'য়ে র'বে পক্ষান্ত-তরে । যদি নাহি কিরি' মনে বুঝিবে গিয়াছি ম'রে ॥ ৩  
 একমাস কাল তথা রহিলাম হে খরারি । বাহির লাগিল হ'তে কবিরের স্রোত ভারি ॥  
 জাবিলাম হত বালি আসিবে মোরে মারিতে । গুহা-মুখে শিলা চাপি' লাগিলাম পলাইতে ॥ ৪  
 নিরখি' নৃপতি হীন বালির সচিবগণ । হঠে মোরে করাইল রাজাসনে আরোহণ ॥  
 দানবে বধিয়া বালি ভবনে আসিল কিরে । বিরোধ ক্ষণে তা'র বাড়িল নিরখি' মোরে ॥ ৫  
 অরাতি-সমান মোরে করিল অতি প্রহার । সকল হরিয়া নিল কেড়ে' নিল জায়া আর ॥  
 তাহার ক্রাসেতে ওহে' রঘুবীর কৃপাময় । কিরে'ছি বেহাল হ'য়ে সকল ভুবনময় ॥ ৬

শাপের কারণে হেথা নাহি করে আগমন । তথাপি র'য়েছি হের সতত ত্রাসিত মন ॥  
তকতের হুখ শুনি' দীনের প্রতি কৃপাল । সজ্বরে তুলেন উকে ভুজবুগ সুবিশাল ॥ ৭

বালি-বধ প্রতিজ্ঞা ; বন্ধু-লক্ষণ বর্ণন

দো—সুগ্রীব স্তন                      বধিব বালিয়ে                      সন্ধানি' এক বাণ ।  
ব্রহ্মা শিবের                      নিলেও শরণ                      তবু না রহিবে প্রাণ ॥ ৬

চৌ—বন্ধুর দুখে প্রাণে যেজন না দুখ পায় । হেরিলেও তাঁ'রে চ'খে পাপ হয় অতিশয় ॥  
নিজ গিরি-সম দুখ রেণু ব'লে মনে করে । বন্ধুর কণা-দুখ সুমেরু-সমান হেরে ॥ ১  
স্বাভাবিক ভাবে যা'র হেন মতি নাহি আসে । সে শঠ কি হেতু মিছা মিডালি করিতে আসে ॥  
কিরা য়ে কুপথ হ'তে কিরা'বে সুপথ পানে । বাড়া'বে সুশুণ যত দূর করি অপগুণে ॥ ২  
আদান-প্রদানে লেশ-শঙ্কা বিহীন চিত । আপনার যথাবল করিবে সদাই হিত ॥  
শতগুণ স্নেহ র'বে তাতার বিপদ কালে । পরম সখার গুণ এই সব বেদে বলে ॥ ৩  
সমুখে মধুর কহে বচন করি' রচন । আড়ালে শুধুই গ্লানি কুটিলতা ভরা মন ॥  
যাহার মনের হেন সর্প-সমান গতি । তেমন কু-সখা জনে বর্জনে শুভ অতি ॥ ৪  
কৃপণ নৃপতি শঠ সেবক কুলটা নারী । কপটতা ভরা সখা শূল সম এই চারি ॥  
চিন্তা দূর কর সখা ত্যজ' সব মোর' পরে । তোমার সকল ভার লইলু আপন করে ॥ ৫  
সুগ্রীব কহে তবে অবধান রঘুবীর । বালি মহাপরাক্রম অতিশয় রণবীর ॥  
ছুস্তুতি রক্ষ:-অস্থি দেখাইল বৃক্ষ তাল । বিনায়াসে করিলেন চূর্ণ তাঁ'রে দয়াল ॥ ৬

সুগ্রীবের বৈরাগ্য

হেরিয়া অমিত বল হৃদয়ে বাড়িল শ্রীতি । ই'হা হ'তে বালি-বধ হ'বে হ'ল পরভীতি ॥  
বার বার করে শির আনত চরণ 'পর । লভি' প্রভু-পরিচয় হৃষ্ট মন কপিবর ॥ ৭  
উপজিত হ'ল জ্ঞান বচন কহিল বীর । হে নাথ কৃপায় তব মন মোর হ'ল স্থির ॥  
সম্পদ সুখ আর খ্যাতি মান পরিবার । করিব তোমার সেবা সব করি' পরিহার ॥ ৮  
শ্রীরাম ভকতি-পথে এরা সব অন্তরায় । এই ক'ন সন্তেরা বাঁ'র মন তব পায় ॥  
অরাতি-বান্ধব-সুখ দুঃখ জগতময় । মায়ার রচিত শুধু সত্তা প্রকৃত নয় ॥ ৯  
বালি অতি হিতকারী তাঁ'র তরে লভিলাম । তোমা হে ককণাময় দুঃখ-শমন রাম ॥  
অপ্সেও যা'র সনে হইবে স্বপ্ন মোর । আগরণে মনোমাকে উদিয়ে শোচনা ঘোর ॥ ১০  
এখন হে কৃপাময় কর কৃপা এই ভাঁতি । সব ত্যজি' তোমা যেন ভজি আমি দিবারাতি ॥  
শুনিয়া বিরাগভরা কপির সুখের বাণী । হসিত-বদনে তবে ক'ন রাম ধনুপাণি ॥ ১১  
যাহা কিছু বর্ণিলে সত্য সকলি তাহা । মিথ্যা কখন সখা না হ'বে কহিলু বাহা ॥  
কাক কহে হে খগেশ শ্রীরাম বেদে এ বলে । নটের বানর-প্রায় নাচান সবারে ছলে ॥ ১২



বালি-সুগ্রীব-দুহু ; বালি বধ

সুগ্রীবে সাথে ল'রে পরে রাম রঘুনাথ । চলিলেন ধনুশর গ্রহণ করিয়া হাত ।  
 পাঠা'লেন সুগ্রীবে বালি-পাশে সেই'খন । কাছে গিয়া ঈরামের বলে করে গর্জন ॥ ১৭  
 শুনিতেই হকার ছুটে বালি ফোঁসাতুর । চরণ ধরিয়া তারা বুঝায় তাঁ'রে এচুর ।  
 সুন নাথ সুগ্রীব জুটে'ছে বাঁ'দের সনে । তেজ আর বলাধার তাঁ'রা ভাই দুইজনে ॥ ১৪  
 কোশলেশ-আম্বজ লক্ষ্মণ আর রাম । কালেও জিনিতে রণে সক্ষম গুণধাম ॥ ১৫

ধো—বালি কহে সুন ভীক প্রিয়তমে সম-দিটি রঘুনাথ ।  
 কদাপিও যদি যথেন আমারে সুশীলে হ'ব সনাথ ॥ ৭

চৌ—এতেক বলিয়া যায় সহ মহা অভিমান । তৃণের সমান লঘু সুগ্রীবে করি' জ্ঞান ।  
 তেটিল দৌহার দৌহে বালি করে উর্জ্জন । মুষ্টি প্রহারি' ঘোর রবে করে গর্জন ॥ ১  
 পলায় আকুল হ'য়ে সুগ্রীব সে প্রহারে । অশনি-সমান লাগে মুষ্টি-প্রহার তা'রে ।  
 বলেছিল রঘুবীর কণাময় তোমা হেন । ভাই নয় সাক্ষী কাল মোর বালি যেন ॥ ২  
 রাম ক'ন অবিকল আকৃতি দুইজনে । ভ্রমবশে বধ নাহি করিলাম সে কারণে ।  
 করিলেন নিজ দেহ তাঁ'র করে পরশন । কুলিশ হইল ভয় ছুটিল সব বেদন ॥ ৩  
 গলায় পরা'য়ে রাম দিলেন কুতুম-মাল । পাঠা'লেন তাঁ'রে পুনঃ দিয়া বল সুবিশাল ॥  
 আবার কতই মতে হইল ভীষণ রণ । বৃক্ষের আড়ে রাম করি'ছেন দরশন ॥ ৪

ধো—বহ চল-বল সুগ্রীব করে হৃদয়ে বিজিত-স্তর ।  
 করবি' শায়ক হানেন ঈরাম তেদিয়া বালি-হৃদয় ॥ ৮

চৌ—আকুল হইয়া পড়ে ধরায় শরের যায় । প্রচুরে সমুখে হেরি' উঠি' বসে পুনরায়  
 শ্রাম কলেবর শিরে বিরচিত জটাতার । অরুণ নয়ন-যুগ করে ধনু শর আর ॥ ১  
 বার বার তাঁ'রে হেরি' সে চরণে দিল মন । চিনিয়া প্রভুরে মানে সকল নিজ জনম ॥  
 মুখেতে কঠোর ভাষা পরা প্রেম ভরা বৃকে । কহিল তখন বালি চাহি' ঈরামের মুখে ॥ ২  
 ধর্ম-কারণে প্রভু তোমার অবতরণ । ব্যাধের সমান ছলে করিলে মোরে হনন ॥  
 অরাতি তোমার আমি সুগ্রীব প্রিয়তর । কি দোষ আমার প্রভু বাহাতে পরাণে মারি' ॥ ৩  
 রাম ক'ন শোন শঠ ভ্রাতৃবধু সহোদরা । পূজবধু ও হৃদিতা সকলে সমান এরা ॥  
 ইহাদের 'পরে করে বেজন কু-ঔষিপাত । তাহারে করিলে বধ কিছু নাহি অপরাধ ॥ ৪  
 রে মৃত জগয়ে তোর অতিশয় অভিমান । বনিতার উপদেশে সে হেতু না দিলি কাণ ॥  
 রম ভুলবলাজিত কেনে'ও মনেতে তাঁ'রে । গর্বি অধম সাধ সুগ্রীবে বধিবারে ॥ ৫

ধো—সুন রাম নাথ- সহিত আমার কতু না চলিবে চল ।  
 এখনো কি প্রভু রহিলাম পাণ্ডি লভি'ও চরণ-তল ॥ ৯

চৌ—শ্রবণ করিয়া রাম মন প্রাণ-গলা বাণী । বালির শিরের 'পরে রাখিয়া আপন পাণি ॥  
 কহেন অটুট দেহ করি তুমি রাখ' প্রাণ । উত্তরে বালি কহে স্তনহ কৃপা-নিধান ॥ ১  
 জনম জনম মুনি করেন কত সাধনা । অস্ত্রে তথাপি রাম-নাম মুখে বাহিরে না ॥  
 নামের প্রতাপে ষাঁ'র শঙ্কর বারাগনী- । ধামে সকলেই সম-গতি চেন অবিনাশী ॥ ২  
 পে'য়েছি নয়ন-আগে আজ তাঁ'রে সুপ্রকাশ । আর কি কখনো এড়ু পা'ব তেন অবকাশ ॥ ৩

ছ—নয়ন-গোচর	আজিকে সে জন	বেদ নেতি যা'রে সত্তত গায় ।
জিনি' প্রাণ-মন	ইন্দ্রিয় বোধি'	ধ্যানে মুনি যা'রে কদাচ পায় ॥
অতি অভিমानी	মনে মোরে জানি'	ক'ন প্রভু রাখ' এ কলেবরে ॥
কোন্ মুঢ় হঠে	হর-ভক্ট কেটে'	তা'দিয়ে বাবুল গাছেরে ঘেরে ॥ ১
নাথ এ কামনা	করিয়া করুণা	কৃপা-চ'খে হের দেহ সে-বর ।
যে-যোনি ভিতরে	ক্রিয়া অমুসারে	যাই প্রেম রহে চরণ 'পর ॥
এ মম তনয়	সমান বিনয়	বল কৃপা করি' শরণে লও ।
ধরি' এর হাত	হর-নর-নাথ	অঙ্গদে দাস-পদে বসাত ॥ ২
দৌ—রামের চরণে	দৃঢ় অমুরাগে	বালি করে তমু ত্যাগ ।
গল-চ্যুত হ'লে	কুসুম-মালিকা	তা' যথা জানে না নাগ ॥ ১০

#### তারার বিলাপ, শ্রীরামের তারাকে উপদেশ

চৌ—পাঠাইলেন রঘুনাথ বালিরে আপন লোক । আসিল ব্যাকুল হ'য়ে নগরের যত লোক ॥  
 করিল বিলাপ তারা আসিয়া কতই মত । এলায়িত কেশদাম দেহ নহে সংযত ॥ ১  
 তারারে আকুলা হেরি' রঘুনাথ দয়া করি' । করিলেন জ্ঞানদান লইলেন মায়া হরি' ॥  
 কহিলেন ক্ষিতি বারি ঘোম্ তেজ সমীরণ । এই পাঁচ হ'তে অতি ছার দেহ বিরচন ॥ ২  
 সে দেহ তোমার আগে ভূমিতে পড়িয়া রহে । সনাতন জীব তবে কেন ভব মন দহে ॥  
 উন্মিত যখন জ্ঞান পড়িল চরণ 'পর । যেচে' নিল তাঁ'র পাশে পরমা-ভকতি বর ॥ ৩  
 শিব ক'ন উমা সবে কাঠের পুতুল মত । নাচান শ্রীরাম প্রভু চরাচরে আছে যত ॥  
 করিলেন সুগ্রীবে তখন আদেশ দান । যথা-বিধি সাধে বালি-যুতক্রিয়া অমুতান ॥ ৪

#### সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক

তা'র পর রাম ক'ন বুঝাইয়া লক্ষ্মণে । বসাত আপনি গিয়া সুগ্রীবে রাজ্যাসনে ॥  
 রামের আদেশ শিরে ধারণ করি তখন । নমিয়া চরণে তাঁ'র করিল সবে গমন ॥ ৫

দৌ—লক্ষ্মণ স্বরা	ডাকায়ৈ বিপ্র	নগরবাসী-সমাজ
রাজ্য দিলেন	সুগ্রীবে আর	অঙ্গদে যুবরাজ ॥ ১১

চৌ—ভবানি ঐরাম সম হিতকারী জগময় । কিবা গুণ মাতা পিতা ভাই প্রভু কেহ নয় ॥  
 দেবতা মানব মুনি সকলেরি এই রীতি । স্বার্থের তরে করে অপরের সনে প্রীতি ॥ ১  
 আকুল বালির ত্রাসে ছিল ধোবা দিবা রাত্তি । শরীরে আঘাত বহু ভাবনায় ভরা ছাতি ॥  
 সেই সুগ্রীবেরে দেন কপিদের রাজ্যাসন । অতীব কৃপাল রাম রঘুকুল-বিভূষণ ॥ ২  
 জানিয়াও করে যা'রা হেন প্রভু পরিহার । কেন না বিপদে নর পড়িবে না বার বার ॥  
 অভঃপয় সুগ্রীবের কাছে করি' আছবান । নৃপতির বহনীতি শিখা'লেন প্রভু রাম ॥ ৩  
 কহিলেন সুগ্রীব শুন সখা কপিরাজ । চারি-দশ বর্ষ আমি না রব' বসতি-মাক ॥  
 নিদাঘ হ'য়েছে গভ্র বরষার আগমন । নিকটের শৈল 'পরে রহিব আমি এখন ॥ ৪  
 অঙ্গদ সনে তবে কর তুমি এবে রাজ । কিন্তু স্মরণে সদা রাখিও আমার কাজ ॥  
 সুগ্রীব কিরে' যবে আসিল আপন পুরে । গেলেন ঐরাম তবে প্রবর্ষ গিরি 'পরে ॥ ৫

ঘো—আগেই দেবতা রেখেছিল তথা রচি' গুহা সুন্দর ।  
 কিছুদিন এসে করিবেন বাস কৃপাধার রঘুবর ॥ ১২

চৌ—মধু কানন-তল কুসুমিত অতি শোভা । গুঞ্জে মধুপ দল মধুলোভে মনোলোভা ॥  
 কল মূল ও কল-পত্র মানস-হর । ছেয়ে'ছে কানন যবে আসিলেন রঘুবর ॥ ১  
 অল্পম ধরাধর করি' রাম দরশন । সুর-কূপ জ্ঞাতাসনে করিলেন নিবসন ॥  
 অমরা বিহগ যুগ-সেহ ধরি' দেবদল । করেন প্রভুর সেবা সিদ্ধ মুনি সকল ॥ ২  
 যবে হ'তে রম্যপতি করিলা কাননে বাস । তবে হ'তে বন হ'ল সব মঙ্গলাবাস ॥  
 স্ফটিকের শিলা এক অতি শ্বেত মনোহর । সুখাসনে সমাসীন দুই ভাই তরুণর ॥ ৩  
 অম্বুজের পাশে ক'ন কাহিনী-কথা অনেক । ভক্তি বিরতি আর নৃপ-নীতি ও বিবেক ॥  
 প্রাবৃত্ত-গগনে ঘন-আবৃত্ত জলধর । গরজন-রত লাগে অতি প্রাণ-মনোহর ॥ ৪

### বর্ষাক্ত বর্ণন

ঘো—সন্ধ্যা হের নাচে শিখিগণ হেরি' ঘন নভঃ 'পর ।  
 বিরাগ-প্রবণ গৃহী প্রীত যথা নেহারি' ভকতবর ॥ ১৩

চৌ—অম্বরে জলধর করে যোর গরজন । তরাসে সিংহরি' উঠে প্রিয়াহীন মৌর মন ॥  
 দামিনী-দমক আর ঘন-মাজে নাহি রয় । খেলের প্রণয় যথা কখনই স্থির নয় ॥ ১  
 ধরনী-নিকটে নেমে বরবে জলদ দল । বিভা লভিয়া নত যেমন জ্ঞানী সকল ॥  
 দৃষ্টি-কণার ছাত সবে গিরি সেই মত । ছুট-বচনে সাধু যথা নহে বিচলিত ॥ ২  
 প্রাবিয়া ভাবিয়া তট ভট্টনী ছুটি'ছে তথা । বহু বিস্তে খল মর্যাদা ভুলে যথা ॥  
 ধরনী-পরশে নীর তেমনি মলিন হয় । বেই মত মায়াজাল-বিজড়িত জীবচর ॥ ৩

সদগুণ যেইমত জড়' হয় সাধু-পাশে । বারি-সমাবেশে তথা সরসী তরিয়া আসে ॥  
 শ্রীহরি লভিয়া যথা জীবগণ হয় স্থির । তেমনি সাগর মাঝে প্রবেশি' তটিনী-নীর ॥ ৫

দো—তুণে আবৃত

শ্রামলা ধরনী

নাহি দেখা যায় পঙ্খ ।

ভণ্ড-মতবাদ

উদয়ে যেমন

লোপ পায় সঙ্গ্রহ ॥ ১৪

চৌ—মধুর দাহর-রব চারিদিকে অম্ল-ধন । বেদপাঠ করে যেন মিলি যত ব্যক্তিগণ ॥  
 নব কিশলয়-সাজে সাজিয়াছে তরুদল । বিবেক সাধক-মন যথা করে ঝলমল ॥ ১  
 অর্ক \* জ্বালা এরা পত্র হারা'য়ে দীন । সু-রাজার রাজ্যে থল যেমন উত্তমহীন ॥  
 খুলি আর ধরাপরে নাহি মিলে সন্ধান । ধর্ম লুকাই যথা ক্রোধরিপু আগমনে ॥ ২  
 শস্ত্রে সাজিয়া ধরা সেই মত সুশোভিত । উপকারী মানবের সম্পদ যেইমত ॥  
 রজনীর ঘন-তমে খড়োত শোভাপায় । দস্তীর দল যেন গড়িয়াছে সম্প্রদায় ॥ ৩  
 ক্ষেত্রে বঁধ ফুটে ধারা-বরষার জলে । নষ্ট যেমন হয় নারী স্বাধীনতা পেলে ॥  
 জানী যথা ত্যাগ করে মদ আর মোহ মান । নিড়ায় তেমনি ক্ষেত কুবিদল মতিমান ॥ ৪  
 চক্রবাকু পাখী আর চ'খে নাহি দেখা যায় । কলিযুগ-সঙ্কারে ধর্ম যথা লোপ পায় ॥  
 উষরে প'ড়েও বারি তুণ নহে উদ্গত । ভক্তের হৃদে কাম উপজেনা যেইমত ॥ ৫  
 বিবিধ প্রাণীতে ধরা সেইমত শোভমান । যেমন সু-রাজ পে'লে প্রজা হয় বর্দ্ধমান ॥  
 পথিক স্থগিত-গতি হ'য়ে যথাতথা রয় । জ্ঞানের উদয়ে যথা ইন্দ্রিয়-দশা হয় ॥ ৬

দো—হারথার করি'

জলদ-পটল

কতু বায়ু বেগে বয় ।

কু-তনয় কুলে

উলিলে যেমন

ধরমের নাশ হয় ॥ ১৫ ( ক )

কখনো দিবসে

ঘোর আঘিয়ার

কতু ভাতে দিবাকর ।

যুচে পুনঃ জাগে

জ্ঞান যেই মত

সু-কু-সঙ্গ ক'রে ভর ॥ ১৫ ( খ )

চৌ—বরষা অতীত এবে শরতের আগমন । কিবা মনোহর শোভা দেখ দেখ লক্ষণ ॥  
 কুল কাশের কুলে ধরাডল আবৃত । প্রাবৃট আপন জরা যেন করে প্রকাশিত ॥ ১  
 সমুদিত হায়াপথ জলেরে করে শোষণ । সন্তোষ আনি' যেন লোভেরে করে হরণ ॥  
 সরসী তটিনী-বারি নির্মল শোভাময় । অপগত মোহমদ সাধুর যেন ক্ষয় ॥ ২  
 শুকায় সরসী নদী সেই মত ধীরে ধীরে । জ্ঞানজন সমতারে যেইমত ত্যাগ করে ॥  
 শরৎ এসেছে জেনে' খজন আসে কিরে' । পুণ্য যেমন কিরে' আসে শুভ-অবসরে ॥ ৩  
 নাহি ধূলি কর্দম শোভে বহুমতী হেন । সুনীতি-নিপুণ ব্রহ্মজন-আচরণ যেন ॥  
 জল-সঙ্কোচে মীন সেইমত আকুলিত । বিবেক-বিহীন গৃহী ধন বিনা যেইমত ॥ ৪  
 মেঘহীন নির্মল শোভি'ছে শরদাকাশ । শোভে যথা ভক্তেরা পরিহরি' সব আশ ॥  
 কোথাও বা মুহু লবু শরতের বরষণ । আমার ভক্তি যথা লভয়ে বিরল জন ॥ ৫

দৌ—হরমিড চলে                      পুরী ছাড়ি' যোগী                      বণিক নুপ ভিখারী ।  
হরির ভকতি                      লভি' যথা ভাজে                      শ্রম আশ্রমী চারি ॥ ১৬

চৌ—সুখে রহে সেই মীন অগাধ ভলে বে রয় । হরির শরণে যথা কোন বাধা নাহি রয় ॥  
খুলি' মল শতদল বিজরে সুবমা তথা ।                      ব্রহ্ম রহিত-গুণ সগুণ হইলে যথা ॥ ১  
গুণে মধুপকুল মুখর ও অমৃপম ।                      মুল্লর খগ-রব নানা ঐতি-মনোরম ॥  
চক্রবাক্ হুখে ভাসে বামিনী আগত দেখি' ।                      পর-সম্পদ হেরে যেমন কু-জন দুখী ॥ ২  
ভাতক কাটায় গলা তুষা তা'র অভিশয় ।                      শঙ্কর-জ্যোহী যথা কড়ু সুখী নাহি হয় ॥  
শরৎ-আতপ-ভাপ শশী হ'রে লয় রাতে ।                      যথা পাপ কেটে যায় সন্তুর সাক্ষাতে ॥ ৩  
নিরখিয়া শশধর চকোরেরা সেইমত ।                      হরি পেয়ে ভকতেরা চে'য়ে রয় যেইমত ।  
সলক লেশণ যত নষ্ট হিমের ডরে ।                      কুলনাশ হয় যথা বিপ্র-জ্যোহের ভরে ॥ ৪

দৌ—বরষার-জাত                      জীব ছিল যত                      শরতে পেয়েছে নাশ ।  
সংশয় ভ্রম                      অপূর্ণত যেন                      সংস্কৃত পে'য়ে পাশ ॥ ১৭

সুগ্রীবের উপর শ্রীরামের অসন্তোষ ; লক্ষ্মণের কোষ

চৌ—বরষা অতীত হ'ল নির্মল ঋতু এ'ল ।                      এখনও নাহি তাত সীতার বারতা এ'ল ॥  
কোন মতে একবার যদি সন্ধান হয় ।                      নিমেষ মাঝারে আনি কালেও ক'রে বিজয় ॥ ১  
যেখানেই থাক সীতা যদি প্রাণে বেঁচে' রয় ।                      যতন করিয়া তাত আনি তা'রে নিশ্চয় ॥  
লভি' ধন লভি' পুরী বনিতা ও রাজাসন ।                      সুগ্রীব মোর কথা হইয়াছে বিসরণ ॥ ২  
বালিরে যে-শরষায় পাঠা'হু সদনে কাল ।                      সেই শরাঘাতে মূঢ়ে বিলাশ করিব কাল ॥  
বীহার কুপায় উমা মোহ মদ মূঢ়ে যায় ।                      স্বপনেও তাঁর কোষ কখনো কি ভাবা যায় ॥ ৩  
মুনি জ্ঞানী রাম-পদে সঁপে'ছেন বাঁ'রা মন ।                      তাঁ'রাই জানেন লীলা প্রভুর ইহা কেমন ॥  
বুকিলেন লক্ষ্মণ কোষবৃত্ত ভগবান্ ।                      ধমুতে চড়া'য়ে জ্যা লইলেন করে বাণ ॥ ৪

দৌ—অমুখে ভখন                      বুঝা'লেন রাম                      করণার পারাবার ।  
ভয় দেখাইয়া                      হেথা আন' তাত                      সুগ্রীবে একবার ॥ ১৮

চৌ—এদিকে পবন-সুত মনে মনে চাছিল ।                      শ্রীরামের দেওয়া কাজ সুগ্রীব পাশরিল ॥  
সমীপে করিয়া গতি সুগ্রীবে প্রণমিল ।                      সাম দান ভেদ দণ্ড-নীতি কহি' বুঝাইল ॥ ১  
শুনি' সব সুগ্রীবের ভয়ে ভীত হ'ল প্রাণ ।                      কহে বিষয়েই মোর হ'রে নিল সব জ্ঞান ॥  
এখন পবন-সুত না করিয়া কালক্ষয় ।                      পাঠাও সকল দিকে কপি-সেনা'সমুদয় ॥ ২  
ব'লে দাঁও পক্ষ মাঝে বেবা কিরে' না আসিবে ।                      আমার করেছে তা'র নিশ্চিত প্রাণ যা'বে ॥  
এ শুনিয়া দ্রুতগণে ডাকাইল হমুমান্ ।                      সকলের প্রীতি করি' বহুবিধি সন্ধান ॥ ৩

\* শ্রীহরির ভক্তি লাভ করিয়া চারিবিধ আশ্রমী যেমন সাধন-ভনিত পরিভ্রম পণ্ডিত্যাপ করেন, সেইমত বর্ষার  
অন্তে শরণ করু পাইয়া, বর্ষা, ভগবী, বণিক, ভিখারী—সকলেই নিজ নিজ পুরী (আশ্রমস্থল) ত্যাগ করিয়া বাহির  
হইতেছেন । † জাঁস ।

ভীতি-প্রদর্শন আর শ্রীতি-নীতি দেখাইল । চরণে করিয়া নতি সকলে তবে চলিল ॥  
হেন অবকাশে পুরে আসিলেন লক্ষণ । ক্রোধ হেরি' কপিহল সবে করে পলায়ন ॥ ৪

দো—থলু উঠাইয়া ক'ন তবে পুরী দতিয়া করিব ছার ।  
হেরিয়া সবারে অতীষ ব্যাকুল আসেন বালি-কুমার ॥ ১৯

চৌ—চরণে নমিয়া শির করিলেন স্তুতিবাদ । লক্ষণ অভয় দেন তুলিয়া আপন হাত ॥  
ক্রোধ-যুত লক্ষণ জ্বল করিয়া কাণে । কহিলেন অভিযয় সন্তাস-ভরা প্রাণে ॥ ১  
হনুমান কথা শুন তারারে সাথেতে ল'য়ে । কুমারে মিনতি করি' এখনি বুঝাও গিয়ে ॥  
তারারে সাথেতে ল'য়ে গিয়া তবে হনুমান । বলি' চরণ তাঁ'র স্তব্ব করে যশোগান ॥ ২  
মিনতি করিয়া কত মন্দিরে আনে তাঁ'রে । ধূয়া'য়ে চরণ যুগ বসায় শয়ন 'পরে ॥  
তাঁ'র পর কপিরাজ চরণে করে নমন । লক্ষণ হাত ধরি' করিলেন আলিঙ্গন ॥ ৩  
বলে বিষয়ের সম মদ কিছু নাছি নাথ । সুনির(৬) মনেতে কণ-মাঝে হয় মোহ-পাত ॥  
মিনতি জ্বল করি' স্নেহেতে মগন মন । তাহারে অনেক ভাবে বুঝা'লেন লক্ষণ ॥ ৪

### শ্রীরাম-সুগ্রীব-সংবাদ

দো—চলিল হরষে সুগ্রীব তবে অঙ্গদ আদি সাথ ।  
লক্ষণে আগে করিয়া সকলে যায় যথা রঘুনাথ ॥ ২০

চৌ—চরণে নমিয়া শির কহে করি' করজোড় । হে নাথ ইহাতে কিছু অপরাধ নাহি মোর ॥  
হে দেব তোমার মায়া প্রবল নিরতিশয় । তুমি যদি ময়া কর তবেই তা' দূর হয় ॥ ১  
সবাই বিষয়-বশ' সুর নর মুনি আমি । আমি ত পামর পশু বানর চরম কামী ॥  
রমণী-নয়নশর যেইজনে নাহি লাগে । ঘোর ক্রোধ-ভ্রমোনিশি-মাঝে যেবা সদা আগে ॥ ২  
গলায় লোভের ফাঁস নাহি পরে যেই জন । সে ত' তবে তব সম ওহে প্রভু সনাতন ॥  
কেবল সাধনা-বলে এগুণ না পাওয়া যায় । তোমার করুণা-বলে কোন কোন জন পায় ॥ ৩  
তখন শ্রীরাম ক'ন বদনে ঈষৎ হাসি । অমূল্য ভরত সম তোমা আমি ভালবাসি ॥  
সে যতন কর স্বরা দিয়া সবে প্রাণ মন । জানকীর ওষু বাহে এবে হয় নিরুপণ ॥ ৪

### নীতার সজ্জানে বানর-সৈন্য প্রেরণ

দো—হ'তেছে এ ভাবে কথোপকথন আসিল বানরগণ ।  
বিবিধ বরণ যে দিকেই হের তথা কপি-লগন ॥ ২১

চৌ—ভবানি বানর সেনা করিয়াছি দরশন মৃত সে তা'দের যথা করিতে চাহে গণন ॥  
আসি' শ্রীরামের পদে প্রাণমে বানরচর । চাহিয়া সে কলেবরে কৃতার্ধ হ'রে নয় ॥ ১  
কপি-সেনা মাঝে হেন না রহিল একজন বাহ্যর কুশল রাম না কুরিগুা জিজ্ঞাসন ॥  
প্রভুর নিকটে কিছু সম্ভবহীন নয় । বিশ্বরূপ শ্রীরাম ধ্যে ব্যাকুল লগন ॥ ২

আজ্ঞা পাইয়া যথা তথা সবে দাঁড়াইল ।      ভাঙ্গিগে' সকল কথা সুগ্রীব বুঝাইল ॥  
 ইহা ঐরাবের কাজ আর মের অমুনয় ।      মলে মলে চারি দিকে যাও হে বানরচর ॥ ৩  
 জনক-হৃদিতা সীতাদেবী কর' উদ্দেশ ।      বাস-গতে সবে ভাই আসিবে করি' বিশেষ ॥  
 গণাধিন-পরে বেবা আসিবে হ'য়ে বিকল ।      মরণ আমার করে জেনে' রেখ' অবিকল ॥ ৪

দ্বো—তুনিয়া আদেশ

কপিরা চলিল

ঘরা চারিদিক পানে ।

সুগ্রীব তবে

ডাকা'লেন নল

অঙ্গন হুহুমান ॥ ২২

চৌ—তুন নীল অঙ্গন তুন বীর হুহুমান ।      জামুবান ধীরমতি সূচতুর জ্ঞানবান ॥  
 সবে বীর-ধুরন্ধর যাও নক্ষিণ পানে ।      সীতার উদ্দেশ-কথা শুধাও সকল জনে ॥ ১  
 কায় মন বচনেতে উণায় করহ স্থির ।      যা'তে নির্বাহ হয় কাজ রাম রমুবীর ॥  
 তাম্র-সেবা পৃষ্ঠযোগে বক্ষযোগে হৃতাশন ।      সর্বভাবে প্রভু-সেবা ছল করি' বরজন ॥ ২  
 মায়া ছাড়ি' করিবারে হয় সেবা পরলোক ।      বাহাতে মিটিবে সব সংশয়-জাত শোক ॥  
 কলেবর ধারণের এই স্তম্ভ পরিণাম ।      সকল কামনা ছাড়ি' আরাধনা করা রাম ॥ ৩  
 সেই সব-গুণজ্যোতা বড় ভাগ্যবান সেই ॥      ঐরাম-চরণ 'পরে অমুরাগ-বৃত্তে যেই ॥  
 আদেশ করিয়া ভিক্ষা চরণে নমিয়া শির ।      চলিল হরষ ভরে প্রদে ধরি' রমুবীর ॥ ৪  
 সকলের শেষে পায়ে নতি করে হুহুমান ।      কার্য-বিচার করি' নিকটে প্রভু ডাকান ॥  
 পরশ করেন শিরে সহ সুরোদ্ধর পাণি ।      অঙ্গুরী খুলি' দেন আপন ডকত জানি' ॥ ৫  
 কহেন প্রবোধ দিও বহু ভাবে জানকীরে ।      মের বল আকুলতা কহি' ঘরা এস কিরে ॥  
 জনম সকল হ'ল মনে ভাবে হুহুমান ।      চলিল স্তম্ভ মাকে রাখিয়া কৃপানিধান ॥ ৬  
 যদিও প্রভুর পাশে কিছু নহে অজানিত ।      তবু রাজনীতি তাঁ'র হইতেছে আচরিত ॥ ৭

দ্বো—চলে আলোড়িয়া

কানন সরিত

খুঁজে নদী গুহা গিরি ।

ঐরাবের কাজে

তদ্বয় মন

দেহ-বোধ বিন্মরি' ॥ ২২

### উপাখ্যানের সহিত বানরগণের লাক্ষাণ

চৌ—যদি কোন রাক্ষস সনে দেখা হ'য়ে যায় ।      করে তা'র প্রাণ নাশ এক এক চপেটায় ॥  
 কতই প্রকারে খুঁজি' সবে গিরি কান্ডারে ।      দেখা পেলেকোন মুনি সবে ঘিরে' বসে তাঁ'রে ॥ ১  
 খুঁজিবার অম-ভারে ছাতি কাটে পিপাসায় ।      ঘন বনে পথ তুলে জল নাহি পাওয়া যায় ॥  
 হুহুমান নিজ মনে করিল এ অমুমান ।      এবার মরিবে সবে না করিয়া জল পান ॥ ২  
 আরোহি' কুণ্ডল-শিরে চারিদিক পানে চায় ।      কোতুক এক ভূমি-বিবরে দেখিতে পায় ॥  
 উড়ি'ছে মরাল বক চক্রবাক চারিধারে ।      প্রবেশ করি'ছে বহু বিধগেরা সে বিবরে ॥ ৩  
 পর্বত চূড়া হ'তে হুহুমান নেমে' এ'ল ।      সব্বারে লইয়া গিয়া সে-বিবর দেখাইল ॥  
 সব কপি হুহুমানে স্থাপি' নিজ পুরোদেশ ।      বিলম্ব না করি' করে বিবর মাঝে প্রবেশ ॥ ৪

দো—গিয়া হেরে সর বর-উপবন বিকশিত বহু কল্প ।  
মন্দির এক রুচির তথায় বলি' নারী তপঃপুঞ্জ ॥ ২৪

চৌ—দূর হতে সবে তাঁ'র উদ্দেশে প্রণমিল । শুধাইতে আপনার বিবরণ নিবেদিল ॥  
কহিলেন তবে তিনি কর সবে জলপান । সরস স্নানর নানা কলিতে জুড়াও প্রাণ ॥ ১  
মস্তকন করে সবে স্নানধর ফল খায় । নারীর নিকটে পুনঃ সকলে মিলিয়া যায় ॥  
তখন সে তপস্বিনী শুনান আপন কথা । কহেন বাইব এবে শ্রীরাম আছেন যথা ॥ ২  
নিজ নিজ আশি মুদি' এ বিষয় ত্যাগ কর । পা'বে সবে জানকীরে প্রাণে ছুঁ নাহি কর ॥  
মুদিল নয়ন সবে খুলিতে হেরিল বীর । র'য়েছে সকলে মিলি' দাঁড়া'য়ে সাগর-তীর ॥ ৩  
তপস্বিনী বা'ন তবে যথা রাম রঘুনাথ । গিয়া পদ-শতদলে করিলেন প্রণিপাত ॥  
নানাভাবে করিলেন মিনতি ও স্তুতিগান । দিলেন তাঁহারে প্রভু অবচল প্রেম দান ॥ ৪

দো—প্রভুর আদেশ ধরিয়া মাথায় গেলেন বদরী-বন ।  
হৃদয়ে রাখিয়া অজ্ঞেয়-পুঞ্জিত শ্রীরাম যুগ-চরণ ॥ ২৫

#### বানরগণের সমুদ্রভেদে গমন

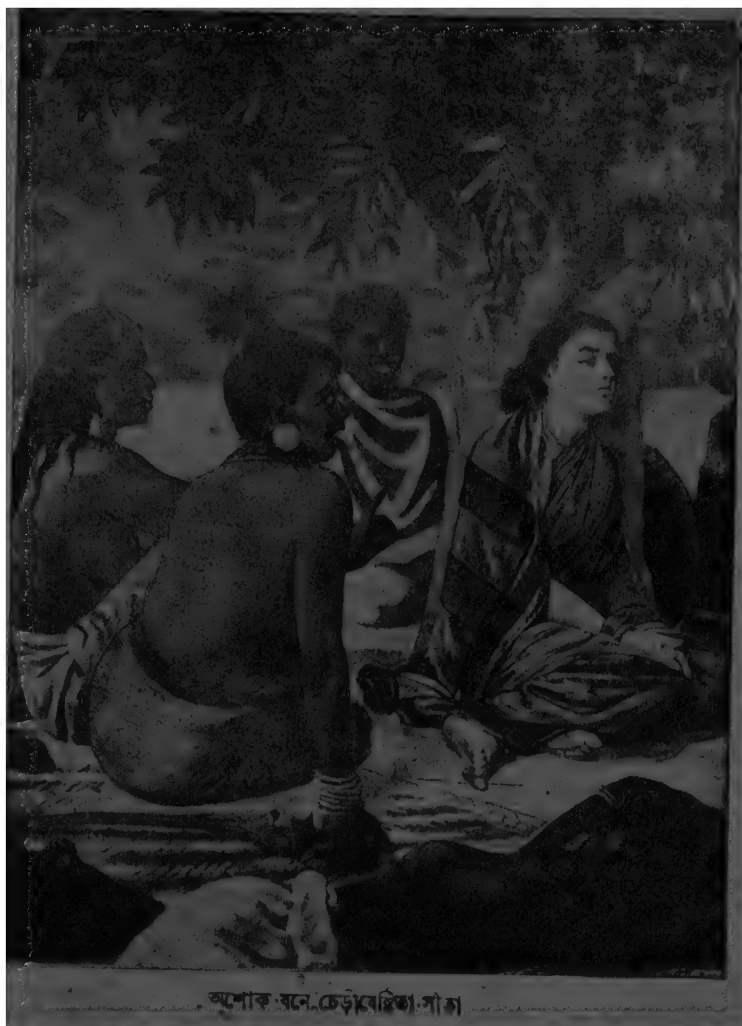
চৌ—এদিকে বানরগণ হৃদয়ে করে বিচার । গণাদিন ব'য়ে গেল কাজ নহে উদ্ধার ॥  
সবে মিলে' এ উহারে এ কথাই কহে তা'ই । বারতা না পাই যদি কি হ'বে তখন ভাই ॥ ১  
নয়নেতে ভরা জল অঙ্গদ বলে তবে ॥ বুঝিতেছি ছু'য়েতেই অম্বারে মরিতে হ'বে ॥  
এদিকে সীতার কোন উদ্দেশ নাহি ছায় । ওদিকে ফিরিয়া গে'লে মারিবে বানর-রায় ॥ ২  
আমারে মারিত সে ত' পিতার নিধন-পরে । তাহার দয়ায় নহে রাম রাখিলেন মোরে ॥  
বার বার অঙ্গদ কহে এই সবাঁকায় । মরিতেই হ'বে কিছু সংশয় নাহি তা'য় ॥ ৩  
অঙ্গদ-খেদবাণী শুনে সবে কপিবীর । ভাবা নাহি আসে মুখে নয়নেতে বহে নীর ॥  
এক পল তরে সবে চিন্তা-মগন রয় । তা'রপরে একযোগে এই কথা সবে কয় ॥ ৪  
না করিয়া সমাপন সীতা-উদ্দেশ-কাজ । কখনো বা'ব না কিরে' হে প্রবীণ যুবরাজ ॥  
এত বলি' লবণাধু-সাগরের তটে গিয়া । বসিল সকলে মিলি কুশল বিছাইয়া ॥ ৫  
জাম্ববান অঙ্গদ-খেদ করি' দরশন । কহিল বিশেষ ভাবে উপদেশে এ বচন ॥  
হে ভাত রামেরে কতু মানব ভে'বো না যেন । ব্রহ্ম অ-শুণ অজ্ঞ অজ্ঞেয় বলিয়া জেন ॥ ৬  
সেবক আশ্রয় সবে অতি মহাভাগ্যবান্ । সে স-শুণ ব্রহ্ম-পদে সঁপিয়াছি মনপ্রাণ ॥ ৭

দো—স্বৈচ্ছায় প্রভু আসিলেন সুর ধরা বিজ বৈদ্য লাগি' ।  
স-শুণ-সেবক সাথে সেবা-রত রহে মোক্ষেরে ত্যাপি' ॥ ২৬

#### সম্পাতির লহিত বানরগণের কথোপকথন

চৌ—এইভাবে জাম্ববান ক'ন কথা নানা তাঁতি । আলোড়িত-শুনে গিরি-কন্দরে সম্পাতি ॥  
বাহিরে আসিয়া হেরে বসিয়া বহু বানর । ভাবে মোর পাঠা'লেন খাড জগদীশ্বর ॥ ১







বহুদিন গত হ'ল প্রাণ যায় উপধামে । সবারে ধাইব আজ মিটা'য়ে মনের আশে ॥  
 কখনো না পাওয়া যায় উদর ভরি' আহার । আজিকেই দিল বিধি সে আহার একবার ॥ ২  
 শকুনির কথা কাণে আসিতে ভয়েতে সারা । এবার আমরা সবে সত্য গেলাম মারা ॥  
 কপির দাঁড়া'য়ে উঠে হেরিতেই সম্প্রতি । আশ্ববান-মন মাঝে চিন্তা বিশেষ অতি ॥ ৩  
 অল্পদ নিজ মনে বিচার করিয়া কয় । আশা জটায়ুর সম ধন্য কেহই নয় ॥  
 ক্রিরামের উপকারে তুমি করি' বর্জন । হরি-পুত্রী পুণ্যবান করিল সোজা গমন ॥ ৪  
 শুনিয়া বিহগ এই শোক-হর্ষ ভরা বাণী । আসিল নিকটে ভয়ে উড়িল কপির প্রাণী ॥  
 সবারে অভয় দিয়া কাছে গিয়া শুধাইল । তখন বারতা সবে সম্প্রতিরে শুনাইল ॥ ৫  
 সম্প্রতি শুনি' নিজ সহোদর-আচরণ । রামের মহিমা করে বহুবিধ বরণ ॥ ৬

দো—ল'য়ে চল মোরে সাগর-কিনারে তর্পণ করি তাঁর ।  
 বদলে হইব বচন সহায় পা'বে ধোঁজ কর যার ॥ ২৭

চৌ—অমৃতের ক্রিয়া শেষ করিয়া সাগর-তীরে । আপনার কথা-কহি' শুনাইল কপিবীরে ॥  
 কহে শুন বীরগণ প্রথম-যৌবনে ছই । ভাই মিলি' একবার তপন-সমীপ ছই ॥ ১  
 না পারি' সহিতে তেজ করি প্রতি-আগমন । অভিমানী আমি করি তপন-পাশে গমন ॥  
 পক্ষ দহিত হল সূর্য্য-তেজে অপার পড়িল ধরনীতলে করি' ঘোর চীৎকার ॥ ২  
 চন্দ্রমা নামে এক মুনি মহা সদাশয় । আমারে হেরিয়া তাঁর দয়া আসে অভিশয় ॥  
 আমারে জ্ঞানের কথা কহিলেন কত মত । দেহ-অভিমান মোর করিলেন বিদূরিত ॥ ৩  
 ত্রেতাযুগে অন্ধের হ'বে মানব-রূপ ধারণ । রাবণ তাঁহার নারী করিবে অপহরণ ॥  
 পাঠা'বেন তবে প্রভু তাঁর উদ্দেশে চর । তাহাদের পে'য়ে পুত হইবে বিহগবর ॥ ৪  
 আবার গজা'বে পাখা ভাবনা ক'রো না মনে । সীতারে দেখা'য়ে দিও তুমি সেই চরণে ॥  
 চন্দ্রমা মুনি-বাণী সত্য হইল আজ । আমার বচন মত কর সবে প্রভু-কাজ ॥ ৫  
 লক্ষ্য বিরাজ করে ত্রিকূট-গিরির 'পর । তথায় রাবণ রহে অশ্রাবত বিনা ডর ॥  
 তাহার মাঝারে যথা বিরাজে অশোক বন । সে বনে বসিয়া সীতা শোকে র'ন অশ্রু'ধরণ ॥ ৬

দো—আমি হেরিতেছি না হের তোমরা শকুন-দৃষ্টি অপার ।  
 ছবির এখন নহে করিতাম কিছু কাজ সবাকার ॥ ২৮

চৌ—সজ্জবে যেবা এই সাগর শত যোজন । করিবে সে মতিমান রাম-কাজ সমাপন ॥  
 মোর প্রতি চাহি' সবে জন্ময়ে বাঁধব বীর । রামের কৃপায় কিবা হইল মম শরীর ॥ ১  
 পাপ-রক্ত জন(ঙ) করি' মরণ তাহার নাম । অপার ভবের পারে যায় সেই তাগ্যবান ॥  
 তোমরা ত' তাঁর দূত হ'য়ে আসহীত মন । কহয়ে রাখিয়া রামে করহ সবে যতন ॥ ২

## সমুদ্র-লঙ্ঘনের যুক্তি

হেন কহি' খগরাজ গৃহ চলিয়া গেল । বানরগণের মনে বিশ্বয় অতি এল ॥  
 আপন আপন বল করিয়া সবে জ্ঞাপন । লঙ্ঘিতে পারাবার সন্দেহে দোলে মন ॥ ৩  
 স্থবির হ'য়েছি এবে কহিতেছে ঋক্ষেশ । নাহি আর এ শরীরে পূর্ব-বলের লেশ ॥  
 বামন-রূপেতে যবে আসিলেন ধর-অরি । তখন তরুণ আমি দেহে মোর বল ভারি ॥ ৪

দো—বলিরে বাঁধিতে প্রভু-তনু কত বাড়িল কে তাহা বলে ।  
 আমি কিন্তু তবে সাত বার পাক্ লাগা'য়েছি দুই পলে ॥ ২৯

## জাম্ববানের হনুমানকে উৎসাহিত করণ

চো—অঙ্গদ বলে আমি যে'তে পারি হ'য়ে পার । তবে সন্দেহ প্রাণে হয় কালে কিরিবার ॥  
 জাম্ববান বলে তুমি যোগ্য সকল ভাবে । কিন্তু নায়ক তুমি সেহেতু কেমনে যা'বে ॥ ১  
 ঋক্ষেশ বলে কিবা বল তুমি হনুমান্ । নীরবে বসিয়া আছ কিবা ওহে বলবান্ ॥  
 পবন-তনয় তুমি পবন-সমান বল । বুদ্ধি বিবেক আর অমুভবে নাহি তল ॥ ২  
 এজগতে কোন্ কাজ কঠিন আছে এমন । অক্ষম তুমি যাহা করিবারে সমাপন ॥  
 রামের কাজের ভরে হ'ল তব অবতার । শুনিতেই দেহ তাঁ'র ধরিল ভূধরাকার ॥ ৩  
 কনক-বরণ তনু তেজ-ছটা উপচিত । সকল গিরির রাজ্য সুমেরু-সম শোভিত ॥  
 করিল পবনব্রত সিংহনাদ বার বার । হেলায় লবণ-অমুরাশি আমি হ'ব পার ॥ ৪  
 যতেক লচায় সনে রাবণে করি' হনন । আনিব হেথায় করি' ত্রিকুটেরে উৎপাটন ॥  
 এখন হে জাম্ববান্ শুধাই শুধু তোমারে । যথাযথ ব'লে দাও কি করিতে হ'বে মোরে ॥ ৫  
 তাত তুমি এই কর কহে তবে ঋক্ষেশ । সাক্ষাৎ সীতা সনে করি' আন সন্দেশ ॥  
 রাজীব-লোচন তবে দেখাইতে ভুলবল । কোতুক ভরে সাধে ল'বেন বানর দল ॥ ৬

ছ—কপি সেনা ল'য়ে জানকীরে রাম আনিবেন কিরে রক্ষ: নাশি' ।  
 সুর-মুনিগণ ত্রিলোক-পাবন গাবেন রামের সুযশ-রাশি ॥  
 যা' শুনে' যা' গেয়ে' কহিয়ে বুঝিয়ে সেই পরা-পদ মানব পায় ।  
 তাহে রঘুবর-চরণ ভ্রমর কিঙ্কর এই তুলসী গায় ॥

## শ্রীরামগুণ-সাহায্য

দো—তবের ভেষজ রঘুনাথ-যশ শুনিবে যে নরনারী ।  
 সিদ্ধ তাঁ'দের সব মনোরথ করিবেন ত্রিশিয়ারি ॥ ৩০(ক)

হুসো—নীলোৎপল-তনু শ্রাম কোটি কাম হ'তে শোভা অধিক ।  
 শুন তাঁ'র গুণগ্রাম বাঁ'র নাম অব-খণে বধিক ॥ ৩০(খ)

কলিয়ুগের সমস্ত পাপফলসকারী শ্রীরামচরিত মানসের এই চতুর্থ সোপান সমাপ্ত হইল ॥

ঐগণেশায় নমঃ

ঐজানকীবরভের জয়

# শ্রীরামচরিত মানস

পঞ্চম সোপান

সুন্দরকাণ্ড

শ্লোক—শান্ত ও সনাতন অগ্রমেয় পাপহীন নির্বাণ-পরমা শাস্তিদাতা  
বেদান্তের অধিগম্য সৰ্ব্বগত অনীশ্বর শঙ্কু-শেখ-সেবিত বিধাতা ।  
রাম-নামে অভিহিত জগদীশ সুরগুরু মায়া-নরকায়াধারী হরি  
কৃপাকর রঘুবর নুপাতর চূড়ামণি বন্দনা চরণ যুগ করি ॥ ১  
সত্য কহি রঘুনাথ নাহি হৃদে অস্ত্র আশা আর অন্তরাশ্রা তুমি অখিল ভুবন ।  
হে রঘু-পুঙ্খ দেহ অনন্ত-ভকতি ভব আর কাম-আদি দোষ শূন্য কর মন ॥ ২  
অতুলিত-বল-ধাম হেম-শৈল-আভ দেহ দৈত্যবন-অগ্নি সম জ্ঞানী-অগ্রগণ্য তুমি ।  
রঘুনাথ-প্রিয়ভক্ত সকল গুণ-নিধান কপিনাথ বায়ু-স্বত তোমায়ে প্রণমি আমি ॥ ৩

হনুমানের সাগর-লঙ্ঘন

চৌ—জানবান্ মুখ হ'তে নিঃসৃত স্র-বচন । পবন-স্রুতের লাগে অতি প্রাণ-বিমোহন ॥  
হনু কর মোর আসা-পথ চেয়ে ততক্ষণ । রহ ভাই সহি' ক্লেণ ফল করি' ভক্ষণ ॥ ১  
যতক্ষণ পুনঃ নাহি ফিরি হেরি' জানকীরে । হ'বেই নিশ্চয় কাঙ্ক্ষ প্রাণ মম সুখে ভরে ॥  
এত বলি' সবাঁকার চরণে নমিয়া শির । জদয়ে স্মরিয়া রামে যায় হনুমান বীর ॥ ২  
সাগরের তটে ছিল গিরি এক সুন্দর । কৌতুক ভরে হনু আরোহিল তরুপর ॥  
বার বার রঘুবীরে জদয়ে করি' স্মরণ । তখন বিপুল বলে দিল এক লক্ষণ ॥ ৩  
যে ভূধর 'পরে পদ দেয় হনু বানরেশ । প্রবল বেগেতে তাক্ষ্য পাতালে করে প্রবেশ ॥  
যেমতি অমোঘ অতি রাবের করের বাণ । তেমনি ভাবেতে নন্তে বায়ু বীর হনুমান ॥ ৪  
ঐরামের 'দুত বলি' সাধুর মনে বিচারি' । মৈনাকে ক্বে এঁর হও তুমি অমহারী ॥ ৫

দৌ—হনুমান্ তাঁর

করিয়া পক্ষ

করিল পুনঃ প্রণাম ।

কক্ষণেই-কাক

স্বাপন বিনা

কোথা মম বিজ্ঞান ॥ ১

## হনুমান-সুরসা সাক্ষাৎকার

চৌ—প্রধাবিত হনুমানে দেখে যত দেবগণ । করিতে তাহার বল-বিবেচনা নিরুপণ ॥  
 নাগ-মাতা সুরসারে-সবে মিলি পাঠাইল । হনুমান-পাশে গিয়া এইমত শুধাইল ॥ ১  
 দেবগণ দিলা মোরে দয়া করে' সু-আহার তাহার বচন শুনি' কহিল বায়ু-কুমার ॥  
 সান্নিধ্য ত্রিভুজের কাজ ফিরে' আসি' একবার । প্রভুরে প্রদান করি জানকীর সমাচার ॥ ২  
 প্রবেশ করিব তবে তব মুখ-বিবরেতে । সত্য করিয়া বলি এখন মা দাঁও যেতে ॥  
 তাহার মিনতি যবে কোন মতে শুনিল না । হনুমান্ কহে মোরে গ্রাস যেন করিও না ॥ ৩  
 যোজন ব্যাপিয়া নিজ বদনেরে প্রসারিল । দ্বিগুণ বানর তার নিজ তনু বাড়াইল ॥  
 সুরসা বাড়াল মুখ ঘোড়ল যোজন ধরি' । বত্রিশ করে হনু নিজ তনু বিস্তারি' ॥ ৪  
 যেমন যেমন মুখ সুরসা বাড়ায় যায় । তাহার দ্বিগুণ দেহ ধরে হনু কপি-রায় ॥  
 করিল যোজন শত মুখ যবে আপনার । অমনি করিল হনু অতি লঘু দেহাকার ॥ ৫  
 বদনে প্রবেশ করি' আসিল পুনঃ বাহিরে । বিদায় যাচিল তারে প্রণতির অন্তরে ॥  
 কহে তবে পাঠাইল দেবগণ যে কারণে । পাইলাম পরিচয় সেই বল বুদ্ধি গুণে ॥ ৬

দৌ—হ'বে তোমা হ'তে রাম-কাজ সব তুমি বুদ্ধি বল-ধাম ।  
 দিয়া আশীর্বাদ যায় চলি' শ্রীত হয়ে চলে হনুমান্ ॥ ২

চৌ—সিকুব মাঝে এক রাক্ষসী করে বাস । মায়া রচি' উড্ডীন বিহগে সে করে গ্রাস ॥  
 জন্তু জীব যে সকল উড়ে অধর 'পরে । জল-মাঝে তাহাদের দেহ-প্রতিরূপ হেরে' ॥ ১  
 ছায়ায় ধরিয়া লয় উড়িতে না পারে আর । এ ভাবে গগন-চরে করে সে সদা আহার ॥  
 পবন-স্রুতের 'পরে প্রকাশে সে এই ছল । তাহার এ চতুরতা বুঝে কপি অবিকল ॥ ২  
 তাহারে করিয়া বধ পবন-তনয় বীর । অবশেষে ধীর মতি পারে গেল বারিধির ॥

## লঙ্কা-বর্ণন, লঙ্কিণী বধ, হনুমানের লঙ্কার প্রবেশ, লঙ্কার শোভা বর্ণন

উস্তুরি' হেরে হনু পরম কানন-শোভা । মধুলোভে গুঞ্জরে মধুর মনোলোভা ॥ ৩  
 বিবিধ পাদপ তথা কলে ফুলে শোভাময় । খগ মুগ দরশন করি' মনে স্তম্ভ হয় ॥  
 বিশাল ভূধর এক করি' আগে দরশন । ভয় ত্যাগ করি' ক্ষুণ্ণ করে তাহে আরোহণ ॥ ৪  
 কপির মহিমা এতে নাহি উমা শিব ক'ন । প্রভুরই প্রতাপ শুধু কালে করে বিনাশন ॥  
 শৈল-উপরে উঠি' লঙ্কাপুরী নেহারে । দুর্গ প্রকাণ্ড এত কহিবারে ভাষা হারে ॥ ৫  
 তুঙ্গ অতীত তাহা, জলনিধি চারি পাশে । স্বর্ণ-প্রাকার তার চারু বিভা পরকাশে ॥ ৬

ছ—কনক প্রাকার শোভার আধার মণিময় তাহে বিবিধ ধর ।  
 সু-পথ বাজার গলির বাহার গঠিত সে পুরী কড়ই তর ।  
 গজ অশ্বতর বাজি পদচর কে গণে ভণায় রথ বে কন্ত ।  
 বহু রূপধর রক্ষা-নিকর অতি বলধর সৈন্য বহু ॥ ১

বন উপবন-	বাটিকা কানন	কৃষ্ণসরোবর কি শোভা ধরে ।
গন্ধর্ব মানব	নাগ সুর-বালা	রূপে মুনি মন মোহিত করে ॥
কোথাও বা মাল *	দেহ সুবিশাল	বিরাম-বিহীন গরজ করে ।
নানা ক্রীড়া-স্থলে	অস্ত্র মল্ল দলে	আবাহে বৃন্দ তর্জ-ভরে ॥ ২
কোটি ভীমকায়	বীর সমুদায়	যতনে প্রহরা দিতেছে পুরে ।
কোথা পশু নর	খল নিশাচর	অজ্ঞ অশ্বতর উদরে পুরে ॥
নিশাচরগণ-	কথা এ কারণ	বিস্তার করি' তুলসী গায় ।
ঐরামের শর-	তীর্থের 'পর	দেহ ছাড়ি' গতি পা'বে সবায়ে ॥ ৩
দো—অনেক প্রহরী-	রক্ষিত পুবা	হেরি' কপি ভাবে মনে ।
লঘু-রূপ ধ'রে	চুকিব নগরে	ঘোর নিশা আগমনে ॥ ৩

চৌ—মশক-সমান হুহু লঘু-কলেবর ধরি' । প্রবেশে পুবীর মাঝে প্রাণে ধরি' নরহরি ॥  
 তখন লঙ্কিনী নামে এক ঘোর নিশাচরী । বলে কোথা যাও তুমি আমা'বে গোপন করি' ॥১  
 মর্ম্ম আমার দেখি জানা নাই শঠ তোর । আমার আহার শুধু ভগতের যত চোর ॥  
 যুষ্টি-প্রহার এক হুহু লাগাইল বলে । কৃষির বসন টলি' গড়িল ধরনীতলে ॥ ২  
 লহরি' আপনায় লঙ্কিনী উঠে তবে । কহিল জুড়িয়া কর লভয়ে মিনতি-ভাবে ॥  
 খাতা যবে দশাননে করিলেন বদান । মোরে তাঁর বিনাশের লক্ষণ ব'লে যান ॥ ৩  
 কহেন বানর-করে হ'বি যবে জ্ঞানহারা । তখন জানিস্ মনে দশানন যা'বে মারা ॥  
 হে তাত কি ক'ব মোর স্তুতি অতিশয় । রঘুবর রাম-দূত নয়ন-গোচর হয় ॥ ৪

দৌ—স্বরগের আর মোক্ষের স্থখ তুলাদণ্ডে রাখা যায় ।  
 হয় না সমান যে স্থখ পলকে ক্ষণ-সাধু সনে পায় ॥ ৪

চৌ—নগরে প্রবেশ করি' কর যাহা কিছু কাজ । হৃদয়ে ধারণ করি' কোশলের মহারাজ ॥  
 বিধ হয় স্থখা তাঁর অরিও মিতালি করে । সিদ্ধ গো-পদ বহি নীতল-আকার ধরে ॥ ১

#### হুম্মান বিভীষণ সংবাদ

হে গরুড় রেণু সম মেক গিরি লাগে ডা'রে । বারেক কুপায় রাম দরশন দেন যা'রে ॥  
 অতিশয় লঘুরূপ ধরি' তবে হুম্মান্ । পশিল পুরীর মাঝে 'সরি' হৃদে ভগবান্ ॥ ২  
 প্রতি গৃহমাঝে পশি' খোঁজ করে জানকীর অগণন যথা-তথা হেরে নিশাচর বীর ॥  
 দশানন-মন্দিরে করিল গরে প্রবেশ । সে পুরী বিচিত্র অতি কহিলে না হয় শেষ ॥ ৩  
 হেরিল শরন-পরে স্ত'রে রয় দশানন । সে পুরীতে জানকীর নাহি পেল দরশন ॥  
 অস্ত্র-ভবন এক দেখা গেল পুনরায় । হরি-মন্দির তথা পৃথক্ দেখিতে পায় ॥ ৪

দো—রামের আয়ুধ- অস্তিত গৃহ শোভা কথা নাহি যায় ।  
নব-ভুলসীর বৃক্ষ সেখানে হেরি' প্রীত কপিরায় ॥ ৫

চৌ—সন্ধ্যা ত' নিশাচর-নিকরের বাসে ভরা । হেথা কোথা সাধুজন-নিবাস মানসহরা ॥  
তর্ক এমনি করে হুম্যান্ মনে মন । করেন এহেন কালে বিভীষণ জাগরণ ॥ ১  
রাম রাম রাম রব বাহির হ'ল বদনে । ফুল-পরাণ কপি সজ্জন বুঝি' মনে ॥  
এ'রই সনে নিজে গিয়া করি তবে পরিচয় । সাধু হ'তে কাজ হানি কখনো হ'বার নয় ॥ ২  
বিপ্লবের রূপ ধরি' ডাকে তাঁ'রে হুম্যান্ । শুনিতেই বিভীষণ উঠিয়া তথায় যান ॥  
প্রণাম করার পরে কুশল শুখান তাঁ'র । কহেন বলুন কিবা কাজ আপনার ॥ ৩  
আপনার দরশনে প্রীতি জাগে হৃদিমাঝে । আপনি কি একজন হরির ভক্ত-মাঝে ॥  
অথবা কি নীলজনে অমুরাগী নিজে রাম । আসিলে আমারে দেব করিবারে ভাগ্যবান্ ॥ ৪

দো—তখন কহিল হুম্যান্ সব রাম-কথা নিজ নাম ।  
শুনি' ছ'ছ'-কায় পুলক মগন মন স্মরি' গুণগ্রাম ॥ ৬

চৌ—আমার থাকার কথা শুন বায়ু-সুত ওহে । দশন-মাঝারে যথা অভাগী রসনা রহে ॥  
হে ভাত অনাথ মোরে করি' মনে বিবেচন । কখনো কি করিবেন রাম দয়া বিত্তরণ ॥ ১  
তামস এ কলেবর কিছুই সাধনা নাই । নসে চরণ-শতদলে প্রীতি মনে নাহি পাই ॥  
এতদিনে মনে আশা উদিল হে হুম্যান্ । সন্ত না মিলে কৃপা না করিলে ভগবান্ ॥ ২  
ক'রেছেন রঘুবর কৃপা যবে মোর 'পরে । তখনি দরশদান হ'য়ে গে'ছে তঠ' ভরে ॥  
হুম কয় প্রভু-রীতি শুন ওহে বিভীষণ । ভক্তের 'পরে প্রীতি রহে তাঁর অমু-খন ॥ ৩  
বলুন ত' আমি কি সে জাতিতে মহাকুলীন । চঞ্চল কপি জাতি সকল প্রকারে হীন ॥  
প্রভাতে উঠিয়া যেন নাম মোর লয় চৌটে । সে দিন তাহার আর আহার নাহিক জোটে ॥ ৪

দো—এমনি অথম তবু শুন সখা মোর 'পরে রঘুবীর ।  
ক'রেছেন দয়া তাঁ'র গুণ স্মরি' নয়নে ভরিল নীর ॥ ৭

চৌ—জানিয়াও প্রভু হেন তাঁহারে ভুলে যে জন । ঘুরে ম'রে কেন হুখে না হ'বে সে নিমগন ॥  
এই ভাবে বিবরিতে শ্রীরামের গুণগ্রাম । ভাষাতীত তুষ্টি পে'য়ে মহাশান্ত হ'ল প্রাণ ॥ ১  
তখন সকল কথা কহিলেন বিভীষণ । জনক-হৃদিতা সীতা যেভাবে তথায় র'ন ॥  
শুন ভাই বলে হুম তবে বিভীষণ-পাশ । জানকী মায়েরে মোর হেরিবারে অভিলাষ ॥ ২

অশোকবনে সীতাকে দেখিয়া হুম্যান্দের দুঃখ ;

রাবণের সীতাকে ভয় প্রদর্শন ।

দেবার উপায় সব বিভীষণ ব'লে দিল । বিদায় গ্রহণ করি' হুম্যান চ'লে গেল ॥  
শুনঃ গধূলপ ধরি' করিল তথা গমন । অপেক্ষা-কালন-মাঝে জানকী যথায় র'ন ॥ ৩



হেরিতেই মনে মনে করিল তাঁ'রে প্রণাম । বসিয়াই কাটে তাঁ'র প্রতি রাতে চারি যাম ॥  
কীণ তছু শিরে বুলে জটাময় এক বেণী । ছগয়ে জপেন সব। শ্রীরামের গুণ-জ্ঞেয়ী ॥ ৪

দো—আপন চরণে লাগা'য়ে নয়ন রামপদে মন লীন ।  
উদিল দারুণ দুখ তছু প্রাণে জানকী'রে হেরি' দীন ॥ ৮

চৌ—বিটপী-পল্লব মাঝে রহিল সে লুকাইয়ে । কি করা এখন যায় এ বিচাৰ শুধু ছিয়ে ॥  
হেন অবসরে তথা উপনীত দশানন । সাথে ল'য়ে নারী বহু করি' নানা প্রসাধন ॥ ১  
অনেক প্রকারে খল জানকী'রে বুঝাইল । সাম দান ভয় ভেদ এ সকল দেখাইল ॥  
কহিল রাবণ স্তন জ্ঞানবতি সুনয়নি । আছে মোর যতজন মন্দোদরী-আদি রাণী ॥ ২  
শপথ তোমার পাশে হ'বে তব অনুরোধ । একবার মোর প্রতি চাহ শুধু আঁখি ভরি' ॥  
মাঝে তৃণ ব্যবধান রাখি' বৈদেহী ক'ন ॥ সে পরম প্রেমময় শ্রীরামে করি' স্মরণ ॥ ৩  
স্তন দশানন যান জ্ঞানাকীর জ্যোতিঃ-ধাবে । কমলার বিকশিত কলু কি কবিত্তে পারে ॥  
একথা বুঝিও মনে আবার জানকী ক'ন । রামের শরের কথা হইও না'ক বিসরণ ॥ ৪  
শূণ্ণে আমারে শঠ করিলি অপহরণ । লাজ নাহি আসে তোর লাজহীন রে অধম ॥ ৫

সৌ—আপনারে শুনি' জ্ঞানাকীর প্রায় তপন-সমান রাম ।  
শুনি' রূঢ় বাণী নিষ্কাশি' অসি কহে রোষে দহমান ॥ ৯

চৌ—জানকি করিলে তুমি আমার এ অপমান । কাটিব তোমার শির সহ ভীম এ কৃপাণ ॥  
বিলম্ব না করি' নহে মেনে লও মোর বাণী । নহে বিধুমুখী হ'বে তোমার জীবনহানি ॥ ১  
শ্রামল সরোজদাম সম প্রাণ-বিমোহন । করী-কর সম শ্রু-ভুজবৃগ দশানন ।  
এ গলে সে ব'হু নহে তোমার কৃপাণ ঘোর । ছই মাঝে এক খল এই স্থির পণ মোর ॥ ২  
সীতা ক'ন চন্দ্রহাস্য হর' মম পরিতাপ । রঘুপতি-বিরহের দারুণ অনল-তাপ ॥  
নিশিত শীতল অতি তোমার এ বর-ধার । হরণ করহ মম হৃৎকের গুরুভার ॥ ৩  
দশানন বধিবারে ছুটে' আসে এ কথায় । ময়-সুতা তবে তাঁ'রে নীতির ভাবে বুঝায় ॥  
বত রাক্ষসগণে রাবণ ডাকা'য়ে কয় । সকলে বিবিধ ভাবে সীতারে দেখাও জয় ॥ ৪  
মাসেক ভিতরে যদি মোর কথা নাহি মানে । কৃপাণের ঘায় তবে উহারে বধিব প্রাণে ॥ ৫

দো—ভবনে পমন করে দশানন হেথা শিশাচিনীকুল ।  
সীতারে দেখায় নানবিধ ভয় ধরি' রূপ বহু মন্দ ॥ ১০

• উপস্থিত পুস্তকের গ্রন্থিত ব্যাক্যাস করিতে সারীজ্ঞ যে বাস্তবিক লক্ষ্য বাস্তব (যা পর্বা) থাকে, এবং তাহা পুস্তক বাস্তবিক অবস্থায় নাই; তাই সীতা শ্রীরামকে স্মরণ করিয়া, যে একবার তখন সাতকৈ যখন (পর্বা) বস্তু বাস্তবিক, বাস্তবিক পুস্তক করিতে আশ্রয় করিলেন। † তদ্ব্যবহি।

## সীতা-ত্রিষ্টা সংবাদ

চৌ—ত্রিষ্টা নামেতে ছিল রাক্ষসী একজন । বিবেক-নিপুণা সেই রামের চরণে মন ॥  
 আপন স্বপন কথা শুনা'য়ে সবারে কয় । জানকী-সেবায় নিজ হিত কর সঞ্চয় ॥ ১  
 স্বপনে হেরে'ছি পুরী বানরে করে দহন । নিশাচর-অনৌকিণী সবারে করে হনন ॥  
 নগ্ন লঙ্কেশ আর আরুঢ় রাস্তা'পর । মুণ্ডিত শির তা'র খণ্ডিত বিশ কর ॥ ২  
 এই ভাবে দশানন দক্ষিণ দিকে যায় । লঙ্কার রাজাসন বিভীষণ বেন পায় ॥  
 নগরে সকলে করে শ্রীরামের জয় গান । তা'র পর রঘুবর সীতারে ডাকি পাঠান ॥ ৩  
 দেখে'ছি স্বপন বাহা কহি করি চাঁৎকার । সত্য হ'বেই হ'বে গত হ'লে দিন চার ॥  
 শুনিয়া তাহার বাণী সবে প্রাণে ত্রাস পায় । সকলে মিলিয়া পড়ে জনক-সুতার পায় ॥ ৪

দৌ—করিলে প্রয়াণ সকলে তখন চিন্তা সীতার মনে ।  
 মাস গত হ'লে নিশ্চয় নীচ আমারে বধিবে প্রাণে ॥ ১১

চৌ—ত্রিষ্টার প্রতি ক'ন করিয়া ছ'কর জোড় । তুমি মা সঙ্গিনী শুধু এ বোর বিপদে মোর ॥  
 ঘরা যাহে দেহ যায় কর তুমি সে উপায় । ছ-সহ বিরহ আর মো' হ'তে না সহ্য যায় ॥ ১  
 বিরচিত কর চিতা আহরিয়া ইক্ষন । তাহাতে অনল মাতা কব পরে সংযোজন ॥  
 আমার দয়িত-প্রেম সত্য কর কৃপা-গুণে । কহ শূলসম বাণী সদা কাণে কেবা শুনে ॥ ২  
 শুনি' কথা পায়ে ধরি' কত ভাবে বুঝাইল । প্রভুর প্রতাপ বল যশোগাথা শুনাইল ॥  
 নিশিতে অনল কোথা পা'ব কহ শ্রুকুমার । এ কহি' ভবনে নিজ চ'লে গেল নিশাচরী ॥ ৩

## সীতা-হনুমন্ত সংবাদ

জানকী ভাবেন মনে বিধাতাই প্রতিকূল । মিলিল না ছত্ৰাশন মিটিল না হৃদি-শূল ॥  
 অন্ধরে বিরাজিত ওই অন্ধার এত । একটাও তা'রা কই মহী'পরে পড়ে না ত' ॥ ৪  
 ইন্দু পাবকময় না ঢালে অনল-ধারা । এ যেন আমারে বুঝি' চিরতরে ভাগ্যহারা ॥  
 শুনহ মিনতি মোর তরুণর হে অশোকা । নামেরে সঞ্চল কর অপহর' মোর শোক ॥ ৫  
 তব নব-কিশলয় পাবকের সমতুল । দাও বহি বাড়া'য়ো না আর এ বিরহ-শূল ॥ ৬  
 অতীত বিরহাকুল সীতারে দরশ ক'রে । কল্প-সমান প্রতি'খন কপি মনে করে ॥ ৬

সৌ—করি' কপি হৃদয়ে বিচার অঙ্গুরী ফেলি' দিল সীতায় ।  
 দিল যেন অশোক-অঙ্গার হরষি' জানকী নিলেন তা'য় ॥ ১২

চৌ—দেখিয়া তখন সেই অঙ্গুরী হৃদয় । শ্রীরামের নাম বাহে অঙ্কিত মনোহর ॥  
 চকিত হইয়া চাহি' রহেন তাহারে চিনে' । হরষ-বিষাদ বহে লহর তাহার মনে ॥ ১  
 সে অজ্ঞেয় রত্ননাথে কে করিতে পারে অয় । সারস্বত এমন গড়া তাও সম্ভব নয় ॥ ২  
 এই মত মানা কথা ভাবেন জানকী মনে । কহে তবে হনুমন্ত রঘু বচন পনে ॥ ২

বামচন্দ্র-গুণগাথা সূরু করে বর্ণিতে । শুনিয়া সীতার দুখ অপগত চিত হ'তে ॥  
 লাগায়ে শ্রবণ মন কবেন কথা শ্রবণ । আদি হ'তে সব কথা শুনায হনু তখন ॥ ৩  
 শ্রবণেব সুখ-সম যে শুনা'লে এই ভাষ । কেন ভাই সম্মুখে নাহি হও সুপ্রকাশ ॥  
 তখন নিশ্চটে তাঁ'র করে গতি হনুমান্ । পিছন ফিরেন সীতা বিস্ময়ে ভরে প্রাণ ॥ ৪  
 জননী জানকি রাম রঘুবব-দূত আমি । সত্য আমার ভাষা শপথ হৃদয়-যামৌ ॥  
 আমিই এ অদুরী সাথে মাতঃ আনিলাম । তোমায়ে এ অভিজ্ঞান পাঠা'য়ে দিলেন রাম ॥ ৫

দৌ—প্রণয়-পুণ্ডিত কপির বচন শুনি' জাগে বিশ্বাস ।  
 জানিলেন তা'রে বাণী কায় মনে কৃপানিধানের দাস ॥ ১৩

চৌ—হবিব ভকত জানি' শ্রীতি বাড়ে অন্তরে । পুলকনে তনু ছায নয়নেতে জল ভরে ॥  
 বিরহ সাগর মাঝে ডুবিতে হে হনুমান্ । তুমিই হইলে তাত বাঁচাবার জলযান ॥ ১  
 এখন কুশল কহ আমি যাই বলিহারী । অমুজ-সহিত সুখ-নিকেতন খর-অরি ॥  
 সুকোমল চিত তিনি কৃপাময় রঘুবায় । এ নিষ্ঠুর আচরণ কি হেতু তাঁহার হায ॥ ২  
 সহজ-স্বভাব ভরে ভকতে সুখদায়ক । কখনো অরেন কি গো আমারে রঘুনায়ক ॥  
 আমাব নয়ন তাত আর কতদিন পর । হইবে শীতল হেরি' শ্রাম মুহু-কলেবর ॥ ৩  
 বচনে সরে না ভাষা নয়নে ভরিল জল । ক'ন নাথ আমারে কি তুলিলেন অবিকল ॥  
 সীতারে হেরিয়া কপি অতীব বিরহাকুল । বিনীত ভাবের সনে বলে বাণী অশুকুল ॥ ৪  
 জননি অতুজ সনে কুশলেই প্রভু র'ন । তব হৃথে হুখী অতি সদা কৃপা-নিকেতন ॥  
 আব কিছু ভাবি' মাতা করিও না খেদ মনে । দ্বিগুণ তোমাব 'পবে শ্রেম রয় প্রভু-মনে ॥ ৫

দৌ—রামের বারতা শুন মা এখন পরাণে ধরিয়া ধীর ।  
 এ বলিয়া কপি গদগদ হ'ল নয়নে ভরিল নীর ॥ ১৪

চৌ—ব'লে দিয়েছেন রাম জানকি বিযোগে তব । বিপরীত মোরে সব হয় এবে অচভব ॥  
 নব-কিশলয় যেন হইয়াছে হতাশন । কাল-নিশা সম নিশি ইন্দু যেন তপন ॥ ১  
 কমলব বন লাগে শূলভবা বন-প্রায় । জলদ তৈল যেন তপ্ত বরষি' যায় ॥  
 প্রাণারাম ছিল যা'বা পীড়া দেয় তা'রা সবে । ত্রিবিধ সমীর লাগে অহি-খাস অমুভবে ॥ ২  
 কহিলে প্রাণের খেদ হয় কিছু প্রশমন । কারেই বা বলি কথা নাহি কেহ হেন জন ॥  
 তোমার আমার মাঝে প্রণয়ের ভেদ যাহা । মাত্র মোর মন আছে অবগত প্রিয়া তাহা ॥ ৩  
 সে মন আমার সদা তোমা'রি নিকটে রয় । ইহাতেই কর' শ্রেম অমুমান যাহা হয় ॥  
 প্রভুর প্রেরিত বাণী জানকী করি' শ্রবণ । মগ্ন প্রণয়-নীরে দেহ-বোধ বিসরণ ॥ ৪  
 হনু কয় স্তবে মাতা ধারণ করহ ধীর । সেবকের সুখদাতা স্মর' রাম রঘুবীর ॥  
 রামের প্রতাপ বলে ভরহ নিজ হৃদয় । আমার বচন শুনি' বর্জ্জন কর ভয় ॥ ৫

দো—রক্ষ: নিকর

ধৈর্য্য ধর মা

পতঙ্গ সমান

হিয়ায় জানিও

রাম-শর হতাশন ।

পুড়ি'ছে রক্ষ:গণ ॥ ১৫

চৌ—যদি রাম বশুপতি লভিতেন সন্ধান ।

শ্রীরামের শর-রবি হে দেবি হ'লে উদয় ।

এখনি মা পারিতাম যাঁতে ল'য়ে তোমারে ।

কিছু দিন ধীর হ'য়ে কর মা হেথা যাগন ।

যা'বেন লইয়া বধ করি' নিশাচরগণে ।

তোমারি ত' অরূপ হে তনয় কপিগণ ।

আমার হৃদয়-মাঝে এতে বড় সন্দেহ ।

কনক-ভূধরাকার সুবিশাল সে শরীর ।

তখন সীতার মনে বিশ্বাস উপজিল ।

দেবী না হই'ত তবে একতিল পরিমাণ ॥

তমোক্রপী নিশাচর কোথায় বা আর রয় ॥ ১

রামের শপথ হেন আদেশ নাহি মোরে ॥

কপিগণ সনে রাম করিবেন আগমন ॥ ২

গাহিবেন তাঁ'র যশ নারদাদি ত্রিভুবনে ॥

রাক্ষস অতি বীর আর তেজ-পরায়ণ ॥ ৩

শুনিয়া প্রকাশ হই করিল আপন দেহ ॥

রণে ত্রাস-উৎপাসক অতি বলশালী বীর ॥ ৪

আবার আকার লঘু হইমান কর'ে নিল ॥ ৫

দো—শুনহ জননি

পারে ক্ষুদ্র অহি

শাখাশৃগগণ

গরুড়ের খে'তে

নহে অতি-মতি বল ।

যদি পায় প্রভু-বল ॥ ১৬

## অশোকবন ছাড়বার

চৌ—ভক্তি প্রতাপ তেজ আর বলে পূর্ণবাণী ।

শ্রীরামের প্রিয় বৃদ্ধি করেন আশীষ দান ।

হও সূত গুণনিধি জরাহীন মৃত্যু হীন ।

করুন করুণা প্রভু এ কথা শুনিয়া কাণে ।

বারবার পদতলে করি' শির অধনত ।

এখন মা চরিতার্থ হ'ল তব সন্তান ।

নিবেদি' মা পদে আমি ক্ষুধিত নিরতিশয় ।

সীতা ক'ন মহা মহা রাক্ষস বীরগণ ।

হই কয় তাহাদের করি না'ক' মনে ভয় ।

শুনি' সন্তোষ-মন জানকী রমণীমণি ।

কহিলেন হও তাত শীল আর বল-ধাম ॥ ১

করুন প্রভুত কৃপা তোমারে ভকতাধীন ॥

ভকতিতে তদ্বয় হ'ল হইমান মনে ॥ ২

জোড় করি' করঘুগ কহে কপি এই মত ॥

তোমার আশীষবাণী কদাচ না হ'বে আন ॥ ৩

এ ক্ষুধা পে'য়েছে হেরি' সুন্দর ফলচয় ॥

নিয়ত এ কাননের করে সূত রক্ষণ ॥ ৪

যদি এতে সন্তোষ তোমার মনেতে হয় ॥ ৫

দো—হেরি' বৃদ্ধি বল-

শ্রীরাম-চরণ

নিপুণ হইরে

রাখিয়া হৃদয়ে

জানকী কহেন যাও ।

সুমধুর ফল খাও ॥ ১৭

চৌ—প্রণতি করিয়া পদে কাননে করে প্রবেশ ।

বহ বীর ছিল তথা কাননে প্রেহরা দিতে ।

কতক বা গেল মারা কিছু খাষ বার্তা দিতে ॥ ১

## অক্ষয় কুমার বধ

কহে প্রভু আসিয়াছে কপি এক সুভীষণ ।

খায় নিজে ফল আর উপাড়ে বিটঙ্গদলে ।

ফেলিল উজাড় করি' সাধের অশোকবন ॥

রক্ষকে পিশে' পিশে' মাটির উপরে ফেলে ॥ ২

তুনিয়া রাবণ প্রেবে তথা বহু বাতুধানক ।      তা'দের নিরখি 'করে গর্জ্জন হুম্মান ॥  
 সব নিশাচরগণে করিল কপি হনন ।      চাঁৎকার সনে ধায় কিছু অর্দ্ধ-মৃতগণ ॥ ৩  
 অন্ধর কুমারে পাঠাইল রক্ষোনাথ ।      তমুরে ভেটিতে যায় অগণিত বীর-সাথ ॥  
 তা'দের আসিতে দেখে' গর্জ্জ তক ধরি' করে ।      বিনাশ করিয়া সবে তর্জ্জ হকার ভরে ॥ ৪

দো—তা'বেও বা মাঝে      চূর্ণে বা কা'রে      কা'রে করে ধূলি-প্রায় ।  
 কেহ ফিরে' গিয়ে      আর্জ্জনাদ করে      মহাবলী কপি হায় ॥ ১৮

মেঘনাদ কর্তৃক হুম্মানের লাগপাশে বদ্ধ হইয়া রাবণ-সভায় গমন

চৌ—তনয়ের বধ শুনি' লক্ষণ রোষযুত ।      পাঠাইল সে তখন বলী মেঘনাদ সূত ॥  
 বলৈ দিল বেঁধে এন মেরো না তাহারে প্রাণে ।      কোথাকার সে বানর হ'বে তা' লইতে জেনে' ॥ ১  
 অতুল নিপুণ রণে বাসবে যে করে জয় ।      জ্ঞাতার নিখনে মনে রোষের প্রাবন বয় ॥  
 আসি'ছে দাকণ বীর হহু দেখিবারে পায় ।      গর্জ্জ পেষণ করে দাঁতে দাঁতে আর ধায় ॥ ২  
 অতীব বিশাল এক তরু উৎপাটন ক'রে ।      তা'র ঘায় রথহীন রাবণ কুমারে করে ॥  
 তা'র সনে মহা মহা বীরগণ রহে যত ।      আপনার অঙ্গ-সনে করে হহু বর্ষিত ॥ ৩  
 বীরগণে বধি' শেষে মেঘনাদ সনে লড়ে ।      ছুই গজরাজ যেন এ উহার ঘাড়ে পাড়ে ॥  
 মুষ্টি প্রহার করি' চড়ে বিটপীর 'পরে ।      তাহাতে হারায় জ্ঞান মেঘনাদ ক্ষণতরে ॥ ৪  
 চেতনা লভিয়া মায়া বিস্তারে নানামতে ।      জয় করিবারে নারে তা'তেও পবন-সুতে ॥ ৫

দো—ব্রহ্ম-আয়ুধ      হানে কপি মনে      তাহাতে করে বিচার ।  
 ব্রহ্ম-শরে যদি      অসম্মান করি      মহিমা না র'বে তা'র ॥ ১৯

চৌ—ব্রহ্ম-শর মেঘনাদ কপিরে আঘাত করে ।      পড়িবার কালে হহু বহু সেনা সংহারে ॥  
 নিরখিয়া ইন্দ্রজিত মুচ্ছিত হুম্মান ।      নাপপাশে বাঁধি' করে সাথে ল'য়ে প্রস্থান ॥ ১  
 শিব ক'ন শুন উমা অপ করি' নাম ধাঁ'র ।      জ্ঞানী নয় ভব-বাধা হ'তে সদা তয় পার ॥  
 তাঁ'র দূত বন্ধ-দশা কবে লাভ কি কখন ।      কার্যের তরে প্রভু ঘটালেন বন্ধন ॥ ২  
 বলী জানিয়া কপি রাক্ষসগণ ধায় ।      কৌতুক হেরিবারে সভামাঝে সবে যায় ॥  
 হুম্মান তথা গিয়া রাবণের সভা হেরে ।      তাহার বিভব কত বর্ণিতে ভাষা হারে ॥ ৩  
 কর-জোড় করি রহে দিকপাল সুরগণ ।      আড়েও হেরিলে হয় শক্তি সব-মন ॥  
 হেরিয়াও এ প্রতাপ হহু নহে তরযুত ।      অহিগণ মাঝে যথা নিভর বিনতা-সুত ॥ ৪

হুম্মান-রাবণ সংবাদ

দো—'কপিরে নিরখি'      হাসে দশানন      কটুভাষা মুখে কর ।  
 সূত বধ মনে      করি' তা'র মন      বিবাদ-পূরিত রয় ॥ ২০

চৌ—সঙ্কেশ কহে বল্ রে বানর তুই কোন্ । কা'র বল ধ'র' দেহে উজাড় করিস্ বন ॥  
 কাণে ভোর কখনো কি পশে নাই মোর নাম । দেখা যায় ওরে শঠ ডরছান ভোর প্রাণ ॥ ১  
 রাক্ষসগণে তুই বধিলি কি অপরাধে । নিজ প্রাণ বা'বে তা'য় এ বাধা না মনে বাধে ॥  
 হহু কহে ষাঁ'র বলে বগী হ'য়ে দশানন ॥ সীমাতীত ব্রহ্ম-অণু করে মায়া বিরচন ॥ ২  
 ষাঁ'র বল করি' লাভ বিধি বিফু মছেধর । সৃজন পালন নাশ করি'ছেন নিরন্তর ॥  
 সহস্র-বদন শেষ করি' ষাঁ'র বলাশ্রয় । স-কানন ধরাধর চরাচর শিরে বয় ॥ ৩  
 কত দেহ ল'ন যিনি অমরে করিতে ত্রাণ । কতবিধি তোমা সম শঠে দেন শিক্ষা দান ॥  
 কঠোর হরের ধহু ভাঙ্গিল। যে অবহেলে । তা'রি সনে নৃপদল-মদ যে চরণে দলে ॥ ৪  
 খরে দৃষণে আর মিশিরা রাক্ষস বালি । বধিলা যে এ সকলে অতিশয় বলশালী ॥ ৫

দৌ—ষাঁ'র অণু বল                      করি' আশ্রয়                      জিনিলে এ চরাচর ।  
 হ'রেছ ষাঁহার                      প্রিয়তমা আমি                      তাঁ'রি দূত রক্ষবর ॥ ২১

চৌ—তোমার প্রতাপ বল সব আমি অবগত । সহস্র-বাহুর সনে সমর হইল যত ॥  
 বালিরাণ সহিত রণে সুষল লভিলে যথা । রাবণ বচন শুনি' হাসিয়া উড়া'ল কথা ॥ ১  
 ক্ষুধায় খে'লাম ফল রক্ষঃরাজ দশানন । বানর-স্বভাব বশে তরু করি উৎপাটন ॥  
 লকলেরি নিজনিজ দেহ লাগে প্রিয়তম । প্রহারে ছুটেরা যবে করে মোরে আলাতন ॥ ২  
 বহিহু তা'দের তবে আমারে মারিল যা'রা । তা'র পরে সূত তব বাঁধিয়া করিল সারা ॥  
 এ বাঁধন তরে মোর মনে কিছু নাহি লাগ । আমার ত' অভিলাষ সাধিতে প্রভুর কাজ ॥ ৩  
 জোড়করে এ মিনতি করি তোমা লঙ্কেশ । অভিমান ত্যজি' ধর আমার এ উপদেশ ॥  
 দেখ তুমি নিজ পুত কুলেতে বিচার করি' । ভ্রম ত্যজি' ভজ সেই ভকতের ভয়হারী ॥ ৪  
 যেই কাল সুরাসুর চরাচর সব গ্রাসে । সে প্রবল কাল কাঁপে থরথরি' ষাঁ'র ত্রাসে ॥  
 বৈরতা তাঁ'র সনে করিও না কল্যাচন । মোর অমুরোধ মানি' সীতা কর অর্পণ ॥ ৫

দৌ—প্রণত-পালক                      কৃপা-পারাবার                      ধরারি জ্ঞানকীনাথ ।  
 পড়িলে শরণে                      রাখিবেন তোমা                      পাশরিয়া অপরাধ ॥ ২২

চৌ—রাম পদ-শতদল হৃদয়ে কর ধারণ । তা'রপরে এই পুরী অচল কর শাসন ॥  
 মহর্ষি পুলস্ত্য-যশঃ নির্মল শশধর । হ'য়ো না কলঙ্ক যেন সে বিধুর রক্ষবর ॥ ১

\* ই'হার অপব নাম কার্ত্তবীৰ্য্যজ্ঞন । ইনি এত বলবান্ ছিলেন যে রাবণও ই'হার নিকট বন্দী ছিলেন । কার্ত্তবীৰ্য্য পরভ্রাতৃদের পিতা জমদগ্নির কামদেহে অশ্রুগ্রন্থ করিয়া তাঁহাকে বধ করেন, ইহাতে পশুভ্রাতৃ কার্ত্তবীৰ্য্যকে সহ্য করেন ।

† রাবণ বালির বল পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিল । বালি তখন সন্ধ্যা করিতে উজ্জত । রাবণ অপেক্ষা করিতে গম্ভত না হওয়ার, বালি তাহাকে অনাবাসে নিজ হুঙ্কি-মখা চাপিয়া ধরিয়া, প্রতিদিনের নিয়ম মত চাৰি সময়ে বৃত্তি সন্ধ্যা শেষ করে । অবশেষে সূর্য্য-অর্ধ্য দিবার সময় ভুলিষ্টা হাত উঠু করিতে গেলে রাবণ বাহির হয়, ও অনেক বিনয় করিয়া তাগার সহিত বহুয় স্থাপন করে । ‡ রাবণ পুলস্ত্য যিনি রূপে বিশ্ববা যিনি পুত্র, স্ততরাং আক্ষ-কোশাংগর ।

বিহনে জীরাম-নাম বচন না শোভা পায় । মদ মোহ পরিহরি' মনে বৃষ্টি' দেখে তাঁ'য় ॥  
 হ'লেও ভূষণে সব বিতুষিতা বরনারী । বসন বিহনে শোভা নাহি পায় যে সুবারি ॥ ২  
 জীরাম-বিমুখ যেবা প্রভূতা বিভব তাঁ'র । পেলোও নাহিক রয় পাওয়া খোওয়া একাকার ॥  
 যে নদীর উৎস দেশে জল-স্রোত নাহি হয় । বরষার অবসানে পুনঃ তাঁ' শুকা'য়ে যায় ॥ ৩  
 লপথ করিয়া কতি শুন লঙ্কা-অধাশ্বর । রাম-বিমুখের ত্রোতা কেহ নাহি ধরাপর ॥  
 সহস্র মহেশ বিষ্ণু সহস্র চতুরানন । রাখিতে না পারে রাম-বিবোধীরে কদাচন ॥ ৪

দো—মোহ-মূল বহু দুঃখ-আধার ত্যজ তম-অভিমান ।  
 ভজ রাম-রঘু- কুলের নায়ক কৃপানিধি ভগবান্ ॥ ২৩

লঙ্কা-দহন

চৌ—যদিও কহিল কপি বাণী অতি হিতকর । ভক্তি বিবেক নীতি-সিদ্ধিত মনোহর ॥  
 উপহাস-হাসি হাসি' কহে মহা অভিমানী । জুটে'ছে বানর গুরু আমার পরম জ্ঞানী ॥ ১  
 দুই মরণ তো'ব শিয়ারে ঘনা'য়ে আসে । উপদেশ বাণী মোরে তা'ই তো'র মুখে আসে ॥  
 হুজু কহে বিপবীত হ'বে এর পরিণাম । তো'রি হ'ল মত্তিত্রম নিশ্চয় বুঝিলাম ॥ ২  
 কপির বচন শুনি' মনে ক্রোধ অতিশয় । স্বরা এরে বধ কর দশানন রোষে কয় ॥  
 শুনিতেই বধ-তবে ছু'ট বান্ধসগণ । তখনি সচিব সহ আসিলেন বিভীষণ ॥ ৩  
 নমিত করিয়া শির মিনতি করিয়া কত । ক'ন দূতে বধ করা সব নীতি-গর্হিত ॥  
 দণ্ড অপব কোন ইহার কর বিধান । সকলে কহিল সাধু যুক্তি করিলে নান ॥ ৪  
 শুনি' কথা দশানন কহিল হাসির ভরে । অঙ্গহীন করি' ফিরে' পাঠা'য়ে দেহ বানরে ॥ ৫

দো—বানরের মায়া লাঙ্গুলে রয় কহি সবে বুঝাইয়া ।  
 তৈল সিক্ত বাস বাঁধিয়া তাহাতে দেহ অগ্নি লাগাইয়া ॥ ২৪

চৌ—লাঙ্গুল-হীন হ'য়ে বানর যাউক ফিরে' । আশুক আবার মুঢ় প্রভুরে সাংঘাতে ক'রে ॥  
 যাহার করিল মুখে এতই মহিমা গান । দেখিব প্রতাপ বল তাহার কি পরিমাণ ॥ ১  
 একথা শুনিয়া কপি মনে মনে হাসে তবে । বৃষ্টি' দেবী বাণীপাণি সহায় হ'লেন এবে ॥  
 রাক্ষসগণ শুনি' রাবণের এ বচন । মুখেরা সবে করে আরোজন আরম্ভন ॥ ২  
 রহিল না পুরীমাঝে তেল ঘৃত কি বসন । লাঙ্গুল করে তম্বু কোঁড়কে প্রসারণ ॥  
 রক্ত হেরিতে আসে যথা তথা পুরবাসী । চরণ প্রহারি' ক'রে কতই প্রকার হাসি ॥ ৩  
 বাজিতে লাগিল ঢোল সবে দেয় করভালি । নগর ঘুরা'য়ে দিল লাঙ্গুলে অনল আলি' ॥  
 অগ্নি অলিত হেরি' ত'য়ে অতি স্বরাপর । ধারণ করিল হনু অতি লঘু কলেবর ॥ ৪  
 মুক্ত-বাঁধন হ'য়ে চড়ে হেম-সৌধ 'পরে । রাক্ষসীগণ হেরে' সকলে ভয়েতে মরে ॥ ৫

দো—হরি-প্রেরণায়  
অট্টহাসি হাসি'

সেইকালে বয়  
গর্জিয়া কপি

বায়ু উনপকাশ।  
ছুঁয়া'ল দেহ আকাশ ॥ ২৫

চৌ—অতীব বিশাল তবু অতি লঘু কলেবর। পলক মাঝারে যায় গৃহ হ'তে গৃহান্তর ॥  
অলিতে লাগিল পুরী পুরবাসী ভয়ে মরে। কোটি-করে হতাশন করাল-কাপট মারে ॥ ১  
চারিদিকে সেইকালে শুধু এই শুনা যায়। কোথা পিতা মাতা কেবা মোদের বাঁচাবে হায় ॥  
প্রথমেই ব'লেছিহু বানর এ কহু নয়। বানরের রূপ ধ'রে কোন দেব নিশ্চয় ॥ ২  
সাধুজন-অপমান-প্রতিফলে এইমত। প্রজ্বলিত সারা পুরী অনাথ-নগরী মত ॥  
এক নিমেষেতে সারা করিল পুরী দাহন। শুধু বিভীষণ-পুরে না লাগা'ল হতাশন ॥ ৩

### হনুমানের সীতার নিকট বিদায় গ্রহণ

উমা হমু তাঁ'র দূত অনল সৃজন বাঁ'র। একারণে না দহিল অনলে শরীর তা'র ॥  
এক প্রান্ত হ'তে লঙ্কা পুরীতে করি' দাহিত। লক্ষ দিয়া পাশ্চাত্য-মাঝে হ'ল মজ্জিত ॥ ৪

দো—পুচ্ছ নিবা'য়ে  
জনক-সুতার

দূর করি' অম  
সম্মুখে গিয়া

পুনঃ লঘুকায় ধরি'।  
দাঁড়া'ল ছু' কর জুড়ি' ॥ ২৬

চৌ—কহিল জননি মোরে দেহ কিছু নিদর্শন। দিলেন আমারে যথা রাঘবকুল-মোদন ॥  
চূড়া হ'তে মণি খুলি' জ্ঞানকী দিলেন তা'রে। লইল পবনসুত পরম হরষ ভরে ॥ ১  
এভাবে প্রণাম মম ক'রো তাত নিবেদন। পরিপূর্ণ-কাম তুমি প্রভু রঘুনন্দন ॥  
তথাপি করুণা দীনে করিবারে পণ তব। হর নাথ হর মম সন্তু ভবধব ॥ ২  
হে তাত জয়ন্ত-কথা করা'য়ো তাঁ'রে স্মরণ। শরের প্রতাপ তাঁ'র তাঁহারে ক'রো জ্ঞাপন ॥  
মালেক মাঝারে যদি তাঁ'র আসা নাহি হয়। জীবিত আমারে তিনি না পা'বেন নিশ্চয় ॥ ৩  
বল' তাত কি প্রকারে দেহে প্রাণ আমি ধরি। তুমিও ত কহিতেছ এবার যাইবে কিরি' ॥  
তোমারে হেরিয়া প্রাণ জুড়া'য়েছিল আমার। দিবা রাত্তি সম হ'বে আমার কাছে আবার ॥ ৪

### সাগর-লঙ্ঘনান্তর সকলের প্রত্যাগমন

দো—সীতারে বুঝা'য়ে  
চরণ কমলে

বহুভাবে হয়  
করিয়া প্রণাম

তাহারে প্রবোধ দিল।  
রাম-পদে ফিরে' গেল ॥ ২৭

চৌ—প্রস্থান-কালে করে মহারবে গর্জন। ত্রাসে জ্ঞানহারা হয় রাক্ষস-নারীগণ ॥  
সাগর লঙ্ঘিয়া পুনঃ আসিল এ-ভট 'পরে। কিচ্‌কিচ্‌ হর্ষরব শুনা'ল যত বানরে ॥ ১  
হরষিত হ'রে সবে চাহে হনুমান পানে। নূতন জনম পে'ল এ-ভাবে সবার মনে ॥  
মোদিত বদন তেজ শরীরে করে বিরাজ। বুঝা গেল সাধিয়াছে হনুমান রাম-কাজ ॥ ২  
সকলে ঘেরিল তা'রে প্রাণে মোদ অভিষয়। কণ্ঠাগত-প্রাণ মীন বারি পে'লে যথা হয় ॥  
সকলে পুলক-মনে যায় শ্রীরামের পাশ। কহিতে শুনিতে পথে এই নব ইতিহাস ॥ ৩



মধুবন ভ্রম ; স্ত্রী-ব-মিলন

হেনকালে হ'ল সবে মধুবনে উপনীত । খায় মধুফল করি' অঙ্গদে সম্মত ॥  
প্রহরীরা তাহাদের যেমনি ভাড়া'তে এল । মুষ্টি-প্রহার লভি' সকলে পলা'য়ে গেল ॥ ৪

দো—ভা'রা হেঁকে কয় সব গেল বন উজাড়েন যুবরাজ ।  
স্ত্রী-ব-মিলন' বৃষ্টি কপির সেবে' এল প্রভু-কাজ ॥ ২৮

চো—না যদি উদ্দেশ লাভ করিত সবে সীতার । মধুবন-ফল খায় এমন কুমড়া কা'র ॥  
মনে মনে এ বিচার করে যবে কপিবাজ । হেনকালে এল হুঁ সহিত কপি-সমাজ ॥ ১  
আসি' স্ত্রী-ব-পদে সবে মাথা নোয়াইল । কপিবাজ প্রীতিভরে সবাকারে সম্মিল ॥  
কুশল শুধা'লে বলে কুশল হেরি' চরণ । রাম-কৃপাবলে কাজ হইয়াছে সমাপন ॥ ২  
সবে কহে প্রভু-কাজ সাধিয়াছে হুঁমান । সে-ই রক্ষা কারয়াছে বানরগণের মান ॥  
শুনি' স্ত্রী-ব-তা'রে সম্মিলে আরবার । কপিদের সনে যায় যথা রাম কৃপাধার ॥ ৩  
রাম যবে হেরিলেন কপি কবে আগমন । কার্য সমাধা হ'ল বৃষ্টি' পুলকিত মন ॥  
ক্ষটিক শিলার 'পরে বসে র'ন চু'জনায । আসিয়া সকল কপি পড়িল তাঁহার পায় ॥ ৪

দো—প্রণয়ের সনে মিলেন সকলে করুণা-সাগর রাম ।  
শুধা'ন কুশল বলে শুভ এবে হেরি' পদ কৃপাধার ॥ ২৯

শ্রীরাম-হুঁমান সংবাদ

চো—জাহ্নবান কহে তবে শুন ওহে দয়াময় । তোমার করুণা প্রভু যাহার উপর হয় ॥  
তাহার সদাই শুভ কল্যাণ নিরন্তর । অমর মানব মূর্খ প্রীত র'ন তা'র 'পর ॥ ১  
বিজয় লভয়ে সেই সে গুণী বিনয়বান্ । উজ্জল ত্রিভুবন তাহার যশে মহান্ ॥  
প্রভুর করুণাবলে হ'য়েছে সকল কাজ । মোদের জন্ম ভবে হ'য়েছে সকল আজ ॥ ২  
হে নাথ পবনমুখ যে কাজ এসেছে ক'রে । সহস্র হ'লেও মুখ সাধ্য কা'র তা' বিবরে ॥  
মনোহর কাজ যত আচরিল হুঁমান । শ্রীরামের শ্রীরেণে নিবেদিল জাহ্নবান্ ॥ ৩  
হুঁমান-ক্রিয়াবলী লাগে ভাল রাম-প্রাণে । পুলকে আবার বৃকে লইলেন হুঁমানে ॥  
কহিলেন সীতা এবে কহ তাত কি প্রকারে । রহেন রাখেন প্রাণ আপনার লক্ষ্যপূরে ॥ ৪

দো—দ্বারী তব নাম কপাট তাহার দিশানিধি তব ধ্যান ।  
পদ-লগ্ন আশি এ ভাল লাগান' কোন পথে যা'বে প্রাণ ॥ ৩০

চো—ফিরিবার কালে মোরে দিলেন চূড়ার মণি । আদরে হৃদয়ে চাপি' ধরিলেন রঘুমণি ॥  
হুঁ কহে প্রভু সহ বারি-ভরা হুঁ নয়ন । জনক-উনয় কিছু তোমারে বচন ক'ন ॥ ১  
পড়িও অমুজ-সহ প্রভুর চরণ 'পর । ব'লো তুমি দীননাথ প্রণত-বিপদহর ॥  
আমি ত কায়াম মনে বচনে চরণ-রতা । কোন্ অপরাধে নাথ করিলে চরণ-চ্যুতা ॥ ২

এক অপরাধ মম আমি তা' করি স্বীকার । বিরহে এ প্রাণ নাহি করে দেহ পরিহার ॥  
 কিন্তু দেব এ ত' মোর নয়নের অপরাধ । বাহিরিতে গেলে প্রাণ সেই তাহে সাধে বাদ ॥৩  
 বিরহ অনল যেন তুলা দেহ নিশ্বাস- । সমীরণ পারে ক্ষণে দেহের করিতে নাশ ॥  
 নিজ হিত-লাগি' বারি নয়ন করে ক্ষরণ । বিরহ-অনল নারে করিতে কায়া দহন ॥ ৪  
 জনক-সুতার তথা বিপদ অতি বিশাল । সেকথা না কথা ভাল চরণে নীনদয়াল ॥ ৫

দো—এক এক পল কষ্ট-সমান কাটে তাঁ'র এক্ষণে ।  
 চল স্বরা প্রভু আন' বাহুবলে জয় করি' খলগণে ॥ ৩১

চো—জনকসুতার হেন রেশ শুনি' কৃপাধার । নলিন-নয়নযুগে ভরে আসে জলভার ॥  
 ক'ন কায় বাণী মনে রত যেবা মোর 'পরে । স্বপনেও কি বিপদ কোনকালে লাগে তা'রে ॥ ১  
 হুই কহে বিপদ ত তাহারেই প্রভু কয় । তোমার ভজনা ধ্যান যা'র তরে নাহি হয় ॥  
 তোমার নিকটে নাথ এ আর কি বড় কথা । রিপুদলে জয় করি' আনিতে জনক-সুতা ॥ ২  
 প্রভু ক'ন হুইমান তোমা সম উপকারী । কেহ নাহি সুর নর মুনি-মাঝে তুমুধারী ॥  
 এর প্রতি উপকার কি করি তব এখন । তোমার সমীপ হ'তে নাহি পারে মোর মন ॥ ৩  
 শুন শ্রুত তব স্বপ্ন নহে কভু শোধিবার । হৃদয়-মাঝারে আমি দেখে'ছি করি' বিচার ॥  
 বারবার কপি-পানে চাহি'ছেন কৃপাধার । রোমাঞ্চ শ্রীকলেবরে নয়নেতে জলভার ॥ ৪

দো—প্রভু-বাণী শুনি' হেরি' ফুল মুখ হরষিত হুইমান ।  
 প্রেমাকুল হ'য়ে পায়ে পড়ি' কহে ত্রাহি ত্রাহি ভগবান্ ॥ ৩২

চো—প্রয়াস করেন প্রভু তুলিবারে বারবার । এমনি মগন প্রেমে তুলিতে শক্তি কার ॥  
 স্থাপিত তাহার শিরে প্রভুর কমল-কর । সে দশা করিয়া মনে উন্ময় হ'ন হর ॥ ১  
 সযুরি' নিজ মনে শব্দর পুনঃ ক'ন । জননী ঈশানী-পাশে সে কাহিনী মনোরম ॥  
 কপিরে তুলিয়া প্রভু বৃকের 'পরে লাগা'ন । হাত ধ'রে একেবারে আপন কাছে বসা'ন ॥ ২  
 ক'ন কহ হুইমান রাবণ-রক্ষিত পুরে । আর বাঁকা চুর্গে তাঁ'র দহিলে কেমন ক'রে ॥  
 প্রভুরে মোদিত-মন জ্ঞান করি' হুইমান । কহিল বচন হেন পরিশ্রুত অভিমান ॥ ৩  
 শাখা-মৃগদের এই পুরুষার্থ অভিলাষ । শাখা হ'তে অস্ত্র শাখে গমনে শক্তি রয় ॥  
 লজ্জি' সাগর করি' কনকপুরী দহন । রাক্ষসগণে বধি' উজাড় করিহু বন ॥ ৪  
 তোমারি প্রতাপ তাহা সকলি ত' রঘুনাথ । কিছুই বড়াই তাহে নাহিক আমার নাথ ॥ ৫

দো—কিছু নাহি তা'র সাধের বা'র তুমি অহুকুল যা'রে ।  
 তোমার প্রভাবে তুলা'ও অনলে দহন করিতে পারে ॥ ৩৩

চো—অচলা ভক্তি তব মোর অতি ভাল লাগে । কৃপা করি' দেহ নাথ মিনতি চরণ-আগে ॥  
 শুনি' প্রভু বানরের পরম সরল বাণী । 'এবমস্ত' এই তবে কহিলেন হে ভবানি ॥ ১

দৈশানি স্বভাব তাঁর জানিয়াছে যেইজনে । ভজনা ব্যতীত কিছু ভাল নাহি লাগে মনে ॥  
এ তবুঃ ত'য়েছে যা'র হৃদিগত একবার । ভকতি শ্রীরাম-পদে সে ক'রেছে অধিকার ॥ ২

বানর-সেনা সহ শ্রীরামের সমুজ-তটে আগমন

প্রভুর বচন শুনি' কপিগণ সবে কয় । জয় সুখ-মুলাধাব জয় জয় রূপাময় ॥  
করিলেন রাম তবে সুগ্রীবে আবাহন । কহিলেন কর এবে যাত্রার আয়োজন ॥ ৩  
কিসের কারণ আর এবে বিলম্ব করা । আদেশ দ্বায দেহ যাত্রা করুক তাঁ'রা ॥  
লীলা হেরি' বহু ফুল বরষিয়া সুরগণ । আপন আপন লোকে কিরে' যান শ্রীত মন ॥ ৪

দৌ—সুগ্রীব স্বরা                      ডাকা'ন সবারে                      আসে তাঁ'রা দলে দলে ।  
বিবিধ ববণ                      ঝঙ্ক কপিদল                      অতুল দেহের বলে ॥ ৩৪

চৌ—প্রভু পদ শতদলে সকলে নোয়ায শির । গর্জ্জি ঝঙ্ক কপি মহাবল মহাবীর ॥  
কপি-অনৌকিনী করি' রঘুমণি দবশন । করেন সবার 'পরে কৃপা-দিষ্টি বরষণ ॥ ১  
রামেব কৃপাব বল লাভ করি' কপিদল । হ'ল যেন পক্ষযুত ধরাধর মহাবল ॥  
কবেন হবমে তবে যাত্রা রঘু-মোদন । হইতে লাগিল শুভ সুন্দর লক্ষণ ॥ ২  
কীর্ত্তি বাঁহার সদা সব-মঙ্গলময় । তাঁ'র যাত্রায় শুভ লীলা মহিমায় হয় ॥  
স্পন্দিত হ'য়ে বাম-অবযব জানকীরে । রাম-আগমন যেন তাঁহাবে ঘোষণা করে ॥ ৩  
যা' যা' হয় মঙ্গল নোতাব শকুনচয় । তাহাই রাবণ তরে অন্তঃ-কারণ হয় ॥  
চলিল বাহিনী কেবা করিবে বা বর্ণন । অগণিত কপি ভানু করিতেছে গর্জন ॥ ৪  
নখর-আবুধব চলিছে নিউর মনে । ধরি' পর্কত তরু ধবণীতে কি গগনে ॥  
গর্জন করিতেছে কপি-ভানুকদল । বিচলিত দিক্-করী করে তাঁ'রা টলমল ॥ ৫

ছ—দিক্-গজ ডাকে                      বসুমতী টলে                      চঞ্চল গিরি কাঁপে সাগর ।  
হরষিত মন                      সুর মুনিগণ                      হইল সকলে বিগত ডর ॥  
দাঁতে কটকট                      করে বহু ভটগা'                      কোটি মর্কট সবেগে ধায় ।  
জয়জয় বাম                      মহা বলধাম                      বলি' গুণগ্রাম সকলে গায় ॥ ১  
বহিবারে নারে                      অনৌকিনী-ভারে                      শেষ বারেবারে মুরছা যায় ।  
কঠোব কুর্শের                      পুষ্ঠেতে দাঁতে                      কামড়ে তাহাতে কি শোভা হয় ॥  
বমোহন রাম-                      সমরাভিযান                      অতি মনোহর তাহারে জানি' ।  
কুর্শের পিঠে                      যেন দাগ কেটে                      চিরতরে নাগ লিখে সে বাণীঃ ॥ ২

\* প্রকৃত-ভাব । † বোঝা । ‡ সেনার ভীষণ তার বহিতে অসমর্থ হইয়া বাহুর বাহু মুছিত হইতেছেন, আর কুর্শের কটন পিঠের উপর কামড় দিয়া ধরিতেছেন ( অর্থাৎ নিজেকে সামলাইতেছেন ), এইরূপ বাহু বাহু পাত দিয়া কামড়াইয়া ধরায় কুর্শের পিঠে বসে সকল বেধা পড়িতেছে, তাহাতে কি অপূর্ণ শোভা হইতেছে । শ্রীরামেশ্বর এই সমঝাতি-বানকে অতি মনোহর বিবেচনা করিয়া, নাগবাহু বাহুর কুর্শের পিঠে দাগ করিয়া চিরতরে তাহার ইতিবৃত্ত স্মারিত করিয়া রাখিতেছেন ।

দো—এইভাবে চলি'

যথা তথা ফল

করুণা-সাগর

খায় অবিরল

আসেন সাগর-তীর।

বহু ভালু কপিবীর ॥ ৩৫

## মন্দোদরী-রাবণ সংবাদ

চৌ—ওদিকে রাক্ষসগণ রহে ত্রাস-যুত মন। যবে হ'তে হুয় যায় লক্ষা করি' দহন ॥  
 নিজ নিজ গৃহে বসি' কবে তা'রা এ বিচার। রাক্ষসকূলে আর রক্ষা নাহি এবার ॥ ১  
 যাহার দূতের বল নাহি আসে বর্ণনায়। সে নিজে আসিলে আর কিবা শুভ তাহে হয় ॥  
 দূতীগণ-মুখ হ'তে শুনি' পুরবাসী-বাণী। সমধিক আকুলিত হ'ন মন্দোদরী রাণী ॥ ২  
 নির্জনে পতি-পদে পড়ি' করি' জোড়কর। নীতি-রসে দিক্তি ক'ন এ বচন-বর ॥  
 জ্রোহ কর পরিহার কাস্ত হরির সনে। হিতকর বলি' মোর বচন ধরহ মনে ॥ ৩  
 যাহার দূতের কাজ করিতে মনে স্মরণ। শিহরিত-প্রাণ হয় যত নিশাচরীগণ ॥  
 ভাল যদি চাহ নাথ তবে তা'র দয়িতারে। নিজ সচিবের সনে পাঠাইয়া দেহ ফিরে' ॥ ৪  
 তোমার কুলের কম কমল কানন তরে। আসে সীতা দুখ দিতে বিভাবরী-রূপ ধ'রে ॥  
 শুন নাথ যদি ফিরে' সীতারে না দেওয়া যায়। বিধি হর কহিলেও হিত তব নাহি তা'য় ॥ ৫

দো—রাম-শর অতি-

গ্রাস না করিতে

গণের সমান

করহ উপায়

ভেক-সম রাক্ষস।

নাতি হ'য়ে হঠ-বশ ॥ ৩৬

চৌ—শ্রবণে শুনিয়া শঠ মন্দোদরীর বাণী। হাসিল বড়ই হাসি ধরা-খাত অভিমানী ॥  
 স্বভাবে অগ্রব ভীকু সতাই নারীগণ। শুভেতেও প্রাণে ভয় দুর্বল তব মন ॥ ১  
 যদি আসে লঙ্কায় বানরের সেনাগণ। দুখী রাক্ষস তবে জীবন করে ধাবণ ॥  
 লোকপাল যা'র ডরে কম্পিত-কলেবর। শুয়ভীতা তা'ন রাণী এ বড়ই হাস্যকর ॥ ২  
 এত কহি' পুনঃ হাসি' তাহারে ধরিল বুকে। চলিল সভার পানে মমতা দেখা'য়ে মুখে ॥  
 রক্ষঃরাণী-মনোমধ্যে জাগে শুধু এ ভাবনা। স্বামীর উপরে এবে বিধাতার বিড়ম্বনা ॥ ৩  
 যেমনি সভায় বসে বারতা করে শ্রবণ। সাগরের পর-পারে উপনীত অরিগণ ॥  
 শুখায় সচিবগণে কি উপায় কহ সবে। হাসিয়া সকলে বলে নীরবে রহ'ন এবে ॥ ৪  
 জিনে'ছেন সুরাসুর শ্রম নাহি হ'ল তা'য়। মানব বানর এরা কিবা আসে গণনায় ॥ ৫

দো—ভিক্ষু সচিব

রাজ্য ধর্ম দেহ

গুরু তিনে যদি

তিনটিই তবে

প্রিয় কহে লোভে ত্রাসে।

দ্বরা নাশ হ'য়ে আসে ॥ ৩৭

চৌ—রাবণের উপনীত সেই যোগাযোগ এবে। মন্ত্রী চাটু-বাণী কহে শুনা'য়ে শুনা'য়ে সবে ॥

## রাবণকে বিভীষণের উপবেশন

হেন কালে বিভীষণ তথা আসি' উপনীত। আভার চরণ 'পরে শির করে অবনত ॥ ১  
 পুনঃ নমি' করে নিজ আসনে উপবেশন। আদেশ করিয়া লাভ কহে তবে এ বচন ॥  
 কৃপাময় মোর 'পরে যদি অমুমতি হয়। চিত-বাণী কহি তবে যাহা মোর মনে লয় ॥ ২

যেজন কামনা করে কল্যাণ অপনার । সুযশ স্মৃতি মুখ শুভগতি অনিবার ॥  
তাহার উচিত পর-বনিতারে হে রাজন্ । চতুর্থীর শশী সম সঙ্গ করা বর্জন ॥ ৩  
চারি-দশ লোকপতি যদিও সৈজ্ঞন হয় । জীব সনে বিরোধেতে তাঁ'রো নাশ নিশ্চয় ॥  
যেমন চতুর আব সকল গুণ-নিচয় । অন্ন লোভও তাঁ'র স্রৈয় কেহ নাহি কয় ॥ ৪

দৌ—কাম ক্রোধ মদ লোভ এরা প্রভু নরকেতে ল'য়ে যায় ।  
এ সবে ত্যজিয়া ভজ রঘুবীর সন্ত ভঞ্জন য়া'য় ॥ ৩৮

চৌ—শুধু মানবের বাজা ন'ন বাম রঘুবীর । কাল যে তাহারো কাল সর্বলোক-অধীশ্বর ॥  
ব্রহ্ম তিনি অ-বিকার জন্মহীন ভগবান্ । অজ্ঞেয় অনাদি আর ব্যাপক অপরিমাণ ॥ ১  
ধরণী সুরভী দ্বিজ দেবতার হিতকাবী । কুপার সাগর রাম নবের শবীরধারী ॥  
ভক্তের বঞ্জন দুর্জয়-অন্তর । তিনি ভাই সদা বেদ ধর্মের রক্ষক ॥ ২  
ত্যাগ কবি' হ্রোহ তাঁ'র নমিত করহ শির । প্রণেতের সব দুখ ভঞ্জন বশুবীর ॥  
হে প্রভু বিদেহ-মৃত্যু ফিবাঁছিয়া তাঁ'রে দেহ । অহেতুকী হিতকারী-চরণে শরণ লহ ॥ ৩  
বিশ্ব-দ্রোহের পাপে যে হয় পাপ-ভাজন । শরণে আসিলে সে-ও না ত্যজেন কদাচন ॥  
বিনাশে ত্রিবিধ তাপ যাঁহাব নামের গুণে । প্রকট সে প্রভু ইহা লঙ্কেশ বুঝ মনে ॥ ৪

দৌ—বার বাব পড়' চরণে তাঁহার মিনতি এ দর্শানন ।  
কোশল-অধিপে ভজ মোহ মান মদ করি' বরজন ॥ ৩৯ (ক)  
মুনি পুলস্ত্য নিজ শিষ্য দিয়া পাঠা'লেন এ বারতা ।  
শুভ-অবসর লভি' সঙ্কর জানা'লাম সেই কথা ॥ ৩৯ (খ)

চৌ—মালাবান্ নামে এক চতুর সচিব ছিল । বিভীষণ-বাণী শুনি' অতিশয় মুখ পে'ল ॥  
কহিল অনুজ তব অতি নীতি-বিচূষণ । হৃদয়ে গ্রহণ কর কহে যাহা বিভীষণ ॥ ১  
অরির মহিমা গান করে মুচ হইলেন । কে আছ সমুখ হ'তে করহ অপসারণ ॥  
মালাবান্ গৃহে গেল করি' এ শ্রুতি-গোচর । বিভীষণ ক'ন তবে জোড় করি' দুই কর ॥ ২  
কিবা বেদ কি পুরাণ সবেতেই প্রভু কয় । সবারি হৃদয়-মাঝে কুমতি স্মৃতি রয় ॥  
যথায় স্মৃতি তথা সম্পদ অগণন । কুমতি যথায় তথা বিপদ নাহি গণন ॥ ৩  
তোমার হৃদয়ে করে দ্রুতি অধিষ্ঠান । তা'তেই অহিতে হিত আর সখা হয় জ্ঞান ॥  
রাক্ষস-কুল তবে কাল-রজনীর প্রায় । সীতা 'পরে অতি ভব অমুরাগ দেখা যায় ॥ ৪

দৌ—তাৎ পদে ধরি' করি এ কামনা মোর প্রতি স্নেহ-তরে  
রামে দেহ সীতা কখনো অহিত নাহি হ'বে ক্ষণতরে ॥ ৪৩

## রাবণ কর্তৃক বিভীষণের অপমান

চৌ—পুরাণ পণ্ডিত ঋতি সম্মত বর বাণী । কহিলেন বিভীষণ সাধু-নাতি বিবরণি ॥  
 তাহা শুনি' দশানন অতীব কোপেতে তবে । কহে খল মৃত্যু তো'র নিকটে আগত এবে ॥ ১  
 মোর অঙ্গে মূঢ় তোর এ যাবৎ রহে প্রাণ । অরাতির পক্ষ তবু স্নেহতর হয় স্তান ॥  
 বল দেখি লঘুমতি কে আছে এ ধরাতলে । যাহারে বিজয় নাহি করিলাম ভুজ্বলে ॥ ২  
 মোর পুরে করি' বাস তাপসের 'পরে শ্রীতি । যা' অজ্ঞান তা'র পাশে তা'রে শিখাগে যা' নীতি ॥  
 এত কহি' বিভীষণে চরণ প্রহার করে । অমুজ তথাপি ধরে পদ তা'র বারে বারে ॥ ৩  
 শিব ক'ন হে ভবানি সাধুর মহিমা এই । তাহারি করেন হিত অপকার করে যেই ।  
 পিতার সমান ভাল ক'রেছ মোরে প্রহার । শ্রীরামের আরাধনে হে নাথ শুভ তোমাৰ ॥ ৪  
 সচিব লইয়া চলে নভোপথে বিভীষণ । সবজনে শুনাইয়া ব'লে গেল এ বচন ॥ ৫

দৌ—সত্যব্রত প্রভু রঘুকুল-মণি কাল-গ্রাসে সভা তব ।  
 মোর অপবাদ দি'য়ো নাক' যেন এবে রাম-পদে যা'ব ॥ ৪১

চৌ—এত বলি' স্থান ছাড়ি' বিভীষণ যা'ন যবে । মরণ নিশ্চিত হ'ল রক্ষঃগণেব তবে ॥  
 সাধুজন-অপমান-ফলে অতি সত্তরে । মূল সনে শুভ নাশ পায় স্থির চিরতরে ॥ ১

## বিভীষণের শ্রীরামের চরণে শরণ গ্রহণ

যেইক্ষণে বিভীষণ দশাননে ত্যাগ করে । তখনি সে হতভাগা হারা হ'ল বিভবেরে ॥  
 রামের চরণ-তলে যা'ন হরষিত মন । করিতে করিতে পথে কতইবিধ মনন ॥ ২  
 হেরিব তথায় গিয়া সে চরণ শতদল । শুকন্তের সুখদাতা অকণ অতি কোমল ॥  
 যে পদ পরশ করি' তরিল ঋষির নারী । যে চরণ দণ্ডক-কাননে পাবনকারী ॥ ৩  
 যে পদ জনক-মুতা যতনে হৃদয়ে ধরে । কপট-মুগের পিছে যা' ছুটে ধরণী 'পরে ॥  
 তরের হৃদয়-সরে সরোজ-সম যে পদ । ধস্তা ললাট মগ্ন হেরিব সে কোকনদ ॥ ৪

দৌ—যাঁহার চরণ-পাছকায় মন লাগা'য়ে ভরত র'ন ।  
 আজিকে এখনি যাইয়া নয়নে করিব তা' দরশন ॥ ৪২

চৌ—করিতে করিতে মনে প্রেম সনে এ বিচার । আসিলেন স্বরাগতি সাগরের এ-পার ॥  
 কপিগণ বিভীষণে হেরে' তথা আসিবারে । অরির বিশেষ দূত বলি' হেন মনে করে ॥ ১  
 তাহায়ে তথায় রাখি' সুগ্রীব-কাছে আসে । তাহার বারতা সব নিবেদন করে পাশে ॥  
 সুগ্রীব কহে তবে শুন প্রভু রঘুনাথ । রাবণের ভ্রাতা আসে করিবারে সাক্ষাৎ ॥ ২

ক্রীরাং কহেন সখে কিবা তব অন্তরান । কপিপতি কহে তবে শুন হে কৃপা-নিধান ॥  
 রাক্ষস-মায়া কিছু অমুমানে নাহি আসে । মায়াৰূপধারী হেথা কিসের কারণে আসে ॥ ৩  
 তথ্য লওয়ার তরে উহার হেথা উদয় । বন্দী উহাবে করা ভাল মোর মনে হয় ॥  
 তোমার বিচার করে নীতির অমুসরণ । আশ্রিত-ভয় দূর করা-ই আমার পণ ॥ ৪  
 প্রভুর বচন শুনি' হুমুমান হরষিত । ভাবে আহা আশ্রিত-বৎসল প্রভু কত ॥ ৫

দো—আশ্রিত জনে যেবা ত্যাগ করে নিজাহিত অমুমানি' ।  
 কলুষেতে ভরা সে পামর নর তা'রে হেরিলেও হানি ॥ ৪৩

চৌ—কোটি বিজ-বধ পাপ লেগে'ছে যাহার'পরে । শরণে পড়িলে সেও কেহ নাহি ত্যজে তা'রে ॥  
 আমার সমীপ-দেশে আসে জীব যেইক্ষণ । কোটি জনমের পাপ নাশ পায় সেইক্ষণ ॥ ১  
 স্বাভাবিক ভাব এই পাপাচার-রতগণে । আমার ভজনা 'পরে ভাব নাহি আসে মনে ॥  
 এ যদি প্রকৃত হ'ত হৃষ্ট-হৃদয়বান্ । আমার সমীপে তবে হইত কি আশুয়ান ॥ ২  
 নির্মল মন যা'ব সেজন আমারে পায় । কপটতা ছল-ছিজ ভাল না লাগে আমায় ॥  
 যদি সন্ধান ল'তে প্রেরে এরে দশানন । তাহাতেও হানি ভয় কিছু না করি গণন ॥ ৩  
 যত নিশাচর রহে জগত মাঝারে সখা । সবে লক্ষণ পারে নাশিতে নিমেষে একা ॥  
 আর যদি ত্রাস-ভরে লইতে আসে শবণ । প্রাণের সমান তা'রে রাখিব করি যতন ॥ ৪

দো—হাসিয়া কহেন কৃপা-নিকেতন ছ'য়েতেই আন' তা'রে ।  
 জয় প্রভু বলি' অঙ্গদ হনু- সহ চলে আনিবারে ॥ ৪৪

চৌ—সমাদরে বিভীষণে অগ্রে ল'য়ে বানর । চলিল রহেন যথা রথুপতি কৃপাকর ॥  
 দূর হ'তে বিভীষণ করে তবে দরশন । নয়নের সুখকর সেই ভাই হৃষ্টজন ॥ ১  
 আরবার শোভাধার বাম-রূপ নিরখিয়া । শুক হ'য়ে অপলকে সেদিকে রহে চাটিয়া ॥  
 প্রলয় বৃগল ভুজ্ঞ আঁখি লাল শতদল । প্রণতের ভয়হারী কলেবর সুশ্রামল ॥ ২  
 আয়ত সুন্দর উর স্বক কেশরী-সম । অমিত মদন-মনোমোহন আনন কম ॥  
 নয়নে ভরিল নীব পুলকিত হ'ল কায় । ধীরতা ধরিয়া মনে কহেন যুত্ ভাষায় ॥ ৩  
 প্রভু দশ-আননের সাহোদর এই দাস । নিশাচর-কুলে জন্ম হে ত্রাতা অমর-ত্রাস ॥  
 স্বভাবতঃ পাপ-প্রিয় তামস এ কলেবর । তমঃ 'পরে পেচকের প্রীতি যথা নিরন্তর ॥ ৪

দো—তব যশ শুনি' আসিয়াছি প্রভু ভজ্ঞন ভব-ভয় ।  
 শরণ-সুখদ আশ্রিত-হরণ রাধ' পায়ে কৃপাময় ॥ ৪৫

চৌ—এত বলি' দণ্ডবৎ নমিতে হেরিয়া তা'রে । স্বরিতে উঠেন প্রভু অতীব হরষ ভরে ॥  
 দীনভাষা শুনি' রাম মনে অতি সুখ পা'ন । বিশাল ভুজ্ঞেতে বাঁধি' আপন বুক লাগা'ন ॥ ১

ভ্রাতা সনে সন্তাধি' নিকটে বসান'ন হরি । কহেন বচন তবে ভকতের ভয়হারী ॥  
 কহ লঙ্কা-অধিপতি সহ নিজ পরিবার । কুশল ত' তব বাস কু-দেশ 'পবে তোমার ॥ ২  
 অসৎ-সমাজ মাঝে নিশিদিন তব বাস । কেমনে ধরম নিজ নির্বাহ' বারমাস ॥  
 তব বাতিনীতি সব বিদিত আছে আমার । অতি নীতিযুক্ত তুমি অনীতি বিষ তোমার ॥ ৩  
 হে তাত বরং শ্রেয় নরকেতে অবস্থান । তবু খাতা যেন খল-সমাগম নাহি দেন ॥  
 রক্ষ: কহে দাস বুদ্ধি' করিলে মোরে করুণা । হেরি' পদ নাথ এবে কুশল করি গণনা ॥ ৪

দো—শোকের আগার কামনা ত্যজিয়া রামে নাহি ভজে যবে ।  
 তদবধি শুভ স্বপনেও মনে শাস্তি না পায় জীব ॥ ৪৬

চৌ—যদবধি হৃদয়ে না নিবসেন রঘুনাথ । কটিতে তুণীর বাঁধা শর শবাসন সাথ ॥  
 তদবধি হৃদিমাঝে রহে যত পাপাশয় । লোভ মোহ অহঙ্কার মদ মান রিপুচয় ॥ ১  
 রাম-দেহ-পচকের প্রাণে স্নেহ প্রদায়িনী । মমতা-রূপিণী তমোময়া ঘোর নিশীথিনী ॥  
 তদবধি সে রজনী জীব-মনে ছে'য়ে রয় । প্রভুর প্রতাপ-রবি যদবধি অনুদয় ॥ ২  
 এখন কুশল মম মিটে'ছে ভবের ভয় । হেরিয়া কমল-পদ তোমার হে দয়াময় ॥  
 হে কৃপাল যা'র 'পরে তুমি হও অমূল্য । তাহারে না লাগে কভু ত্রিবিধ ভবের শূল ॥ ৩  
 রাক্ষস আমি অতি অধম-স্বভাবান । কভু শুভ-আচরণ কখনো না করিলাম ॥  
 যাঁহার রূপের ছবি মূনিও না ধ্যানে পান । সে প্রভু প্রীতির ভরে হৃদয়ে মোবে লাগান ॥ ৪

দো—সীমাতীন ওহো স্মৃতি আমার কৃপা মুখ-রাশি বাম ।  
 বিধাতা মহেশ-সেবিত ও পদ এ নয়নে হেরিলাম ॥ ৪৭

চৌ—রাম ক'ন শুন সখা আপন স্বভাব কই । জানেন মহেশ কাক আর উমা কৃপাময়ী ॥  
 হইলেও জোহী নর কিবা জড়ে কি চেতনে । সভয় হৃদয়ে যদি সে আসে মম শরণে ॥ ১  
 আর ত্যজে নানাছল-নিজ মদ মোহ মান । সত্তা তা'হ'লে করি তাহারে সাধু-সমান ॥  
 জনক জননী ভ্রাতা সন্তান বনিতারে । শরীর ভবন ধন সুদুহ ও পবিতারে ॥ ২  
 সবার মমতা-ভোর যে জন করি' ছেদিত । মনেরে আমার পায়ে করে দৃঢ় নিয়োজিত ॥  
 সম-দৃষ্টি রহে যা'র কিছু না কামনা রয় । না হরষ নাহি শোক মনোম'ঝে নাহি ভয় ॥ ৩  
 হেন সজ্জন মম হৃদে হেন বাস করে । হৃদয়েতে লোভী যথা ধনের লালসা করে ॥  
 তোমার সমান সাধু অতীব প্রিয় আমার । অশ্রু কাহারো তরে ধরি না এ দেহ-ভার ॥ ৪

দো—সগুণ-ভকত পরহিতে রত নীতি নিয়মেতে রতি ।  
 সে মানব মম প্রাণের সমান বিজ্ঞ-পদে যা'র প্রীতি ॥ ৪৮



চৌ—এ সব তোমার গুণ শুন লক্ষা-অধিপতি । সেহেতু তোমাতে মোর অতিশয় প্রীত মতি ॥  
 রামের বচন শুনি' কপিদল সব কয় । অপার কুপার নিধি রঘুনাথ জয় জয় ॥ ১  
 অৰণ করেন কাণে প্রভু-বাণী বিভীষণ । অৰণ-অমিয় জ্ঞানি' তিরপিত নাতি হ'ন ॥  
 চরণ-গরোজ 'পরে নিপতিত বারবার । ধরে না হৃদয়-মাঝে সেই প্রেম-পারাবার ॥ ২  
 কহেন শুনহ দেব চরাচর জগ-স্বামি । হে প্রণত-প্রতিপাল হৃদয়-অন্তরযামি ॥  
 প্রথমে আছিল কিছু বাসনা মানস-ডলে । ভাসিয়া গিয়াছে এবে প্রভু-প্রেম-নদীজলে ॥ ৩  
 এখন হে কুপাময় পাবনী তব ভকতি । দেহ দাসে শিব-মন দ্রবীভূত যাহে অতি ॥  
 'এবমন্ত' ক'তি' তবে রঘুমণি রণধীর । কহিলেন স্বরা করি' আনিতে সাগর-নীব ॥ ৪  
 কহেন যদিও সখা তব অভিলাষ নাই । অমোঘ দরশ মম ধরা মাঝে সব্বদাই ॥  
 হেন ক'তি' রাজটীকা দেন রাম বিভীষণে । প্রচুর বরমে ফুল যতেক অমরগণে ॥ ৫

দৌ—আপন বচন-	সমীরে প্রবল	রাবণের ক্রোধানলে ।
দক্ষ বিভীষণে	জুড়া'য়ে দিলেন	অথগু-তিলক ভালে ॥ ৪৯ (ক)
যে সম্পদ শিব	দেন দশাননে	দশ শির-বিনিময়ে ।
তাড়াই ঐরাম	করিলেন দান	বিভীষণে ভয়ে-ভয়ে ॥ ৫০ (খ)

চৌ—এমন প্রভুবে তাজি' যে ভঞ্জে অপরজনে । সে মানব পশু স্থির পুচ্ছ ও শিং বিনে ॥  
 আপনার দাস বুদ্ধি' আপনার করি' ল'ন । প্রভুর স্বভাব লাগে কপি-মনে বিমোহন ॥ ১

### সমুদ্রে উত্তরণের পরামর্শ

তখন সর্ব্বজ্ঞ প্রভু সবার হৃদয়-বাসী । সর্ব্বরূপধারী সব-বিরহিত ও উদাসী ॥  
 কার্য্যতরে নররূপ দমুজ-কুল ঘাতক । কহেন বচন এই নীতির প্রতিপালক ॥ ২  
 শুন কপি-অধিপতি আর লক্ষাপতি বীর । এ গভীর পারাবারে কি প্রকারে পাবো তীর ॥  
 মকর ভূজগ মীন-সকুল পারাবার । তলহীন অর্গবে তরে সে শকতি কা'র ॥ ৩  
 বিভীষণ কহে শুন হে প্রভু রঘুনাথক । কোটি হেন পারাবার-শোষক তব শায়ক ॥  
 তথাপি নীতি এ বলে আপনার কাজ-তরে । সাগর-সকাশে গিয়া মিনতি জানাও তা'রে ॥ ৪

দৌ—হে প্রভু তোমার	কুলের প্রবীণ	জলধি ক'বে উপায় ।
বিনাই প্রয়াস	ভাল কপি-সেনা	সাগরে তরিবে যা'য় ॥ ৫০

চৌ—রাম ক'ন সখা তুমি কহিয়াছ সহুপায় । দেবতা সদয় হ'লে তবে ইচ্ছা করা যায় ॥  
 এই যুক্তি লক্ষ্মণের পরাণেতে নাতি লাগে । রামের বচন শুনি' প্রাণ ভরে অন্তরযোগে ॥ ১  
 ক'ন নাথ দৈব 'পরে' ভরসা আছে বা কোন্ । মনোমাঝে ক্রোধ আন' সাগরে কর শোষণ ॥  
 কাপুরুষগণ-মনে কেবল ভরসা তা'র । 'দৈব দৈব' ব'লি তা'রা চীৎকারে বারবার ॥ ২

এ কথা শ্রবণে তাসি' ক'ন তবে রঘুবীর । তাহাই করিব মনে এখন ধরহ ধীর ॥  
 এই কথা বলি' প্রভু বুঝাইয়া অতুলেরে । সাগর-সমীপদেশে যা'ন রাম তীর'পরে ॥ ৩  
 শির অবনত করি' প্রথমে প্রণাম করি' । কুশ বিছাইয়া পরে বসিলেন তটোপরি ॥  
 বিভীষণ আসিলেন যেমনি প্রভুর পায় । সেইক্ষণে তাঁ'র পিছে রাবণ দূতে পাঠায় ॥ ৪

### রাবণের দূতের আগমন ও লক্ষ্মণের লিপি লইয়া প্রতিগমন

দো—সকল ব্যাপার নিরখিল দূত ধরি' ছলে কপি-দেহ ।  
 হৃদে প্রভু-গুণে দেয় সাধুবাদ শরণাগতের স্নেহ ॥ ৫১  
 চো—ধরি' নিজরূপ রাম-স্বভাব-মহিমা গায় । অতীব ভকতি সনে ভুলিয়া কপটতায় ॥  
 অরাতির দূত বলি' তখন কপিরা জানে । সুগ্রীব-সম্মুখে সকলে বাঁধিয়া আনে ॥ ১'  
 সুগ্রীব কহে শুনি যতেক বানরগণ । অবয়ব-হানি' করি' ঠহারে কর প্রেরণ ॥  
 সুগ্রীব-বাণী শুনি' বানর সকল ধায় । সেনাদের চারিধারে বাঁধিয়া তাঁ'রে ঘুরায় ॥ ২  
 কতই প্রকারে তাঁ'রে বানরের করে প্রহার । চীৎকার করে তবু নিস্তার নাহি তাঁ'র ॥  
 রক্ষ: তখন বলে নাসিকা কিবা শ্রবণ । রামের শপথ যদি কর মোর কর্তন ॥ ৩  
 ইহা শুনি' লক্ষ্মণ সবारे ডাকা'য়ে পাশে । বাঁধন ঘুচা'য়ে দেন স্বরিতে দয়ায় হেসে' ॥  
 ক'ন তাঁ'রে রাবণের হাতে দিও এ লিখন । আর ব'লো লক্ষ্মণের বারতা কর পঠন ॥ ৪

দো—ব'লো বাচনিক সেই মুঢ়-পাশে বারতা মম উদার ।  
 সীতা অর্পিয়া মিল' রাম সনে উদিত কাল তোমার ॥ ৫২

চো—স্বরা লক্ষ্মণ-পদে শির অবনত করি' । রাম-গুণ বর্ণিয়া চলিল সে দূত ফিরি' ॥  
 গাহিতে গাহিতে রাম-যশ ফিরে লক্ষায় । নমিত করে সে শির তখন রাবণ-পায় ॥ ১

### দূতের রাবণকে উপদেশ ও লক্ষ্মণের লিপি দান

হাসিয়া রাবণ করে জিজ্ঞাসা বিবরণ । আপন কুশল শুক নাহি কহ কি কারণ ॥  
 তাঁ'র পর সমাগত মরণ শিয়রে যা'র । সেই বিভীষণ-কথা গোচর কর আমার ॥ ২  
 লক্ষ্য ত্যজিল মুঢ় প্রভুতা করি' দলিত । এখন যবের কীটক হ'বে সেই ভাগ্যহত ॥  
 পরে কহ কপি ভালু-সেনাদের সমাচার । কালের প্রেরিত হ'য়ে আসে যা'রা ছুরাচার ॥ ৩  
 যাহাদের জীবনের বজ্রী দিবসচয় । শুধুই কোমল প্রাণ সাগরের 'পরে রয় ॥  
 তাঁ'র পর কহ মোরে তাপসত্বয়ের কথা । বড়ই আমার ডর যা'দের পরাণে গাঁথা ॥ ৪

দো—পে'য়েছি' দেখা অথবা কিরে'ছে শুনি' কাণে যশ মোর ।  
 কেন না কহিসু অরি-ভেজ বল চকিত হৃদয় তো'র ॥ ৫৩

\* যেমন সর্বদা সচিত্র কীটও নিশ্চেষ্ট হয়, সেই মত বানর-সেনার সচিত্র বিভীষণও মুহূর্ত্তে পতিত হইবে ।

চৌ—দূত কহে কৃপা করি' শুধাইলে বেইমত । ক্রোধ ত্যজি' নিবেদন শুন প্রভু সেই মত ॥  
 যেমনি অমুজ্জ্বল মিলিলা রামের সনে । দিলেন রাম খ্রীটাকা ভালে তাঁর সেইক্ষণে ॥ ১  
 রাবণের দূত আমি অরণে যথা পশিলা । বানরে বাঁধিয়া মোরে যাতনা কতট দিল ॥  
 নাসিকা অরণ মম কর্তনে উজ্জত । রামের শপথ দিতে হইল তবে বিরত ॥ ২  
 শুধাই'ছ প্রভু রাম-বাহিনীর বল কত । কহিতে না পারে মুখ হইলেও কোটিশত ॥  
 বিবিধ বরণ কপি অক্ষের সেনাগণ । বিকট-বদন তাঁ'রা সুবিশাল ও ভীষণ ॥ ৩  
 এ পুরী দহিল যোবা বহিল-তোমার স্তুতে । সে-ই হেরি ক্ষীণবল সকল কপির হ'তে ॥  
 কতবিধ নাম-ধর কুশলী রণে করাল । অগণিত করী-বল শরীর অতি বিশাল ॥ ৪

দৌ—দ্বিবিদ ময়ন্দ                      বিকট-বদন                      অঙ্গদ নল নীল ।  
 দধিমুখ শঠ                      কেশরী নিশঠ                      জাহবান্ বলশীল ॥ ৫৪

চৌ—এসব বানরের বল সুগ্রীব-সম ধরে । এইমত কোটি কোটি গণনা বা কেবা করে ॥  
 তাঁদের অহুল বল রামের করুণা-বলে । তৃণ-সম জ্ঞান করে ত্রিভুবন-মণ্ডল ॥ ১  
 শুনে'ছি আপন কাণে ওহে প্রভু দশানন । অষ্টাদশ পদ্য কপি গণনে সেনানীগণ ॥  
 হে প্রভু বাহিনী-মাঝে হেন কপি নাহি রয় । সমরে যে নাহি পারে তোমারে করিতে জয় ॥ ২  
 অতি যোয-ভরে করে করে-করে মর্দন । এখনো না করি' লাভ রামের অমুদোদন ॥  
 কহে মৌন অতি সহ শুশিষ সারা সাগর । করিব ভরাত নহে লইয়া বড় পাখব ॥ ৩  
 নিগীড়িয়া দশাননে মিশাইব ধূলি সনে । এইমত কথা কহে যতেক বানরগণে ॥  
 স্বভাবে নিভর তাঁ'রা গর্জে উজ্জ্বল হেন । অভিলষ ধরে মনে লক্ষা গ্রাসিতে যেন ॥ ৪

দৌ—স্বাভাবিক বীর                      কপি ভালু সব                      পুনঃ রাম শিরোপরে ।  
 কোটি কালে তাঁ'রা                      প্রভু লক্ষাপতি                      রণে জিনিবারে পারে ॥ ৫৫

চৌ—রামের প্রতাপ বল বুদ্ধির বিপুলতা । শতকোটি শেষ নারে কহিবারে সেই কথা ॥  
 সক্ষম এক শরে শুধিতে শত সাগর । তথাপি অমুজ্জ্বল-পাশে শুধা'ন নীতি-নাগর ॥ ১  
 ভ্রাতার বচন শুনি' পারাবার-সন্নিধানে । গমনের পথ চা'ন এমনি করুণা মনে ॥  
 দূতের বচন শুনি' হেসে' উঠে দশানন । এই বুদ্ধি তাই লয় বানর-পদে শরণ ॥ ২  
 সহজ-ভীরুর কথা করিয়া সে সপ্রমাণ । পারাবার সনে হঠ্ আচরিল অল্প-জ্ঞান ॥  
 রে মূঢ় বড়াই যথা কি করিস্ তাঁ'র আর । অরাতির বল মতি বুঝিয়াছি এইবার ॥ ৩  
 কাপুরুষ বিভীষণ যা'র মন্ত্রণাদাতা । বিজয় বিভূতি তাঁ'র জগত-মাঝারে কোথা ॥  
 রাবণ-বচন শুনি' বাড়িল দূতের ক্রোধ । পত্র বাহির করে যথা-কাল করি' বোধ ॥ ৪  
 কহে রামামুজ্জ্বল এই পত্র করিলা দান । পাঠ করাইয়া প্রভু শীতল কবচ প্রাণ ॥  
 হস্ত করি' বাম করে লইল লিপি রাবণ । সচিব ডাক'য়ে পাঠ করাইল আরম্ভন ॥ ৫

দো—কেবল কথাতে	মনেরে বুঝা'য়ে	কুলনাশ নাহি কর'।
রাম-জ্যোহী নাহি	বাঁচিবে যদিও	ত্রিমূর্ত্তি-শরণে পড়' ॥ ৫৬ (ক)
হয় ত্যজি' মান	অমুজ-সমান	হ' প্রভু-চরণ-ভূঙ্গ'।
অথবা রে খল	রাম-কোপানলে	হ' কুল-সহ পতঙ্গ ॥ ৫৬ (খ)

চৌ—লিপি শুনি' ভীত মন মুখে শুক হাসি আনি' । সবারে শুনা'য়ে কহে দশানন এই বাণী ॥  
 ধরায় পড়িয়া যথা ধরিতে চাহে আকাশ । লঘু-তাপসেরও তথা এহেন কথা-বিলাস ॥ ১  
 দূত কহে ঠিক প্রভু বচন লিখিত যথা । মানের স্বভাব ত্যজি' বুঝহ সকল কথা ॥  
 ধরহ বচন মম পরিহার করি' ক্রোধ । রামের সহিত ত্যাগ কর প্রভু এ বিরোধ ॥ ২  
 যদিও শ্রীরাম হ'ন সকল ভুবনপতি । তথাপি স্বভাব তিনি ধরেন কোমল অতি ॥  
 করিলেই সাক্ষাৎ প্রভু কৃপা করিবেন । জদি-মাঝে অপরাধ কিছু নাহি রাখিবেন ॥ ৩  
 রামেরে জনক-মুতা কর' প্রতি-অর্পণ । এই অমুরোধ প্রভু আমার কর গ্রহণ ॥  
 সীতা-অর্পণ-কথা যথা দূত মুখে নিল । অমনি তাহারে মৃত পদাঘাত প্রহারিল ॥ ৪  
 সে-ও তবে পদে তার' নমিত করিয়া শির । চলিল যথায় র'ন কৃপানিধি রঘুবীর ॥  
 শ্রীরাম করিয়া পদে জানাইল নিবেদন । রাম-করণায় পেল' মুনির গতি যেমন ॥ ৫  
 অগত্য মুনির শাপে শিব ক'ন হে ভবানি । রাক্ষস হ'য়েছিল নতুবা সে মুনি জ্ঞানী ॥  
 রামের চরণতলে শ্রমিয়া বার বার । আশ্রম পানে মুনি গেল চলি' আপনার ॥ ৬

#### সমুজ্জের উপর রামের ক্রোধ ; ও সমুজ্জের স্তব

দো—হেথা তিনদিন	হইল অতীত	সাগর কথা না মানে ।
কোপে রাম ক'ন	ভয়ের বিহনে	শ্রীতি না আসিবে মনে ॥ ৫৭

চৌ—সন্ধ্যা ল'য়ে এস মোর শর শরাসন । অগ্নি শায়কে করি সাগরে এবে শোষণ ॥  
 মিনতি মুঢ়ের পাশে কুটিলের সনে শ্রীতি । স্বভাব-কৃপণ পাশে কথা উদারতা-নীতি ॥ ১  
 মমতা-জড়িত জনে জ্ঞানের যত বচন । অতিশয় লোভী-আগে বৈরাগ্যের বিবরণ ॥  
 শান্তি ক্রোধীর কাছে কামী-আগে হরি-কথা । উত্তর ভূমিতে বীজ-বপন বিফল যথা ॥ ২  
 এত বলি' রঘুপতি জ্যা দিলেন শরাসনে । এ উপায় অতি ভাল লাগে লক্ষ্মণ-মনে ॥  
 প্রভু' হানিলেন শর করাল অতি ভীষণ । উপজিত পারাবার-হৃদয়মাঝে দহন ॥ ৩  
 মকর উরগ মীন ব্যাকুলিত অতিশয় । জলনিধি যবে জানে শ্রীশীরা দহিত হয় ॥  
 কনক-খালায় ভরি' নানা মণি-উপহার । মান ছাড়ি' আসে নিধি ধরিয়া দ্বিজ-আকার ॥ ৪

দো—কোটি যজ্ঞে কেহ	সৈচুক কদলী	কাটিগেই ফল ধরে ।
বিনয়েতে বশ	হয় নাক' নীচ	পথে আসে তিরস্কারে ॥ ৫৮

চৌ—ত্রাস ভরে প্রভু-পদ জড়াইয়া পারাবার । বলে প্রভু ক্ষমা কর অপরাধ যা' আমার ॥  
 গগন সলিল ধরা পবন ও হতাশন । স্বভাবতঃ জড়-প্রায় ইহাদের আচরণ ॥ ১  
 তব প্রেরণায় মায়া সৃষ্টির কাজ-তরে । ইহাদের বিরচিল শাস্ত্রে এ গান করে ॥  
 যাহার উপরে প্রভু-আদেশ যেমন হয় । সেভাবে থাকায় তা'রা পরাগেতে স্থখ পায় ॥ ২  
 কল্যাণ হ'ল শিক্ষা করিলে হে প্রভু দান । জীবের স্বভাব যত যদিও তোমারি দান ॥  
 তবু ঢোল মৃদ শব্দ পশু নারাগণ আর । ইহারা তাড়িত হ'তে ধরে শুধু অধিকার ॥ ৩  
 প্রভুর প্রতাপে যা'র শুকাইয়া নিশ্চয় । পারে যাবে সেনা ইহা মোর মহিমায় নয় ॥  
 অলজ্বা আদেশ তব বেদেতে ইহাই কয় । করহ তাহাই স্বরা যাহা অভিরূচি হয় ॥ ৪

দৌ—তুনি' অতিশয় বিনীত বচন স্নিতমুখে রাম ক'ন ।  
 কহ সে উপায় যাহে তাত কপি- সেনা হয় উত্তরগ ॥ ৫৯

চৌ—নাথ নলনীল নামে রহে ছুই সহোদর । বালক-বয়সকালে লাভল মুনির বর ॥  
 তাহারা পরশে যদি গিরি অতি গুরুভার । তোমার প্রতাপ-বলে সাগরে দিবে সঁতার ॥ ১  
 আমিও হৃদয়ে ধরি' তোমার প্রতাপ-বল । হইব সহায় তব আমার যেমন বল ॥  
 এই ভাবে পারাবারে করাটলে বন্ধন । ত্রিলোকে তোমার যশ হ'বে প্রভু অতুলন ॥ ২  
 এই শর হানি' মম উত্তর-ভটবানী । হনন করহ যত খল নর পাপ-রাশি ॥  
 কুপাল শুনিয়া তবে সাগরের মন-খেদ । করেন স্বরিতে রাম তাহাদের উচ্ছেদ ॥ ৩  
 রামের পৌরুষ বল করি' নিধি দরশন । হইল পলক-মাত্রে মহামুখে নিমগন ॥  
 পাণীদের সব কথা বিবরিয়া শুনাইল । পদ-বন্দনা করি' সাগর চলিয়া গেল ॥ ৪

### শ্রীরামচরিত-মাংস

ছ—সাগর ভবন করিল গমন রঘুপতি হ'ন হরষ মনে ।  
 এ চরিত-বর কলিমল-হর যথা মতি দাস তুলসী ভণে ॥  
 সুখের সদন স্থিয়ার শমন বিবাদ-দমন সুগুণ-রাশি ।  
 ওরে মৃদ মন শো'ন কীর্তন করু সদা ত্যজি' সকল আশ ॥  
 দৌ—সব মঙ্গল চির বিধায়ক রঘুপতি-গুণ গান ।  
 শুনিলে আদরে তরিবে ভবেরে নিধি বিনা জলযান ॥ ৬০

কলিযুগের সমস্ত পাপধ্বংসকারী শ্রীরামচরিত-মানসের  
 এই পঞ্চম সোপান সমাপ্ত হইল ॥



শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীজানকীবল্লভের জয়

# শ্রীরামচরিত মানস

ষষ্ঠ সোপান

লঙ্কাকাণ্ড

শ্লোক—কামারি-সেবিত রাম

যোগীশ্বর-জ্ঞানগম্য

মায়াহীন সুরেশ্বর

পদ্মাক্ষ জলদ-তমু

শঙ্খ-ইন্দু-নিভ আভা

করাল কালের সম

কাশীশ্বর যম তুমি

প্রণাম গিরিজাপতি

কৈবল্য-মোচন(ও) যিনি

আর খলে দণ্ডদাতা

ভব-ভয় দূরকারী

অজ্ঞেয় গুণের নিধি

তৎপর নিধন চুই

নৃপ-রূপ পরমেশ

অতীব সুন্দর তমু

ব্যাল-ভূষণ-ধর

কলির কলুষ-চয়ে

গুণনিধি তব পায়ে

অতীব দুর্লভ যাহা

ককন সে শিবশমু

মস্ত করী কালের কেশরী

গুণের অতীত নির্বিকার ।

একমাত্র দ্বিজ রক্ষাকারী

বন্দি আমি চরণ তোমার ॥ ১

ব্যাঘ্র-চর্ম্য কটি-আভরণ

সুরধুনী শশী-প্রিয় দেব ।

কল্যাণের করুণাময়

শ্রীশঙ্কর অরি কামদেব ॥ ২

সাধুগণে করেন প্রদান ।

মোর 'পরে বিস্তার কল্যাণ ॥ ৩

দো—রূপ ও নিমেষ

না ভজিস্ মন

যুগ পরমাণু

তেমন রামেরে

কল্প বর্ষ শর চণ্ড ।

বঁহার কাল কোদণ্ড ॥

সেতু-বন্ধন

সো—সিদ্ধ-বাণী গুন' তবে

বিলম্বে কি কাজ হবে

শুনহ তপনকুল-কেতু

তব নাম(ই) প্রভু ভব-সেতু

সচিবের ডাকিয়া প্রভু ক'ন ।

কর' সেতু বাহিনী-কারণ ॥

জান্ধবান্ কহে জুড়ি' কর ।

যা'তে ভব-পারে যায় নর ॥

চৌ—এতটুকু এ সাগর শুবিত লাগে কি ক্ষণ । মারুতি কহিল পুনঃ শুনিয়া হেন বচন ॥

প্রভুর প্রতাপ অতি ভীষণ বাড়বানল ।

শুবিয়াছিল প্রথম মহা-পয়োদধির জল ॥ ১

অরাতি-রমণীগণ-রোদনের জলধারে । লবণ-সাগর হ'য়ে আবার গিয়াছে ভ'রে ॥  
 হম্বর রহস্য ভরা বচন করি' অ্রবণ । রঘুপতি-পানে চেয়ে কপিগণ প্রীত মন ॥ ২  
 জাহ্নবান্ আবাহন করি' তবে নীল নলে । তাহাদের সব কথা যতনে বুঝা'য়ে বলে ॥  
 শ্রীরাম-প্রতাপ মনে রাখি' চির জাগরিত । নিশ্চয় কর সেতু অ্রম নাহি কিছু তাত ॥ ৩  
 তখন বানরদলে করি' কাছে আবাহন । বলে সবে মিলি' শুন মোর কিছু নিবেদন ॥  
 রাম পদ-শব্দদল রাখ' নিজ নিজ মনে । এক খেলা খেল' সবে মিলি' কপি ভালুগণে ॥৪  
 ধাও সবে ভীমকায় মহাবীর কপিগণ । আন' তরু ধরাধর করি' করি' উৎপাটন ॥  
 শুনিতেই ধায় কপি ভালু করি' হুঙ্কার । শ্রীরামের প্রতাপের করি' জয়জয়কার ॥ ৫

দো—অতি উত্তঙ্গ                      শৈল পাদপ                      হেলায় উপাড়ি' লয় ।  
 আনিয়া তা' সবে                      দেয় নল নীল                      রচে সেতু কলাময় ॥ ১

### শ্রীরাম কর্তৃক রামেশ্বরের প্রতিষ্ঠা

চৌ—বিশাল-আঁকার গিরি করে কপি আনয়ন । কন্দুক-প্রায় নল নীল করে তা' গ্রহণ ॥  
 নয়নের অভিরাম সেতুর হেরি' রচন । হাসিয়া করুণানিধি কহেন তবে বচন ॥ ১  
 অতি রমণীয় এই উত্তর মহীতল । অসীম মহিমা এর কহিতে বাণী বিকল ॥  
 এইস্থানে করিবার মহাদেব প্রতিষ্ঠিত । পরম এ অভিলষ মনোমাঝে সমুদিত ॥ ২  
 ইহা শুনি' কপিরাজ বহু দূত পাঠাইল । মুনিবর সকলেরে যতন করি' আনিল ॥  
 লিঙ্গ-স্থাপন করি' যথাবিধি পূজা হয় । রাম ক'ন হর সম কেহ মম প্রিয় নয় ॥ ৩  
 শিব-জ্যোহিজন যদি আমাব ভক্তি করে । কখনো না পায় মোরে স্বপনেও হেন নরে ॥  
 মহেশ-বিমুখ যদি ভক্তি চাহে আমার । সে নারকী মৃত আর অতি লঘু মতি তার ॥৪

দো—হরের ভক্ত                      জ্যোহ মোর 'পরে                      শিব-জ্যোহী মম দাস ।  
 এমন মানব                      , কল্প ধরি' ঘোর                      নরকে করে নিবাস ॥ ২

চৌ—রামেশ্বর মহাদেব যে করিবে দরশন । সে পা'বে আমার ধাম তমু করি' বরজন ॥  
 সুরধুনী-বারি আনি' ঢালিবে ইহায় ঘেই । সাযুজ্য করিবে লাভ পুণ্যবান্ নর সেই ॥ ১  
 কামনা-অতীত হ'য়ে যে সেবিবে ছাড়ি' হল । দিবেন মহেশ তা'রে মোর ভক্তি অবিচল ॥  
 আমার রচিত সেতু দরশন যে করিবে । আয়াস বিহনে ভব-মহাবারি সে তরিবে ॥ ২  
 রামের বচন লাগে অতি শ্রিয় সবাঁকার । আশ্রমে যা'ন ফিরে' মুনিগণ যে ষাঁহার ॥  
 হর ক'ন হে ভবানি শ্রীরামের এই রীতি । প্রণত জনের 'পরে সদাই তাঁহার প্রীতি ॥ ৩  
 বাঁধিল সাগর দৌছে নল নীল স্রুতুর । রামের কৃপায় যশে হ'ল ধরা ভরপুর ॥  
 যে উৎপল নিজে ডুবে অপর ডুবায় বাহা । তরলী-সমান ভাসে ভাসায় অপর তাতা ॥ ৪  
 সাগর-মহিমা ইহা নাহি হ'ল বর্ণিত । শৈলের গুণ নহে নহে কপি যত ॥ ৫



দো—শ্রীরঘুনাথের  
মন্দমতি সেই

অমিত প্রতাপে  
অপর প্রভুরে

সাগরে ভাসে পাষণ।  
যেবা ভঞ্জে ত্যজি'রাম ॥ ৩

সাগর উত্তরণ

চৌ—অতিশয় দৃঢ় সেতু করা হ'ল বিরচন। কৃপানিধি মনে শ্রীত করি' তাহা দরশন ॥  
চলিতে লাগিল সেনা বর্ণনা হ'বে কত। অবিরত গর্জন করে কপি-বীর যত ॥ ১  
কৃপাময় রঘুনাথ সেতু-তটে আরোহিয়া। রহিলেন অধুর প্রসার পানে চাহিয়া ॥  
পরম করুণা-মূল প্রভুব দরশ-তরে। জলচর শ্রোণী যত আসিল সলিলোপরে ॥ ২  
মকর হান্ধর নানা মীন জ্ঞাতি আর ব্যাল। যোজন যোজন শত দেহ যা'র স্তম্ভিশাল ॥  
আসিল এমন জীব তা'দের(ও) যাহারা খায়। কাহারো কাহারো ডরে তা'হারাও ভয় পায় ॥ ৩  
প্রভু-পানে চাহি'রহে সবাইলে নাহি সরে। পরাণে হরষ ভরা ভাসে সবে সুখ সরে ॥  
তা'দের কারণে জল চ'খে দেখা নাহি যায়। হরি রূপ হেরে তা'রা প্রেমের মগনতায় ॥ ৪  
প্রভুর আদেশ লভি' বাহিনী গমন করে। কপিদল কি বিপুল কে তাহা কহিতে পারে ॥ ৫

দো—সেতু 'পরে ভীড়  
জলচরগণ-

অতিশয় কপি  
'পরে আরোহিয়া

আকাশে উড়িয়া চলে।  
কতক বাহিনী চলে ॥ ৪

সুবেল পর্বতে অবস্থান ; রাবণের ব্যাকুলতা

চৌ—এইমত কোতুক করি' দৌহে দরশন। হাসিয়া চলেন কৃপাময় রাম লক্ষ্মণ ॥  
বাহিনী সহিত হ'ন লঙ্কায় উত্তরিত। কত যে সেনানী সেনা সে আর কহিব কত ॥ ১  
শিবির স্থাপনা প্রভু সাগরের পরপারে। আদেশ বানরগণে দেন রাম একেবারে ॥  
যাও সবে খাও ফল মূল অতি সুমধুর। শুনিতেই ধায় কপি ভালু সুখে ভরপুর ॥ ২  
রামের হিতের ভরে তরুগণ ফলবান্। সময় কি অসময় সে সবার নাহি জ্ঞান ॥  
ধায় সুমধুর ফল নাড়া দেয় বিটপীরে। পাহাড়ের চূড়া ভাঙ্গি' লঙ্কার পানে ছুঁড়ে ॥ ৩  
যেখানে করিতে দেখে রাক্ষসে বিচরণ। সকলে ঘেরিয়া তা'রে করে নানা জ্বালাতন ॥  
কামড়িয়া কেটে লয় নাসিকা শ্রবণদ্বয়। ছেড়ে' দেয় যবে প্রভু-গুণগান মুখে কয় ॥ ৪  
এ ভাবে যে নিশাচর হয় নালা কাণ হারা। রাবণ-সমীপে গিয়া সব কথা বলে তা'রা ॥  
সাগর ফেলে'ছে বেঁধে' একথা শ্রবণে শুনে'। রাবণ বলিয়া উঠে অতীব আকুল প্রাণে ॥ ৫

দো—সত্য কি বেঁধে'ছে  
তোয়-অধিপতি

সলিলাধিপতি  
নীর-অধিধর

জলধি সিদ্ধ বারীশ।  
উদবি পয়োধি ঈশ ॥ ৫

রাবণের প্রতি মন্দোদরীর উপদেশ

চৌ—আপনার আকুলতা আপনি করি' বিচার। ডর ত্যজি' দশানন গৃহে যায় আপনার ॥  
কাণে যবে মন্দোদরী শুনে প্রভু আসিলেন। খেলা-ছলে উত্তাল পারাবারে বাহিলেন ॥ ১

তখন ধরিয়া করে পতিরে ভবনে আনি' । কহেন তাহারে অতি মন-বিমোহন বাণী ॥  
 চরণে নমিয়া শির অঞ্চল প্রসারিয়া । ক'ন নাথ শুন কথা হৃদি-রৌষ বরজিয়া ॥ ২  
 হে প্রভু তাহারি সনে বিরোধ করা উচিত । বুদ্ধি বলে ষা'র সনে তোমার হইবে জিত ॥  
 তোমার ও রাম-মাঝে অস্থির সেইমত । জ্ঞানাকী ও দিবাকরে প্রভেদ র'য়েছে যত ॥ ৩  
 সীমাহীন বল মধু-কৈটভে যেবা মা'রে । বীরগণ-অগ্রগণ্য দিতিমুতে সংহারে ॥  
 বলিরে বাঁধিল কার্তবীৰ্য্যে যে বিনাশিল । ধরা-ভার হরিবারে সেই আসি' উত্তরিল ॥ ৪  
 তাঁ'র সনে বৈরতা করিও না প্রাণনাথ । কর্ম কাল জীব সব(ই) র'য়েছে বাঁহার হাত ॥ ৫

দো—রামের প্রদান

করি' জ্ঞানকীরে

চরণে নমিয়া মাথ ।

তনয়ের দিয়া

রাজাসন বনে

গিয়া ভজ রঘুনাথ ॥ ৬

চো—দীনজনে অতি দয়া-পরবশ রঘুরায় । শরণে আসিলে পরে শার্দূল(৬) নাহি খায় ॥  
 তোমার কামনা যত সবি ত' হ'ল পুরণ । সুরাসুর চরাচর পরশে তব চরণ ॥ ১  
 সাধুগণ এই নীতি ক'য়েছেন মহারাজ । জরায় কানন মাঝে যাওয়াই নৃপের কাজ ॥  
 তথায় ভজনা স্বামি করহ চরণ তাঁ'র । সৃজেন পালেন যিনি করেন বিনাশ আর ॥ ২  
 তিনিই সে রঘুনাথ প্রণতের হিতকারী । ভজহ তাঁহারে নাথ সব মায়া পরিহারি' ॥  
 বাঁহারে লভিতে মুন করেন কত যতন । বিরাগী হয়েন নৃপ ত্যাগ করি' রাজাসন ॥ ৩  
 তিনিই যে কোশলের অধিপতি প্রভু রাম । তোমা'রে করিতে কৃপা উপনীত গুণধাম ॥  
 যদি ওহে প্রাণপতি মান' মম এ বচন । অতি পূত যশে তব ভ'রে যা'বে ত্রিভুবন ॥ ৪

দো—এত কহি' ভরি'

হু নয়নে নীর

কম্পিতা ধরি' পায় ।

কহে ত'বে তব

ভাগ্য অচল

ভজ রাম রঘুরায় ॥ ৭

চো—রাবণ করিয়া ময়-হুহিতায় উত্তোলন । করিতে লাগিল নিজ প্রভুতার বর্ণন ॥  
 কহে প্রিয়া শুন বলি বুধা তব মনে ভয় । আমার সমান বীর জগমাঝে কেবা রয় ॥ ১  
 কুবের বরুণ কিবা পবন শমন কাল । বিজিত এ ভুজবলে যত সব দিকপাল ॥  
 দমুজ অমর নর মোর বশে সবে রয় । কি কারণে তব মনে উপজিল এই ভয় ॥ ২  
 নানাবিধি ময়-মুতা রাবণেরে বুঝাইল । রাবণ লভায় গিয়া আবার আসন নিল ॥  
 বুঝিল হৃদয়-মাঝে ময়-মুতা পরিশেষে । কাল-কবলিত তা'ই প্রাণে অভিমান আসে ॥ ৩

## রাবণ-প্রহস্ত সংবাদ

সত্য কিরিয়া করে সচিবেরে সন্মোদন । কহ অরতি'র সনে কি ভাবে হইবে রণ ॥  
 সচিব তাহাতে কহে ল'য়ে এই কথা ছার । হে প্রভু রাক্ষসপতি কি শুধা'ন বারবার ॥ ৪  
 বলুন ত', কিবা হেন হৃদি-মাঝে মহাডর । আহা'র ত' আমাদের কপি ভালু আর নয় ॥ ৫

ঘো—সবার বচন                      শুনি' প্রহস্তুঃ                      করজোড় করি' কর ।  
নীতি-অপলাপ                      করিও না প্রভু                      মন্ত্রী মুঢ় অভিষয় ॥ ৮

চৌ—চাটুকার-বাণী কহে মূর্খ সাচবগণ ।                      এ ভাবে না হ'বে কাজ-উদ্ধার কদাচন ॥  
তুধু এক কপি এ'ল বারি লজ্জন করি' ।                      আজ্ঞা আছে তা'র কথা সবাকার মন ভরি' ॥ ১  
তখন কি কা'রো নাহি ছিল কুখা-ছতানন ।                      নগর দহিতে কেন না করিল ভক্ষণ ॥  
সচিবেরা যে মন্ত্রণা শুনাইল বিধিমতে ।                      এখন শুনিতে ভাল দুখ আছে পশ্চাতে ॥ ২  
হেলায় বাঁধিল যেবা উত্তাল পারাবার ।                      সুবেল গিরিতে যেবা আনিল বাহিনী আর ॥  
বলুন ত' নর কি সে করিব বা'রে আহার ।                      বড়াই করিয়া সবে বচন কহে অসার ॥ ৩  
হে তাত বচন মম আদরে কর শ্রবণ ।                      মোরে যেন কাপুরুষ করিও না বিবেচন ॥  
শ্রবণের সুখকর শ্রিয় কথা যা'রা বলে ।                      হেন চাটু-কথা পটু বহু রহে মহীতলে ॥ ৪  
শুনিতে কঠোর বটে পরম হিত-বচন ।                      যেবা শুনে আর বলে বিরল এমন জন ॥  
প্রথমে পাঠাও দূত শুন কথা ভরা নীতি ।                      সীতারে কিরা'য়ে দিয়া কর তা'র সনে প্রীতি ॥ ৫

দৌ—বনিতারে পে'য়ে                      যদি কিরে' যায়                      বাড়ায়ো না ঝঙ্কার ।  
নহিলে সমুখ-                      সময়েতে তাত                      ক'রো খুব মারকাট ॥ ৯

চৌ—বচন আমার প্রভু যদি তব মনে লয় ।                      উভয় প্রকারে যশ হ'বে ভবে নিশ্চয় ॥  
কুপিত হইয়া কহে সূত-প্রাত দশানন ।                      হেন মতি তো'রে মুঢ় প্রদানিল কোন্ জন ॥ ১  
এখনি-ই সন্দেহ ক্ষণে হয় জাগরিত ।                      বেণু-মুলে কু-বিটপী সম তুই সমুদিত ॥  
শুনিয়া পিতার বাণী পরুষা' অতীব ঘোর ।                      আলয়ে চলিল কিরে' বচন কহি' কঠোর ॥ ২  
কাল-কবলিত জনে ঔষধ যেই মত ।                      তোমার লাগে না ভাল হিত কথা সেইমত ॥  
প্রদোষ আগত হেরি' লক্ষ্যধিপ দশানন ।                      গৃহে যায় নিজ বিংশ-ভুজ করি' দরশন ॥ ৩  
বিরাজে ভবন এক লক্ষ্য-শিখর 'পর ।                      অতি বিচিত্র রঙ্গ-ভবন মানস হর ॥  
সে ভবনে উপনীত হ'য়ে বসে দশানন ।                      সুরূ করে স্তুতিগান যত কিরুরগণ ॥ ৪  
বাজি'ছে মুরজ বাজে করতাল আর বীণা ।                      অঙ্গরাগণ নাচে নর্তন-সুপ্রবীণা ॥ ৫

দৌ—শত পুরন্দর-                      সমান নিয়ত                      রাবণ করে বিলাস ।  
অতীব প্রবল                      শিয়রে অরাতি                      তবু নাহি শোচ ত্রাস ॥ ১০

সুবেল পর্বতে চন্দ্রোদয় বর্ণন

চৌ—এদিকে সুবেল গিরি 'পরে রাম রঘুরায় ।                      উত্তরেন সহ সেনা সাগর-লহর প্রায় ॥  
উচ্চ শিখর তাহে করি' এক দরশন ।                      সমতল গুপ্ত অতি আর প্রাণ-বিমোহন ॥ ১

তরু হ'তে কিশলয় লইয়া কুমুম দল । বিছা'লেন লক্ষণ সহ নিজ পাণি' তল ॥  
 উপরে রুচির এক মণ্ডল যুগছাল- । আসনে বিরাজমান শ্রীরাম মহা কৃপাল ॥ ২  
 সুগ্রীব-ক্ৰোড় 'পরে স্থাপিত প্রভুর শির । দক্ষিণ বামপাশে রহে কাম্যু'ক ভীর ॥  
 যুগল কমল-করে শর হয় সংস্কার- । কাণে কাণে মন্ত্রণা করে বিভীষণ আর ॥ ৩  
 অতি মহা ভাগ্যবান্ অঙ্গদ বায়ু-সুত । কত-ভাবে সে চরণ-শতদল সেবা-রত ॥  
 বীরাসনে বসি' প্রভু-পশ্চাতে লক্ষণ । কটিতে তুণীর বাঁধা করে শর শরাসন ॥ ৪

দো—এই ভাবে কৃপা      রূপ-গুণ-ধাম      প্রভু রাম সমানীন ।  
 ধন্য সেই নর      এ রূপ-ধেয়ানে      যেবা রহে লৌলীন ॥ ১১ (ক)  
 পূরবে চাহিয়া      হেরিলেন প্রভু      সমুদিত শশধর ।  
 কঠেন সবাবে      দেখ শশধরে      কেশরী-সম নিডর ॥ ১১ (খ)

চো—প্রাচী-নিশি-বিরাজিত শৈলের গুহাবাসী । পরম প্রভাপ তেজ ও বিপুল বলরাশি ॥  
 মস্ত বারণ-তমঃ-শির করি' বিদারণ । সিংহ-সম শলী করে নভঃ-বনে বিচরণ ॥ ১  
 আকাশে ছড়ান' তারা মুকুতা সকলে যেন । নিখীখিনী-কামিনীর কম শৃঙ্গার-হেন ॥  
 প্রভু ক'ন কহ দেখি' মনেতে বিচার ক'রে । কিবা ওই শ্যামলিমা বিরাজিত শশধরে ॥ ২  
 সুগ্রীব কহে প্রভু মোর মতি-অমুসারে । ধরণীর ছায়া রহে নিশাকর-কলেবরে ॥  
 আঘাত করিল রাহু চাঁদরে কেহ বা কয় । তাহারি ও শ্যামলিমা সারা দেহে ছেঁয়ে রয় ॥ ৩  
 কেহ বলে রতি-মুখ বিধাতা গড়েন যবে । শলী হ'তে সার ভাগ হরিয়া নিলেন তবে ॥  
 ছিন্ন সে আকো রহে ইন্দুর ওই বৃকে । সে-পথে নভের কাল ছায়া পড়ে সব-চ'থে ॥ ৪  
 প্রভু ক'ন হলাহল ইন্দুর প্রিয় ভাই । আপন বৃকেতে তা'রে আদরে রাখিলা তাই ॥  
 হলাহল-সিকিত নিশিত কর-প্রসারি' । দহে সে বিরহ-যুত যাবতীয় নবনারী ॥ ৫

ঘো—হুম্মান কহে      শুন প্রভু তব      শশধর প্রিয় দাস ।  
 তোমার মুরতি      বৃকে গাঁথা তা'র      তা'তেই শ্রাম-আভাষ ॥ ১২ (ক)  
 পবন-সুত্তেব      বচন শ্রবণে      হাসেন রাম সুজান ।  
 দক্ষিণ-পানে      অবলোকি' প্রভু      কঠেন কৃপা-নিধান ॥ ১২ (খ)

চো—দেখ দেখ বিভীষণ দক্ষিণ দিক্-পানে । জলদ-নিবিড় ছা'য় দামিনী কেমন হানে ॥  
 মধুর মধুর কিবা ঘন করে গরণন । হয় ত' করকা কোথা হইতেছে বরণন ॥ ১  
 বিভীষণ কহে তবে শুন প্রভু কৃপাময় । নহেক তড়িৎ উহা জলধর(ও) উহা নয় ।  
 লঙ্কা-শিখর 'পরে বিলাসের নিকেতন । নৃত্যগীত উপভোগ করে তথা দশানন ॥ ২  
 জলদ-বরণ শিরে ছত্র করে বাহার । ঘন-শ্রাম ঘনঘটা-ছটা করে অশুকার ।  
 ময়-হুহিতার কাণে আভরণ বিমোহন । দামিনী-দমক সম চমকি'ছে অশু-ধন ॥ ৩

বাজিতেছে অল্পপম করতাল পাখোয়াজ । মধুর গরজ সেই শুন সুরকুল-রাজ ॥  
ঈবং হাসেন রাম হেরি' তার অভিমান । ধমুতে চড়া'য়ে জ্যা হানিলেন এক বাণ ॥ ৪

দো—হত্র মুকুট                      অতি-আভরণ                      কর্তিত এক বাণে ।  
পড়ে মহীতলে                      সবাকার আগে                      মর্ষ্য কেহ না জানে ॥ ১৩ ( ক )  
ক্রীড়া সমাপিয়া                      রামের শায়ক                      পশিল পুনঃ নিষঙ্গক ।  
রাবণ-সভায়                      সচকিত সবে                      হেরি' মচা রস-ভঙ্গ ॥ ১৩ ( খ )

চো—নাহি কাঁপে বনুমতী উতল না বাহে বায় । অথবা আয়ুধ কোন নয়নে না দেখা যায় ॥  
আপন আপন মনে সকলে করে বিচার । অশুভ নিদর্শন উদিত হ'ল অপার ॥ ১  
ত্রাসে অভিভূত সভা অবলোকি' দশানন । যুক্তির যোগে হাসি' কহিল হেন বচন ॥  
শির অর্পণে যা'র শুভ হয় নিরন্তর । মুকুট-খলনে তার অশুভ কেন এ ডর ॥ ২  
শয়ন করহ এবে নিজ নিজ বাসে গিয়া । যায় সবে গৃহে ফিরে' পদে তার প্রণমিয়া ॥  
খসিতেই ধরাজলে সোণার কাণের কুল । ময়-সুতা মনে হ'ল চিন্তা সুদৃঢ়-মূল ॥ ৩

মন্দোদরীর রাবণকে পুনর্বর্ষার উপদেশ ও রাম-মহিমা কীর্তন

সজল-নয়নে কঠে করি' দুই কর যোড় । শুন শুন প্রাণপতি কাতর মিনতি মোর ॥  
প্রিয়তম রাম-সনে এ বিরোধ পরিতর' । মামুষ ভাবিয়া হঠ' মন-মাকো নাহি ধর' ॥ ৪

দো—বিশ্বরূপ রাম                      রঘুকুল-মণি                      মান' মোর এ কথায় ।  
অবয়বে বাঁ'র                      কতই ভুবন                      বিরাজে বেদে এ গায় ॥ ১৮

চো—পাতাল চরণ বাঁ'র শিরে বিধিলোক রয়' । গণনা-অতীত ধাম রাজে কলেবরময় ॥  
জুড়ুটি-বিলাস কাল করাল সে ভয়ঙ্কর । অলকা জলদ-জাল আঁখি বাঁ'র দিবাকর ॥ ১  
নাসিকা হইয়া রহে অখিনীর হ' কুমার । আঁখির নিমেষ যেন দিবস রজনী বাঁ'র ॥  
অতি দশ দিক্ বাহা নিগম কহে বাখানি' । নিখাস বায়ু আর চারি বেদ বাঁ'র বাণী ॥ ২  
বাঁহার অধর লোভ দর্শন যম করাল । মায়ী হাসি ভুলগণ যত সব দিকপাল ॥  
মুখ বাঁ'র ছতানশন রসনা সলিলপতি । সজ্জন পালন লয় বাঁ'র শুধু ক্রিয়া-গতি ॥ ৩  
অষ্টাদশ বনম্পতি যে শরীরে রোমাবলী । অস্থি কুধর শিরা ধমনী সরিতাবলী ॥  
সাগর উদর অধঃ-অঙ্গ নিরয় যত । জগময় প্রভুরূপ-কল্পনা হ'বে কত ॥ ৪

দো—অহংকার হর                      বুদ্ধি চারিমুখ                      বিষ্ণু চিত শশী মন ।  
মানব-আকারে                      বিশ্বরূপ সেই                      রঘুকুল-বিভূষণ ॥ ১৫ ( ক )

এ বিচার করি' শুন প্রাণপতি      ত্যজ' বাদ প্রভু-সনে ।  
আমার সোহাগ      যাহাতে না যায়      শ্রীতি কর' সে চরণে ॥ ১৫ (খ)

চৌ—রাবণ হাসিল শুনি' বনিতার এ বয়ান ।      কহিল মোহের ওহো মহিমা কি বলবান ॥  
রমণীর স্বভাবেতে সত্যই সবে কয় ।      অষ্ট-প্রকার দোষ চিরদিন ছে'য়ে রয় ॥ ১  
সাহস ও মায়াজাল চপলতা মিথ্যাচার ।      অপূততা অবিবেক নিষ্ঠুরতা ভয় আর ॥  
অরাতির রূপ যাহা করিলে তা' বর্ণন ।      অতীব দারুণ ভয় করা'লে মোরে অবণ ॥ ২  
সে জগত' প্রিয়তমে আমারি রহে অধান ।      তোমারি কৃপার ভরে বুকে'ছে তব এ দীন ॥  
তব চতুরতা যত বুঝিয়াছি স্থলোচনা ।      এ ভাবে প্রতাপ মোর নিয়ত কর রটন ॥ ৩  
রহস্তে পূরিত অতি মুগ-আঁখি তব বাণী ।      বুঝিলে মূখম হয় অবণেতে ভয়-হানি ॥  
রক্ষঃ-রাণী মনোমাঝে এ দৃঢ় প্রতীতি এল ।      কাল-কবলিত পতি তা'ই ঐষ্ট মতি হ'ল ॥ ৪

দ্বৌ—এ ভাবে বিনোদ      করিতে অনেক      যামিনী পোছা'য়ে এল ।  
স্বভাব-নিউর      লঙ্কা-অধিপ      সভায় চলিয়া' গেল ॥ ১৬ (ক)  
অমৃত ঘন      বরষে যদিও      বেতসে ধরে না ফুল ।  
না মুটে চোতনা      মিলিলেও গুরু      ব্রহ্মার সমভুল ॥ ১৬ (খ)

## অজদেয় লঙ্কা গমন

চৌ—এ দিকে প্রভাত কালে জাগিলেন রঘুরায় ।      শুধা'লেন অভিমত আত্মানি' সবা'কায় ॥  
ক'ন কহ স্বরা করি' কি উপায় করা যা'বে ।      জাহ্নবান্ পদে শির নোয়া'য়ে কহিল তবে ॥ ১  
শুনহ সর্বজ্ঞ প্রভু সবার জ্ঞান-বাসি ।      বুদ্ধি বল পরাক্রম ধর্ম ও গুণ-রাশি ॥  
মন্ত্রণা কহি এই নিজ মতি অমুসারে ।      পাঠাও দুত্তের রূপে বীর বালি-সুকুমারে ॥ ২  
যুক্তি অতীব জ্ঞেয়ঃ বলি' সবে করে জ্ঞান ।      অঙ্গদ-প্রতি তবে কহেন কৃপানিধান ॥  
বল মতি গুণধাম হে বীর বালির সূত ।      লঙ্কায় যাও এবে আমার কাজেতে তাত ॥ ৩  
তোমারে অধিক ক'রে বুঝা'য়ে কি ক'ব আর ।      পরম চতুর তুমি জানা আছে তা' আমার ॥  
অরি-সনে সেই ভাবে ক'রো কথা-বিনিময় ।      যাহে যোর কাজ আর কল্যাণ তা'র হয় ॥ ৪

সৌ—প্রভুর আদেশ ধরি' শির      বালি-সূত উঠে পদে নমি' ।  
কহে গুণনিধি বীর      কৃপা রাম যা'রে কর তুমি ॥ ১৭(ক)  
আপনি সকল সব কাজ      প্রভু মোরে শুধু দেন মান  
এ কথা ভাবিয়া সুবরাজ      কুল-কায় পুলকিত-প্রাণ ॥ ১৭(খ)

চৌ—বন্দি' চরণে প্রাণে ধরিয়া প্রতাপ তাঁ'র ।      সকলে নমিয়া চলে বালির প্রিয়-কুমার ॥  
রামের প্রতাপে প্রাণ সহজ বিগত-ভয় ।      সমর-নিপুণ বীর অঙ্গদ নির্ভয় ॥ ১

করিতে প্রবেশ পুরে রাবণ-তনয়ে পায় । পুরীর সমুখে যেবা নিরত ছিল খেলায় ॥  
 কথায় কথায় বাড়ে মলিনতা হুঁহ মনে । বীরতায় অতুলন তাহে বুঝাই জনে ॥ ২  
 অঙ্গদ-প্রতি করে নিজ পদ উত্তোলন । ধরি' তা' বুঝা'য়ে কপি ধরায় করে পাতন ॥  
 রাক্ষসগণ হেরি' হেন ভয়ানক বীরে । ছুটে যে যেদিকে পায় গোল করিতেও নায়ে ॥ ৩  
 এ উহার পাশে কিছু প্রকৃত কথা না কয় । কুমারের প্রাণ-নাশ স্থির জানি' চূপ রয় ॥  
 নগর-ভিতরে শেষে কোলাহল সমুদিত । যে কপি দহিল পুরী সে পুনঃ হ'ল আগত ॥ ৪  
 অতি ভয়ে ভীত হ'য়ে সকলে করে বিচার । কে জানে বিধির মনে কিবা আছে এইবার ॥  
 কোন কথা না শুধা'য়ে দেয় পথ দেখাইয়া । যে-ই দেখে সে-ই যেন ভয়ে যায় শুকাইয়া ॥ ৫

রাবণ-অঙ্গদ সংবাদ

দৌ—সভার তোরণে উপনীত শেষে রামের চরণ স্মরি' ।  
 হেরে চারিদিক বীরকুল-চূড়া সিংহ-ধীরতা ধরি' ॥ ১৮

চৌ—বরিতে অঙ্গদ এক রাক্ষসে পাঠাইল । রাবণের সমাচার দিতে তা'র ব'লে দিল ॥  
 তা' শুনি' হাসিয়া কহে লঙ্কেশ দশানন । কোথাকার সে বানর ডেকে আন' কোন জন ॥ ১৯  
 আদেশ করিয়া লাভ অনেক দুতেরা যায় । কপি-কুঞ্জেরে ডাকি' সভায় লইয়া যায় ॥  
 অঙ্গদ দশাননে করে হেন দরশন । কঙ্কাল-গিরি যেন সজীব সহ চেতন ॥ ২  
 ভূজ মহীকুহ শির ভুধর-শিখর-প্রায় । লোমাবলী সে শরীরে যেন লতা সমুদায় ॥  
 বদন নাসিকা কিবা নয়ন অংগ আর । গিরি-কন্দরে খাদে যেন করে অহুকার ॥ ৩  
 অতি বিক্রম-বৃত্ত রণ-বীর বালি-সুত । সভায় দাঁড়া'য়ে মনে তিল নহে বিস্মিত ॥  
 অঙ্গদে হেরি' সবে আসন ছাড়িয়া উঠে । রাবণের মনোমাঝে নিদারুণ ক্রোধ জুটে ॥ ৪

দৌ—যথা মত্ত গজ-যুথের মাঝারে কেশরী চলিয়া যায় ।  
 তথা রাম-বল স্মরি' বলে অভি-বাদন করি সভায় ॥ ১৯

চৌ—শুধাইল দশানন কে তুই ওরে বানর । আমি ঈরামের দূত এল তা'র উত্তর ॥  
 পিতায় তোমায় ছিল ক্ষুদ্রতা অতিশয় । তোমার হিতের তরে তাঁ' আসি মহাশয় ॥ ১  
 উত্তম কুল-জাত পুলস্ত্য মুনির নাতি । বিধাতা মহেশে তুমি আরামিলে বহুভাঁতি ॥  
 করিয়াছ বরলাভ সকল বাসনা যত । লোকপাল নৃপগণ সবে তব পদানত ॥ ২  
 নৃপ-অভিমানবশে অথবা মোহের ভুলে । সারা জগতের মাতা জানকী হরিয়া নিলে ॥  
 অংগ করহ এবে এই মোর হিত-বাণী । সব অপরাধ তব ক্ষমিবেন রম্যুমাণি ॥ ৩  
 দশনে ধরহ তুণ কণ্ঠ 'পরে কুঠার । আপন বানতা সহ সহ নিজ পরিবার ॥  
 আদরে সীতারে ল'য়ে সবাকার পুরোভাগে । ত্যজিয়া সকল ভয় যাও ঈরামের আগে ॥ ৪

দো—প্রণত-শরণ

রঘুকুলমণি

ত্রাহি ত্রাহি এবে মোরে ।

কাতর বচন

শুনিলেই প্রভু

অভয় দিবেন তো'রে ॥ ২০

চৌ—রে কপির পুং মুখে ক'সু কথা সংযত । দেবতার অরি আমি না জানিস্ ভাগ্যহত ॥  
 বল্ তো'র নিজ নাম আর তো'র জনকের । কি ছলে হতাতা-দাবী করিস্ এ লঙ্কেশের ॥ ১  
 অঙ্গদ নাম মোর কপীশ বালি-তনয় । কখনো কি তাঁর সনে হ'য়েছিল পরিচয় ॥  
 অঙ্গদ-বাণী শুনি' কুঞ্চিত দশানন । বলে জানি বালি-নামে ছিল কপি একজন ॥ ২  
 বালির তনয় তুই অঙ্গদ নাম তো'র । ওরে কুল-বিনাশক বেগুর অনল ঘোর ॥  
 অঠরে মরণ কেন নাহি হ'ল মিছে এলি । নিজ মুখে তাপসের দূত পরিচয় দিলি ॥ ৩  
 বালির কুশল বল্ কোথা সে থাকে এখন । শুনি' অঙ্গদ হাসি' বলে তবে এ বচন ॥  
 দিন দশ গত হ'লে নিজে গিয়ে বালি-কাছে । সখারে জড়ায় বকে শুধা'যো কেমন আছে ॥ ৪  
 রাম ত্রোহ-প্রতিফলে যেমন কুশল হয় । সব সে শুনা'বে তোমা তাহাতে নাটক ভয় ॥  
 শোন্ মুচ ভেদ-নীতি তা'রি মনে পায় স্থান । ছদয়ে না ধরে যেবা রঘুবীর ভগবান্ ॥ ৫

দো—সত্য কুল-নাশ

আমি আর তুমি

পালক-কুল স্ফূজান ।

অন্ধ মুক নাহি

কহে হেন বাণী

বিশ তব আঁখি কাণ ॥ ২১

চৌ—বিধাতা মহেশ দেব মুনিগণ আর যত । বাঁ'র চরণের দাস হ'তে সবে লালায়িত ॥  
 তাঁ'র দূত হ'য়ে আমি কুল-বিনাশক হ'ব । হেন মতি ভবু হিয়া দীর্ণ না হয় তব ॥ ১  
 শুনিয়া কঠোর ভাষা অঙ্গদ-মুখ হ'তে । লঙ্কেশ কহে তবে চাহি' বন্ধ-নয়নেতে ॥  
 বে পাপি ধরম-নীতি সব অবগত মোর । তা'ই সহি আমি এই রূঢ় বাণী যত তো'র ॥ ২  
 কপি কহে জ্ঞাত আছি তব ধর্ম-আচরণ । পরের রমণী চুরি করা ওহে দশানন ॥  
 দেখে'ছি কেমন তুমি দূতগণে রক্ষাকারী । ডুবিয়া না মর' কেন ওহে ধর্ম-ব্রতধারি ॥ ৩  
 নিরখিয়া সহোদরা বিগত নাসা শ্রবণ । ধর্ম ভেবে'ই ক্ষমা ক'রো ত হে বাজন্ ॥  
 ধর্মশীলতা তব জানে সারা সংসার । তব দবশন লাভ বড় ভাগ্য এ আমার ॥ ৩

দো—কথা বলা বুধা

জড়-পশু কপি

দেখ্ এই মোর বাহ ।

লোকপাল-বল-

চাঁদেয়ে গ্রাসিতে

এরা যেন সব রাজ্ ॥ ২২ (ক)

পুনঃ নভঃ-সরে

এ কর নিরু-

কমলে করিয়া বাস ।

মরাল সমান

শোভিলা ঈশান

সহ তাঁ'র কৈলাস ॥ ২২ (খ)

চৌ—বল্ দেখি অঙ্গদ তো'দের সেনার মাঝে । আমারে ভেটিবে রণে কে এমন বীর আছে ॥  
 তো'র ত' যে প্রভু নারী-বিরহে সে বলহীন । আর যে অমুজ সেও তাঁ'র মুখে বিমলিন ॥ ১



তুই আর সুগ্রীব কুল-ক্রমঃ তুইজন । আর আছে ভ্রাতা মোর মহা ভীকু বিভীষণ ॥  
 জাহ্নবান্ মন্ত্রী আছে তবে সে স্ববির অতি । রণে উজ্জত হ'বে কোথা তা'র সে শক্তি ॥ ২  
 শিল্প-করম শুধু অবগত নল নীল । আছে বটে এক কপি যেবা মহা বলশীল ॥  
 সব-আগে হেথা আসি' নগরীয়ে যে দহিল । রাবণ-বচনে বালি-কুমার উত্তর দিল ॥ ৩  
 সত্য করিয়া বল লঙ্কাপতি দশানন । সত্যই কি সে বানর করিল পুরী দহন ॥  
 রাবণের পুরী দাহ ক্রমে এক কপি করে । সত্য বলিয়া কেবা এ কথা প্রতীত করে ॥ ৪  
 যা'রে মহাবীর বলি' বাথানিলে রক্ষঃবর । সুগ্রীবের বার্তাবহ সে ত' এক কুস্তুর ॥  
 গতি-বেগ অতি তা'র তবে সে নহেক বীর । বাবতা লইতে তা'ই পাঠা'লেন রঘুবীর ॥ ৫

দো—সত্য কি প্রভুর	বিনা অনুমতি	দহিল পুরী তোমার ।
তা'ই বুঝি রহে	লুকা'য়ে না ফিরে	সুগ্রীব-পাশে আর ॥ ২৩ (ক)
প্রকৃত ব'লেছ	সব দশ-গ্রীব	নাহি মোর এতে ক্রোধ ।
দ্বন্দ্বী তোমার	মোদের কটকে	কেহ নাহি হেন যোধ । ২৩ (খ)
প্রণয় বিরোধ	সমানে সমানে	করিতে র'য়েছে নীতি ।
মুগপতি যদি	ভেকেরে বিনাশে	হ'বে কি তাহাতে খ্যাতি ॥ ২৩(গ)
যদিও তোমারে	বধিলে রামের	লঘুতা ও বড় দোষ ।
তথাপি কঠিন	অতি দশানন	ক্ষত্র-জাতির রোষ ॥ ২৩ (ঘ)
বক্র বচন-	ধনুকের শরে	দহে কপি অগ্নি-হিয়া ।
প্রতি-উত্তর-	আযুধ রাবণ	যেন আনে বাহিরিয়া ॥ ২৩ (ঙ)
হাসি' দশানন	কহে বড় গুণ	রহে এক কপিদের ।
অনেক প্রয়াস	করে উপকারে	এরা প্রতিপালকের ॥ ২৩ (চ)

চৌ—ধনু বানবেরা যা'রা সাধিতে প্রভুর কাজ । যথায় তথায় নাচে পরিহার করি' লাজ ॥  
 নেচে-কুদে দর্শকের মনে এনে' কল্পতা । প্রভু-হিত করা তা'র ধর্মের নিপুণতা ॥ ১  
 রে অঙ্গদ প্রভুভক্ত অতীব তো'দের জাতি । কেন গান না করিবি প্রভু-গুণ এই ভাঁতি ॥  
 অতি গুণ-গ্রাণী আমি রস-বোদ্ধা সবিশেষ । এ কারণে কটুভাষে না করি অন্তিনিবেশ ॥ ২  
 অঙ্গদ কহে তবে রসবোধ-গুণ যত । সত্য পবন-সুত কহিল তা' কতমত ॥  
 অশোক-কানন নাশে বধে স্ততে পুরী দহে । তবু তোমা হ'তে তা'র কোন অপকার নহে ॥ ৩  
 তোমার সে মনোরম প্রকৃতি করি' বিচার । ঝুটতা করা হ'ল দশানন এ আমার ॥  
 যা' কিছু কহিল হুমু—তা'ই হেরিলাম নিজে । তোমারে বিরাগ লাজ কিবা রোষ না বিরাজে ॥ ৪  
 হেন মতি তা'ই খেলি পিতারে মুঢ় আপন । এতেক বচন কহি' হেসে' উঠে দশানন ॥  
 পিতারে খে'য়েছি—হ'তে তুমিও উদরসাৎ । এক কথা মনোমাঝে সন্মিল অকস্মাৎ ॥ ৫

জনক বালিরে পুত যশের ডাঙ্কন জানি' । তো'রে নাহি করি বধ রে অধম অভিমানি ॥  
 বলু'ত' রাবণ রহে কত জন এই ভবে । শুনেছি যা'দের কথা নিজ কাণে শোন্ তবে ॥ ৬  
 বলিরে জিনিতে এক রাবণ পাতালে গেল । বাজিশালে বালকেরা তা'রে বেঁধে রেখে'ছিল ॥  
 গেলিত বাসক আর করিত তা'রে প্রহার । করুণার বেশে বলি মুক্তি দিল তাহার ॥ ৭  
 অস্ত্র রাবণে এক সহস্রবাছ নেহারে । জঙ্ঘ-বিশেষ যেন এ ভাবে তাহারে ধরে ॥  
 কোতুক-ভরে রাখে ভবনেতে আপনার । তাহার পুলস্ত্য মুনি সাধিলেন উদ্ধার ॥ ৮

দো—তৃতীয়ের কথা      বলিতে বাধিছে      বালির বগলে ছিল ।  
 এ সব রাবণ-      মাঝে তুমি কোন্      সত্য না রেগে' বল' ॥ ২৪

চৌ—শোন্ মুঢ় এইজন সে—রাবণ বলবান্ । যা'র ভুজ-লীলা জানে হর-গিরি স্রমহান্ ॥  
 মহেশ-ভবানী জ্ঞাত যে জনার বীরপণা । করিল যে তাঁহাদের শির-ফুলে অর্চনা ॥ ১  
 অগণন কতবার পুজিয়াছি ধূজুটী । এ শির-সরোজ নিজ কর-যোগে উৎপাটি' ॥  
 এ ভুজের কি বিক্রম জানে তাহা দিক্‌পাল । আজ(৩) যা'র প্রাণে মুঢ় বি'ধে আছে হুখ-শাল ॥ ২  
 এই বুক কি কঠোর—দিক্-হাতী তাহা জানে । যখনি ভেটে'ছি রণে হঠে তাহাদের সনে ॥  
 তাহাদের যে দশন অটুট অশনি-প্রায় । এর সংঘাতে তাহা মূলা-সম ভেঙ্গে' যায় ॥ ৩  
 যাহাদের গতি-ভারে বহুমতী টলে হেন । লঘু তরঙ্গীর 'পরে মত্ত বারণ যেন ॥  
 সেই দশানন আমি জগত-খ্যাত প্রভাব । অলীক-প্রলাপি কাণে পশেনি মম প্রতাপ ॥ ৪

দো—সেই রাবণেরে      তুচ্ছ করিয়া      করিসু নরে বাধান ।  
 বর্কর খল      খর্ব বানর      বুঝিয়াছি তো'র জ্ঞান ॥ ২৫

চৌ—হেন শুনি অঙ্গদ কহিল সকোপ বাণী । সংঘত হ'য়ে বলু রে অধম অভিমানি ॥  
 সহস্রবাহুর বাহু-সদৃশ বন অশার । দহনে অনল সম করাল কুঠার যা'র ॥ ১  
 পরশু-সাগরতলে যা'র মহা ধর-ধার । মজ্জিত চিরতরে কত নৃপ বহুবার ॥  
 সেই ভাগব-মদ যা'রে হেরে' বিদুরিত । সে কি রে মানব হায় দশানন ভাগ্যহত ॥ ২  
 রে অজ্ঞান মদ-গর্বি মানব কি রহুমণি । মনোজ কি ধনুধারী নদী কি বে সুরধনী ॥  
 কল্প-পাদপ তরু কপিলারে গম্বু কয় । অঙ্গদান দান কি রে অমিয় কি রস হয় ॥ ৩  
 বিনতা-তনয় পাখী অহি কি সহস্রানন । বলিবি কি চিন্তামণি প্রস্তর দশানন ॥  
 বৈকুণ্ঠ কি লোক তবে ওরে অতি মন্দমতি । সে কি লাভ হ'লে লাভ অচলা রামের শ্রীতি ॥ ৪

দো—উজাড়ি' অশোক      আলাইয়া পুরী      স-সেনা দলিয়া মান ।  
 তো'র স্মৃতে বধি'      যে গেল কিরিয়া      কপি কি সে হত্মমান ॥ ২৬

চৌ—শুন দশানন —করি' কপটতা পরিহার । কেন নাহি ভজ' সেই করুণার পারাবার ॥  
 রে খল করিসু যদি শক্ততা শ্রীরামের । বাঁচা'তে শক্তি নাই ধাতার কি মহেশের ॥ ১

বুখাই করা ও মুখে শূরতার আশ্ফালন । রামের দ্রোহের ফলে হইবে দশা এমন ॥  
 মন্তক যত তব কপি-আগে ধরাওলে । রামের শরের দায় লুটাবে অতির-কালে ॥ ২  
 তখন ও শির যত কন্দুকের মত ক'রে । খেলিবে বানর ভালু মহা-উল্লাস ভরে ॥  
 রণ-শ্রাঙ্গণে কোপ করিবেন প্রভু যবে । করাল শায়ক বহু খাবিত হইবে তবে ॥ ৩  
 চলিবে কি তবে হেন শূরতার আশ্ফালন । এ বিচার করি' রঘুনায়কে কর' ভজন ॥  
 দশানন জলে' উঠে এ হেন বচন শুনে' । ঘৃতাহতি পড়ে যেন বহিমান্ হতাশনে ॥ ৪

দো—কুন্তকর্ণ-হেন ভ্রাতা বিখ্যাত তনয় বাসব-জয়ী ।  
 মোর বিক্রম পশে নাই কাণে চরাচর জগ-জয়ী ॥ ২৭

চৌ—কপি সমবেত করি'—সহায়তা লভি' তার । সাগরে বাঁধিল সেতু ইহাই প্রভুতা তার ॥  
 বিহগ ত' পারাবার পার হয় অগণন । তার' ত' না বীর হয় শোন্ কপি এ বচন ॥ ১  
 মম ভুজ-পারাবার বল-জলে ভরপূর । যাহাতে ডুবিল বহু সুর নর আর শূর ॥  
 বিংশ পয়োমি হেন অতল নাহিক পার । কে আছে এমন বীৰ্য এ'তে যে হইবে পার ॥ ২  
 দিক-পালগণে দিয়ে আমি তরা'লাম জল । শুধু এক কূপ-যশ আমারে শুনা'সু খল ॥  
 তো'র প্রভু যদি হয় সংগ্রামে ধুরন্ধর । করিস্ বাহার যশ-গাথা গান নিরন্তর ॥ ৩  
 তবে সে কি কাজে দূত করিল হেথা প্রেরণ । অরি-সনে প্রীতি-ভাবে লাজে নাহি তরে মম ॥  
 কৈলাস মধ্যে যেই জাখ' সেই বাহু মোর । তথাপি বাধান মুঢ় কারসু প্রভুর তো'র ॥ ৪

দো—রাবণ-সমান কেবা আছে বীর স্বকরে শির যে কাটি' ।  
 বহুবীর দিল আছতি হরখে সাক্ষী তার ধুক্কাটা ॥ ২৮

চৌ—যখন পুড়িতেছিল শির মোর হতাশনে । বিধির লিখন নিজ ললাটে এল নয়নে ॥  
 মরণ নরের করে এ লিপি করি' পঠন । বিধি-লিপি মিছা জানি' হাসিলাম মনে মনে ॥ ১  
 ক'রেও স্মরণ তার ত্রাস নাহি মোর মনে । হুবির বিধাতা ইহা লিখিয়াছে মন-ভ্রমে ॥  
 রে মুঢ় ভ্যজিয়া লাজ আর আপনার মান । অশ্রু বীরের বল করিস্ মোরে বাধান ॥ ২  
 অঙ্গধ কহে লাজ তব সম দশানন । জগত-মাঝারে আর ধরে না কেহ এমন ॥  
 লজ্জাশীলতা তব স্বভাবে দেখিতে পাই । নিজসুখে নিজগুণ কা'রো কাছে বলা নাই ॥ ৩  
 শির আর গিরি-কথা ইহাতে ভরা হৃদয় । তা'তে বার-কুড়ি হ'বে সে কাহিনী বা'র হয় ॥  
 হৃদয়ে গোপন ক'রে রে'খেছ বাহুর বীৰ্য্য । বা' দিয়ে জিনিয়াছিলে বলি আর কার্তবীৰ্য্য ॥ ৪  
 শোন্ ওরে মন্দমতি টের হ'ল মনে হয় । নিজ মাথা কাটিলেই অমনি কি বীর হয় ॥  
 যাহুকরে কভু কেহ বলে না ত' মহাবীর । যদিও আপন হাতে কাটে সে সারা শরীর ॥ ৫

দো—পুড়ে পতঙ্গ মোহের কারণে গর্দভ বহে ভার ।  
 বুখে' জাখ' মুঢ় না কহে তাদের বীর কেহ একবার ॥ ২৯

চৌ—দৃষ্ট অধিক আর বৃথা বাদ নাহি কর' । আমার বচন মান' মদ-তমঃ পরিহর' ॥  
 দশানন দূত হ'য়ে হেথা আসি নাই আমি । এ বিচার করি' মোরে পাঠালেন রঘুবামী ॥ ১  
 বার বার এই কথা कहিলেন কৃপাময় । শৃগালে বধিলে যশ কেশরীর নাহি হয় ॥  
 প্রভুর এ কথা রাখি' স্মরণেতে অনিবার । কঠোর বচন মুঢ় সহিয়াছি বার বার ॥ ২  
 নহে বিকৃত করি' ছার ও তব বদন । লইয়া যে'তাম সীতা করি' বল প্রদর্শন ॥  
 রে অধম জানা আছে তো'র বল অমরারি । শূন্য পথেতে হরি' আনিলি পরের নারী ॥ ৩  
 নিশাচর-রাজা তুই মুরতি সে গর্বে'র । আমি ত শুধুই দূত রঘুপতি-সেবকের ॥  
 রাম-অপমান-ডর যদি নাহি রাখিতাম । দেখিতে দেখিতে এই কৌতুক করিতাম ॥ ৪

দো—ভূমিতে আছাড়ি' সেনা হত করি' মথিয়া নগর গ্রাম ।  
 যুবতী বনিতা- গণ সহ শঠ সীতা ল'য়ে যাইতাম ॥ ৩০

চৌ—করিলেও এইমত গৌরব কিছু নাই । মৃতেরে করিলে বধ কা'র হয় কি বড়াই ॥  
 কৃপণ যে অতি মুঢ় কদাচারী কামবশ । দরিত্র নিরতিশয় স্থবির ভরা কুযশ ॥ ১  
 সদা' রোগ-পরায়ণ যোজন নিয়ত ক্রোধী । বিফল-বিমুখ বেদ সন্তুগণ-বিরোধী ॥  
 দেহই যাহার সব নিন্দুক পাপে ভরা । জীবন কালেই হয় মৃতের সমান তা'রা ॥ ২  
 এ বিচার করি' শুধু তো'রে বধ নাহি করি । রাগত আমারে আর না করিস্ স্তর-অরি ॥  
 শুনিয়া ক্রোধের ভরে कहিল রাক্ষস-নাথ । দশনে অধর কাটি' হাতে নিপীড়িয়া হাত ॥ ৩  
 রে নীচ বানর এবে মরিতে বাসনা তো'র । এ কারণে ছোট মুখে বড় কথা এত জোর ॥  
 যাহার বলেতে কটু-ভাষা মুখে বাহিরায় । বুদ্ধি প্রতাপ বল ভেজ কিছু নাহি তা'য় ॥ ৪

দো—অ-গুণ অ-মান বুঝেই ত' তা'রে পিতা দিল বনবাস ।  
 সহে তা'র দুখ যুবতী-বিরহ দিবানিশি মম জ্বাস ॥ ৩১(ক)  
 যাহার বলের অহঙ্কার তো'র হেন নরে দিনরাত ।  
 রক্ষ: কত শত করিছে আহার বোঝ ছাড়ি' পক্ষপাত ॥ ৩১(খ)

চৌ—রাম-নিন্দাবাগী যবে উচ্চারিল দশানন । ক্রোধ-মুত অভিযয় হ'ল অঙ্গদ-মন ॥  
 হরি-হরনিন্দা যেবা শ্রবণ করে শ্রবণে । গো-হনন সম পাপ লাভ করে সেই জনে ॥ ১  
 কটুকটু খোর রব করিল বানর-বর । হুই বাহুদণ্ড বলে প্রহারিল ধরা 'পর ॥  
 কম্পিতা বশুমতী সভাসদ প'ড়ে যায় । ভয়-ভূতগ্রস্ত হ'য়ে এদিকে-ওদিকে ধায় ॥ ২  
 পড়িতে সামালি' উঠে লঙ্কার অধিপতি । ভূমে গড়াগড়ি যায় মুকুট সুল্লর অতি ॥  
 কতক রাবণ শিরে বসায় পুনঃ যতনে । কতক ছুড়িয়া দেয় অঙ্গদ প্রভু-পানে ॥ ৩  
 মুকুট উড়িয়া আসে হেরিয়া কপিরা ধায় । ভাবে উচ্চা দিনমানে এ কেমন বিধি হয় ॥  
 অথবা প্রেরিল রোধে রাবণ অশনি চারি । ভীম কোপে আসে যাহা কিছুই বুঝিতে নারি ॥ ৪

হাসি' তবে প্রভু ক'ন না করিও মনে ভয় । উদ্ধা অশনি কেতু কিবা রাহ কিছু নয় ॥  
ও গুলি মুকুট দশানন-শির-আভরণ । অঙ্গদ নিক্ষেপিল করিতেছে আগমন ॥ ৫

দৌ—লক্ষ্য দিয়া হয়	ধরি' সে সকলে	এনে' রাখে প্রভু-পাশ ।
কোতুকে হেরে	ভালুকে বানরে	তপন-সম প্রকাশ ॥ ৩২ (ক)'
ওদিকে ক্রোধিত	দশানন কহে	চণ্ড ভাষায় সবে ।
ধর' ধ'রে মার	ওই বানরেয়ে	অঙ্গদ হাসে তবে ॥ ৩২ (খ)

চৌ—খলে এরে বধ করি' যত বীর বেগে যাও । খাও ভালু কপিদের যেখানে দেখিতে পাও ॥  
মৰ্কট হীন কর ধরাতল সবে গিয়ে । জীবন্ত আন ধ'রে তাপস সে ছুই ভা'য়ে ॥ ১  
তুনি' রোবে অঙ্গদ ক'রে উঠে গর্জন । লজ্জা আসে না তোর করিবারে আফালন ॥  
আত্মঘাতী হ'য়ে মরু রে নিলাজ কুলঘাতি । হেরিয়াও মোর বল ফাটে না ক' তোর ছাতি ॥ ২  
ওরে ওরে নারী-চোর ওরে ওরে কদাচারি । ওরে খল পাপ-রাশি মন্দমতি ব্যাভিচারি ॥  
সন্নিপাত রোগ বশে প্রলাপ কি ক'সু আর । কাল-কবলিত তুই রে রাক্ষস মহী-ভার ॥ ৩  
এর যথোচিত ফল আছে ধরা ভবিষ্যতে । পা'বি তাহা বানরের দারুণ চপেটাঘাতে ॥  
রাম নর ও বদনে আনিতে এ হেন বাণী । খসিয়া পড়ে না তোর রসনা রে অভিমানি ॥ ৪  
সংশয় নাহি এতে খসিবেই জিভু'তোর । মুণ্ড সহিত তবে রণ-প্রাঙ্গণে ঘোর ॥ ৫

দৌ—নর তিনি যিনি	বধেন বালিরে	একই শায়কাঘাতে ।
বিশ লোচনেও	অন্ধ রে জড়	ধিক্ ভব জনমেতে ॥ ৩৩ (ক)
তো'র শোণিতের	পিয়াসে পিয়ানী	রামের শর-নিকর ।
তাহারি কারণে	তাজিলাম তো'রে	বৃথা-ভাষি নিশাচর ॥ ৩৩ (খ)

চৌ—পারি চূর্ণ করিবারে ও দশন—রে অধম । আদেশ নাহিক দিলা মোরে সে পুরুষোত্তম ॥  
এত রোষ জাগে হ্রদে মুখ তো'র চূর্ণ করি' । লক্ষ্য উঠা'য়ে দিই সাগরে মজ্জিত করি' ॥ ১  
ডুমুর-সমান তো'র অতি ক্ষুদ্র এই লক্ষ্য । কীট-সম তো'রা তাহে রহিসু বিগত লক্ষ্য ॥  
জাতিতে বানর আমি বল খে'তে কিবা ক্ষতি । কেবল আদেশ মোরে না দিলেন সীতাপতি ॥ ২  
অঙ্গদ-ভাবে এ'ল রাবণের মুখে হাসি । কহে শিক্ষা কোথা হ'তে এ অলৌক ভাষা-রাশি ॥  
বালি ভ' কহিত না—ক' বচন এত অসার । তাপসের সাথে থেকে' শেখা এই মিথ্যাচার ॥ ৩  
প্রকৃতই মিথ্যাবাদী হ'ব বিংশ বাহু-ধারি । তো'র ওই দশ জিভু যদি না ছি'ড়িতে পারি ॥  
রাম-বল করি' মনে ক্রোধাবিত যুবরাজ । দন্তে চরণ স্থাপি' দাঁড়াল সত্তার মাঝ ॥ ৪  
কহে—যদি কেহ পদ করিতে পারে হেলন । হারিলাম সীতা রাম যা'বেন না করি' রণ ॥  
দশানন কহে—করি' সযোধন রক্ষ: বীরে । পা ধরিয়া আছাড়িয়া ফেল' ও বানরটারে ॥ ৫  
ইন্দ্রজিত আদি ছিল যত সব বলবান । বীরেরা আসন ত্যজি' উঠে অতি কুল প্রাণ ॥  
মারে টান সংহত করি' বল প্রাণপণে । নড়ে না চরণ বসে নত শিরে নিজাসনে ॥ ৬

আবার উঠিয়া টানে চরণ অমর-অরি । অ-নড় কপির পদ তেমনি হে উরগারি ॥  
মোহের বিটপী যথা কখনো কু-যোগী জন । জদয় হইতে নারে করিবারে উৎপাটন ॥ ৭

দো—মেঘনাদ-সম বীর কোটিজন উঠে হ'য়ে হরষিত ।  
টানে নাহি নড়ে কপি-পদ পুনঃ বসে করি' শির নত ॥ ৩৪ (ক)  
ক্ষিতি হ'তে তা'র উঠে না চরণ হেরি' অরি-মদ যায় ।  
কোটি-বিরতেও সাধু-মন হ'তে যথা নীতি নাহি যায় ॥ ৩৪ (খ)

চৌ—বানরের বল হেরি' মনে সবে মানে হার । আপনি রাবণ উঠে শুনি' কপি-ধিকার ॥  
ধরিতে যাইতে পদ বালির তনয় কয় । ধরিলে আমার পায়ে রক্ষা হ'বার নয় । ১  
রামের চরণ কেন না ধরিসু হেন গিয়া । শুনিয়া রাবণ ফিরে ল'য়ে কৃষ্ণিত হিয়া ॥  
তেজ-হত মুখ তা'র শ্রী সকলি অপগত । মধ্য-দিবসপ্রাণে শশধর যেইমত ॥ ২  
আনত করিয়া শির বসে গিয়া রাজাসনে । জ্ঞাত-সম্পদ যেন হেন স্নিগ্ধ-ভাব মনে ॥  
জগতের আশ্রয় যিনি সর্ব-প্রাণপতি রাম । তাঁহাতে বিমুখ যেবা পাইবে কিসে বিরাম ॥ ৩  
অকুটি-বিলাস ভরে হে ভবানি যে রামের । উপজে অথগু ভব পুনঃ নাশ হয় এর ॥  
করেন ভূগেরে বাজ বাজে পুনঃ ভূগদল । তাঁহার দূতের গণ কেমনে হ'বে বিফল ॥ ৪  
আবার বুঝায় কপি নীতি-কথা নানামত । মানিল না তা' রাবণ সে তখন কাল-গত ॥  
রিপু-মহা করি' চুর গাহি' প্রভু-গুণগান । বালির তনয় করে ইহা বলি' প্রস্থান ॥ ৫  
খেলা'য়ে খেলা'য়ে যদি না মারি সমরে, তো'রে । প্রথম হ'তেই তবে কি বড়াই করি জোরে ॥  
প্রথমই অঙ্গদ ব'ধেছে তনয়ে তা'র । এ শুনিয়া দশানন হুধিত হ'ল অপার ॥ ৬  
বীর অঙ্গদ-পণ শুনি' রক্ষের দল । অতি নিদারুণ ভয়ে হইল সবে বিকল ॥ ৭

দো—মধি' অরি-বল হরষিয়া কপি বালি-সুত বল-পুঞ্জ ।  
পুলক-শরীরে সজল নয়নে ধরে রাম-পদ-কজ ॥ ৩৫ (ক)

রাবণকে মনোবরীর পুনঃ উপদেশ দান

প্রদোষ আগত বুঝি' দশানন ভবনে গেল উদাস ।  
ময়-সুতা বহু বুঝায় রাবণে কহি' নীতি-যুত ভাষ ॥ ৩৫ (খ)

চৌ—মনেতে বিচারি' নাথ ত্যজ এই কুটমতি । রত্নপতি সনে তব রণ অশোভন অতি ॥  
রামের অচুজ এক রেখা যে টানিয়া দিল । তাহারেও লজ্জিতে শক্তি না তব ছিল ॥ ১  
বাহার দূতের এক এইমত ফিরাবলী । প্রিয়তম তা'রে রণে জিনিতে এত আকুলি ॥  
খেলায় হেলায় এ'ল লজ্জিয়া পারাবার । বানর-কেশরী প্রাণে ডর-লেশ নাহি যা'র ॥ ২

প্রহরীরে বধ করি' উজাড় করিল বন । অক্ষয়ে আঁখি-আগে করিয়া গেল নিখন ॥  
 দাহ করি' সারা পুরী ক'রে গেল ভষ্ম-শেষ । কোথায় আছিল বল-গর্ব তব এ অশেষ ॥ ৩  
 বুধা কথা-আড়ম্বর এবে নাহি শোভা পায় । আমার মিনতি ছদে ধর' রক্ষ-কুল রায় ॥  
 হে প্রভু—রামেরে যেন ভেবো না মাছুষ ব'লে । চরাচর-পতি তিনি অতুলিত তেজে বলে ॥ ৪  
 শায়কের কি প্রতাপ মারীচ বিমিত ছিল । তাহার নিষেধ তব মনে ভাল না লাগিল ॥  
 জনক-সভায় ছিল অগণিত-নরপাল । তুমিও তথায় ছিলে অতুল বলে বিশাল ॥ ৫  
 হর-কাম্বু'ক ভাঙ্গি' যবে লভে জানকীরে । তখন সমর করি' জিনিলে না কেন তাঁ'রে ॥  
 বাসব-তনয় কিছু জানে বল হে রাজন । রাখেন জীবিত করি' এক আঁখি উৎপাটন ॥ ৬  
 নয়নে হে'রৈছ স্পর্শধার কি দশা হ'ল । তথাপি তোমার মনে বিশেষ না লাজ এ'ল ॥ ৭

দো—বধিয়া বিরোধ ধর-হৃষণেরে কবন্ধে বধে হেলায় ।  
 এক শরে বধ করে যে বালিরে বুঝ' তাঁ'র মহিমায় ॥ ৩৬

চৌ—পার-হীন পারাবার বাঁধিল যেবা হেলায় । উত্তরিল। যেই প্রভু সেনা সহ স্বেভলায় ॥  
 সেই কারুণিক প্রভু দিনকর-কুল কেতু । প্রেরণ করিলা দূত তোমারি হিতের হেতু ॥ ১  
 সভার মাঝারে যেবা মথিল তোমার বল । করী-যুধ মাঝে যথা যুগপতি মহাবল ॥  
 অঙ্গদ হুহুমান্ যে প্রভুর অমুচর । রণ-সুনিপুণ বীর অতি মহা বলধর ॥ ২  
 তাঁহারে তে প্রিয়তম নর বল' বারবার । বুধাই বেড়াও বহি' মাথা মান মদ-ভার ॥  
 হা প্রভু রামের সনে টানিয়া নিলে বিরোধ । কাল-কবলিত-প্রাণে উপজে না শুভ বোধ ॥ ৩  
 দণ্ড ধরিয়া কাল কাহারেও নাহি মারে । বিচারের ধর্মমতি শুধু সে হরণ করে ॥  
 নিকটে যাহার প্রভু কাল হয় সমাগত । ভ্রম ঘনাইয়। আসে তাহার তোমারি মত ॥ ৪

দো—হুই সূত হত দক্ষ নগরী সমাপ্ত করিয়া দাঁও ।  
 কৃপানিধি রামে ভজি' প্রিয়তম সুবিমল বশ পাও ॥ ৩৭

চৌ—ভীক্ষ শায়ক-সম স্তনি' বনিতার বাণী । প্রভাত হ'তেই সভা মাঝে যায় রক্ষ-মণি ॥  
 অতি অভিমান-বশে ভয় ত্রাস সব ভুলি' । সিংহাসন 'পরে গিয়া বসে মনে মনে কুলি' ॥ ১

#### রাম-অঙ্গদ-সংবাদ

এখানে ডাকা'ন বীর অঙ্গদে রঘুনাথ ॥ আসি' পদ-শতদলে নোয়া'য় আপন মাথ ॥  
 অতীব আদরে পাশে করা'য়ে উপবেশন । কৃপাল ধরার হাসি' কহেন তবে বচন ॥ ২  
 হে বীর বালির সূত ছদে জাগে কুতূহল । জিজ্ঞাসা করি তোমা সত্য করিয়া বল' ॥  
 রাক্ষসকুল-চূড়া মহাবীর যে রাবণ । বা'র ভুজবলে ধরা গুণগান-পরায়ণ ॥ ৩  
 চারি উকীষ তাঁ'র করিলে হেথা প্রেরণ । কহ তাত কি প্রকারে হইল তাহা ঘটন ॥  
 শুনহ সর্বজ্ঞ প্রভু প্রশংসে স্মরণ । নহেক মুকুট উহা চারি গুণ রঘুবর ॥ ৪

সাম দান ভেদ দণ্ড এই চারি গুণচয় ।      রহে নৃপতির হৃদে বেদে প্রভু এই কয় ॥  
নীতি-ধরমের এই চারি পদ বিমোহন ।      এ কারণে প্রভু-পদে করে প্রজ্ঞি-আগমন ॥ ৫

দো—ধর্মহীন প্রভু-      পদে মতিহীন      নিশাচর কাল-গ্রাসে ।  
সে কারণে গুরা      তোমার চরণে      তা'রে ত্যজি' ফিরে আসে ॥ ৩৮(ক)  
চতুরতা ভরা      বচন শুনিয়া      হাসেন প্রভু উদার ।  
পরে সমাচার      দুর্গের যত      কহেন বালি-কুমার ॥ ৩৮(খ)

## যুদ্ধারম্ভ

চো—অরাতির ভেদ সব যবে হ'ল উদ্ঘাটন ।      সচিবগণেরে রাম করিলেন আবাহন ॥  
লঙ্কায় রহে চারি দুর্বার পুরদ্বার ।      কি ভাবে বা হানি দিবে সকলে কর বিচার ॥ ১  
তখন সুগ্রীব আর জাম্ববান বিভীষণ ।      দিনকর-কুল কেতু শ্রীরামের করি' স্মরণ ॥  
মন্ত্রণা স্থির করি' বিচারের সহযোগে ।      বিভাগ করিল কপি-বাহিনীকে চারি ভাগে ॥ ২  
'যোগ্য সেনা-নায়কেরে করা হ'ল নিয়োজিত ।      তখন সেনানীগণ হ'ল সবে একত্রিত ॥  
প্রভুর প্রতাপ-কথা তা'দিগে সব বুঝায় ।      গর্জন করি' যত বানর তখন ধায় ॥ ৩  
হরষিত মনে রাম-চরণে নমিয়া শির ।      গিরি-চূড়া করে ল'য়ে ধায় যত মহাবীর ॥  
গর্জে তর্জে যত ভালু আর কপীশ্বর ।      বলে জয় রঘুবীর কোশলের অধীশ্বর ॥ ৪  
যদিও জানিত গড় দুর্জয় সবমতে ।      প্রভুর প্রতাপে যায় সকলে নিভর চিতে ॥  
জলদ-জালের মত চারি দিক হ'তে ঘেরি' ।      মুখেই বাজা'তে থাকে হৃন্দুভি আর ভেরী ॥ ৫

দো—জয় রঘুপতি      জয় কপিনাথ      জয় জয় লক্ষ্মণ ।  
ভীমনাদে কপি      গরজে ঝঙ্ক      অতি ভীম পরাক্রম ॥ ৩৯

চো—সঙ্ক-ভিতরে উঠে কোলাহল অতিশয় ।      করিল প্রবণ কাণে দশানন মদ-ময় ॥  
কহে দেখ দেখ সবে বানরের স্পর্ধা কত ।      হাসি আছ্যান করে রক্ষঃ-বাহিনী যত ॥ ১  
কালের প্রেরিত হ'য়ে আসিল বানরগণ ।      রাক্ষসগণ সবে ক্ষুধার সহে তাড়ন ॥  
এ কথা কহিয়া যুট করে মহা অট্টহাস ।      কহে ধাতা আনি' দিলা গৃহেতে ভোজন-রাশ ॥ ২  
ওহে মহাবীরগণ সবে চারিদিকে যাও ।      ধরি' ধরি' কপি ভালু সকলে মিলিয়া যাও ।  
হর ক'ন উমা হেন রাবণের মদ হায় ।      টিট্টিভঃ উর্জ-পদ হইয়া যথা বুঝায় ॥ ৩  
আজ্ঞা-কামনা করি' চলে নিশাচরগণ ।      ভ্রিন্দিপাল ধর খেল করেতে করি' গ্রহণ ॥  
তোমরণ মুদগর ভীম পরশু প্রথর-ধার ।      কৃপাণ পরিঘট শূল প্রস্তর ধরি' আর ॥ ৪  
লোহিত উপলঃ দল যথা করি' দরশন ।      মাংস-আহারকারী ধায় যুট খণগণ ॥  
চক্ষু-ভাজার ক্রোধ মনেতে না আনে হায় ।      তেমনি অবুঝ যত নিশাচর খেয়ে যায় ॥ ৫



দো—কতই আশ্রয়

শর-চাপ-ধর

নিশাচর মহাবীর ।

গৃহ-চূড়া 'পরে

করে আরোহণ

কোটি কোটি রণবীর ॥ ৪০

চৌ—প্রাসাদ-উপরে চূড়া সেইমত শোভা পায় । মেরু-চূড়া 'পরে যথা জলদ বিভা' বাড়ায় ॥  
 বাজে হুন্দুভি ঢোল সমর-দামামা বাজে । রবে উৎসাহ জাগে বীরগণ-মনোমাঝে ॥ ১  
 তুরী ভেরী নিনাদিত হইতেছে অগণন । যাহা শুনে' কেটে' যায় কাপুরুষগণ-মন ॥  
 সুবিশাল-কলেবর কপি ভালু বীরদল । গিয়া নয়নেতে হেরে নিশাচর-দলবল ॥ ২  
 হেরি' কপি ভালু ধায় উঁচু নীচু নাহি জ্ঞান । পর্বত ভেদি' করে বর্ষের নির্মাণ ॥  
 কটকট রব করে—করে বীর গর্জন । দশনে অধর কাটে করে ঘোর তর্জ্জন ॥ ৩  
 এ দিকে রামের জয় ও দিকে দশাননের । জয়জয়কার সনে সুরু হয় সমরের ॥  
 রাক্ষস গিরি-চূড়া বলে নিক্ষেপ করে । লক্ষ্যে ধরিয়া কপি তা'দেরি উপরে মারে ॥ ৪

ছ—ভূধর-খণ্ড

ধরি' প্রচণ্ড

মর্কট ভালু হুর্গে মারে ।

রক্ষ:-পদ ধরি'

ভূমিতে আছাড়ি'

লাজ দেয় পরিহাসের ভরে ॥

অতি চঞ্চল—

যুবা-কপিদল

লক্ষিয়া তেজে আরোহি' গড় ।

প্রবেশি' মহলে

মহাকুতুহলে

জয় রাম-রবে তুলিছে ঝড় ॥

দো—এক এক করি'

নিশাচরে ধরি'

পলায় বানর দল ।

উপরে আপনি

রাক্ষসে নীচে

রাখি' পড়ে ধরাতল ॥ ৪১

চৌ—রামের প্রতাপ-বলে বলী শাখা-যুগ বীর । মথিতেছে নিশাচর-বীরগণে রণবীর ॥  
 চারিদিকে বানরেরা হানা দেয় গড় 'পরে । দিয়া জয় রঘুবীর প্রতাপের দিনকরে ॥ ১  
 নিশাচর-সেনাদল পলাইয়া যায় হেন । প্রবল পবন-যোগে জলদ-পটল যেন ॥  
 পুরী-মাঝে হাহাকার উঠিল নিরতিশয় । বালক রমণী রোগী-রোদন নগরীময় ॥ ২  
 সকলে মিলিয়া গালি দেয় লঙ্কা-অধিপেরে । রাজ্য করিতে যেবা ডেকে আনে মরণেরে ॥  
 পলিল রাবণ-কাণে বিচল আপন দল । তা'দের কিরা'য়ে কহে ছন্দে কোপ-দাবানল ॥ ৩  
 রণে কেহ পলাইল যদি শুনে ঘোর কাণ । করাল কৃপাণে এই যাইবে তাহার প্রাণ ॥  
 খাইল পরিল আর ভুঞ্জিল সুখ যত । সমর-ভূমিতে এবে প্রাণ প্রিয় হ'ল এত ॥ ৪  
 উগ্র বচন শুনি' সবে প্রাণে ডর পেল । লাজ পে'য়ে কোথা ভরে বীরেরা স্থিতিতে গেল ॥  
 সমরে মরণ বিনা বীরের কি শোভা হ'বে । তখন করিল ত্যাগ প্রাণের মমতা সবে ॥ ৫

দো—বহু প্রহরণ

ধরি' বীরগণ

দস্তে রণে মেতে' যায় ।

কপি ভালুগণে

করে বিচলিত

পরিষ ত্রিশূল-ধায় ॥ ৪২

চৌ—জয়েতে আতুর কপি সুরু করে পলাইতে । যদিও ভবানি তা'রা জয়ী হ'বে ভবিষ্যতে ॥  
 কেহ বলে কোথা হয় কোথা বা বালি-তনয় । বলবান্ নল নীল বিবিদ বা কোথা রয় ॥ ১

হুম্মান্-কাণে এ'ল বিকল আপন দল । পশ্চিম দ্বারে যবে ছিল সেই মহাবল ॥  
 তাঁ'র সনে মেঘনাদ করিতেছিল সমর । কঠিন সে দ্বার ভেদ করা অতি দুষ্কর ॥ ২  
 পবন-তনয়-মনে উপদ্রোহ দারুণ ক্রোধ । গর্জ্জন করে যেন কাল-সম ভীম ষোধ ॥  
 লঙ্কার গড়-চূড়ে লাকে হুহু আরোহিল । পর্বত করে ধরি' মেঘনাদে ধে'য়ে গেল ॥ ৩  
 চূর্ণ করিল রথ বিনাশিল সারথিরে । করে ভীম পদাঘাত মেঘনাদ-বক্ষোপরে ॥  
 অশ্রু সারথী তবে হেরিয়া বিকল তাঁ'রে । আলায়ে আনিল স্বরা চড়া'য়ে রথের 'পরে ॥ ৪

দো—অঙ্গদ-কাণে গেল হুম্মান্ একাকী পশে'ছে গড়ে ।  
 রণ-সুনিপুণ বালির তনয় হেলায় তাহাতে চড়ে ॥ ৪৩

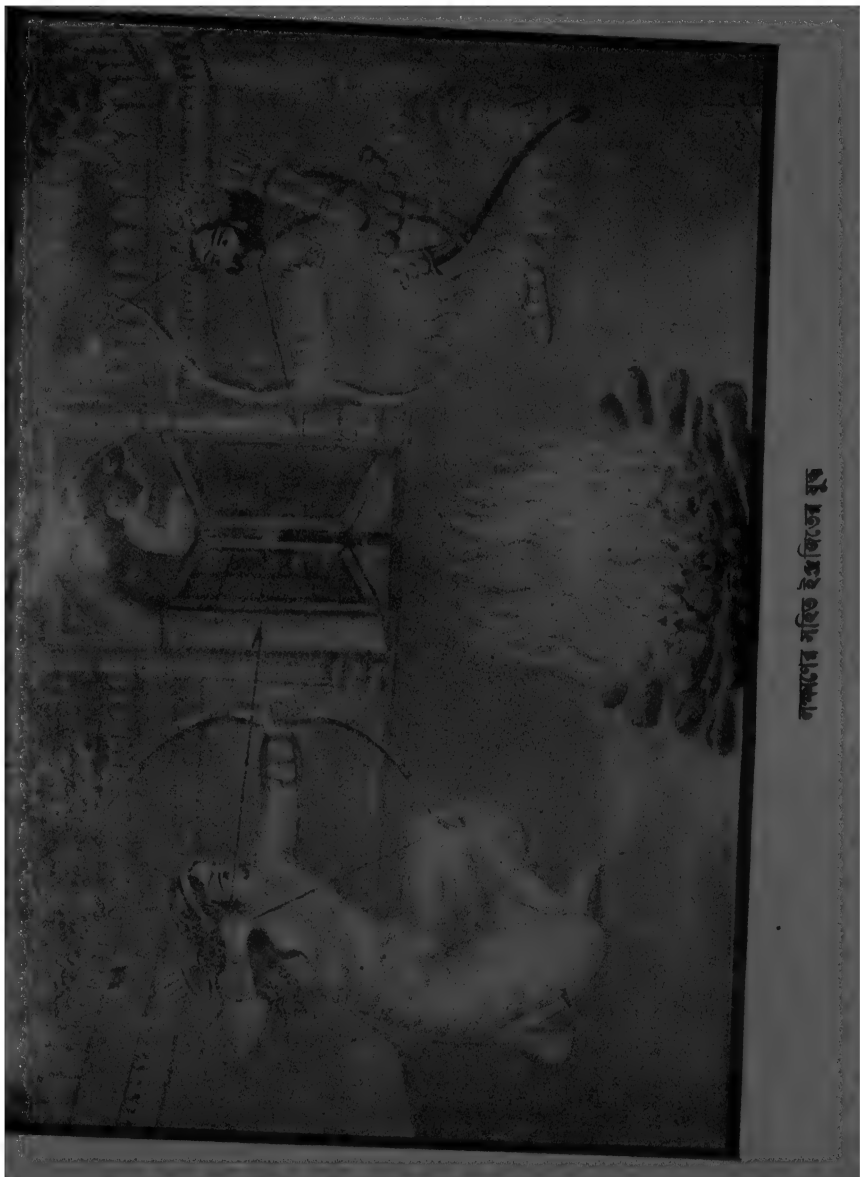
চৌ—অরাতি-বিরোধী ক্রোধ-যুত কপি দুইজন । রামের প্রতাপ-বল দ্বন্দ্বয়ে করি' স্মরণ ॥  
 আরোহণ করে গিয়া রাবণ-মহল 'পরে । কোশলের অধিপতি রামের দোহাই করে ॥ ১  
 কলস সহিত করে রাবণ-পুরীর ক্ষতি । হেরি' মনে পায় ডর রাক্ষসপতি অতি ॥  
 রমণী-নিকর করে বক্ষেতে করাঘাত । বহে হয় এবে এল বানরের উৎপাত ॥ ২  
 বানরেরা খেলা-ছলে করে ভয় প্রদর্শন । গান করে রঘুবীর-গুণগান অহু'ষণ ॥  
 তখন ধারণ করি' হেমময় স্তম্ভ সব । বলাবলি করে এস করা যাক্ উপদ্রব ॥ ৩  
 অরাতি-কটক মাঝে গর্জিয়া পড়ে গিয়া । অতি ভীম ভুজযুগে ফেলিতে থাকে মথিয়া ॥  
 কাহারেও পদাঘাত চপেট কা'রে বা মারে । বলে রামে না ভজার কল ছাপ্ এইবারে ॥ ৪

দো—ঠোকাঠকি করে একে আর সনে ছি'ড়ে' ছুড়ে' দেয় মুণ্ড ।  
 রাবণের আগে গিয়া পড়ে যেন ভগ্ন দ্বির কুণ্ড ॥ ৪৪

চৌ—মহামহা সেনানীয়ে যদি ধরিবারে পারে । পা' ধরি' টানিয়া ফেলি' দেয় প্রভু-পাশে তাঁ'রে ॥  
 বিভীষণ ব'লে দেন তাহাদের কি কি নাম । প্রদান করেন রাম তাঁ' সবারে নিজধাম ॥ ১  
 ব্রাহ্মণ-মাংস ভোজী খল মতি নিশাচরে । যোগি-বাহিত যেই গতি তাহা লাভ করে ॥  
 ভবানি কোমল-প্রাণ শ্রীরাম করুণাকর । ভাবেন ভাবে ত' মোরে অরি-ভাবে নিশাচর ॥ ২  
 এ ভাবি' পরমাগতি রক্ষণে করুণায় । দেন উমা কৃপাময় কেবা যথা রঘুরায় ॥  
 সে প্রভু এমন শুনি' যে না ভজে ত্যজি' ভ্রম । ভাগ্যহীন কুটমতি পরম সে নরাধম ॥ ৩  
 রাম ক'ন অঙ্গদ আর বীর হুম্মান্ । প্রবেশ করিল গড় মাঝে দুই বলবান্ ॥  
 লঙ্কা-মথনে দুই বীর শোভে সেইমত । মন্দর-যুগে যেন সিদ্ধ-মথনে রত ॥ ৪

দো—ভুজ-বলে অরি করিয়া দলন হেরি' দিবা অবসান ।  
 লাক মারি' অম করি' বিদুরিত আসে যথা ভগবান্ ॥ ৪৫ ৷

লক্ষণের সহিত ইন্দ্রকিতের যুদ্ধ





চৌ—প্রভু-পদ শতদল মাথায় করে ধারণ । মহাবীর হয়ে ছেবি' কুল রামের মন ॥  
 করুণা করিয়া দৌহে দৃষ্টি করেন দান । অম সব অপগত সুখ-সরে ডুবে প্রাণ ॥ ১  
 অঙ্গদ হুগু কিরে' গিয়াছে বুঝিয়া মনে । সমর হইতে কিরে কপি ভালু-বীর গণে ॥  
 প্রদোষ আসিলে সব রাক্ষস বল পায় । গাহি' রাবণের জয় কপিদল-পিছে ধায় ॥ ২  
 রাক্ষস সেনা হেরি' পুনঃ কিরে কপিদল । চারি দিকে কটুকটু রব করে অবিরল ॥  
 দু' দিক্‌ই বলবান্ করি' তা'রা আশ্ফালন । করে রণ পরাজয় নাহি মানে কোনজন ॥ ৩  
 রাক্ষস মহাবীর অসিত বরণ সবে । বিবিধ বরণ কপি সুবিশাল অবয়বে ॥  
 মহাবল দুইদল সমবল যোধগণ । কোতুক ভরে যুঝে হ'য়ে ক্রোধ-পরায়ণ ॥ ৪  
 বরষার শরভের দুই ঘন জলধর । পবন-প্রেরিত হ'য়ে করিছে যেন সমর ॥  
 অকম্পন অতিকায় এই দুই সেনাপতি । সেনা বিচলিত হেরি' প্রকাশিল মায়া অতি ॥ ৫  
 নিমেষ-ভিতরে হয় অতি ঘোর আধিয়ার । বরষে ঝধির-শিলা ভষ্ম মূঘল-ধার ॥ ৬

দৌ—দশদিকে হেরি' ঘোর আধিয়ার ত্রস্ত কপির দল ।  
 কেহ কাহারেও পায় না দেখিতে চৌকারে অবিরল ॥ ৪৬

চৌ—এর ভেদ রঘুনাথ বুঝিলেন মনে মনে । করিলেন আবাহন অঙ্গদে হুহুমনে ॥  
 সব কহি' বুঝা'লেন সমাচার রঘুবর । শুনিতেই ছুটে' গেল ক্রোধে কপি-কুঞ্জর ॥ ১  
 তখন হাসিয়া রাম তুলিলেন শরাসন । অতি দ্রুত হানিলেন অগ্নিবাগ স্তম্ভীষণ ॥  
 অমনি আলোক আগে তমঃ আর নাহি লেশ । জানোদয়ে সংশয় যেইমত হয় শেষ ॥ ২  
 আলোক পাইয়া ভালু বানর-বাহিনীগণ । হরষিত মনে ধায় অপগত ভয় জন্ম ॥  
 অঙ্গদ হুহুমান্ করে রণে গজ্জন । হুকার শুনি' ভয়ে পলায় রাক্ষসগণ ॥ ৩  
 ভূমিতে আছাড় নিশাচরে পলায়ন-পর । দেখায় কৌশল কপি ভালু অদ্ভুততর ॥  
 পদে ধরি' তাহাদের সাগর-জলে চুবায় । মকর উরগ মাছে ধরিয়া ধরিয়া ধায় ॥ ৪

দৌ—নিহত কতক কতক আহত গড়ে বা কেহ পলায় ।  
 বলে অরিদলে বিচলিত করি' কপি-ভালু গজ্জায় ॥ ৪৭

মাল্যবানের রাবণকে উপদেশ দান

চৌ—রজনীর আগমনে চারি কপি-অনৌকিনী । কিরিয়া আসিল যথা র'ন রাম রত্নমণি ॥  
 ত্রিরাম করুণা-ব'সে চাহিলেন সব-পানে । হইল বিগত-জন্ম বানরেরা লেইক্ষণে ॥ ১  
 ও দিকে সচিবগণে ডাকাইল দশানন । নিহত বীরের কথা করে সবে বর্ণন ॥  
 কহে অর্জ অনৌকিনী করে কপি সংহার । বলহ উপায় যরা কি করা যা'বে এবার ॥ ২  
 স্থবির রাক্ষস এক নাম ছিল মাল্যবান্ । রাবণের মাতামহে যুক্তি করিত দান ॥  
 কহিল বচন গুত নীতিভরা সবিশেষ । শুনহ এখন তাত কিছু মম উপদেশ ॥ ৩

জানকী হরণ করি' আনিলে যেদিন হ'তে । কত যে অন্তত হয় কেবা পারে বর্ণিতে ॥  
বেদ ও পুরাণে যাঁর গুণ-গান সদা গায় । সে রামে বিমুখ হ'লে কেহ মুখ নাহি পায় ॥ ৪

দো—হিবণ্যাক সহ	নিজ সহোদর	মধুকৈটভ আর ।
যে বধিলা সেই	কৃপানিধি প্রভু	য'রেছেন অবতার ॥ ৪৮ (ক)
কাল-রূপ ধল-	গহন-দহন	জান-ঘন গুণধাম ॥
শিব চারিমুখ	সেবেন যাঁহারে	তাঁর 'পরে তুমি বাম ॥ ৪৮ (খ)

চৌ—বিরোধ করিয়া শেষ জানকীরে ফিরে' দাও । প্রেমময় কৃপানিধি রাম-গুণ সলা গাও ॥  
মাল্যবান্-বাণী লাগে শেল সম হৃদয়েতে । কহে পোড়া-মুখ ল'য়ে চলে' যা' এখন হ'তে ॥ ১  
বধিতাম তো'রে তবে এখন হ'লি প্রাচীন । আমার সমুখে আর না আসিস্ কোনদিন ॥  
এ কথায় মাল্যবান্ করে এই অহুমান । ইহারে এবার স্থির বধিবেন ভগবান্ ॥ ২

#### লক্ষ্মণ-মেঘনাদ যুদ্ধ

চ'লে গেল মাল্যবান্ রাবণেরে গালি দিয়া । কহে তবে মেঘনাদ কোপেতে দহিত হিয়া ॥  
কালি প্রাতে দরশন ক'রো মোর গুণপনা । করিব যে কতবিধ হইবে কি বর্ণনা ॥ ৩  
পুঙ্ক-বচন শুনি' হৃদয়ে ভরসা এ'ল । স্নেহের সহিত তা'রে নিজ কোলে বসাইল ॥  
ভাবিতে ভাবিতে নিশা হ'য়ে এ'ল অবসান । চারি ঘারে পুনঃ কপি হানা দিতে আগুয়ান ॥ ৪  
দুর্গম গড়ে ঘেরে কপিরা জোঁথের ভরে । কোলাহল হয় ঘোর লঙ্কাপুরী-ভিতরে ॥  
বিবিধ আশ্রয় ল'য়ে রাক্ষসগণ ধায় । দুর্গ-উপর হ'তে গিরিচূড়া ছুড়ে' দেয় ॥ ৫

ছ—ছুড়ে' মারে কোটি	পাহাড়ের চূড়া	বিবিধ প্রকার গোলক ধায় ।
করে গরজন	অশনি যেমন	প্রলয়ের ঘেন বাদল ছা'য় ॥
হয় সমবেত	ভীম কপি যত	তহু জর-জর তবু না ফিরে ।
তুলিয়া পাথর	মারে গড়'পর	যথা তথা কত রক্ষঃ মরে ॥

দো—মেঘনাদ শুনি' হানা দে'ছে পুনঃ দুর্গের পুরোভাগে ।  
গড় হ'তে বীর নামিয়া চলিল বাজ সহিত আগে ॥ ৪৯

চৌ—বলে কোথাকোশলের অধিপতি দুই ভাই । বাণ-চালনায় যাঁর জগতে তুলনা নাই ॥  
কোথায় বা নল নীল স্ত্রীবি সে দ্বিবিদ । অজ্ঞদ হুম্মান্ মহাবল রণবিদ ॥ ১  
নিজ সহোদর-জ্যোতী কোথায় সে বিভীষণ । সবারে আজিকে ঠিক করিব বলে নিধন ॥  
এ বলিয়া শরাসনে চড়া'ল কঠিন বাণ । দারুণ কোপেতে দিল জ্বলন অবধি টান ॥ ২  
ছাড়িতে লাগিল যত নিশিত শায়ক-চয় । পক্ষ-যুত অহি সম ছুটিল আকাশময় ॥  
দেখা গেল যথা তথা ক্রুটিতে প'ড়ে বানর । সমুখে আসিতে কেহ নাহে সেই অবসর ॥ ৩

এ দিকে ও দিকে কপি পলায় ভানুক-দল । বিগত সময়-সাথ অপহৃত সব বল ॥  
সময়-ভূমিতে হেন কপি দেখা নাহি যায় । শুধু প্রাণ অবশেষ বা'দের না হ'ল হায় ॥ ৪

দো—দশ দশ শর মারে সকলে  
কেশরীর নামে গর্জি ভীষণ মেঘনাদ বলী ধীর ॥ ৫০

চৌ—ব্যাকুল বাহিনী করি' হুমান দরশন । কাল-সম ক্রোধভরে ধাবিত হ'ল তখন ॥  
মহা গিরিবর এক উপাড়িল স্বরা করি' । মহা রোষে নিক্ষেপিল তাহে মেঘনাদোপরি ॥ ১  
গিরি পড়িতেছে হেরি' আকাশে উঠি' পলায় । সারথি ও রথ বাজী চূর্ণিত হ'য়ে যায় ॥  
ধিকার দেয় তা'রে হুমান বার বার । নিকটে না আসে তবু মর্ষ জানে ইহার ॥ ২  
অবশেষে মেঘনাদ রামের নিকটে যায় । নানাবিধ কটুবাণী তাঁহারে পাণী শুনায় ॥  
বিবিধ আয়ুধ করে তাঁহার 'পরে ক্লেপণ । হেলায় করেন প্রভু সে সকলে নিবারণ ॥ ৩  
প্রভাপ হেরিয়া মৃত অতিশয় লাজ-ভরে । তাঁহার উপরে মারা ব্যাপিতে প্রয়াস করে ॥  
যেন অহি-নিপু এক করেতে করি' গ্রহণ । গরুড়ে দেখা'তে ভয় সাধ করে কোনজন ॥ ৪

দো—মহেশ বিধাতা ছোট বড় সব মোহিত মায়ায় বীর ।  
তাঁহারে ভূলা'তে আপন মায়ায় চাহে রাক্ষস ছার ॥ ৫১

চৌ—করে সে আকাশে উঠে' বরষণ অজার । ধরাভল হ'তে উঠে' বিপুল জলের ধার ॥  
কতই বিবিধ ভাঁতি পিণাচিনী ও পিণাচ । মার-কাট্ ধনি করি' করে কতবিধ নাচ ॥ ১  
মল পুষ কেশ অস্থি কথিরের ধারা আর । কখনো বরষা শিলা হ'তে থাকে বারবার ॥  
ধূলি বরষণ করি' আধার সৃজন করে । দেখিতে না পাওয়া যায় প্রসারিত নিজ করে ॥ ২  
মায়া দরশন করি' কপিরা অতি বিকল । সবারি মরণ লেখা আছে ভাবে অবিকল ॥  
কোতুক হেরি' হাসি ঈষৎ হাসিলা রাম । ভয়-ভীত সব কপি বুঝলেন গুণধাম ॥ ৩  
কাটিলেন এক শরে সব রাক্ষস-মায়া । দিনকর-করে যেন কাটে আধারের ছায়া ॥ ৪  
কপি-ভালু পানে কৃপা-চ'খে চান রঘুরায় । দাক্ষণ হইল রণ রোধিলে না রোধা যায় ॥ ৪

দো—আদেশ যাচিয়া রামের চরণে অঙ্গাদি কপি সাধ ।  
মহা ক্রোধ-ভরে যান লক্ষ্মণ শর-শরান হাত ॥ ৫২

চৌ—অরণ্য নয়ন বৃগ উর ভুজ সুবিশাল । হিমগিরি-নিত তহু তহুপরে আভা লাল ॥  
এ দিকে রাক্ষসপতি পাঠাইল বীরগণে । ধায় তা'রা কতবিধ ভীম প্রহরণ সনে ॥ ১  
পর্বত নথ পাদপেয়ে করি' প্রহরণ । জয়জয় রাম রবে ধায় কপি-বীরগণ ॥  
রাক্ষস-বানরেতে জোড়া-জোড়া রণ করে । জয়-সাধ ছ' মলের কম নহে দ্বি-পরে ॥ ২  
যুটিকা পদাঘাত দীতে করে দংশন । বিজয়ী কপিরা বধে করে ভয় প্রদর্শন ॥  
মার মার ধ্বংস ধরিয়া করু নিহত । শির চূর্ণ করি' করু ভুজভূগ উৎপাতিত ॥ ৩

নয় লোক পূর্ণ থাকে এই মহা কোলাহলে । প্রচণ্ড দেহ কত বধা তথা ছুটে বলে ॥  
 অশ্বরে করে শূর কৌতুক দরশন । কখনো বিধাদে স্মৃণে কখনো মগন মন ॥ ৪  
 দো—খাদেতে শোণিত- উপরে উড়িয়া খুলি-রাশি জমা হয় ।  
 অঙ্গার-রাশি- উপরেতে যেন ভস্ম ছাইয়া রয় ॥ ৫৩

## লক্ষ্মণের শক্তিশেল

চো—কুশুমিত কিংগুক-তরু শোভা যথা হয় । সেইমত শোভিতেছে স্নাত বীর সমুদয় ॥  
 লক্ষ্মণ-মেঘনাদ রণবীর দুই জন । মহারোষে এ উঁহারে করিলেন আক্রমণ ॥ ১  
 কাহারো-অপরে জয় করিতে নাহি শক্তি । ছল বল রাক্ষস করি'ছে রণে অ-নীতি ॥  
 কোপেতে অধীর তবে হইলেন লক্ষ্মণ । চূর্ণ করেন স্বরা সারথী ও স্তম্ভন ॥ ২  
 প্রহার বিবিধ ভাবে করিতে থাকেন শেষ \* । তাহে রাক্ষস হ'ল শুধু প্রাণ-অবশেষ ॥  
 তখন রাবণ-স্নাত করে মনে অহুমান । সঙ্কট হ'ল অরি ল'বে এবে মোর প্রাণ ॥ ৩  
 শক্তি বীর-বিঘাতিনী এত তাবি' ক্লেপ করে । তেজোময়ী শক্তি লাগে লক্ষ্মণ হ্রদি-'পরে ॥  
 ভীষণ তাহার ঘায় লক্ষ্মণের জ্ঞান যায় । তখন নিডর হ'য়ে তাঁহার নিকটে যায় ॥ ৪  
 দো—মেঘনাদ-সম শতকোটি বীরে তুলিতে প্রয়াস-করে ।  
 জগৎ-আধার শেষে কি তুলিবে লজ্জিত হ'য়ে ফিরে ॥ ৫৪

## হনুমানের স্মৃষণ বৈতকে আমরন

চো—শুন মহাদেবি যেই অনন্ত-কোপানলে । চারি-দশ লোক পারে দহন করিতে পলে ॥  
 তাঁহারে সমরে কহ জিনিতে শক্তি কা'র । সুর নর চরাচর সদা সেবা করে বাঁ'র ॥ ১  
 শ্রীরাঘের কৃপা-ঐশি যাহার উপরে হয় । এ লীলার গুঢ় ভেদ তা'রি শুধু জানা রয় ॥  
 প্রদোষ আগত হ'ল ফিরে পুনঃ দুই দল । আপন আপন অনী সামালে সেনানীদল ॥ ২  
 ব্যাপক ব্রহ্ম যিনি অজ্ঞেয় ভুবনেশ্বর । লক্ষ্মণ কোথা বলি' শুধা'ন করণাকর ॥  
 এমন সময়ে হনু লক্ষ্মণে ল'য়ে আসে । অমুজ্ঞে নিরথি' প্রভু-হ্রদি অতি হৃথে ভাসে ॥ ৩  
 জাহ্নবান্ বলে রহে স্মৃষণে ভিষক্-রাজ । কে আনিতে যায় তা'রে লঙ্কাপুরীর মাঝ ॥  
 হনুমান্ গেল তথা লঘু কলেবর ধরি' । আলয় সহিত তা'রে আনে অতি স্বরা করি' ॥ ৪

দো—রামের-চরণ- শতদলে আসি হইল স্মৃষণ নড ।  
 কহি' নাম গিরি- ভেষজের কহে গিয়া আন' বাসু-স্নাত ॥ ৫৫

## কালনেমি-রাবণ সংবাদ

চো—রাম-পদ-সরসিজ জন্মে করি' ধারণ । আশ্বাস-বাণী সনে করিল হনু গমন ॥  
 ও দিকে অনেক দূত রাবণে বারতা দিল । কালনেমি-পুরে আসি' রাবণ উদ্ভিত হ'ল ॥ ১



সবিশেষ ভেদ-কথা দশানন কহে তা'রে । শুনি' কালনেমি শির ঠুঁকে ভূমে বারে বারে ॥  
 তোমারি সমুখে যেবা করিল পুরী দহন । তা'র গতিরোধ করে আছে হেন কৌন্জন ॥ ২  
 নিজ হিত কর' করি' রত্নপতি বন্দনা । ছাড়' রক্ষেশ বুধা তব এই জ্ঞানা ॥  
 নীল-শতদল তনু, অতি কমলীয় শ্যাম । ছদ্ময়ে ধরহ রূপ নয়নের অভিরাম ॥ ৩  
 আমি তিনি মোর ত্যাগ কর তব এ মৃত্যু । মহা মোহ-যামিনীর ত্যজ' নিজা-বিকলতা ॥  
 কাল-রূপী বায়ুভুক্ বা'র পাশে পায় ক্ষয় । কভু কি তাঁহারে রণে স্বপনেও হয় জয় ॥ ৪

দ্বো—শুনি' দশানন কোপ-যুত অতি কালনেমি মনে করে ।  
 রাম-দুত-করে মরি সেও ভাল ডুবে পাপী পাপ-সরে ॥ ৫৬

## মকরী-উদ্ধার

চৌ—এত ভাবি' পথে যেতে প্রপঞ্চ করে স্বজন । নির্মাণ করে সর মন্দির উপবন ॥  
 হুম্যান্ হেরে এক পুত মুনি-আশ্রম । ভাবে করি জল পান করিবারে দূর জম ॥ ১  
 রাক্ষস রহে তথা তাপসের ছন্দবেশে । মায়াপতি-দূতে চাহে ভুলাইতে মায়াবশে ॥  
 চরণে প্রণাম করে তথা গিয়া হুম্যান্ । সূত্র করে কালনেমি শ্রীরামের গুণগান ॥ ২  
 কহে হয় মহারণ শ্রীরামে ও দশাননে । শ্রীরামের জন্মে মোর সংশয় নাহি মনে ॥  
 হেথায় থাকিয়া আমি সকলি দেখিতে পাই । জ্ঞান-দরশন-বল আমার বড়ই ভাই ॥ ৩  
 বারি যাচে হুম্যান্ দিল নিজ কমণ্ডল । কপি কহে বেশি নাই রহে অতি অল্প জল ॥  
 রক্ষ: কহে স্বরা এস করি' সরে মজ্জন । দীক্ষা-দান করি তোমা জ্ঞান হ'বে এইক্ষণ ॥ ৪

দ্বো—ধরিল চরণ আকুল মকরী সলিলে যেমনি নামে ।  
 বধিতে তাহারে দেব-দেহ ধরি' চলিল স্বরগ-ধামে ॥ ৫৭

চৌ—তোমার দরশে কপি হইলাম নিম্পাপ । এখন শুচিল তাত মুনিবর-দ্বার শাপ ॥  
 মকরী কহিল মুনি নহেক এ নিশাচর । প্রকৃত আমার কথা ধব' নিজ হৃদি 'পর ॥ ১

## কালনেমি-উদ্ধার

যেমনি অঙ্গরা গেল হুমুরে এ কথা বলি' । রাক্ষস-পাশে হুতু তখনি আসিল চলি' ॥  
 হুম্যান্ কহে মুনি আগে দক্ষিণা লহ । তা'র পর তব মন্ত্র-উপদেশে মোরে দেহ ॥ ২

\* মকরী ও কালনেমি ইন্দ্রসভার শাপগ্রস্ত অঙ্গরা ও গন্ধর্ব্ব । একদিন তাহাদের দৃত্যগীতে ইন্দ্রসভা বৃত্ত ; কিন্তু তথায় উপবিষ্ট মহর্ষি হর্লগা কোন প্রশংসা করিলেন না । ইহাতে মহর্ষিকে দৃত্যগীতে বিধরে অজ্ঞাননে কহিয়া তাহারা অকল্যাণ হাপি হামিরাছিল ; কল তাঁহারা অভিসম্পাতে অঙ্গরা মকরী ও গন্ধর্ব্ব কালনেমি রূপে পৃথিবীতে নিপতিত । উহারা মহর্ষির চরণে শাপ-যুক্তির লজ প্রার্থনা করিলে, মহর্ষি হর্লগা আদেশ করেন যে, ত্রোচামুগে বধন তদবান্ রামচন্দ্র পৃথিবীতে আসিবেন, তখন তাঁহার দূত হুম্বাদনের চরণ-স্পর্শে মকরী, ও তাহার হস্তে নিহত হইলে কালনেমির উদ্ধার হইবে । এই ভণ্ড-সন্ধান মকরী হুম্বাদীক বলিয়া দিয়াছিল ।

এ বলি' তাহার শির লান্ধলে জড়াইয়া । আছাড়িল মরে রক্ষ: নিজ তমু প্রকাশিয়া  
রাম রাম রাম বলি' ছাড়িল আপন প্রাণ । তা' শুনি' হরষ-ভরে চলে পুন: হনুমান্ ॥ ৩

### ভরতের শরে হনুমানের মূচ্ছা

হেরে হনু পৰ্ব্বতে ভেষজে চিনিতে নারে । তখন সহসা কপি উপাড়ি' লইল তা'রে ॥  
গিরি ল'য়ে নিশাযোগে নভে বায়ু-বেগে ধায় । অযোধ্যা-উপর দিয়া বানর উড়িয়া যায় ॥ ৪

দৌ—অতীব বিশাল                      নেচারি' ভরত                      রাক্ষস অহুমানি' ।  
কলক-বিশীল                      হানেন শায়ক                      অ্রবণ অবধি টানি' ॥ ৫৮

### ভরত-হনুমান সংবাদ

চৌ—মূর্ছাহি' ধরায় পড়ে ভীষণ শরের যায় । মুখে অপ করি' নাম'রাম রাম রঘুরায় ॥  
ভরত চলেন ছুটে প্রিয়-নাম শুনি' কাণে । আকুল-পর্যাণে যা'ন বানরের সন্নিধানে ॥ ১  
কাতর হেরিয়া ল'ন হনুমানে বৃকে ক'রে । উপায় করেন বহু জ্ঞান নাহি আসে ফিরে' ॥  
শুকায় ভরত-মুখ ছুখে বিচলিত মন । সজল-নয়নে তবে ভরত বচন ক'ন ॥ ২  
যে বিধি শ্রীরাম-পদে বিমুখ আমরা করে । এই নিদাক্ষণ হুখ আজি' মোর তারি তরে ॥  
কায় মন বচনের সহিত আমার যদি । রাম পদে অকপট রহে শ্রীতি নিরবধি' ॥ ৩  
রঘুপতি মোর 'পরে যদি র'ন অমুকুল । তবে যেন হয় কপি অপগত অ্রম-শূল ॥  
কহিতেই এই কথা জয় জয় রঘুপতি । বলিয়া উঠিল বসি' হনুমান ক্রুতগতি ॥ ৪

সৌ—ল'ন তা'রে হৃদি 'পরে                      পুলকিত তমু লোচনে জল ।  
জদে প্রেম নাহি ধরে                      স্মরি' রাম রঘুকুল-কমল ॥ ৫৯

চৌ—ক'ন তাত হুখনিধি রামের কহ কুশল । সহিত অমুজ মাতা জানকীর মঙ্গল ॥  
সংক্ষেপে হনু সব বিবরিল সমাচার । শুনি' অমুতাপ প্রাণে মনে খেদ অতি আর ॥ ১  
ক'ন হার দৈব কেন আমার জনম হ'ল । প্রভুর কোনই কাজে এ অধম না লাগিল ॥  
খেদের সময় নয় বৃকি' মনে ধরি' ধীর । হনুমান্ প্রীতি বাণী কহিলেন বল-বীর ॥ ২  
হে তাত বিলম্ব বড় হইবে তোমার যে'তে । প্রভাত হইয়া গেলে কার্য্য নাশ হ'বে তা'তে ॥  
পৰ্ব্বত-সনে মোর শরে কর আরোহণ । প্রেরণ তোমারে করি যথা কৃপা-নিকেতন ॥ ৩  
শুনি' হনুমান্-মনে উপজিল অভিমান । মোর ভার বহিতে কি সক্ষম হ'বে বাণ ॥  
শ্রীরাম-প্রতাপ-কথা বিচারিয়া হৃদি 'পরে । বন্দি' চরণ কপি কহে করি' জোড়করে ॥ ৪

দৌ—তোমার প্রতাপ                      হৃদে রাখি' নাথ                      দ্বরা যা'ব প্রভু-পায় ।  
এত বলি' লভি'                      ভরত-আদেশ                      নমি' হনুমান্ যায় ॥ ৬০(ক)  
ভরতের শীল                      গুণ বাহু-বল                      প্রভুতে প্রেম অপার ।  
বারবার মনে                      করিয়া বাধান                      বাই'ছে বায়ু-কুমার ॥ ৬০(খ)

ঈরানের বিলাপ

চৌ—ও দিকে জানকীমাথ হেরি' অমুজের পানে । কহেম বচন যথা কহে সব নরগণে ॥  
 অন্ধ-রাত অতিক্রম কপি না আসিল কিরে' । নিলেন অমুজে রাম আপন বৃকের 'পরে ॥ ১  
 পারিতে না কভু ভাই হেরিতে মোরে বিবল । সদাই আছিল তব যতাব অতি কোমল ॥  
 আমারি হিতের তরে বজ্রিলে পিতামাতা । সহিলে কাননে হিম তাপ বায়ু সদা দ্রোতা ॥ ২  
 তোমার সে অমুরাগ রহিল কোথা এখন । আকুলতা-ভরা কথা শুনিয়া না উঠ কেন ॥  
 যদি জানিতাম বনে তোমারে হারা'তে হ'বে । পিতার বচন নাহি পালিতাম কভু তবে ॥ ৩  
 তনয় বিভব নারী ভবন ও পরিবার । আসে যায় এরা সব এ জগতে বারবার ॥  
 কিন্তু জগত মাঝে ভাই আর মিলে না ত' । এ বিচার করি' মনে হও তাত জাগরিত ॥ ৪  
 পক্ষ বিহনে খণ্ড যেমন অতীব দীন । কর বিনা করী আর ফণী হ'লে মণি-হীন ॥  
 তেমনি জীবন মম ভাই তোমা হারাইয়ে । জড় দৈব যদি রাখে মোরে এবে বাঁচাইয়ে ॥ ৫  
 জায়া-উদ্ধার হেতু হারাইয়া অমুজেরে । কোন্ মুখ ল'য়ে পুনঃ অযোধ্যায় যা'ব কিরে' ॥  
 সেও ভাল অপযশ সহিতাম জগময় । বনিভারে হারাইলে তাহে ক্ষতি বেশী নয় ॥ ৬  
 এবে ঘোর অপযশ আর শোক তব তরে ॥ কঠোর হিয়ারে হ'বে অনিবার সহিবারে ॥  
 তব জননীর তুমি একমাত্র সুকুমার । তুমিই কেবল তাত তাঁহার জীবনাধার ॥ ৭  
 ধরিয়া তোমার হাত করিলেন সমর্পণ । সব বিধি হিতকর সুখদ করি' গগন ॥  
 কি উত্তর দিব তাঁ'রে কিরে গিয়ে অযোধ্যায় । উঠি' মোরে কেন নাহি শিখাইয়া দাও হায় ॥ ৮  
 চিন্তা কতই তাঁ'র যিনি চিন্তা-বিমোচন । বয়সে আসার ছই রাজীব-দল লোচন ॥  
 উমা এক খণ্ডহীন প্রভু রাম সনাতন । ভকতে কৃপায় তাঁ'র নরলীলা আচরণ ॥ ৯

হনুমানের প্রত্যাবর্তন

সৌ—প্রভুর বিলাপ শুনি' কাণ  
 হেন কালে আসে হনুমান্  
 কপিদের প্রাণে দারুণ বাজে ।  
 বীররস যথা করুণ-মাঝে ॥ ৬১

চৌ—পুলকিত হ'য়ে রাম মিলিলেন হনুমানে । পরম সজ্জন প্রভু কৃতজ্ঞতা-ভরা প্রাণে ॥  
 ভিষক্ দ্রবিত তবে সমাপিল প্রতিকার । পুলকিত লক্ষ্মণ বসেন উঠি' আবার ॥ ১  
 করেন জ্বদরে ধরি' অমুজে প্রভু আদর । স্বাক্ষ কপির দলে সুখের বহে লহর ॥  
 যেভাবে ভিষকে হনু ক'রেছিল আনয়ন । আবার সেভাবে তা'রে লইল পুনঃ ভবন ॥ ২

কুন্তকর্ণের আগরণ

এ বারতা পহ'ছিল গিয়া দশানন-কাণে । অতীব বিবাদে শিরে বারবার কর হানে ॥  
 ব্যাকুল হইয়া যায় কুন্তকর্ণ-পাশে । বিবিধ যতনে তা'র ঘূমের জড়তা নাশে ॥ ৩  
 উঠে' বসে নিশাচর তাহারে দেখায় চেম । শরীর ধরিয়া কাল উঠিয়া বসেছে যেন ॥  
 শুধাইল রাবণেরে নিশাচর হে রাজন্ । শুক বদন তব হেরি এবে কি কারণ ॥ ৪

সব কথা কহে তবে মহামানী দশানন ।      যে প্রকারে জানকীরে আনিব করি' হরণ ॥  
 কহে তাত বানরেরা বঁধেছে রাক্ষসগণে ।      মহা মহাবীরগণে নিধন ক'রেছে রণে ॥ ৫  
 হুম্বুধ সুররিণু নরাহারী যতজন ।      মহা বিক্রম বীর অতিকায় অব্যপন ॥  
 মহোদর আদি যত আমাদের ছিল বীর ।      নিপতিত সংগ্রামে সেই সব রণধীর ॥ ৬

### কুন্তকর্ণের রাবণকে উপদেশ দান

দো—দশানন-বাণী      শুনিয়া কুন্ত      সখেদে কহে বচন ।  
 ঈগত-মাতারে      হরি' আনি এবে      কল্যাণ চাহে মন ॥ ৬২

চো—উত্তম কাজ ইহা না করিলে হে রাজন ।      এখন আসিয়া মোরে আগাইলে কি কারণ ॥  
 এখন-ও পরিত্যাগ করি' ওই অভিমান ।      রামের ভজনা কর হ'বে তব কল্যাণ ॥ ১  
 হুম্বান্ দাস সম করে বাঁ'র পদে নতি ।      সে রামে কি নর মনে ভাব' নিশাচরপতি ॥  
 হায় হায় ভাই তুমি কুকাঙ্ক ক'রেছ ঘোর ।      আসি' কহিলে না কেন প্রথমেই কাছে মোর ॥ ২  
 বিধাতা মহেশ দেব প্রভৃতি সেবক বাঁ'র ।      বিরোধ এনে'ছ টেনে' সে পরম দেবতার ॥  
 দেবরি কহিলা মোরে গুঢ় যে জান-বচন ।      কহিতাম তোমা তাই কিন্তু এবে অকারণ ॥ ৩  
 এখন আমরা তাত দাও গাঢ় আলিঙ্গন ।      গিয়া দরশনে করি সফল নিজ লোচন ॥  
 ত্রিতাপ-মোচনকারী নিরখি গিয়া নয়নে ।      শ্রাম-তত্ত্ব সুরসিঙ্গ-নয়ন জীবন-ধনে ॥ ৪

দো—রাম-রূপ গুণ      করিয়া স্মরণ      নিমেষ তরে বিলীন ।  
 পরেতে বাচিল      সুরা কোটি ঘট      মহিষ গণনাহীন ॥ ৬৩

### বিভীষণ-কুন্তকর্ণ সংবাদ

চো—মহিষ আহার করি' মদিরা ঢালি' গলায় ।      পরে সিংহনাদ করে বজ্রাঘাত-রব যা'য় ॥  
 মস্ত সমর-মদে মদিরায় লৌলীন ।      দুর্গ ভাঙ্গিয়া চলে একাকী সেনা-বিহীন ॥ ১  
 তা' দেখিয়া বিভীষণ আগুয়ান হ'য়ে এ'ল ।      চরণে পতিত হ'য়ে নিজ নাম শুনাইল ॥  
 অমুখে তুলিয়া বকে করে তা'য় আলিঙ্গন ।      শ্রীরাম-ভকত জানি' তা'র 'পরে প্রীত মন ॥ ২  
 বিভীষণ কহে তাত হিত-বাণী কহা-দোষে ।      পদাঘাত দশানন ক'রেছিল মোরে রোষে ॥  
 আনিয়াছি সে গ্রানির কারণে প্রভুর কাছে ।      দীন হেরি' দাস তাঁ'র প্রসন্নতা লভিয়াছে ॥ ৩  
 ওন ভাই এবে কাল-কবলিত দশানন ।      পরা-শিক্ষা আর কতু লইবে কি সে এখন ॥  
 যত্ন রে বিভীষণ তো'রে বলিহারী যাই ।      রক্ষ:কুল-বিভূষণ হ'য়েছিস তুই ভাই ॥ ৪  
 হে জাত: তুমিই কুল করিলে যশে উজল ।      তজ্জলে স্রুথের নিধি রাম-পদ-শতদল ॥ ৫

দো—কায় বাহু মনে      কপটতা ছাড়ি'      ভ'জো রাম রণধীর ।  
 কাল-বশ আমি      নিজ পর জান-      বিন্দিত যাও বীর ॥ ৬৪

কুন্তকর্ণের যুদ্ধ

চৌ—ভ্রাতার বচন শুনি' ফিরে আসে বিভীষণ । উপনীত যথা প্রভু তিনলোক-বিভূষণ ॥  
 কহে নাথ ধরাধর-সদৃশ শরীর-ধর । আসিতেছে কুন্তকর্ণ বীর রণ-ধুরন্ধর ॥ ১  
 এ কথা শ্রবণে যবে কপিরা করে শ্রবণ । করিয়া হরষ-রব ধায় যত বীরগণ ॥  
 তুলিয়া লইল করে বিটপীদল কুধর । কটকট রব করি' ছুড়ে তা'র দেহ 'পর ॥ ২  
 কপি আর ভালু বীরগণ একএক বারে । কোটি কোটি গিরি-চূড়া তাহারে প্রহার করে ॥  
 মন তা'র অবিলম্ব কলেবর নাহি ছেলে । অর্ক\* ফলের ঘায় করী যথা নাহি টলে ॥ ৩  
 তখন পবন-স্রুত মুষ্টি করে প্রহার । মাথা ঠুকে' ধরা 'পরে পতন হইল তাঁর ॥  
 উঠিয়া সে নিশাচর মারে পুনঃ হুমুমানৈ । ঘৃণিত ধরা 'পরে পড়ে হুমু সেইক্ষেণে ॥ ৪  
 তা'র পর নল নীলে আছাড়ে ধরণী 'পর । যথায় তথায় ভূমে ফেলে বীর-ধুরন্ধর ॥  
 বানর-বাহিনী নূরে ছুটিয়া পলায় ত্রাসে । অতি ভয়ে ভীত সবে কেহ না নিকটে আসে ॥ ৫

দ্বৌ—সুগ্রীব সহ অঙ্গদ-আদি কপি মুচ্ছিত করি' ।  
 চলে মহাবীর সুগ্রীবে চাপি' আপন কক্ষে পুরি' ॥ ৬৫

চৌ—হর ক'ন দেবি নরলীলা করি'ছেন রাম । অহিগণ সনে মিলি' যথা খেলে হরি-যানন ॥  
 জ্রুটি-বিলাসে যিনি করেন কালে সংহারে । তাঁহার কি শোভে কভু সংগ্রাম এ প্রকার ॥ ১  
 করি'ছেন বিস্তার কীৰ্ত্তি অগ-পুতকরী । তরিবে মানব ভবে যাহে কীৰ্ত্তন করি' ॥  
 মুর্ছা অতীত হ'ল হুমুমান পে'ল জ্ঞান । সুগ্রীব কোথা বলি' করে তা'র সন্ধান ॥ ২  
 হারা-জ্ঞান সুগ্রীব আবার কিরিয়া পে'ল । যত ভাবি' কুক্ষি হ'তে নিশাচর ফেলে'ছিল ॥  
 জ্ঞান পেয়ে নাসা কাণ কেটে' নিয়ে দংশনে । গর্জিলে নভে ভবে কুন্ত-করণ জানে ॥ ৩  
 সুগ্রীবে পদে ধরি' রক্ষ: আছাড় মারে । সুগ্রীব ঝেড়ে' উঠে' মারে প্রতি-উত্তরে ॥  
 তা'র পর প্রভু-পাশে ফিরি' সুগ্রীব কয় । জয়তি জয়তি কুপানিধানের জয় জয় ॥ ৪  
 অভিশয় গ্রানি মনে দেখে' কাটা নাক কাণ । মহা ক্রোধ-ভরে ফিরে নিশাচর বলবান ॥  
 স্বভাবে ভীষণ-কায় তাহে নাসা ঞ্জতি-হারা । হেরিয়া বানরদল দারুণ ত্রাসেতে সারা ॥ ৫

দ্বৌ—কয় জয় রত্ন-কুলমণি হাঁকি' ছুটে বানরের দল ।  
 একযোগে তা'র দেহে ছুড়ে' মারে বিটপী গিরি সকল ॥ ৬৬

চৌ—রণমদে মাতি কুন্ত ক্রোধিত ফিরে এমন । মহা ক্রোধ-ভরে কাল কিরিয়া আসে যেমন ॥  
 কোটি কোটি বানরেরে ধরিয়া ধরিয়া ধায় । পঙ্গপাল যেন গিরি-গুহায় ঢুকিয়া যায় ॥ ১  
 কোটি অপরেরে ধরি' ঘর্ষে দেহের সনে । ধরণীর ধূলি সহ নিশেপশিল কোটিজনে ॥  
 বদন শ্রবণ নাসা-পথ দিয়া কপিদলে । আবায় বাহির হ'তে থাকে সবে দলে দলে ॥ ২

হেন রণমদে মত্ত গর্বিত নিশাচর । ধাতা যেন দিলা বধ ভরিতে পোড়া উদর ॥  
 দূরে খাড়া বীরগণ ফিরিয়াও নাহি করে । কাণে না শুনিতে পায় নয়নে নাহিক হেরে ॥ ৬  
 কপি-সেনা ছারখার কুন্ত-করণ করে । তা' শুনি' রাক্ষস-অনৌ ছুটে উল্লাসভরে ॥  
 হেরিলেন রঘুমণি আপন সেনা বিকল । অরাতি-বাহিনী আসে গণনা-অতীত দল ॥ ৪

দো—শুন বভীষণ সুগ্রীব লক্ষণ রক্ষা কর সেনাগণ ।  
 দেখি সেনা আর ছুটের বল রাজীব-লোচন ক'ন ॥ ৬৭

চৌ—কটিতে বাঁধিয়া তুণ শাক্স লইয়া হাত । অরাতি দলন তরে চলিলেন রঘুনাথ ॥  
 আগে টঙ্কার দেন নিজ ধ্বংসের গুণে । বধির অরির দল হইল সে রব শুনে ॥ ১  
 সত্যক্ষ প্রভু শর ত্যজিলেন একলক্ষ । কাল অহি যেন চলে আকাশে ধরিয়া পক্ষ ॥  
 চারিদিকে ধায় যত গণনাভীত নারীচ । নিহত হইল তাহে বিকট কত পিশাচ ॥ ২  
 কাটে পদ বিধে বুক ছিঁড়ে শির ভুজ দণ্ড । কত বীর-কলেবর হ'য়ে গেল শতধণ্ড ॥  
 ঘৃণিত হ'য়ে পড়ে আহত ধরনী' পরে । সম্মার' উঠি' পুনঃ সুবীরেরা যুদ্ধ করে ॥ ৩  
 লাগিতে শায়ক করে মেঘ-সম গর্জ্জন । সুকঠোর শর হেরি' বহু করে পলায়ন ॥  
 চণ্ড বিশাল দেহ যুগু বিহনে ধায় । ধ্বংস্ মাম্বাম্ ঘোর রবে গর্জায় ॥ ৪

দো—ক্ষণ-মাঝে ঐড়ু শায়ক নিকর বধে পিশাচের প্রাণ ।  
 পুনরায় তা'র তুণ-ভিতরে প্রবেশে সকল বাণ ॥ ৬৮

চৌ—কুন্তকর্ণ মনে দেখিল-বিচার করি' । ক্ষণ-মাঝে নিশাচর-বাহিনী নাশিলা হরি ॥  
 আতশয় কোপ যুত হ'ল মহাবলী ধীর । করিলা কেশরী-নাদ অতি গুরু-গজীর ॥ ১  
 ক্রোধভরে পর্বত উপাড়ি' লইল করে । মহা কপিবীরগণ-পানে নিক্ষেপ করে ॥  
 পর্বত আসে হেরি' সংখ্যায় অগণন । শর-যোগে ধূলি-সম করেন ঐড়ু তখন ॥ ২  
 তা'রপর ক্রোধ-ভরে আপনার ধনু টানি' । করাল শায়ক বহু হানিলেন রঘুমণি ॥  
 শরীরে প্রবেশ করি' বাহিরিয়া যায় শর । লুকাই চপলা যথা জলধরে সম্বর ॥ ৩  
 অসিত বয়ানে শোভে শোণিতের ধারা হেন । কজ্জল গিরি হ'তে গুরু ধারা ছুটে যেন ॥  
 ব্যাকুল নিরাশ' তা'রে কপি ভালু খেয়ে' আসে । নিকটে আসিলে পরে অমনি আবার হাসে ॥ ৪

দো—বিপুল আরাবে গর্জ্জন করে কোটি বানরেরে ধরি' ।  
 গজরাজ সম ক্রুমেতে আছাড়ের রাবণ-শপথ করি' ॥ ৬৯

চৌ—বানর ভালুক সেনা ঠাসে পলাইয়া যায় । বৃক্ক\* হেরিয়া যেন মেঘপাল ডরে ধায় ॥  
 অতীব ব্যাকুল হ'য়ে আত্মনাশের সনে । তেমনি ভবানি ভঙ্গ দেয় রাক্ষস-রণে ॥ ১

কহে এই নিশাচর আকালের রূপ ধ'রে । আসিল বানররূপী অভাগা প্রদেণ 'পরে ॥  
 রাধ হে শরণাগত-দুখে বিভজ্জন । কৃপা-জলধর বাম খর রক্ষ: বিনাশন ॥ ২  
 সতরূপ আর্ন্তনাদ শুনিতেই ভগবান্ । চলেন ধরিয়া করে শরাসন আর বাণ ॥  
 আপনার সেনাগণে পশ্চাতে রাখি' রাম । কোপ-ভরে মহাবীর নিজে ত'ন আগুয়ান ॥ ৩  
 করিয়া শরাসন হানেন শতেক শর । বেগে প্রধাবিত হ'য়ে ভেদ করে কলেবর ॥  
 শরীরে বি'ধিতে বাণ ফোঁস-ভরে দৌড়ায় । ধরাধর কম্পিত বসুমতী ছোল তায় ॥ ৪  
 উপাড়ি' লইল এক পর্বত নিতকরে । সে কর রাঘববর কাটিলেন একেবারে ॥  
 তখন অপর করে পর্বত ল'য়ে যায় । তা'রেও ফেলেন ভূ'ম কাটিয়া শরীর যায় ॥ ৫  
 কবিত দুই বাহু তা'রে হেরে' মনে হয় । পক্ষ-বিহীন গিরি মন্মর যেন রয় ॥  
 উগ্র নয়নে প্রভু পানে করে দরশন । যেন গ্রাস করিবারে চাহে পাণী গিহুয়ন ॥ ৬

দো—চীংকার করি' অতি ভয়ঙ্কর ব্যাদিত বদনে ছুটে ।  
 গগনে ত্রাসিত সিদ্ধ অমর হাহাকার করি' উঠে ॥ ৭০

চো—মনে বুঝিলেন প্রভু রত্ন অমরগণ । জীবন অবশি যমু করি' বলে কর্ণণ ॥  
 ভয়েন বদন তা'র হানিয়া শর নিকর । উথাপি সে মহাবল না পড়ে ধরণী 'পর ॥ ১  
 বাণ-ভরা মুখ ল'য়ে সম্মুখ পানে যায় । কালরূপী প্রাণবান্ তূণ যেন দৌড়ায় ॥  
 তখন ফোঁসেতে প্রভু লইয়া নিশিত শর । শরীর তইতে শির কাটিলেন স্বরূপর ॥ ২  
 সে শির পড়িল গিয়া দশানন-সম্মু'খ । মণি-হার্য ফণী সম বিকল তইল তু'খ ॥  
 শির তীন ভীম দেহ তখন ছুটিয়া যায় । কম্পিতা ধরা প্রভু কাটেন বিভাগে তা'য় ॥ ৩  
 নভ: হ'তে গিরি সম পতিত হইল বলে । রাক্ষস ক'প ভালু প্রোথিত করিয়া তলে ॥  
 তা'র আত্মার ভেজ পশিল প্রভু-বদনে । হুর মুনি সকলেই বিস্ময় গণ মনে ॥ ৪  
 হরষে বাজায় দেণ হৃন্দুতি অহরে । বরষে প্রসূন-রা'জ সবে স্তব্ধগান করে ॥  
 মিনতির শেষে যত অমর ফিরিয়া যায় । সমাগত দেব-ঋষি রাম-পাশে সে সময় ॥ ৫  
 করিলেন অহরে থাকি' হরিশূণ গান । বীররস-ভরা জ্বতি শুনি' প্রীত প্রভু-প্রাণ ॥  
 স্বরায় বহু বলে বলি' চলি' যান মুনি । শোভায় করেন রাম আলোকিত রণভূমি ॥ ৬

ছ—ঘোর রণস্থল করেন উজ্জল অতুলিত বল কোশল-রায় ।  
 মুখে জ্বলন্ত আঁধার-শতদল লোহিত শোণিত বয়ানে ভা'য় ॥  
 ছ' করে ধারণ শর শরাসন চারিদিকে ঘিরে ভালু বানর ॥  
 তুলসী না পারে শোভা কহিবারে হারে শেষ বহু আনন-ধর ॥

ঘো—নিশাচর যেবা নীচ মলাগার তা'রে দেন নিজধ'ম ।  
 অতি নীচ মতি সে নয় ভবানি যেবা নাহি ভজে রাম ॥ ৭১

## মেঘনাদেবর যুদ্ধ ; ৩ শ্রীরাঘের নাগপাশ

চৌ—দিবস অতীত হ'ল চলিল কিরে' হৃদল । আজিকার রণে শ্রমে বীরেরা অতি বিকল ॥  
 শ্রীরাঘের করুণায় বাড়ে কপিদল-বল । তৃণ পেয়ে আরো ভেজ যথা হয় মহানল ॥ ১  
 দিবারাতি রাক্ষসের সেইমত বল-হ্রাস । কহিলে আপন মুখে পুণ্য যথা পায় নাশ ॥  
 রাবণ বিলাপ বহু করি'ছে গভীর হৃৎথে । সহোদর-শির তুলে' বারবার ধরে বৃকে ॥ ২  
 বৃকে করাঘাত করি' রমণী রোদন করে । তাহার বিপুল বল ভেজের বাখান ক'রে ॥  
 হেন কালে মেঘনাদ করে তথা আগমন । কহিয়া অনেক কথা জনকের তোষে মন ॥ ৩  
 কহে মোর বীরপণ্য দেখ' কালিকার রণে । অধিক বড়াই তাঁর কি করিব ও চরণে ॥  
 রথ বল লভিলাম যাহা ইষ্টদেব হ'তে । পরিচয় না দিলাম তাঁর তব সাক্ষাতে ॥ ৪  
 বচন-বিলাসে হেন হ'য়ে গেল নিশি ভোর । আবার বানর হানা চারিধারে দিল ঘোর ॥  
 এ দিকে বানর ডালু কাল-সম মহাবীর । ও দিকে রজনীচর অতি ভীম রণধীর ॥ ৫  
 করে রণ বীরগণ নিজ নিজ জয়-হেতু । সে সময়-বর্ণন কি করিব খগ-কেতু ॥ ৬

দৌ—মায়ায় রথে করি' আরোহণ মেঘনাদ নভে-যায় ।  
 অট্ট হাসিয়া গরজে বানর-সেনা মাঝে ভয় ছা'য় ॥ ৭২

চৌ—শক্তি শূল তরবারি কুপাণ আয়ুধচয় । বজ্র-আদি গ্রহরণ সবে মহা তেজোময় ॥  
 পরন্তু পরিষ শিলা হানিতে থাকে কেবল । বর্ষণ শর-ধারা করে ভূমে অবিরল ॥ ১  
 আয়ুত দশদিক নিশিত শায়ক-জ্বালে । মঘার তারায় যেন বরষার জল ঢালে ॥  
 ধ্বংস মার্মার এই কাণে শুনা যায় । যে মারে তাহার কেহ সন্ধান নাহি পায় ॥ ২  
 তরু গিরি ধরি' নভে বানরের দল ধায় । হৃৎথে ফিরিয়া আসে দেখিতে না তাঁর পায় ॥  
 ছুর্গম ঝাটি পথ যত গিরি কন্দর । মায়া-বলে মেঘনাদ বাণে রচে পিঞ্জর ॥ ৩  
 কোথায় ঘাইবে ভাবি' বানর অতি ব্যাকুল । বাসবের বন্দী যেন হইল ভূধরকুল ॥  
 নল নীল অঙ্গদ বায়ু-স্রুত তমুমানৈ । মহা বলবান্ বীরে আকুল করিল প্রাণে ॥ ৪  
 তাঁর পর লক্ষ্মণ স্তম্ভীব বিভীষণ । শর-যায় জর্জর-দেহ হ'ন সব জন ॥  
 অবশেষে আক্রমণ করিল শে রঘুবরে । বর্ষিত শর সব লাগে নাগ-রূপ ধরে ॥ ৫  
 নাগ পাশ-কবলিত হইলেন খর-অরি । স্ব-বশ অনন্ত যিনি অখণ্ড ও অবিকারী ॥  
 নানাবিধ আচরণ করেন নট-সমান । সদা আপনার বশ অস্থিভীর ভগবান্ ॥ ৬  
 সময়-শোভার ভরে ষটালেন বন্ধন । নাগপাশ তেরি' ত্রাস পান যত দেবগণ ॥ ৭

দৌ—অপিরা বাঁহার নাম মুনিগণ কাটেন ভবের পাশ ।  
 বন্ধন-মাঝে কড়ু কি আসেন উমা সে জগ-নিবাস ॥ ৭৩

চৌ—রামের সন্তান-সীতা ভবানি মহিমায় । বুজি কি ভাষা-বলে তর্ক না করা যায় ॥  
 এ বিচার করি' যত জ্ঞানী ও বিরাসী জন । রামের ভজনা করে তর্ক করি' বর্জন ॥ ১



ব্যাঙ্কল করি' দিল সেনাপ্রাণে মেঘনাদ । আবার প্রকাশ হ'য়ে কহে বহু কটুবাদ ॥  
 জাহবান্ কহে খল থাক্ ক্ষণ সংযত । এ শুনি' তাহার ক্রোধ হ'ল অতি বর্জিত ॥ ২  
 কহে বৃদ্ধ ভাবি' মনে যুট ছাড়িলাম তোর । আবার দেখাস্ ভয় রে অধম তুই মোরে ॥  
 এ বলি' ত্রিশূল হানে অতি ধর তাঁর প্রতি । তাহাই ধরিয়া ধায় জাহবান্ ক্রুতগতি ॥ ৩  
 মেঘনাদ বন্ধেতে দারুণ প্রহার করে । ঘৃণিত হ'য়ে পড়ে সুরারি ধরনী 'পরে ॥  
 ধরিয়া চরণ পুনঃ ক্রোধ ভরে ঘুরাইল । ধরায় আছাড় মারি' নিজবল দেখাইল ॥ ৪  
 বরলাভ করা-কলে মারিলেও নাহি মরে । তখন চরণ ধরি' পুরী-মাঝে ফেলে তাঁরৈ ॥  
 করেন নারদ হেথা বিনতা-সুতে প্রেরণ । দ্বরায় স্ত্রীরাম-পাশে করিল সে আগমন ॥ ৫

দো—অহি-অরি সব	করিল ভোজন	মায়া-অহি ছিল যত ।
পুলকে ভাসিল	বানর নিকর	হ'য়ে মায়া-অপগত ॥ ৭৪(ক)
পাদপ পাথর	নখ গিরি ধরি'	ক্রুদ্ধ বানর ধায় ।
অতি ত্রাস-ভরে	যত নিশাচরে	দুগ উপরে পলায় ॥ ৭৪(খ)

#### মেঘনাদের যজ্ঞ-ক্লেশ ও মেঘনাদ বধ

চৌ—ইন্দ্রজিতের যবে মুচ্ছ' হ'ল তিরোহিত । জনকে চোরিয়া লাজে হ'ল অতি অভিজ্ঞত ॥  
 স্বরিতে করিল গতি গিরির গুহার পাদন । অজ্ঞেয় হ'বার যাগ করিতে বাসনা মনে ॥ ১  
 এ দিকে যুক্তি করি' নিরূপণ বিভীষণ । কহিল শুনহ প্রভু বলধর অতুলন ॥  
 তুষ্ট মায়াবী সেই সুর-অরি ইন্দ্রজিত । আচরণ করিতেছে যাগ এক গহিত ॥ ২  
 এ যজ্ঞ পূর্ণ হ'তে যদি অবকাশ পায় । তাহ'লে বিজয় পে'তে হ'বে প্রভু মহাদায় ॥  
 জবন করিয়া অতি শ্রীত রামের মন । অঙ্গদ-আদি সবে কবিলেন আবাহন ॥ ৩  
 ক'ন লক্ষণ-সাথে সবে মিলি' যাও ভাই । যাগ যাচে পণ্ড হয় উপায় করহ তা'ই ॥  
 তুমি তাঁরৈ সংগ্রামে ক'রো বধ লক্ষণ । দেবতার ছদ্ম হেরে' অতি দুখী মোর মন ॥ ৪  
 বৃদ্ধি বলের যোগে তাহারে ক'রো বিনাশ । যাহে নিশাচর দল সঙ্কর পায় নাশ ॥  
 জাহবান্ সুগ্রীব আর প্রিয় বিভীষণ । তোমরা নিকটে থেক' সেনা সহ তিনজন ॥ ৫  
 আদেশ প্রদান যবে করিলেন রঘুবীর । কটিতে তুগীর বান্ধি' করে ল'য়ে ধনু তীর ॥  
 প্রভুর প্রতাপ-কথা হৃদয়ে করি' স্মরণ । জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন লক্ষণ ॥ ৬  
 আজ যদি তাঁরৈ বধ না করিয়া আসি কিরে' । তবে রঘুপতি-দাস আর না কহিব মোরে ॥  
 শত ধৃষ্টটী যদি সহায় হয়েন তাঁর । রামের দোহাই তাঁর বধে বারে লাখ কার' ॥ ৭

দো—রঘুমণি-পদে	করিয়া প্রশাম	লক্ষণ দ্বরা যান ।
অঙ্গদ নীল	নল ময়ন্দ	সহ বীর হনুমান ॥ ৭৫

চৌ—উপনীত হ'য়ে তথা সকলে দেখিতে পান । মহিষে ক্রোধের যাগে হ'তেছে আছড়ি দান ॥  
 ক্লেশ করিল যাগ মিলি' কপিগণ বত । তখনো উঠে না যবে প্রশংসা করিল কত ॥ ১

তথাপি অনড় হেরি' করি' কেশ কর্ণণ । পদাঘাত করি' করি' সবে কার পলায়ন ॥  
 ত্রিশূল লটয়া ধায় কপি করে পলায়ন । আসি' উপনীত হয় লক্ষ্মণ যথা র'ন ॥ ২  
 অতি ক্রোধ-কবলিত ত'য়ে আসে নিশাচর । গর্জিয়া বারবার করে রব উয়ঙ্কর ॥  
 ক্রোধিত পবনমুত অঙ্গদ দৌড়ায় । ধরায় পাত্তিত করে বক্ষে ত্রিশূল-দ্বায় ॥ ৩  
 হানে সে বিপুল শূল প্রভু লক্ষ্মণ প্রতি । দ্বি-ভাগ করেন শূল শর তানি' সম্প্রতি ॥  
 অঙ্গদ আর তমু উঠি' ক্রোধে পুনরায় । আক্রম তা'বে তাও বার্থ তটয়া যায় ॥ ৪  
 ফিরিল দু' বীর অরি মারিলেও নাহি মরে । রাক্ষস তেবে ধায় নিদারুণ চীৎকারে ॥  
 হেরিয়া আসি'ছে ধৈ'য়ে ক্রুদ্ধ কালের প্রায় । তানিলেন লক্ষ্মণ করাল শায়ক তা'য় ॥ ৫  
 বজ্র-সমান বাণ আসে করি' দরশন । করিল দুরিতগতি আপনা'র সঙ্গোপন ॥  
 বিবিধ আকার ধরি' তখন সমর করে । কখনো প্রকট কড় লুকাটয়া আপনারে ॥ ৬  
 অজ্ঞেয় হেরিয়া অরি কপিরা ভয়ে কাতর । লক্ষ্মণ হ'ন মহাক্রোধ ভরা কলেবর ॥  
 তখন মনেতে স্থির করিলেন লক্ষ্মণ । পাপীষ সহিত খেলা করা ত'ল বহুক্ষণ ॥ ৭  
 রামের প্রতাপ-কথা স্থগয়ে করি' স্বরণ । বীরমদে এক শর তানিলেন লক্ষ্মণ ॥  
 এড়িতেই শর লাগে তাহার বৃকের মাঝে । মরণের কালে ছল কপট সকলি তাছে ॥ ৮

দৌ—রামায়ুজ কোথা

কোথায় শ্রীবাম

এ বলি' তাজিল প্রাণ ।

ধনু ধনু তব

মাতা বলি' উঠ

অঙ্গদ তমুমান ॥ ৭৬

চৌ—বিনা পরিজ্ঞম তা'রে তমুমান্ উঠাইল । লঙ্কা-ভোবণ 'পরে রাখিয়া ফিরে' আসিল ॥  
 তাহার মরণ শুনি' সুর গজকর্ণগণ । সকল আসিল করি' বিমানেন্তে আরোহণ ॥ ১  
 কুসুম বরষা করি' তুমু'ড়ি করে রব । বিমল রামের যশ গাতিতে লাগিল সব ॥  
 বলে জয় হে অনন্ত জয় হে জগদাধার । হে প্রভু তুমিই কর দেবগণে নিস্তার ॥ ২  
 জুতি করি' দেব 'সঙ্ক নিজ নিজ ধামে যায় । ফিরেন লক্ষ্মণ তাব কৃপা 'নধা'নর পায় ॥  
 তনয় নিধন কথা শুনেতেই দশানন । জ্ঞানহারা হ'য়ে হয় ধরণী 'পরে পতন ॥ ৩

### রাবণের যুদ্ধ ব্যাভা

কত কাঁদে ময়-মুতা বর্ণনা নাহি হয় । করাঘাত বৃকে বহু আর্পনাদ খেদময় ॥  
 শোকে নিমগন হয় নগর-নিবাসিগণ । দশাননে নেচ বলি' গালি দেয় সব জন ॥ ৩

দৌ—দশানন তবে

রমণীগণেরে

বুঝাইল নানাভাবে ।

বলে নিজ মনে

দেখ বিচারিয়া

নশ্বর সব ভবে ॥ ৭৭

চৌ—জ্ঞান-উপদেশ সবে দেয় ভাল দশানন । নিজে নাচ বটে তা'র বচন শুভ পাবন ॥  
 পরে উপদেশ দিতে অনেকে অতি নিপুণ । সে ভাবে করিতে কাজ কত জন ধরে গুণ ॥ ১

রজনী অতীত হ'ল দিবসের আলো আসে । কপি ভালু চারি দ্বারে হানা দিতে পুনঃ আসে ॥  
 যোদ্ধাগণেরে ডাকি ব'লে দিল দশানন । অরির সমুখে রণে যাহার টলবে মন ॥ ২  
 তাহার পলা'য়ে য'ওয়া প্রথমেই জেয়ন্তর । সমরে বিমুখ হ'লে কল নহে শুভকর ॥  
 বাড়া'য়েছি এ বিরোধ নিজ ডুঞ্জে করি' ডর । অরাতি আসিলে দিব নিজে ডা'রে উত্তর ॥ ৩  
 এতক কতিয়া বাহু গামী রথ সাজাইল । বাজিতে লাগিল রণ বাজ সব যত ছিল ॥  
 চলিল সমরে বীর বলবান অতুলন । মহাবেগে ধায় যেন কাজলের প্রভঞ্জন ॥ ৪  
 অন্তঃশকুন বহু হ'তেছিল সেই কালে । কিছু না গণিল এত মন নিজ বাহুবলে ॥ ৫

হু—না গণে শুভ কি	অন্তঃশকুন	হাত হ'তে খসে আয়ুধচয় ।
বীর রথ হ'তে	পড়ে ধরণীতে	যুধ ছাড়ি' বাজি গজেরা ধায় ॥
শিবা গৃহ-ধর	ডাকে ভয়ঙ্কর	কুকুর ডাকে বিকট রবে ।
পেঁচা ডাকে হেন	যমদূত যেন	রবে ডর পায় পরাণে সবে ॥
ধো—জীব-জোহী যেবা	কাম-বশ মোহে	জ'ড়ত বিমুখ রাম ।
অপনেও কি সে	সম্পদ আর	মনেতে ল'ভে বিরাম ॥ ৭৮

চো—অসীম রাক্ষস সেনা সমরে করে গমন । চতুরঙ্গ অনীকিনী নাহি হয় বর্ণন ॥  
 আরোহী কতই বিধ কত রথ কত যান । বিবিধ বরণ কত পতাকা ধ্বজা নিশান ॥ ১  
 অগণিত মদমত্ত বারণ বেগেতে ধায় । প্রাবৃট্ জলদধালে পবন যেন পাঠায় ॥  
 সমর-কুশলী বীর বহুবিধ মায়া জানে । নানা রং অস্ত্রধর অমিত সাহস প্রাণে ॥ ২  
 বিচিত্র বাহিনী অতি শোভা পায় অতুলন । বীর বসন্ত যেন সেনা করে বিরচন ॥  
 চলিতে লাগিল চন্দ্র দিচ্ করিনল দোলে । পারাবার ফুক হয়-ধরাধরণে হেলে ॥ ৩  
 ধূলি-জ্বালে আবৃত হ'য়ে গেল দিবাকর । মরৎ অগিত হল ধরণী অতি কাতর ॥  
 ভয়াবহ নির্ঘোষে বাজি'ছে নাগাড়া ঢোল । প্রলয়ের জলধর বুঝি বা তুলি'ছে রোল ॥ ৪  
 তুদী ভেরী নিনাদি'ছে অমুকুণ অগণন । বীর সুখপ্রদ মারু রাগ হয় আলাপন ॥  
 বীরদল অবিরল করিতেছে ছুড়ার । শুরভার আশ্ফালন করিতেছে যে যাহার ॥ ৫  
 দশানন কহে তবে শুন বীর সমুদয় । মথিয়া দলিয়া ফেল কপি ভালু যত রয় ॥  
 আমি নিজে বিনাশিব নৃপতি-মুত ছুটায়ে । চেন বলি' নিজে সেনা অগ্রে চালিত করে ॥ ৬  
 এ বারতা বানরের অগ্রে পশে যখন । হাঁকিয়া রামের জয় বেগে করে আক্রমণ ॥ ৭

রাক্ষস-বানরের যুদ্ধ

হু—ছুটিল বিশাল	কপিরা করাল	কাল সম ভালু ছুটি'ছে রণে ।
যেন পক্ষযুত	উ'ড়ছে অযুত	বিবিধ বরণ কুধরণে ॥
গিরি নথ রদ	মহাক্রমায়ুধ	মহাবলী প্রাণে রাখে না ডর ॥
গাহে মত্ত-করী-	রাবণের অরি	অরজয় রাম কেশরী-বর ॥

দো—জয়জয় নাম

করি' ছই দল

ধন্বী বাহি' আপন ।

একে রাম অস্ত্রে

রাবণে বাখানি'

সমরে লাগে তখন ॥ ৭৯

চৌ—রথারূঢ় দশানন রথহীন রঘুবীর ।  
 শ্রীতির অধিকতায় সংশয় প্রাণে আসে ।  
 স্তম্ভন নাহি প্রভু না কবচ পদপ্রাণ ।  
 অবধান কর সখা কহিলেন কৃপাময় ।  
 সে রথের ছই চক্রে শূরতা ধীরতা আর ।  
 পরহিত দম বল বিবেক তুরগচয় ।  
 বিভূর ভজনা তাহে সারথী জ্ঞান-আধার ।  
 পরশু তাহার দান বুদ্ধি শক্তি সুভীষণ ।  
 অমল অচল মন তুরীর করে কাঙ্গ ।  
 ব্রাহ্মণ গুরু-পূজা অভেদ্য কবচ যত ।  
 হেন ধর্মময় রথ সমরে থাকে যাহার ।

হোরি' বিভীষণ-প্রাণ হইল অতি অধীর ॥  
 বলি' চরণযুগে কঠেন প্রাণ-ভাষে ॥ ১  
 কেমনে পা'বেন জয় অরি অতি বলবান ॥  
 সে রথ নহেক-এই যে রথে বিজয় হয় ॥ ২  
 পতাকা নিশান দৃঢ় সত্য আর সদাচার ॥  
 ক্ষমা কৃপা ও সমত-পাশ যোগে বাঁধা রয় ॥ ৩  
 ঢাল বিরাগ আর সন্তোষ তরবার ॥  
 জ্যেষ্ঠ অমৃতভব-জ্ঞান অতি দৃঢ় শরাসন ॥ ৪  
 নিজ-বশ মন শৌচ নিয়ম নানা নারাজ ॥  
 দ্বিতীয় উপায় নাই জয়লাভে এর মত ॥ ৫  
 জীবনে কোথাও রিপু তাহার থাকে না আর ॥ ৬

দো—হেন স্তম্ভন

দৃঢ় হয় যা'র

শুন সখা মতিধীর ।

এ মহা-অজৈয়

সংসার-রিপু

জিনিতে সে পারে বীর ॥ ৮০(ক)

প্রভুর বচন

শুনি' বিভীষণ

হরষে চরণ ধরে ।

এ ভাবে কৃপায়

ওহে দয়াময়

উপদেশ দিলে মোরে ॥ ৮০(খ)

ও দিকে রাবণ

ধিকারে হেথা

অঙ্গদ হহুমান ।

যুগ্মে নিশাচর

অক্ষ বানর

করি' প্রভু-গুণ গান ॥ ৮০(গ)

চৌ—নানা সিদ্ধ মুনি ঋষি অমর চতুরানন ।  
 আমিও তাঁ'দের সনে পুলকে উমা তখন ।  
 ছ'পঙ্কে(হে) মহাবীর রণ-রসে মাতোয়ারা ।  
 একে অস্ত্র সনে যুগ্মে এ উহারে ধিকারে ।  
 মারি'ছে কাটি'ছে কভু মারি'ছে ধরি' আছাড় ।  
 উদর বিদার করে বাহু করে উৎপাটন ।  
 রাক্ষস-বীরে ভালু প্রোথিত করে ধরায় ।  
 অরি 'পরে ক্রোধযুত সমরে বানরগণ ।

আকাশে বিমানে চড়ি' দেখেন দারুণ রণ ॥  
 রামের সমর-লীলা করিয়াছি দরশন ॥ ১  
 জয় লভে কপিদল রাম-বলে বলী যা'রা ॥  
 একেরে অপরে দলি' ফেলে ধরণীর 'পরে ॥ ২  
 মুগ্ধ কাটিয়া পুনঃ তাঁ' দিয়া করে প্রহার ॥  
 ভূমিতে আছাড় বীরে চরণে করি' ধারণ ॥ ৩  
 তাহার উপরে বালু প্রচুর ঢালিয়া দেয় ॥  
 মনে হয় ক্ষুদ্র কাল করিতেছে মহারণ ॥ ৪

ছ—কপির কুপিত

শমন যেমন

শোণিতের ধারা শরীরে ঝরে ।

মখে নিশাচর-

অনী-বীরবর

বলী ঘন-সম গরজ করে ॥

দংশে প্রহারে

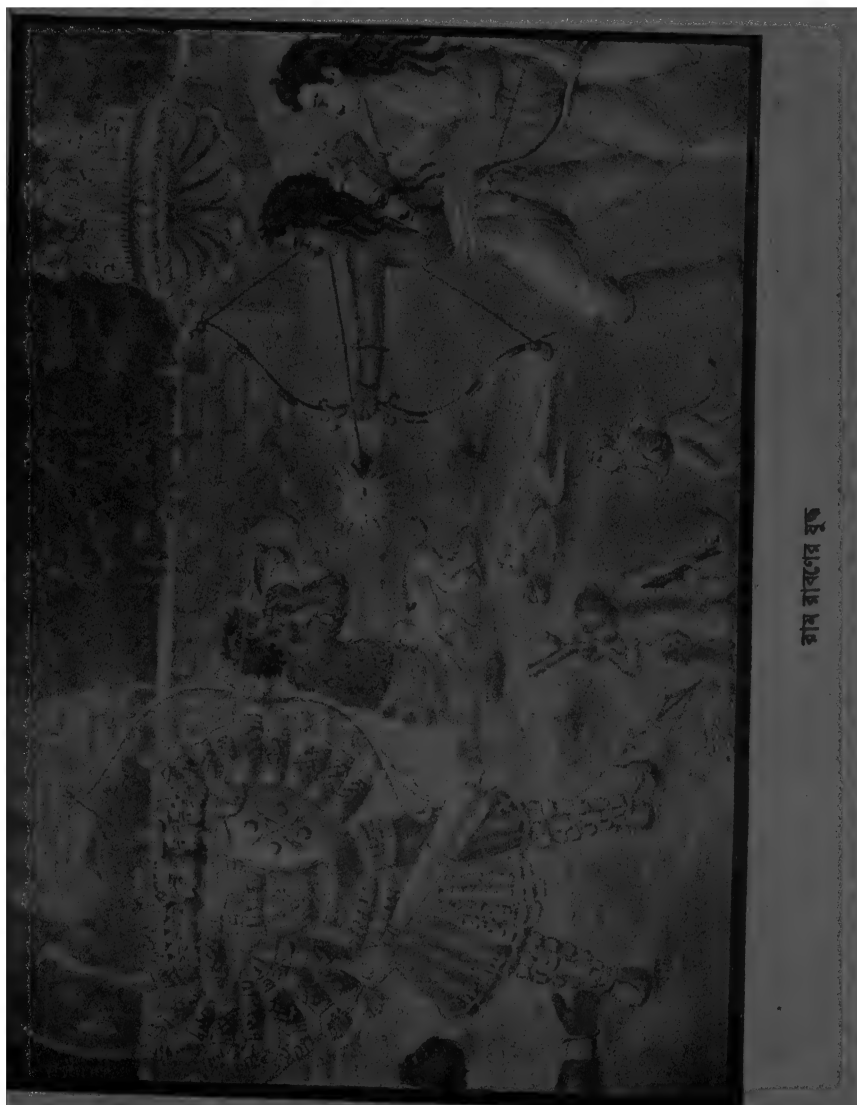
তিরকার-ভরে

পদাঘাতে করে রেণুর প্রায় ।

সবে চাঁৎকারে

ছল-বল করে

ছটেরা বাহে বিনাশ পায় ॥ ১



দায় দায়ের দূত



ধরি' গাল মুখ	চিরে' ফেলে বুক	অঙ্গে দোলায় গলেতে মালা ।
নানা তলু ধরি'	বেন নর-হরি	আহবে করেন বিবিধ খেলা ॥
তরা অধর	আর চরাচর	মাস্ কাট ধস্ এ ঘোর রবে ।
জয় রাম যিনি	কৃণেরে অশনি	অশনিরে তৃণ করেন তবে ॥ ২
ঘো—নিজ বাহিনীর	বিচলন হেরি'	দশ ধনু বিশ করে ।
ধরি' রথে ধায়	দশানন হাঁকি'	ফের' ফের' দন্ত তরে ॥ ৮১

লক্ষ্মণ-রাবণের যুদ্ধ

চৌ—দারুণ কুণ্ডিত হ'য়ে ছুটিতেছে দশানন ।	হুকার সনে ধায় আগুসরি' কপিগণ ॥
পাদপ ত্বর শি'য়া করেছে গ্রহণ ক'রে ।	সকলে রাবণ 'পরে ফেলিতেছে একেবারে ॥ ১
বজ্র-কঠোর তাঁ'র দেহে হ'য়ে প্রতিহত ।	চূর্ণিত হ'য়ে কেটে' যায় শৈল-শিলা যত ॥
নিদারুণ ক্রোধ তরে রণমত্ত রক্ষঃপতি ।	নিশ্চল রহে রথে করিয়া স্থগিত-গতি ॥ ২
সীমাহীন ক্রোধভরে করিতে থাকে দলন ।	হেথা হোথা ভীরবেগে করি' কাশ আক্রমণ ॥
রক্ষা কর' রক্ষা কর' অঙ্গদ হুম্যান ।	বলি' পলাইতে থাকে ভালু কপি ভীত প্রাণ ॥ ৩
বলে প্রভু রক্ষা কর' রক্ষা কর' রঘুবর ।	কাল সম বধ করে এই থল নিশাচর ॥
হেরিল রাবণ যায় পলাইয়া কপিগণ ।	দশ শরাসনে তবে করে শর বরষণ ॥ ৪

ছ—করি' লক্ষ্মণ	ছাড়ে খর বাণ	অহি সম উড়ে' লাগি'ছে গায় ।
রহে ভরি' শর	ধরশী অধর	কোথা বা বানর পলা'বে হায় ॥
মহা কোলাহল	কপি ভালুদল	অতীব বিকল কহে কাতরে ।
করুণা-সাগর	প্রভু রঘুবর	বিপদ-তারণ রক্ষ হরে ॥

ঘো—হেরি' নিজ দলে	বিচলিত তৃণ	কপি' শরাসন করে ।
রামের চরণে	নসি' লক্ষ্মণ	চলিলেন কোপতরে ॥ ৮২

চৌ—ও কি রে থল বধিষ বানর ভালুকগণে ।	ভাখ্ এই কাল তোর এবার আসিল রণে ॥
রাবণ কহিল ওরে পুত্রবাতি কুটমতি ।	বিনাশ করিয়া তোরে আজি জুড়াইব ছাতি ॥ ১

রাবণের দুচ্ছাঁ, রাবণের বজ্র-ধ্বংস

এতেক কহিয়া ছাড়ে শায়ক অতীব চণ্ড ।	করিলেন লক্ষ্মণ সে শায়ক শতধণ্ড ॥
কোটি কোটি প্রহরণ রাবণ করে ক্ষেপণ ।	তিল তিল করি' কাটি করিলেন নিবারণ ॥ ২
আবার আপন বাণে করেন তাঁ'রে প্রহার ।	সারথি নিহত তাহে স্তম্বন চুরমার ॥
মারিলেন দশশিরে শত শত খর শর ।	গিরির শিখরে বেন প্রবেশি'ছে কণধর ॥ ৩
পুনরায় শত শর মারেন হৃদয় 'পরে ।	রাবণ হারায় জ্ঞান পড়িল ধরশী 'পরে ॥
জ্ঞান পে' পুনরায় সবলে উঠে রাবণ ।	শক্তি প্রহার করে বিধি-বেওয়া প্রহরণ ॥ ৪

ছ—লাগে বক্ষ'পর	শক্তি ভয়ঙ্কর	বিধাতা প্রদান করিলা যা'রে ।
পড়েন লক্ষ্মণ	উঠায় রাবণ	অতুল বলের মহিমা হারে ॥
ত্র্যম্বক-ভবন	রহে অমু'খণ	এক(ই) শিরে বাঁ'র রেণুব প্রায় ।
তাহারে তুলিতে	সাধ মূঢ়-চিত্তে	ত্রিলোক-পতিরে চিনে না হয় ॥
দৌ—দেখিয়া মারুতি	ধায় ভীম গতি	কঠোর কহি' বচন ।
আসিতেই তা'রে	মুষ্টিকা মারে	দশানন সুভীষণ ॥ ৮৩

চৌ—জাহ্নু ভর করি' হুহু পড়া ত'তে রক্ষা পায় । সন্মরণ করি' উঠে কোপেতে হৃদয় ছায় ॥  
 তবে মুষ্টিকা এক রাবণে মারুতি মারে । কুধর চলিয়া যেন অশনি-আঘাতে পড়ে ॥ ১  
 মুষ্টিত নিশাচর পরে পে'ল হারা-জ্ঞান । কপির বিপুল বলে তখন করে বাধান ॥  
 বীরতায় দিক্ মোর দিক্ মোরে কপি কয় । সুর-জ্যোতি এতভেঙে তোর দেহে প্রাণ রয় ॥ ২  
 এত কহি' লক্ষ্মণে রাম-পাশে হুহু আনে । হেরি' বিশ্বয় অতি লাগে দশানন-মনে ॥  
 রাম ক'ন হৃদি-মাঝে বুঝ ভাই লক্ষ্মণ । কালের ভঙ্কক ছুমি দেবদল-রক্ষণ ॥ ৩  
 বচন শুনিয়া উঠি' বসিলেন ক্রপাময় । শক্তি তখন যায় নতে কিরে' পুনরায় ॥  
 পুনঃ লক্ষ্মণ করে ধরি' শর শরাসন । অরির সমুখে বরা করিলেন আগমন ॥ ৪

ছ—পুনঃ বরা করি'	রথ চূর্ণ করি'	করেন সারথি মারি' আকুল ।
অধিক বিকল	পড়ে ধরাভল	রক্ষ-বৃকে বাজে শতেক শূল ॥
সূত অশ্রুজন	রথেতে স্থাপন	করিয়া রাবণে পুরীতে যায় ।
রঘুকুল-বীর	রামাচুল ধীর	ফিরিয়া প্রভুর নমেন পায় ॥
দৌ—তোথা দশানন	লভিয়া চেষ্টন	আয়োজন করে যাগে ।
মূঢ় শঠ হঠে	রাম-সনে জোহ	করিয়া বিজয় সাগে ॥ ৮৪

চৌ—এদিকে বারতা সব লাভ করি' বিভীষণ । বরায় করেন ভাণ্ডা প্রভু পদে নিবেদন ॥  
 ক'ন দশানন করে এক যাগ-আয়োজন । পূর্ণ যদি হয় তবে তাহার নাহি মরণ ॥ ১  
 বরায় পাঠাও প্রভু মহাবীর কপিগণে । বিশ্ব করুক যাগে আশ্রুক রাবণ রণে ॥  
 এতাত্বেই পাঠা'লেন প্রভু বীর সমুদায় । হুহুমান্ অজ্ঞান আদি সবে মিলি' ধায় ॥ ২  
 লক্ষা-উপর চড়ে তা'রা কৌতুক করে । প্রবেশে নিভর হ'য়ে রাবণ-পুরী ভিতরে ॥  
 যেমন ভাণ্ডারে যাগ করিতে দেখিতে পায় । সব বানরের মনে নিদারুণ ক্রোধ ছায় ॥ ৩  
 কহে তা'রে লাজহীন সমরে পলা'য়ে এসে । বকের সমান ধ্যান করিস্ এখানে ব'সে ॥  
 এত বল' অজ্ঞান এক পদাঘাত করে । স্বার্থ-ভরা মন শঠ ফিরিয়াও নাহি চরে ॥ ৪

ছ—চাছিল না দেখি'	বানরেরা রুধি'	পদাঘাতে আর নশে তা'রে ।
কেশ-কর্ষণে	দ্রৌ বাহিরে আনে	অতি দীনা হয়ে রোজন করে ॥



উঠে দশানন

শমন যেমন

ধরি' পদ ফেলে দানবগণে ।

সেই অবসরে

বজ্র নাশ হেরে'

রাবণ নিরাশ হইল মনে ॥

রাব-রাবণের মুখ

ঘো—বজ্র-নাশ করি'

কুশলে সকল

ফিরে রঘুপতি-পাশ ।

অতি ক্রোধভরে

নিশাচর চলে

তাজি' জীবনের আশ ॥ ৮৫

চৌ—গমনের কালে হয় কু-শকুন ভয়ঙ্কর ।

উড়িয়া শকুনি বসে তাহার মাথার 'পর ॥

সে তখন কাল-গ্রাসে কিছু মনে নাহি মানে ।

আদেশিল রণ-ডহা বাজাতে গভীর স্বনে ॥ ১

অগণিত রক্ষঃ সেনা চলিল সমর তরে ।

বহু পদাতিক গজ রথ ভূস্ক্রম 'পরে ॥

প্রভুর সমুখ-দেশে আসে সবে সেইমত ।

অনলের মুখে ধায় যেমন পতঙ্গ যত ॥ ২

এদিকে দেবতাগণ মিনতি জানায় তাঁ'রে ।

নিদাক্ষণ দুখ দিল এই থল দেবতারে ॥

এবে এর সনে রাম খেলা করা ঠিক নয় ।

দেবী জানকীর দুখ যেন দেব মনে রয় ॥ ৩

দেবের মিনতি শুনি' প্রভু মুখে ক্রীণ হাসি' ।

উঠিয়া শাপিত করি' লইলেন শররাশি ॥

রূপ-বর্ণনা

দৃঢ়ভাবে জটাজুট শিরোপরে বাঁধা রয় ।

মাঝে মাঝে করে শোভা তাহাতে কুসুমচয় ॥ ৪

নয়ন অরুণ-আভা তনু জলধর শ্রাম ।

অখিল ভুবনবাসী-নয়নের অভিরাম ॥

কটিতে পরিবর শরাধার আঁটা তা'য় ।

করে শাঙ্গ'ধনু স্তম্ভীয় শোভা পায় ॥ ৫

ছ—করেতে শাঙ্গ

বর-নিবজ

শায়ক-আধার কটিতে রয় ।

ভুজদন্ত পীন

আহত উরসে

বিপ্রপদ অঁকা কি শোভাময় ॥

কহিছে তুলসী

যেমনি চরাধি'

ফিরান শায়ক ধনুরে করে ।

দিক্‌করা অহি

কুর্খ নিধি মহী

ত্রিভুবন কাঁপে ত্রাপের ভরে ॥

ঘো—সে শোভা নিরখি'

দেবতা হরষি'

বরষে কুল অপার ।

জয় জয় জয়

হে করুণাময়

শোভা বল গুণাধার ॥ ৮৬

চৌ—এই সময়ের মাঝে রাবণের মহাবল ।

আসিয়া পড়িল তথ; অধীর সেনার দল ॥

হেরিয়া বানর বীর আশুমান চ'য়ে ধায় ।

প্রলয় কালের যেন জলদ-পটল যায় ॥ ১

চমকি'ছে তরবারি স্ব'কিছে বহু কুপাণ ।

দামিনী দমকে যেন দশদিকে অবিরাম ॥

গজ রথ ভুরগেরা চীৎকারে ভয়ঙ্কর ।

মনে হয় গজ্জন করিতেছে জলধর ॥ ২

বিপুল-আকার কপি-লাঙ্গুল নভে ছায় ।

ইন্দ্রধনুর মত অস্থরে শোভা পায় ॥

উঠিতেছে ধূলি-রাশি মনে হয় জল-ধার ।

বাণরূপী জল-কণা বর্ষিত অনিবার ॥ ৩

ধরি' ধরি' ধরাধর হৃ'দল করে প্রহার ।

বজ্র পতন যেন হইতেছে বারবার ॥

রোষভরে রঘুবীর করি' শর-বরষণ ।

আহত করেন যত ছিল রক্ষঃ-বীরগণ ॥ ৪

যেমন শায়ক' লাগে উঠে চীৎকার ক'রে । হু'রে হু'রে পড়ে তাঁরা যথা তথা ভূমি'পরে ॥  
গিরি হ'তে নিৰ্ব্বা-ধারা যেন বাহিরায় । সে রুধির-ধারা হেরি' কাপুরুষ ভয় পায় ॥ ৫

ছ—কাপুরুষ-হিয়া	ত্রাসেতে ভরিয়া	অপূতা রুধির-ভটিনী বয় ।
ভট হুই দল	রথ বালুঘল	চক্রে দহ লাগে পরাণে ভয় ॥
জল জীব-রাজি	গজ সেনা বাজি	বিবিধ বাহন গণনা-বার ।
অহি যেন শর	শক্তি তোমর	চন্দ্র কুন্দ ধনু লহর তাঁর ॥
দো—প'ড়েছে বীরেরা	তটে তরু যেন	মজ্জা বহে কেণাকারে ।
তা' হেরিয়া কাঁপে	ভীকর জ্বর	বার-মন স্নেহে তরে ॥ ৮৭

চৌ—মান করে তাহে কৃত পিশাচদল বেতাল । লবিত কেশধারী প্রমথ অতি করাল ॥  
কাক চিল মুখে ক'রে হাত ল'য়ে উড়ে' যায় । একের নিকট হ'তে কাড়িয়া অপরে খায় ॥ ১-  
কেহ কহে ওরে মৃত এ সব প্রচুর এত । দারিদ্র্য তোমার নহে এততেও অপগত ॥  
অর্জুনের বীরদল তটে প'ড়ে চীৎকারে । অর্জুনে অশ্রুজলী-তরে যেন রহে প'ড়ে ॥ ২-  
শকুনি ধরিয়া নাড়ী টানি'ছে তটের হ'তে । ছিপ ল'য়ে মাছ যেন ধরে সমাহিত চিতে ॥  
কত বীর ভেসে' যায় পাখী বসে তছপরে । নদীতে ভরসী-যোগে সবে যেন খেলা করে ॥ ৩-  
যোগিনীরা সঙ্কেতে ভরি' ভরি' খপর । শ্রেণিনী পিশাচ-বধু নাচে অস্থর 'পর ॥  
চামুণ্ডার গান গায় বীরের ল'য়ে কপাল । মহানন্দে কত ভাবে বাজাইয়া করতাল ॥ ৪-  
শকুনির শব কাটে কটকট রব ক'রে । খায় ডাকে কান্না-রবে তৃপ্তি এলে অস্ত্রে মারে ॥  
মুণ্ডহীন কোটি দেহ ভ্রমিতেছে চারিধারে । ধরায় পড়িয়া মুণ্ড জয় জয় রব করে ॥ ৫

ছ—কাটা মুণ্ড কয়	জয় জয় জয়	শিরহীন ধায় বিরাট রুণ্ড ।
খপর-তরে	পাখী ল'ড়ে মরে	একে অস্ত্র বীরে করি'ছে ঘন্থ ॥
কপি নিশাচরে	মর্দিত করে	রাম-বলে বলী সকলে তাঁরা ।
হু'য়ে রণাঙ্গন	শু'য়ে বীরগণ	রাম-শরে হু'য়ে জীবন-হার ॥
দো—ভাবিল রাবণ	হ্রসবে আপন	রাক্ষস হ'ল নাশ ।
শুধু আমি বাকী	অগণিত কপি	করিব মায়া-প্রকাশ ॥ ৮৮

চৌ—অমরেরা হেরিলেন প্রভু রাম রথ-হীন । সমুদিত মহাশোভে তাঁ'দের জয় দীন ॥  
স্বরপতি নিজ রথ পাঠান প্রভুর পাশে । স্বরিতে পুলকে রথ মাতলি লইয়া আসে ॥ ১-  
মহা জ্যোতির্ময় রথ দিব্য ও অল্পপম । হরবি' কোশলপতি করিলেন আরোহণ ॥  
চকল চারি হয় মন-বিমোহন অতি । অজয় অমর তাঁরা মন-সম দ্রুতগতি ॥ ২-  
বানরেরা করি' রামে রথারূঢ় দরশন । ছুটিল প্রবল বেগে পে'য়ে বল বিলক্ষণ ॥  
বানরগণের হানা সহিতে না পারা যায় । বিস্তারে যায় তবে দশানন রক্ষঃসায় ॥ ৩

রাবণ-রচিত মায়া প্রভু শপথে না লাগিল । বপি সহ লক্ষ্মণের প্রকৃতই মনে হ'ল ॥  
রাক্ষস-সেনা মাঝে নেহারে বানরগণ । র'য়েছেন বহু রাম সহ ভ্রাতা লক্ষ্মণ ॥ ৪

ছ—বহু লক্ষ্মণ                      রামে দরশন                      করি' ভালু কপি ত্রাসিত-প্রাণে ।  
পটে আঁকা-মত                      হেরে অবিরত                      দাঁড়া'য়ে রামের অমুখ সনে ॥  
চকিত বাহিনী                      হেরি' রঘুমণি                      হাসি' ধু-শর ধারণ করি' ।  
হরি মায়া হ'রে                      পলক-ভিতরে                      কপি-প্রাণ দেন পুলকে ভরি' ॥

দো—তখন শ্রীরাম                      সব-পানে চাহি'                      ক'ন বাণী গভীর ।  
আন্ত তোমা সবে                      স্বপ্ন-রণ এবে                      দরশন কর বীর ॥ ৮৯

চো—এ বলিয়া বিশ্রুপদ-পঙ্কজে নমি' শির । চালা'ন আপন রথ রক্ষ: পানে রঘুবীর ॥  
তা' হেরি' লঙ্কেশ-প্রাণে নিদারুণ ক্রোধ ছা'য় । উজ্জিয়া গাঙ্কিয়া সমুখ পানে ধায় ॥ ১  
কহে রে তাপস তুই জিনেছিস্ রণে যা'রে । তাহার সমান কভু মনে না ভাবিস্ মোরে ॥  
রাবণ আমার নাম স্তোত-যশ জগময় । লোকপালাবধি যা'র কারাগারে প'ড়ে রয় ॥ ২  
বিরাধ দুষণ থরে তুই ব'থেছিস্ রণে । ব্যাধ সম সে বেচারী বালিরে বহিলি প্রাণে ॥  
রাক্ষস বীরগণে রণে করেছিস্ হত । কুন্তকরণ মেঘনাদ এই রণে গত ॥ ৩  
সে সবে(ত) প্রতীশোধ করিব এবে গ্রহণ । রণ হ'তে যদি রাজা না করিস্ পলায়ন ॥  
আজিকে কালের কোলে ক'রে দিব সমর্পণ । কঠিন রাবণ-করে এখন তব পতন ॥ ৪  
তার হৃৎকচন শুনি' কাল-বশ করি' জ্ঞান । হাসিয়া বচন ক'ন তখন কৃপানিদান ॥  
যা' কহিলে সে প্রভুতা প্রকৃত সব তোমার । বুধা গর্ব ছাড়ি দাও পরিচয় বীরতার ॥ ৫

ছ—বুধা ভাবে নিজ                      গুহ্যশ নেশ'না                      নীতি শুন এই আমারে ক্ষম' ।  
সংসার মাঝে                      ত্রিবিধ মানব                      গোলাপ আজ পনস সম ॥  
একে ফুল হ'য়ে                      ফল ফুল আর                      তৃতীয়েতে শুধু ফলই কলে ।  
একে বলে হ'য়ে                      বলে করে আর                      তৃতীয়েতে করে মুখে না বলে ॥

দো—রামের বচন                      শুনি' হাসি' কহে                      আমারে শিখাস্ জ্ঞান ।  
তখন বিরোধে                      লাগেনি ক' ডর                      এবে প্রিয় লাগে প্রাণ ॥ ৯০

চো—কহি' এই কটুবাণী ক্রোধযুত দশানন । কুলিশ সমান শর স্তব্ধ করে বরষণ ॥  
বিবিধ আকার কত নিশিত শারক ধায় । ধনশী গগন দিক্ বিদিক্ সকলি ছা'য় ॥ ১  
অগ্নিবাহু সঙ্কান করিলেন রঘুবীর । নিমেষ ভিতরে দহে যত নিশাচর-ভীর ॥  
শক্তি হানিল তবে লজ্জিত দশানন । বাণের স্রাবাতে ফিরে পাঠা'লেন নারায়ণ ॥ ২

চক্র ত্রিশূল কোটি করে পুনঃ সন্ধান । তিলেক প্রয়াস বিনা মিবারেন সব রাম ॥  
 খলের কু-অভিপ্রায় যেমন বিফল হয় । তেমনি বিফল হয় রাবণ-আয়ুধচয় ॥ ৩  
 তখন সারথি 'পরে প্রহারিল শত বাণ । মাতলি ধরায় পড়ে মুখে বলি' জয় রাম ॥  
 করুণা করিয়া রাম তুলিলেন মাতলিরে । তখন প্রভুর হিয়া দাক্ষণ ক্রোধেতে ভরে ॥ ৪

ছ—অরাতি-শমন      জানকী-রমণ      তুণ হ'তে বাণ লইলা খরা ।  
 কোদণ্ডের ধ্বনি      রক্ষেরা শুনি'      হয় সবে ঘোর ত্রাসেতে ভরা ॥  
 মন্দোদরী-জ্বদি      কাঁপে নিরবধি      তুধর কুর্খ কাঁপে সাগর ।  
 দাঁতে ধরা ধরি'      ডাকে দিক-করী      কৌতুক হেরি' হাসে অমর ॥

দৌ—জীবণ অবধি      টানিয়া শ্রীরাম      ছাড়েন বাণ করাল ।  
 রাম-শরদল      ছুটিছে সকল      লহরিত যেন ব্যাল ॥ ৯১

চৌ—পক্ষযুত অহি মত শায়ক ছুটিয়া যায় । সুত আর বাজিচয় প্রথমেই নাশ পায় ॥  
 চূর্ণ করিয়া রথ পতাকারে ছিন্ন করে । ভীষণ গরজে রক্ষ: জ্বলে তরাল-ভরে ॥ ১  
 লজ্জিত হ'য়ে অশ্রুধে করে আরোহণ । সন্ধান করে পরে নানাবিধ প্রহরণ ॥  
 সকলি বিফল হয় তা'র উত্তম যত । পর-প্রোহরত নর-মন হয় যেই মত ॥ ২  
 তখন রাবণ দশ শূল করে সন্ধান । ধরায় পাতিত করে চারি হয় বলবান ॥  
 তুরগে তুলিয়া তবে সকোপে রঘুনায়ক । কর্ণ করি' ধমু হানেন খর শায়ক ॥ ৩  
 রক্ষাশির-শতদল-কাননচারী করাল । ছুটিল ভ্রমর-রূপী শ্রীরামের শর-জাল ॥  
 প্রতি দশ শিরে লাগি' দশ দশ খর বাণ । ভেদ করি' যায় বহে ক্রম্বিরের খর বাণ ॥ ৪  
 বহি'ছে ক্রম্বির-ধারা ছুটে মহা বলধর । পুনরায় ধমু হ'তে হানিলেন তু শর ॥  
 রঘুবীর-চাপ হ'তে আসিয়া ত্রিশ শর । বাহুর সহিত শির পাড়ে ধরণীর 'পর ॥ ৫  
 কাটিতেই পুনরায় নুতন হ'ল আবার । শ্রীরাম সে ভুজ শির কাটিলেন আর নার ॥  
 বহুবার কাটিলেন শির আর ভুজচয় । যেমনি কাটেন পুনঃ ঋতি নুতন হয় ॥ ৬  
 শ্রীরাম কোণলপতি কৌতুকা অতিশয় । বারবার কাটি'ছেন শির ভুজ সমুদয় ॥  
 ঢেকে' রয় অশ্রু মন্তক আর বাহ । মনে হয় অগণত যেন কেতু আর রাহ ॥ ৭

ছ—শোণিত ক্ষরণ      করিয়া ভ্রমছে      যেন নভে বহু রাহ ও কেতু ।  
 না পারে ভূমিতে      আসিয়া পড়িতে      ভীম রাম-শর লাগার হেতু ॥  
 এক(ই) শরে সব      শির ভেদ ক'রে      নভে উড়ে শোভা করে এমন ।  
 দিনকর ক্রোধে'      রাহুরে মন্থণে'      যথাভাষা গাঁধে সূতে যেমনক ॥

\* যোবাধিত হইয়া । † সূৰ্য্য-কিরণ । ‡ বায়ব এক এক বাণে রাবণের শৃঙ্গত হৃদি কুণ্ড মাথা ভেদ করিয়া  
 আকাশে উড়িতে এমন শোভা হইয়াছে, যেন বাগত হইয়া সূৰ্য্য-কিরণ যথাভাষা বাহুগণকে ধিঁষি বাধিয়াছে ।

দৌ—যেমন জ্বরাম কাটিছেন শির তেমন গঙ্গা'য়ে উঠে ।  
বিষয় সেবিলে যথা নিত কাষ নুতন নুতন জুটে ॥ ৯২

চৌ—কাটা শির গঙ্গাই'ছে এ হেরিয়া দশানন । অতি মহা ক্রোধবৃত্ত তুলিয়া নিজ ময়ন ॥  
মহা অভিমান সনে করে মৃঢ় গরজন । ভীম বেগে ধে'য়ে যায় টানি' দশ শরাসন ॥ ১  
নিদারুণ কোপযুক্ত দশানন-শর-ঘায় । রামের ত্রিদিব রথ নিমেষে চাকিয়া যায় ।  
দণ্ডেক তরে রথ হয় না আধি-গোচর । কুহেলি মাঝারে যেন লুকাইল দিমকর ॥ ২  
করিয়া উঠিল যবে হাহাকার সুরদল । লইলেন ক্রোধে প্রভু কান্দুক করতল ॥  
দিবারণ করি' শর কাটেন অরির শির । চাকেন ধরণী নতে সেই শিরে রণবীর ॥ ৩  
কর্ত্তিত শির যত আকাশে উড়িয়া যায় । জরজর রব করি' প্রাণে তয় উপজায় ॥  
লক্ষ্মণ সুগ্রীব কোথায় বানররাজ । কোথায় বা রণবীর কোশলের মহারাজ ॥ ৪

ছ—কোথা রণবীর বলি' সব শির ছুটে কপি ভয়ে পলা'য়ে চলে ।  
হাসি' ধনু টানি' রঘুকুলমণি সে শিরেরে শরে বিধেন বলে ॥  
শিরের মালিকা করেছে কালিকা ল'য়ে অগণিত মিলে তথায় ।  
শোণিতের সরে যেন স্নান ক'রে সংগ্রাম-বটে পুজিতে যায় ॥

### বিভীষণের প্রতি রাবণের শক্তি-কেপ

দৌ—আবার ভীষণ কোপে দশানন শক্তি হানে প্রচণ্ড ।  
ধায় হেন বেগে বিতরণ-আগে যেন বা বমের দণ্ড ॥ ৯৩

চৌ—হেরি' বিভীষণ পানে আসিছে শক্তি ঘোর । ভাবি' প্রাণতের হুখ দূর করা পণ মোর ॥  
তীরবেগে বিভীষণে করি' নিজ পশ্চাতে । সেই শেল রঘুবর লইলেন বুক পেতে ॥ ১  
তা'র কলে জ্ঞান কিছু হইল অপনোদন । প্রভুর এ লীলা হেরি' বিচলিত দেবগণ ॥

### রাবণ-বিভীষণের যুদ্ধ

প্রভুর লাগিল ক্রেশ ইহা দরশন করি' । ধে'য়ে যা'ন বিভীষণ ক্রোধভরে গঙ্গা ধরি' ॥ ২  
কহেন রে হতভাগ্য রে নষ্ঠ রে মন্দমতি । সুর নর যুনি নাগে করিলি বিরোধ অতি ॥  
মহাদেবে সমাদরে করিলি শিরে ধারণ । একের বদলে কোটি পে'য়ো'হুসু সে কারণ ॥ ৩  
ভাতার কারণে ষল এখনো আছিসু বেঁচে' । এইবার কাল ভোর মাথার উপরে নাচে ॥  
রামের বিমুখ প্রাণ সম্পদ সাধ করে । এ বলিয়া ভীম গঙ্গা মারিলেন বক্ষোপরে ॥ ৪

ছ—বৃকের উপরে গঙ্গার প্রহারে ধরণী' পরে পড়িল লুটে' ।  
দশ মুখ হ'তে ক্ষরিছে কধির সম্রি' উঠি' ক্রোধেতে ছুটে ॥  
মল্ল-আচর্বে লাগে ছ'য়ে তবে মহাবীর একে অপরে মারে ।  
বলী স্নান-বলে বিভীষণ দলে তৃণাদপি গুরু না গণে তা'রে ॥

দো—রাবণের দিকে  
সেও যুদ্ধে আজ

কখনো চাহিতে  
শমন-সমান

পারিত কি বিভীষণ ।  
রামের প্রভাব হেন ॥ ৯৪

রাবণ-হনুমানের যুদ্ধ ; রাবণের মাতা-স্বষ্টি

চৌ—বিভীষণে রণে অতি আশ্রয় করি' দরশন । ছুটিল পবন-সুত কুধর করি' ধারণ ॥  
তুরগ সারথি রথ নিমেষে করে নিপাত । দশানন-বক্ষো-মাঝে করে ভীম পদাঘাত ॥ ১  
রাবণ দাঁড়া'য়ে রয় দেহ কাঁপে ঘন ঘন । জনগণ-ত্রাতা যথা তথা যা'ন বিভীষণ ॥  
তখন রাবণ মারে হনুমানে গালি দিয়া । যায় সে গগন-পথে লাজুল প্রসারিয়া ॥ ২  
রাবণ ধরিতে পুচ্ছ হনুর সহিত উড়ে । আবার সে মহাবলী রাবণ-উপরে পড়ে ॥  
আকাশ-মাঝারে বীর ছই সম-বলবান্ । প্রহারে অপরে একে ক্রোধে হ'য়ে কম্পমান্ ॥ ৩  
আকাশে সে কি বাহার করে বজ্র ছল বল । শুমেরুর সনে বেন যুদ্ধে গিরি কঙ্কল ॥  
বুদ্ধি বলেতে রক্ষে পেরে'ও হারা'তে নারে । তখন করিল হনু স্মরণ শ্রীরঘুবীরে ॥ ৪

ছ—স্মরি' রঘুবীর      হনু রণ-ধীর      বিকার দিয়া রক্ষে: মারে ।  
ধরা'পরে পড়ে      পুনঃ উঠি' লড়ে      জয়জয় রব দেবতা করে ॥  
হনুর বিপদ      হেরি' কপি যত      ভালু ক্রোধাতুর হইয়া ধায় ।  
মস্ত দশাননে      অরি-বীরগণে      মধি' বলে করে রেগুর প্রায় ॥

দো—তখন রামের      বিকার শুনি'      ছুটে কপিদল চণ্ড ।  
অরিরে প্রবল      হেরি' মায়াবল      প্রকাশ করে পাবণ্ড ॥ ৯৫

চৌ—মুহূর্তের তরে হ'ল নিশাচর অন্তর্হিত । পরেই অনেক রূপ করে খল প্রকটিত ॥  
যেখানে বানর ভালু-অনীকিনী যত রয় । সেখানেই রহে তত দশানন দুরাশয় ॥ ১  
দরশন করে কপি অগণিত দশানন । যথা-তথা পলাইতে থাকে কপি ভালুগণ ॥  
পলায়ন করে কপি বারিলে না ধরে ধীর । বলে রাথ' রাথ' প্রভু লক্ষ্মণ রঘুবীর ॥ ২  
দশদিকে ছুটিতেছে কোটি কোটি দশানন । অতি ভয়াবহ তম্বু করে ঘোর গরজন ॥  
পলা'তে পলা'তে বলে ত্রস্ত দেবতা সবে । বিজয় লাভের আশা বর্জন কর এবে ॥ ৩  
এক রাবণেই জয় ক'রেছিল দেবগণে । এখন ত অগণিত রহ এবে গিরি-কোণে ॥  
ছিলেন তথায় হর বিধাতা ও জ্ঞানী মুনি । বাঁহারা বিদিত কিছু রামের গুণ-কাহিনী ॥ ৪

ছ—ভয়হীন তাঁ'রা      জানেন বাঁহারা      ভালু বানরেরা প্রকৃত গণে ।  
ইহারি কারণে      বলে সেনাগণে      কৃপাময় রাথ' ত্রাসিত জনে ॥  
মহা বলবান্      নল হনুমান্      অজদ নীল বীরেরা মিলে' ।  
ধরা উদগত      অজুর মত      কোটি মায়ী দশাননেরে বলে ॥

দো—হেরি' সুরদল      বানর বিকল      শ্রীমুখ হাসিতে তরে ।  
শাঙ্গের এক      শায়কের দায়      সকল রাবণ মরে ॥ ৯৬

চৌ—করিলেন দূর প্রভু ক্ষণমাঝে সব যায়। তখন উদয়ে যথা দূর হয় তম-ছায়।  
 একই রাবণ হেরি' অমর পুলকাকুল। কিরিয়া প্রভুর 'পরে বরষে প্রচুর ফুল ॥ ১  
 বাহ উত্তোলন করি' বানরে প্রভু কির'ন। তখন অপরে একে করিতে থাকে আহ্বান ॥  
 লভিয়া প্রভুর বল কপি ভালু এবে ধায়। লাক দিয়া রণভূমে যোগ দেয় পুনরায় ॥ ২  
 জ্ঞতি-রত দেবগণে হেরি' তাবে দশানন। ইহারা তাবিল মনে একাকী আমি এখন ॥  
 হাঁকি' কয় মোর বধ্য সবাই ত মুঢ় ওরে। এত কহি' মহাকোপে ধৈর্যে যায় নভোপরে ॥ ৩  
 তাহাকার রব করি' অমর পলা'য়ে যায়। রক্ষ: কহে মোর আগে কোথা থল বা'বি ছায় ॥  
 দেবেরে ব্যাকুল হেরি' দৌড়ায় অঙ্গন। ভূমিতে রাবণে কেল লক্ষ আবাতি' পদ ॥ ৪

ছ—ধরাশায়ী করি' চরণে প্রহারি' অঙ্গন গেল প্রভুর পায়।  
 উঠিয়া কঠোর গর্জন ঘোর দশানন করে ত্রাসি' ধরায় ॥

ঘোর যুদ্ধ; রাবণের লুচ্ছা

করি' ভীম দাপ ভরি' দশ চাপ\* প্রচুর শরের বরষা করে।  
 হয় বীরকুল আহত ব্যাকুল নিজ বল হেরি' হরষে ভরে ॥  
 দৌ—ঈরাম তখন রাবণের শির বাহুচয় শর চাপ।  
 কাটেন বিপুল বাড়ে পুনঃ যেন তীর্থেতে কৃত পাপ ॥ ১৭

চৌ—অরাতির শির ভুজ আবার বাড়িতে হেরি'। ভালু বানরের হিয়া রোষেতে উঠিল ভরি' ॥  
 কাটিলেও বাহু শির এ পাণ্ডী না মরে হয়। ক্রোধভরে ভালু কপি-বীরগণ দৌড়ায় ॥ ১  
 অঙ্গন বালিশুত শূণ্ডীব হুসমান। মহাবীর নল নীল দ্বিবিদাদি বলবান ॥  
 বিটপী ভূধর ল'য়ে রাবণে করে প্রহার। সেই গিরি তরু ল'য়ে কপিরে মারে আবার ॥ ২  
 কয়েক বানর তা'রে নথরে করে বিদার। কেহ বা পলা'য়ে যায় চরণ করি' প্রহার ॥  
 তা'র পর নল নীল উঠিয়া মাথার 'পরে। বিদারিতে নখাবাত লগাট-উপরে করে ॥ ৩  
 রুধির ক্ষরিতে হেরি' হৃদয়ে বিধা অতি। ধরবার তরে কর প্রসারে তা'দের প্রতি ॥  
 ধরিতে নাহিক পারে কিরে কপি কর 'পরে। কমল-কাননে যেন ছুইটি ভ্রমর চরে ॥ ৪  
 অবশেষে ধরে ছ'য়ে লাক দিয়া ক্রোধভরে। আছাড় মারার কালে ধায় নিশীড়িয়া করে ॥  
 আবার সরোবে করে লয় দশ শরাসন। করিল শরের যায় আহত বানরগণ ॥ ৫  
 হুসমান আদি বত বানরে মুগ্ধিত করি'। হরষিত-প্রাণ হয় প্রদোষ অংগত হেরি' ॥  
 দরশন করি' বত কপি বীরে হতভান। ধৈর্যে যায় মহাবেগে রণবীর জাহ্নবান ॥ ৬  
 সজ্জয় বত ভালু তা'রা তরু উঠাইয়া। মারিতে রাবণে শূর করে থিকার দিয়া ॥  
 কুপিত ইহাতে অতি বলবান দশানন। আছাড়ি' চরণ ধরি' মারে নানা বীরগণ ॥ ৭

তেরি' আপনার অনী বিনাশিত স্বকনাথ । ক্রোধে রাবণের বৃকে করে ভীম পদাঘাত ॥ ৮

ছ—বাজে স্বদয়েতে	ভীম পদাঘাত	রথ হ'তে পড়ে বিকল-প্রায় ।
ধরে বিশ করে	বিশ স্বক বীরে	যেন পদ্মে অলি বসে নিশায় ॥
মুচ্ছিত তেরি'	পদাঘাত করি'	জাহ্নব যায় প্রভু-পাশে আবার ।
নিশা আসে জানি'	সারথি অমনি	রথে তুলি' সেবা করে তাহার ॥

দো—জ্ঞান লাভ করি'	ভালু কপি যত	আসিল প্রভুর পাশ ।
রাবণে ঘিরিয়া	রহে রক্ষণ	ছদয়ে অতি তরাস ॥ ৯

### ত্রিঙ্কটা-নীতা সংবাদ

চৌ—সেই রাতে জানকী ল'নিকটে করি' গমন । ত্রিঙ্কটা সকল কথা করে তাঁ'রে বরণ ॥  
 অরাতির শির বাহু গজায় শ্রবণ করি' । সীতার ছদয়ে ত্রাস সীমাহীন উঠে ভরি' ॥ ১  
 মলিন কমল-মুখ অতীব ভাবনা মনে । জনক-হৃদিতা কথা কহেন ত্রিঙ্কটা সনে ॥  
 কি হ'বে মা তাহা হ'লে র'য়েছ কেন নীরবে । কেমনে মরিবে ভব-দুখদাতা প্রাণে তবে ॥ ২  
 রামের শায়কে মাথা কাটিয়াও নাহি মরে । বিপরীত লীলা সব এ'য়ে মা বিধাতা করে ॥  
 আমরা কুভাগা যেন তাহারে পুনঃ বাঁচায় । হরি-পাদপদ্ম হ'তে দূরে যা' রাখিল চায় ॥ ৩  
 কপট কনক-মৃগ সৃজন কারল যেই । এথনো বিরূপ দেখি মোর প্রতি বিধি সেই ॥  
 যেভাবে হু-সহ দুখ সে আমারে সহাইল । লক্ষণ-প্রতি মোরে কু-বচন কহাইল ॥ ৪  
 শ্রীরাম-বরহ-বিষ-শায়ক জানি' আমায় । বারবার লক্ষ্য করি' আবাতিল তাঁ'র ঘায় ॥  
 এমন দুখেও যেবা রাখে প্রাণ অভাগীর । সেই বিধাতাই তাঁ'রে বাঁচায় বুঝিছ স্থির ॥ ৫  
 বারবার তেন করি' করুণানিদানে মনে । জানকী বিলাপ বহু করেন খেদের সনে ॥  
 ত্রিঙ্কটা তখন বলে শুন রাজ-সুকুমারি । কদে লাগিলেই শর মরিবে অমর-অরি ॥ ৬  
 এ কারণে প্রভু তাঁ'র ছদে না হানেন বাণ । সে ছদ্ম মাঝারে যে মা জানকী বিরাজমান ॥ ৭

ছ—এর হিয়া-মাঝে	জানকী বিরাজে	জানকীর ছদে আমার বাস ।
উদরে আমার	ভুবন অপার	শর-ঘায় হ'বে সবার নাশ ॥
তর্ক-খদ চাঁর	এ তেন কথায়	করি' দরশন ত্রিঙ্কটা কয় ।
এভাবে এখন	হইবে মরণ	বরাননে শুন তাজহ ভয় ॥

দো—বারবার শির	কাটায় বিকল	হ'লে যা'বে তব-ধ্যান ।
তখন রাবণে	ছদয়ে আঘাত	করিবেন ভগবান্ ॥ ৯৯

চৌ—এ বৎস কতিয়া তাঁ'র নানাভাবে দুকাইল । ত্রিঙ্কটা তখন নিজ আলয়ে চলিয়া গেল ॥  
 রামের স্বভাব সীতা হৃদয়ে করি' নরণ । উত্তল বিহে-ভারে অতীব কাতর হন ॥ ১



রজনীতে শশধরে নিম্নেন কত মত । ক'ন যুগ-সম রাতি নাহি হয় অপগত ॥  
 রামের বিরহ-দুখে জনক-সুতা কাতর । বিলাপ আপন মনে করি'ছেন নিরন্তর ॥ ২  
 অতীব বিরহ-দাহে দাহিত যবে হৃদয় । বাম আঁখি আর বাহু স্পন্দিতে শুরু হয় ॥  
 শুভদ শকুন বুঝি মনেতে ধরেন ধীর । বুধেন পা'বেন পুনঃ কুপাল সে রঘুবীর ॥ ৩

রাবণ-বধ

এ দিকে আশেক-রাতে রাবণ লজ্জিল জ্ঞান । মৃত-প্রতি হানে রক্ত বচন'র খর বাণ ॥  
 কহিল সমর-ভূমি ভাগ করাটিল মোরে । মন্দম'ত রে অধম শত শিক্‌ থাক্‌ তোরে ॥ ৪  
 সারথি চরণে ধরি' অনেক ভাবে ঢুকায় । প্রভাতেই রথে উঠে' ছুটে গুণে পুনরায় ॥  
 শুনিয়া সমর-ভূমে রাবণের অ'গমন । প'ড়ে গেল কপি-ম'ঝে অ'তশয় বিচলন ॥ ৫  
 যথাভবা হ'তে ল'য়ে উপাড়িয়া পর্কত । কটকট্‌ রবে ক্রোধে ধায় কপিবীর যত ॥ ৬

ছ—ছুটে মর্কট ঝঙ্ক বিকট লটয়া করাল ধরণীধর ॥  
 অতি কোপভরে ভূধর প্রহারে পলাটয়া চলে রজনীচরণ ॥  
 বিচলিত করি' অনাকিনী অ'রি বলী কপি লয় রাবণে ঘিরে' ।  
 চারি দিক্‌ হ'তে চপেট-আঘাতে নখে দেহ ছিঁড়ে' কাতর করে ॥

দৌ—হেরি' কপিদল অতীব প্রবল রাবণ কহি' বিচার ।  
 হইয়া গোপন নিমেষ মাঝারে করিল মায়া প্রচার ॥ ১০০

ছ—যেমনি করিল মায়া-প্রকাশ । ভয়াল জীবের হ'ল বিকাশ ॥  
 যেতাল যতেক ভূত পিশাচ । ধরি' ধ'র' করে ধনু নারাচ ॥ ১  
 যোগিনীরা অদি ধরিয়া করে । মানব-কপাল অপরে ধ'রে ॥  
 করিয়া সত্ত্ব-শোণিত পান । নাচে আর করে কতই গান ॥ ২  
 ধনু মানু রব সন্ধনে করে । দিক্‌চয় সেই আরাবে ভরে ॥  
 ব্যাদিত বদনে গ্রাসিতে ধায় । ছেরিয়া বানর ভয়ে পলায় ॥ ৩  
 যে দিকেই কপি পলা'য়ে চলে । সে দিকেই দেখ' আশুন জলে ॥  
 অতীব বিকল বানর ভালু । তখন তা 'পরে বরষে হালু ॥ ৪  
 যথাভবা ক'প বিকল করি' । উঠে দশানন গরজ করি' ॥  
 লক্ষণ কপিপতি সমত । সকল বীরেরা হ'ল অচেত ॥ ৫  
 বলিয়া হা রাম হা রঘুনাথ । কপি বীরগণ নিপীড়ে হাত ॥  
 এ ভাবে বিবশ করিয়া সবে । অপর ছলনা ক'রল তবে ॥ ৬  
 বহু বজ্রমানু করে সৃজন । ধায় ঘা'রা নিলা করি গ্রহণ ॥  
 সবে ঘিরে গিয়া রা'মেরে তাঁ'রা । চারিদিকে বহি' সন্মার বাহা ॥ ৭

মারু ধরু যেন নাহি পলায় ।

লাঙ্গুল তুলি' কটকটায় ॥

দশদিকে করে হুহু বিরাজ ।

তাহাদের মাঝে কোশলরাজ ॥ ৮

ছ—সুন্দর শ্রাম

তহু অভিরাম

শোভি'ছেন বহু হহুয় মাঝে ।

তুঙ্গ তমালে

ঘেরি' বেড়াকালে

ইন্দ্রধনু বহু যেন বা রাজে ॥

হেরিয়া প্রভুরে

হর্ষ-খেদ তরে

জয়জয় রব দেবতা গাঁয় ।

কোণে রঘুবীর

হানি' এক(ই) তীর

হরিলো নিমেষে সেই মায়ায় ॥ ১

মায়া অপগত

কপি হরষিত

তরু গিরি বহি' সকলে কিরে ।

বহু শর হানি'

কাটেন নুমনি

পুনঃ রাবণের বাহু ও শিরে ॥

শ্রীরাম-রাবণ-

সমর-কথন

বহু কল্প ধরি বহিও গায় ।

শত অহিপতি

বেন কি ভারতী

তবু তাঁর পার কতু না পায় ॥ ২

দৌ—সে গুণের কিছু

করে বর্ণন

জড় এ তুলসীদাস ।

মন্সিকা যেন

নিজ-বল মত্ত

উড়িয়া কিরে আকাশ ॥ ১০১(ব)

কাটিলেন শিরে

ভুজ বহুবার

রাবণ তবু না মরে ।

খেলি'ছেন প্রভু

ব্যাকুল সকলে

তাঁর ক্লেশ মনে ক'রে ॥ ১০১(খ)

চৌ—প্রতি লাভ-শেষে যথা লোভ আর(ও) বেড়ে' যায় । কাটিলেই সেইমত বাড়ে শির পুনরায় ॥

মরে না অরাতি শ্রম হইল নিরতিশয় ।

বিভীষণ-পানে তবে চাহিলেন কুপাময় ॥ ১

কালের(ও) মরণ হয় উমা ইচ্ছায় যাঁ'র ।

ভকত-প্রাণের প্রেম এ শুণু পরীক্ষা তাঁ'র ॥

বিভীষণ ক'ন শুন হে প্রভু অন্তরযামি ।

প্রণতের হৃৎহারি সুর-নর-মুনি-স্বামি ॥ ২

অমিয়-ভাণ্ডার রহে নাভিদেখে রাবণের ।

তাহারি বলেতে নাথ প্রাণ রহে অধমের ॥

বিভীষণ-বাণী এই শ্রবণ করি' কুপাল ।

হরষে নিলেন করে শায়ক অতি করাল ॥ ৩

তখন অশুভ নানা হ'তে থাকে চারিধারে ।

কুকুর গর্দভ শিবা রোদনের রব করে ॥

জগত-অশুভ ঘোষি' পক্ষী করে আরাব ।

যথাতথা ধুমকেতু নভে হয় আবির্ভাব ॥ ৪

অগ্নিকাণ্ড হ'তে থাকে অতিশয় চারিধারে ।

তিথি-ব্যতিরেকে রাহ গ্রাস করে দিবাকরে ॥

ময়-সুতা-হৃদিতল কেঁপে' উঠে বারবার ।

নয়ন-আলার বহে আঁধি-পাথে প্রেতিমার ॥ ৫

ছ—প্রতিমা-রোদন

অশনি-পতন

অনল-দহন কম্প-মহী ।

বরষে জলদ

কেশ রক্ত ধূলি

কে পারে অশুভ ফুরা'তে কহি' ॥

উৎপাত নভে

বহু হেরি' সবে

জয়জয় করে তীত অমর ।

হেরিয়া ত্রাসিত

বৃন্দারক বত

বহুতে শ্রীরাম চড়া'ন শর ॥

দৌ—হানিলেন ধহু

আ-শ্রুতি টানিয়া

ধর একত্রিশ শর ।

রামের শায়ক

ছুটিয়া চলিল

যেন কাল-কণ্ঠর ॥ ১০২

চৌ—নাভি-ভাণ্ডার এক শায়ক করে শোষণ । আর যত বাণ শির বাহু করে কর্ণন ॥  
 শির বাহু কেটে' ল'য়ে বাণ যার ভেদ করে । শির ভুজ হীন দেহ নাচিতে আরম্ভ করে ॥ ১  
 চণ্ড-বেগে রুণ্ড ছুটে ধরণী ধসিয়া যায় । দ্বিভাগ করেন তবে তাঁ'রে শুভ্র শর ষায় ॥  
 কোথা রাম বিহার দিয়া রণে মারি তাঁ'রে । এ বলি' মরণ কালে ঘোর গরজন করে ॥ ২  
 যেমনি পড়িল ভূমে কাঁপিয়া উঠিল ক্ষিতি । ক্লক ধরণী নদী দিক্-করী বারিগতি ॥  
 শরীরের দুই ভাগ কপি ভালু-বীরদলে । প্রোথিত করিয়া সবে পড়িল ধরণীতলে ॥ ৩  
 রাণী মন্দোদরী-আগে রাবণের বাহু শির । কেলিয়া শায়ক ফিরে যথা শুভ্র রঘুবীর ॥  
 আবার তুণীর মাঝে তাহার প্রবেশ করে । হেরি' হৃন্দুভি-নাদ করে সুর অশ্রু ॥ ৪  
 প্রবেশ তাহার তেজ করিল প্রভু-বদনে । তাঁ' হেরি' হৃদয় ভতি বিধাতা মহেশ-প্রাণে ॥  
 জয় জয় জয় রবে ভ'রে গেল ব্রহ্মাণ্ড । জয় রঘুবীর জয় অতি বল ভুজদণ্ড ॥ ৫  
 বর্ষেন ফুলদল মুনি-অহরারি বৃন্দ । গান জয় হে কৃপাল জয়তি জয় মুকুন্দ ॥ ৬

ছ—জয় কৃপাকন্দ      দম্ব-হ মুকুন্দ      শরণাগতের সুখদ প্রভু ।  
 খল-বিদারণ      পরম কারণ      মহাকাব্যগিক সত্যত বিদু ॥

রূপ-বর্ণনা

বরষে স্মনঃ      শ্রীত দেবগণ      হৃন্দুভি বাজে কতই রঙ্গে ।  
 রণভূমি 'পরে      রাম-কলেবরে      বহু অনঙ্গ-মাদুরী ভঞ্জে ১  
 শিরে জটাজুট      জটীর মুকুট      মাঝে মাঝে ফুল কি দেয় শোভা ।  
 নীলগিরি-শিরে      চপলার সনে      তারারাজি যেন বিতরে আভা ॥  
 ভুজ-দণ্ডে শর      কোদণ্ড-প্রবর      তনু ভরি' কণ-রুধির রাজে ।  
 তমালের 'পরে      অতি সুখ-ভরে      লালমণ্ডকী বহু যেন বিরাজে ॥ ২

দৌ—প্রভু কৃপাদৃষ্টি      করি' লাভ বৃষ্টি      নির্ভয় সুরবৃন্দ ।  
 কপি ভালুগণ      চরণে মগন      গায় জয় হে মুকুন্দ ॥ ১০৩

মন্দোদরীর বিলাপ ; রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

চৌ—হেরিতেই রক্ষঃরাণী দয়িতের শির কর । আকুলি' হারা'য়ে জ্ঞান পড়েন ধরণী 'পর ॥  
 কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটে' যতক রমণীগণ । তাঁহারে রাবণ-পাশে লইয়া করে গমন ॥ ১  
 হেরিয়া পতির দশা আর্দ্রনাদ-বাণী মুখে । এলায়িত কেশদাম বশহীন দেহে দুখে ॥  
 করের প্রহার বৃকে করেন সহ রোদন । করেন রাবণ-বল বহুভাবে বর্ণন ॥ ২  
 তোমার প্রাণে নাথ টলমান হ'ত ধরা । ছিল শশী হতাশন দিবারক তেজ-ভারা ॥  
 কুর্ম্ব বাসুকী বা'র সহিতে নারিত ভার । মূলি-ধূসরিত হ'য়ে প'ড়ে রতে দেহ তাঁ'র ॥ ৩

-ঋণ কুবের বায়ু বিশ্বা দেবরাজ বীর । তোমার সমুখে রণে কেহ না রহিত স্থির ॥  
 বাহুগলে পরাজিলে তুমি প্রভু যমে কালে । সে তুমি অনাথ-প্রায় আঁকি প'ড়ে ভ্রাম্যন্তঃ ॥ ৪  
 তোমার প্রতাপ-বধা ধরাভূলে সুবিদিত । স্তম্ভ আত্মীয়-বল মুখে ক'য়ে ক'ব কত ॥  
 রামের বিমুখ চ'য়ে চইল দশা এমন । রহিল না কেহ তব তরে যে করে রোদন ॥ ৫  
 ধাতার সৃজন যত সব তব পদানত । নোয়া'ত চরণে শির ভয়ে দিক্‌পাল যত ॥  
 এখন সে শির ভুজ শবুনি-ভঠরে যায় । রাম-জ্যোত-ফলে ইটা শুষ্ক চিত্ত নষ্ট হয় ॥ ৬  
 কাল-বশ হ'য়ে নাথ মানিলে না নিবারণ । অগ-জগ-নাথের নয় করিলে হেন গণন ॥ ৭

হু—দম্ভজ-কানন	দহন পাবক	হরিরে ভাবিলে মানব সম ।
নমেন বাঁহারে	ধাতা চর সুরে	ভাজিলে না তাঁ'রে হে প্রিয়তম ॥
জন্ম হ'তে নিত	পর-জ্যোত--রত	পাপময় তনু তোমার স্বামি ।
তোমারেও রাম	দিলা নিজ ধাম	সেই ব্রহ্ম রামে প্রণমি আমি ॥

দো—আহা আহা নাথ	রঘুনাথ সম	কৃপানিধি নাহি আন ।
যোগী-দুর্ভর্ত	সেই পরাগতি	দিলো তোমা ভগবান্ ॥ ১০৪

চৌ—রাণী মন্দোদরী-বাণী শ্রবণ করিয়া কাণে । সুর মূনি সিদ্ধ সবে মহামুখ পান প্রাণে ॥  
 মহেশ চতুরানন দেব-অমি শনকাদি । যে সকল মূনিবর পরমার্থ-ভুবাঙ্গী ॥ ১  
 নয়ন ভরিয়া করি' রঘুপতি দরশন । অতি সুখ পে'য়ে হ'ন পরাশ্রমে নিমগন ।  
 রোদন করিতে হেরি' যতেক রমণীগণে । বিভীষণ যান তথা অতীব কাতর মনে ॥ ২  
 হেরি' অগ্রজ-দশা করেন দুখ প্রকাশ । আদেশ অনুজ্ঞে তবে দিলেন সীতা-নিবাস ॥  
 প্রবোধ অনেক মতে লক্ষ্য দেন তাঁ'রে । অবশেষে বিভীষণ ক'জু-পদে যান ক্ষিরে' ॥ ৩  
 কৃপা-আধিযোগে প্রভু তাঁ'র পানে চাহিলেন । শোক পরিহারি' শেখা-ক্রিয়া তরে করিলেন ॥  
 দেশকাল-অনুরূপ উর্ক-দেহ ফিরা যত । সাধিলেন বিভীষণ প্রভুর আদেশ মত ॥ ৪

দো—মন্দোদরী আদি	সকলে রাবণে	ভিল-অঞ্জলি দিয়া ।
গেলেন ভবনে	মনে মনে রাম-	শুণগ্রাম বরণিয়া ॥ ১০৫

### বিভীষণের রাজ্যাভিষেক

চৌ—আসি' পুনঃ বিভীষণ চরণে নোয়া'ন শির । অনুজ্ঞে অহ্মান তবে করিলেন রঘুবীর ॥  
 তোমা সবে অঙ্গন কপিরাজ নল নীল । জাহবান্ হুম্যান্ আদি বীর নীতি-শীল ॥ ১  
 সকলে মিলিয়া যাও লজ্জা অধিপতি সাধ । রাজ-টিকা সমাপন কর ক'ন রঘুনাথ ॥  
 পালিতে পিতার সত্য নগরে নাতিক বা'ব । আশ্রম সমান কপি কল্যাণের পাঠ ইব ॥ ২

ক্রতগতি যায় কপি শুনিয়া প্রভু বচন । করিল তথায় গিয়া রাজ-টিকা আয়োজন ॥  
সমানরে বিভীষণে বসাইল রাজ্যাসনে । তিলক-প্রদান শেষে স্তুতি করে সব জনে ॥ ৩  
জোড় করি' পাণ্ডিত্য সব শির নত করে । পরে বিভীষণ সহ প্রভু-পদে আসে কিরে' ॥  
তখন শ্রীকৃষ্ণের কপিগণে আস্থানি' । করিলেন সুখী সবে কহি' অত-সুখ বাণী ॥ ৪

হু—সুধামাখা বাণী	ক'ন রঘুমণি	তোমাঙ্গেরি বলে মরিল অরি ।
পা'ন বিভীষণ	রাজ-সিংহাসন	তব শেষে র'বে ত্রিলোক করি' ॥
মোর সনে তব	আচরণ-শুভ	অতি প্রীতিভরে নিত বে গা'বে ।
ভব পারাবার	অগাধ অপার	অনায়াসে পার সে জন পা'বে ॥
দো—প্রভু বচন	করিয়া অবগ	তৃপ্তি আসে না মনে ।
নমে বারে বারে	সবে করে ধরে	শতদল সে চরণে ॥ ১০৬

হনুমানের সীতা-সমীপে গমন

চৌ—তা'রপর হনুমানে করা'লেন আস্থান । লক্ষ্যায় যাও তা'রে কহিলেন ভগবান্ ॥  
জানকীরে সমাচার শুনাও গিয়া সকল । চ'লে এস পুনরায় তাহার ল'য়ে কুশল ॥ ১  
তখন নগর-মাঝে মহাবীর হনু যায় । নিশাচর নিশাচরী সে কথা শুনিয়া ধায় ॥  
বিবিধ প্রকারে পুত্রা কর'ল সবে তাহারে । দেখাইয়া দিল পুনঃ জানকীদেবী-সীতারে ॥ ২  
দূর হ'তে হনুমান্ শ্রমিল জানকীরে । রঘুপতি দূত বলি' চিনিলেন সীতা তা'রে ॥  
কহিলেন কহ তাত প্রভু কৃপা-নিকেতন । অমুজ বা'হন স'ন কুশলে ত সবে র'ন ॥ ৩  
কুশল সকল বিধি শ্রীরামের হনু কয় । জননি রাবণে রণে ক'রেছেন প্রভু জয় ॥  
বিভষণ অবল রাজ্য পা'ন অবশেষে । কপির বচন শুনি' ভরে শ্রাণ পরিতে'ষে ॥ ৪

হু—মন চরষিত	তমু পুলকিত	ক'ন বারবার সজল চ'খে ।
এ বারতা-তরে	কি দিব তোমারে	কিবা আছে দিতে এ তিন লোকে ॥
হনু কহে বাণী	শুন গো জননি	পাইছাছি স্থির অখিল-রাজ ।
সমর-বিজিত	অমুজ সহিত	অনাময় রামে নিরখি' আজ ॥
দো—সুত কহি শুন	সব শুভ গুণ	জন্মে র'বে হনুমান্ ।
লক্ষণ সনে	সদা অমুকুল	রহিবেন ভগবান্ ॥ ১০৭

সীতার আগমন; অগ্নি-পরীক্ষা

চৌ—এখন স্ব'রত গতি কর ত'ত সে উপায় । নয়নে নিরখি যা'হে সে শ্রামল কম-কায় ॥  
হনুমান্ করে শ্রম শ্রীরাম-পাশে গমন । কুশল-বারতা তাঁ'র পদে করে নিবেদন ॥ ১  
স্তম্বকুল-বিভষণ বারতা করি' অবগ । সুবরাজ বিভীষণে করিলেন আবাহন ॥  
কহিলেন যাও তুমি হনুমানে সাথে ক'রে । দেবী জানকীরে হেথা আন সমাদর ভরে ॥ ২

সকলে স্বরিত্ত যা'ন যথায় রহেন সীতা । সেবা করে নিশাচরী তাঁহারে অতি বিনীতা ॥  
 নিশাচরীগণে সব বুঝা'লেন বিভীষণ । বহুভাবে করাইল সীতারে অবগাহন ॥ ৩  
 বসন ভূষণ কত পরায় যতন ভরে । শিবিকা সাজায়ে আনে যা' হেরিয়া মন হরে ॥  
 হরষ-পূরিত মনে তত্বপরে আরোহণ । করিলেন বৈদেহী ঐরামে করি' স্মরণ ॥ ৪  
 বেত্র করে রক্ষক শিবিকার চারিপাশে । চলে সবে মিলি' মন ভাসে মহা উল্লাসে ॥  
 দর্শন-ভরে আসে স্বাক্ষ বানরগণ । রক্ষকগণ ক্রোধে করে সবে নিবারণ ॥ ৫  
 কহিলেন রঘুবীর কথা মোর জন্মে ধর । জানকীরে পদতলে সখা আনয়ন কর ॥  
 দেখুক বানরগণ মাতারে দেখে যেমন । হাসি-ভরা মুখে এই কহিলেন নারায়ণ ॥ ৬  
 শুনিয়া প্রভুর বাণী কপি ভালু হয়বিত । নভ হ'তে দেবদল কুহুম বরষে কত ॥  
 সীতারে অনল-মাঝে রাখিয়াছিলেন আগে । প্রকাশ করিতে এবে জন্মে বাসনা জাগে ॥ ৭

দো—তাহারি কারণে করুণা-নিদান ক'ন কিছু কু-বচন ।  
 বিষাদে ভরিল যে কথা শুনিয়া নিশাচরীগণ-মন ॥ ১০৮

চৌ—প্রভুর রচণ শিরে ধারণ করিয়া সীতা । কহিলেন কায়মন-বচনে অতি পুণিতা ॥  
 ধর্ম্মের সহায়ক হও মম লক্ষণ । আয়োজন কর ধরা জালিবারে হত্যাশন ॥ ১  
 বিরহ বিবেক ধর্ম্ম নীতি-রসে সিক্ত । লক্ষণ সীতা-বাণী শুনি' অতি বিদ্বাদিত ॥  
 ছু'নয়নে জল ভরে জোড় করি' হুই পাণি । রহেন প্রভুরে কিছু কহিতে সরে না বাণী ॥ ২  
 রাম-মনোভাব বুঝি' ধাইলেন লক্ষণ । করেন স্থাপিয়া বহি সংগ্রহ ইন্ধন ॥  
 করিয়া অনল সীতা প্রকলিত দরশন । জন্মে না ভয় নাহি হরষের লক্ষণ ॥ ৩  
 ক'ন যদি কায় মন জন্মে কিবা বচনে । রঘুপতি বিনা মতি নাহি রহে অজ্ঞানে ॥  
 তবে হত্যাশন যিনি জানেন সবার মন । শীতল মলয়-প্রায় মোর তরে তিনি হ'ন ॥ ৪

ছ—মিথিলা-কুমারী প্রভু-পদ স্মরি' পশিলা পাবকে মলয়-প্রায় ।  
 জয় কোশলেশ পুজিত মহেশ পূত সীতা-মন যে পদে ভায় ॥  
 ছায়া-কায়া আর লোক-অপবাদ প্রবল পাবক-মাঝারে লহে ।  
 এ প্রভু-চরিত্ত কেহ না জানিল নভে সুর মুনি চাহিয়া রহে ॥ ১  
 ধরি' দেহ হতে ধরি' বৈদ্যানর বেদ ধরা-খ্যাত প্রকৃত-সীতা ।  
 ঐরামের করে দেন শ্রীতি ভরে পয়োধি রমারে দিলেন যথা ॥  
 ঐরামের বামে কমলীয় ঠামে বিরাজেন সীতা রুচির সাজে ।  
 নব নীলোৎপল-পাশে সুবিমল কনক কমল-কালকা রাজে ॥ ২

দো—বরষে শ্রুতমণ্ড শ্রীত দেবগণ নাগাড়া বাজিছে নভে ।  
 কিয়র গায় জলরা নাচে বিমানে উড়িয়া সবে ॥ ১০৯ (ক)

জনক-দুহিতা-

সাথেতে প্রভুর

অগাধ শোভা অপার ।

হেরি' ভালু কপি

হরষে ধ্বনি'ছে

জয় রাম সুখ-সার ॥ ১০৯ (খ)

দেবগণের স্তব ; ইন্দ্রের স্তুতি বর্ণন

চৌ—রামের আদেশ-বাণী তখন মাথায় ধরি' মাতলি কিরিয়া গেল চরণে প্রণাম করি' ॥  
 আসে সদা-স্বার্থরত দেবদল অন্তঃপর । এমন বচন কহে যেন পরমার্থ-পর ॥ ১  
 কহে সবে দীননাথ কৃপাময় রঘুপতি । করিলেন অতি দয়া দেবভাগ্যের প্রতি ॥  
 চরাচর-জোহরত এই দুই আর কামী । আপন পাণের ফলে মরিল' কু-পথগামী ॥ ২  
 তুমি সম-রূপ প্রভু ত্রৈলোক্য তুমি অবিনাশী । সদা এক-ভাবময় আশ্রয়ত ও উদাসী ॥  
 অখণ্ড অশুণ অজ্ঞ অ-কলুষ অবিকার । অজ্ঞেয় অমোঘ-বল প্রভু রাম কৃপাধার ॥ ৩  
 তুমি মীন কুর্শ-রূপ বরাহ নর-কেশরী । বামন পরশুরামে আস' ভীম বগু ধরি' ॥  
 যখনি যখনি নাথ ত্বং পায় দেবগণ । তুমিই বিনাশ' নানা শরীর করি' ধারণ ॥ ৪  
 এই মন্দমতি থল দেব-জোহে সদা মন । কাম লোভ মদ-রত অতি ক্রোধ-পরায়ণ ॥  
 অধর্মের শিরোমণি তবু তব পদ পায় । বিশ্বয় এই প্রভু আমাদের প্রাণে ছা'য় ॥ ৫  
 হ'য়েও দেবতা মোরা উত্তম-অধিকারী । তবু স্বার্থ-বিজড়িত ভকতি-রীতি পাশরি' ॥  
 ভবের প্রবাহ মাঝে পতিত পুরুষোত্তম । শরণে পতিতগণে রাখ' ভব-নিবারণ ॥ ৬

অশ্বার স্তব

দৌ—মিনতি জানা'য়ে সিদ্ধ সুর রহে যথা তথা জোড়করে ।  
 করিলেন স্তুতি সপ্রেমে বিধাতা রোমান্বিত কলেবরে ॥ ১১০

ছ—জয় রাম সদা সুখ-ধাম হরি' । রঘুনায়ক কাম্যুক শায়ক-ধারি ॥  
 ভব-বারণ-দাক্ষণ সিংহ প্রভু । গুণ-সাগর নাগর নাথ বিভু ॥ ১  
 বহু কাম-সমান তুমু' অমূল্য ছবি । গুণ কীৰ্ত্তিত সুরগণ মুনিশ কবি ॥  
 যশ পাবন তব খগ রাবণ-নাগে । গরুড়-সমান গ্রাস করিলে রাগে ॥ ২  
 জন-রঞ্জন ভঞ্জন শোক ভীতি । গভ-ক্রোধ সদা তব জ্ঞানেতে স্থিতি ॥  
 অবতার উদার তুমি অপার গুণ । মহীভার-বিভঞ্জন জ্ঞান-ধন ॥ ৩  
 অজ ব্যাগক এক অনাদি তুমি । করুণাকর প্রভু রাম তোমা'য়ে নমি ॥  
 রঘুবংশ-বিক্রম দৃশ্যহারি । কৃত ক্রুপ বিভীষণে ও-পদচারী ॥ ৪  
 গুণ জ্ঞান-অভলনিধি অ-মান অজ । নিত নম্য হে বিভু রাম বিগত-রজ ॥  
 ভুজদণ্ড-প্রত্যাপে তুমি চক্ৰবলী । খলবন্দ নিপাতে সদা মহাকুশলী ॥ ৫  
 বিনা কারণে দীনের প্রতি দয়া হিত-ধাম । শোভা-আধার প্রেমি রম্য সহিত শ্রীরাম ॥  
 তুমি কার্য-কারণ-পরে ভবের তারণ । মন-সম্ভব নিদারুণ দোষ-নাশন ॥ ৬

শর কাম্যু'ক মনোহর তুবীরধারি । অজ্ঞ-অরুণ-আঁধি ছরিতহারি ॥  
 সুখ-মন্দির সুন্দর জ্ঞানকী-রমণ । মোহ কাম অহং বৃথা মোহের শমন ॥ ৭  
 অনবস্ত্র অতীক্ষিয় খণ্ডবিহীন । সব-রূপ তথাপি কভু নহে তাহে লীন ॥  
 যত বেদ এ ভণে নহে দন্ত-কথা ॥ রবি দীপ্তি পৃথক্ পুনঃ অভেদ যথা ॥ ৮  
 কৃতকৃত্য শাখাযুগ সকলে প্রভু । সাদরে নিরখে তব আনন বিভু ॥  
 শত বিকার দেব দেহে জীবনে হরি । তব ভক্তি বিহীন মজে বিষয়ে জরি' ॥ ৯  
 এবে দীন-দয়াল এই করুণা করি' । সেই বৃদ্ধি বিভেদ-করী হর হে হরি ॥  
 যাহে কর্ম যা' বিপরীত করি আচরণ । তাহে পার-হীন সুখ ভাবি' রহি নিমগন ॥ ১০  
 খল-মর্দন রঞ্জন রম্য ধরা । পদ-পদ্ম স-শিব উমা সেবন-পরা ॥  
 নৃপ-নায়ক দেহ প্রভু এই বরদান । চরণাশুজে যেন প্রেম রহে অবিরাম ॥ ১১

দো—করেন মিনতি      শতদল-যোনি      প্রেম-পুলকিত কায় ।  
 শোভা-পারাবারে      হেরিয়াও আঁধি      তৃপ্তি নাহিক পায় ॥ ১১১

#### দশরথের আগমন

চো—সেই কালে দশরথ আসিলেন সেইখানে । তনয়ে নেহারি' জল ভরে তাঁ'র হুঁনয়নে ॥  
 অম্বুজের সনে প্রভু করিলেন প্রাণিপাত । তনয় যুগলে পিতা করিলেন আশীর্বাদ ॥ ১  
 রাম ক'ন তাত তব পুণ্য-প্রভাবে আজ । বিজয় ক'রেছি লাভ দশানন রক্ষ:-রাজ ॥  
 তনয়-বচন শুনি' প্রেম অতি বেড়ে' যায় । সলিলে নয়ন ভরে রোমাঙ্কিত হয় কায় ॥ ২  
 জীবিত-কালের প্রীতি স্মরণ করিয়া রাম । হেরিয়া পিতায় প্রীতি বিভরেন দৃঢ়-জ্ঞান ॥  
 ভেদ-ভক্তি নৃপতির জীবনে কামনা ছিল । এ কারণে মোক্ষলাভ তাহার নাহিক হ'ল ॥ ৩  
 সগুণ-ভবত যা'রা মোক্ষ কভু না চায় । নিজ-ভক্তি শ্রীরামের নিকটে তাহারা পায় ॥  
 বারবার প্রভু-পদে জানা'য়ে নিজ প্রণাম । হরষিত-প্রাণ বা'ন দশরথ সুরধাম ॥ ৪

#### ইজের স্তব

দো—লক্ষ্মণ সীতা-      সঙ্গতে প্রভু      কুশলী কোশলপতি ।  
 সে শোভা হেরিয়া      হরষি ৫ মনে      বাসব করেন স্তুতি ॥ ১১২

জু—জয় রাম শোভাধার ।      প্রণতের সুখাগার ।  
 গুত তুণ শর চাপ ।      এবল জুজ-প্রতাপ ॥ ১  
 জয় ধর দূষণারি ।      রক্ষ: মথনকারি ॥  
 বধিলে খলেয়ে নাথ ।      করিলে দেবে সনাথ ॥ ২



ধরাভার-হারি অয় ।	অপার মহিমাময় ।
রক্ষা নি-মূলকারি ।	হে কৃপাল রাবণারি ॥ ৩
লঙ্কেশ বল-গর্বে ।	দলে সুর গন্ধর্বে ॥
সিদ্ধ মুনি নাগ নরে ।	হঠে অপকার করে ॥ ৪
পর-জোহ রত দুই ।	পেল' ফল পাপ-পুট ॥
শুন হে দীন-দয়াল ।	অজ্ঞ-আশি সুবিশাল ॥ ৫
ছিল ক্ষেদে অভিমান ।	কেহ নহে মো' সমান ॥
এবে হেরি' প্রভু-পদ ।	গত মান দুখ-প্রদ ॥ ৬
কেহ অশ্বে ধ্যান করে ।	বেদে নেতি কহে বাঁ'রে ॥
মোর প্রেম রাম রূপে ।	স-শুণ কোশলকূপে ॥ ৭
লায়ে সীতা-লক্ষ্মণে ।	রহ হৃদি-নিকেতনে ॥
ভেবে' মোরে নিজ দাস ।	ভক্তি দেহ শ্রীনিবাস ॥ ৮

ছ—দেহ হে ভকতি	জ্ঞানকী-নিবাস	ত্রাস-হারি সুখ শরণাগতে ।
সুখ-ধাম রাম	তোমারে প্রণাম	বহুকাম-ছবি কোশলপতে ।
সুরগানন্দ	বিনাশন দ্বন্দ্ব	নর-রূপধর অতুল বল ।
অজ্ঞাদি মহেশ	সেবিত অশেষ	নমি রাম ওহে কৃপা-কোমল ॥
দো—এবে কৃপা'দৃষ্টি	করি' মোর 'পরে	আদেশ দেহ কৃপাল ।
কি সেবা করিব	শুনি' প্রিয়বাণী	কতেন দীন-দয়াল ॥ ১১৩

চো—রাম ক'ন সুরপতি মোর কপি ভালু বত । প'ড়ে আছে নিগাচরণ-করে হ'য়ে হত ॥  
 আমার হিতের তরে ইহারা ভাবিল প্রাণ । সজ্ঞান সুরেশ কর উহাদের প্রাণ দান ॥ ১  
 শুন খগরাজ অতি গুঢ় এই প্রভু বাণী । মধ্য উহার শুধু বিদিত মূনিরা জানী ॥  
 ত্রিলোক করিয়া নাশ পারেন প্রভু বাঁচা'তে । এ শুধু উহার লীলা বাসবে গৌরব দিতে ॥ ২  
 সুধা-ধারে করিলেন কপি ভালু সজীবিত । উঠি' হরষিয়া হয় প্রভু পদে উপনীত ॥  
 সুধার বরষা হ'ল উত্তর দলের 'শর । কপি ভালু বাঁচেন শুধু নরেক রজনীচর ॥ ৩  
 রাম-ময় হ'য়েছিল রণে রক্ষসের মন । মরিয়া মোচন লভে যুতে ভব-বন্ধন ॥  
 দেব-অর্ঘ্য হ'তে লাভ স্বক বানব সবে । রাম-ইচ্ছায় তাই নুতন জীবন পভে ॥ ৪  
 রামের সঙ্গ কৈবা দীনে দ্রুত পরায়ণ । করিলেন মুক্তি দান রক্ষ-গণে বিতরণ ॥  
 থল পাশাগার কামী রাবণ রাক্ষসপতি । মুনিও না পান তাহা সে লজিল যেই গতি ॥ ৫

মহাদেবের জব

যো—কুসুম বরষি'	দেব যায় চড়ি'	দিব্য বিমান-বর ।
শুভ অবসর	হেরি' প্রভু-পাশে	আসিলেন দিগম্বর ॥ ১১৪ (ক)

মহা প্রেমভরে	করহুগ জুড়ে'	নয়নে ভরিয়া বারি ।
পুলকিত তত্ত্ব	গদগদ ভাষে	কহেন ত্রিপুর-অরি ॥ ১১৪ (খ)
চৌ—রাখ' রাখ' মোরে রাম রাখব-কুলনায়ক । করে ধরা বর-চাপ মানস-হর শায়ক ॥		
মোহরুপী মহা ঘন-জলদ-প্রভঞ্জন ।	সংশয়-বনানল দেবগণ-রঞ্জন ॥ ১	
অগুণ সগুণ গুণ-মন্দির স্তম্ভর ।	ভ্রম-ভমে অতি বল তেজ তুমি দিবাকর ॥	
কাম ক্রোধ মোহ মদ আদি রিপু-কুঞ্জরে ।	কেশরী সমান মন-ধাক' জন-কান্তারে ॥ ২	
বিষয়-কামনারুপী কমল-কানন তরে ।	প্রবল তুষার তুমি উদার মনের(ও) পরে ॥	
ভব-নিধি-মন্দির কর দূর ঘোর ভয় ।	হস্তর যাওয়া-আসা কর রোধ কৃপাময় ॥ ৩	
শ্রামল স্ত্র-কলেবর রাজীব-নয়নধারি ।	বন্ধু দৌনের চির প্রণতের চুখহারি ॥	
অমুজ দয়িতা সীতা সহিত নিরন্তর ।	বাস কর রাজা রাম মম হৃদি-অন্তর ॥ ৪	
মুনি-রঞ্জন মহী-মণ্ডল মণ্ডন ।	তুলসী দাসের প্রভু ত্রোল-বিভঞ্জন ॥ ৫	

দৌ—কোশল পুরীতে	হে প্রভু যখন	ভিলক হ'বে তোমার ।
কৃপা-পারাবার	আসিব তখন	হেরিতে লীলা উদার ॥ ১১৫

### বিভীষণের প্রার্থনা

চৌ—মিনতি জানা'য়ে হর করিলা যবে গমন । প্রভুর সদনে হন উপনীত বিভীষণ ॥		
চরণে নমিয়া শির কহিলেন যুহবাণী ।	মিনতি আমার প্রভু শুন হে শার্ঙ্গপাণি ॥ ১	
বধিলে রাবণে সহ কুল আর দলবল ।	পাবন যশেতে তব ত্রিভুবন ঝলমল ॥	
অতি দীন বিমলিন নীচমতি হীন জাতি ।	আমার 'পরেও কৃপা করিয়াছ বহু ভাঁতি ॥ ২	
এবে ভকতের গৃহ করহ প্রভু পাবন ।	মজ্জন করি' রণ-ভ্রম কর বিদূরণ ॥	
সম্পদ মন্দির ধন করি' দরশন ।	দেহ কৃপাময় করি' কপিগণে বিতরণ ॥ ৩	
সব বিধি মোরে নাথ ক'রে লও আপনার ।	ল'য়ে চল সাথে ক'রে কোশলপুরী তোমার ॥	
এ হেন যুহব বাণী পশিতে প্রভুর কাণে ।	আখি-জল ভ'রে এস স্তবিশাল হ'নয়নে ॥ ৪	

দৌ—শুন ভাই তব	গৃহ ধন যত	সত্য মম সকল ।
ভরতের দশা	মনে করি' মোর	যুগ সম লাগে পল ॥ ১১৬ (ক)
তাপসের বেশ	কৃশ-কলেবর	মম নাম অবিরত ।
ধরা হেরি যেন	কর সে উপায়	এই অজুরোধ ভ্রাতঃ ॥ ১১৬ (খ)
গেলে গণা-দিন	পুরিবার পরে	জীবিত পা'ব না তা'রে ।
ভরতের প্রেম	স্মরিয়া প্রভুর	পুলকন কলেবরে ॥ ১১৬ (গ)
কল্প ধরি' প্রজা	করহ শাসন	অ'র মোরে নিরন্তর ।
শেষে মমধাম	পাইবে যথার	যা'ন যত সাধুবর ॥ ১১৬ (ঘ)

বিভীষণের বানরগণকে বন-অলঙ্কার বিতরণ

চৌ—বিভীষণ শূনি' কাণে পুতবাণী শ্রী রামের । হরষে পড়েন পায়ে সেই কৃপা-নিদানের ॥  
 বানর ভালুকা সবে পুলকে অধীর প্রাণ । চরণ ধারণ করি' করে প্রভু-গুণগান ॥ ১  
 আবার কিরিয়া গৃহে আসিলেন বিভীষণ । বিমানে ভরিয়া ল'ন মাণিক বসন ধন ॥  
 করেন পুষ্পক ল'য়ে প্রভুর আগে স্থাপনা । করেন হাসিয়া রাম বচন ছেন রচনা ॥ ২  
 উঠিয়া বিমান 'পরে শুন সখা বিভীষণ । কর বাস অলঙ্কার নভঃ হ'তে বরষণ ।  
 গগন-উপরে তবে আরোহিয়া বিভীষণ । করেন বসন মণি উজ্জ্বল হ'তে বরষণ ॥ ৩  
 সে লয় কুড়া'য়ে তাহা ভাল লাগে যা' বাহার । মুখে দিয়া মণি কপি বাহিরে কেলে আবার ॥  
 কোতুক করি' রাম সীতা সহ লক্ষ্মণ । হাসেন কোতুক ময় মহা কৃপানিকেতন ॥ ৪

দৌ—থানে মুনি বাঁ'রে	না পা'ন ভাবিয়া	নেতি নেতি বেদ করে ।
সেই কৃপাময়	কপি সনে খেলা	করেন প্রেমোদ ভরে ॥ ১১৭(ক)
উমা যোগ রূপ	দান তপ নানা	যজ্ঞ নিয়ম ত্রুটে ।
রামের করুণা	ভত নাহি হয়	যত অবিলম্বে প্রীতে ॥ ১১৭(খ)

চৌ—ঋক্ষ বানরগণ বসন ভূষণ পায় । পরিধান করি' সবে আসে শ্রী রামের পায় ॥  
 অগণিত জাতি কপি করি' রাম দরশন । করিতে অক্ষম প্রভু হ'ন হাসি-সম্মরণ ॥ ১  
 করিলেন দয়া-বৃষ্টি চাহিয়া সবার পানে । কহিলেন রঘুরায় কোমল বচন সনে ॥  
 তোমাদেরি বলে আমি রাবণে করি নিধন । তাঁরপর বিভীষণে বসায়'য়েছি রাজ্যাসন ॥ ২  
 আপন আপন বাসে এখন কর গমন । কা'রেও ক'র না ভয় আমারে ক'র স্মরণ ॥  
 এ কথা শুনিয়া প্রেমে আকুল হ'ল বানর । আদরে জানায় পদে সবে করি' জোড়কর ॥ ৩  
 যা' কিছু বলহ প্রভু সকলি শোভে তোমারে । তব এ কথায় মোহ লাগে আমা-সবাকারে ॥  
 ত্রিভুবন-নাথ তুমি দীননাথ রঘুনাথ । দীন বুঝিয়াই কপি-সকলে কর সনাথ ॥ ৪  
 প্রভুর বচন শূনি' সবে মরি লজ্জায় । করিতে গরুড়-হিত মশকে পারে কোথায় ॥  
 শ্রী রামের পানে চাহি' ঋক্ষ বানর যত । গৃহ-পানে নাহি মন প্রেমে অভিভূত এত ॥ ৫

দৌ—প্রভুর আদেশে	ঋক্ষ বানর	রাম-রূপ হ্রদে ধরি' ।
হরষ-বিষাদ-	ভরা প্রাণে যায়	অনেক মিনতি করি' ॥ ১১৮(ক)
সুগ্রীব নীল-	নল জাহবান্	অঙ্গদ হনুমান্ ।
সহ বিভীষণ	আর যা'রা কপি-	সেনাপতি বলবান্ ॥ ১১৮(খ)
না পারে করিতে	প্রেম-বশে কিছু	জলেতে নয়ন তরে ।
সম্মুখে চাহি'	রহে রাম-পানে	পলক চ'খে না পড়ে ॥ ১১৮(গ)

## রাম সীতা লক্ষ্মণের অযোধ্যার গমন

চৌ—তাহাদের অতি-প্রেম করি' রাম দরশন । 'সবারে বিমান 'পরে করা'লেন আরোহণ ॥  
 মনে মনে বিপ্লবের চরণে নোয়া'ন শির । উত্তর দিকে রথ চালা'লেন রঘুবীর ॥ ১  
 যেমনি বিমান চলে উঠে ঘোর কোলাহল । জয় রঘুবীর রব করিল মিলি' সকল ॥  
 রথ-মাঝে রাজাসন উচ্চ মানসহর । জানকী-সহিত প্রাচু'র বসিলেন তরুণর ॥ ২  
 দয়িতা সহিত রাম-রূপে সেই মত শোভা । সুমেরু-শিখরে ঘন মেঘে যেন ক্ষণপ্রভা ॥  
 ক্রচির বিমানবর বিদ্যুৎ-বেগে ধায় । কুসুম-বরষা করে অমর পুলক-কায় ॥ ৩  
 পরম সুখদ বহে তিনবিধ সমীরণ । নির্মল নীরে ভরে পারাবার নদীগণ ॥  
 হ'তে থাকে লক্ষণ সুন্দর চারিধার । নির্মল নভঃ দিক্ প্রীত মত সবাকার ॥ ৪  
 এই দেখ রণস্থল সীতারে শ্রীরাম ক'ন । এখানে করিলা বধ মেঘনাদে লক্ষ্মণ ॥  
 অঙ্গদ ও হনুর দারুণ আঘাত-ফলে । বড় বড় রাক্ষস ঐ প'ড়ে ভূমিতলে ॥ ৫  
 অমর মূর্খের হৃৎ-দাতা ভাই দুই জন । এইখানে হত হ'ল কুম্ভকর্ণ ও রাবণ ॥ ৬

দৌ—হেথা সেতু হ'ল	প্রতিষ্ঠিত আর	মহেশ্বর সুখ-ধাম ।
জানকী সহিত	করেন শ্রীরাম	মহেশ-প্রতি প্রণাম ॥ ১১৯(ক)
যেখানে যেখানে	করিলেন প্রাচু	বনে বাস বিজ্ঞাম ।
সে সব দেখা'য়ে	দেবী জানকীরে	বলেন সবারি নাম ॥ ১১৯(খ)

চৌ—অনতি কালেতে রথ চ'লে এল স্থানে সেই । অতি মহা রমণীয় দশুক বন ঘেই ॥  
 অগস্ত্য প্রভৃতি তথা যত মহামুনিবর । সবা'কার আশ্রমে যা'ন রঘু-কুলেশ্বর ॥ ১  
 সকল ঋষির কাছে লভিয়া শুভ-আশীষ । চিত্রকূটে তাঁ'রপর আসিলেন জগদীশ ॥  
 তথা সন্তোষ করি' যত মহামুনিগণে । চলিল পুষ্পরথ ভীষণ বেগের সনে ॥ ২  
 অবশেষে দেখা'লেন জানকীরে রঘুমণি । যমুন। কলির যত কলুষ মলহারিণী ॥  
 পুণ্যভোয়া গঙ্গা হ'ল পরেতে আশি-গোচর । প্রণাম করত সীতা কহিলেন রঘুবর ॥ ৩  
 এর পরে দেখা পা'বে শ্রয়াগ ভীরথ-রায় । দেখা মাত্রেতে যা'র কোটি কোটি পাপ যায় ॥  
 দেখিবো তাহার পরে মহা পুত সঙ্গম । শোক-ভর পরাধাম দিতে যা' সোপান সম ॥ ৪  
 শেষে অযোধ্যার পুরী পুণিত নিরতিশয় । সববিধ তাপ ভব-রোগ যথা দূর হয় ॥ ৫

দৌ—সীতার সহিত	অযোধ্যাপুরীরে	নমিলেন কৃপাধার ।
নয়নেতে জল	শরীরে পুলক	শিরেরে বারবার ১২০(ক)
তা'রপর প্রাচু	ত্রিবেণীতে আসি'	হরষে করেন স্নান ।
কপিগণ সনে	বিপ্রগণেরে	দিলেন বিবিধ দান ॥ ১২০(খ)

চৌ—বৃষাঈয়া প্রাচু রাম কহিলেন হমুমান । ব্রহ্মচারী-রূপ ধরি' যাও অযোধ্যার ধামে ॥  
 আমার কুশল-কথা ভরতেরে শুনাইও । তাহার বারতা ল'য়ে আবার ফিরে' আসিও ॥ ১

স্বরাগতি প্রস্থান করে তবে হুম্মান্ ।	ভরষাজ মুনি-পাশে তখন শ্রীরাম যান ॥
বিবিধ বিধানে পূজা করিলেন মুনিবর ।	আশীষ দিলেন তাঁ'রে স্তুতি করিবার পর ॥ ২
মুনির চরণ পূজি' যুক্ত করিয়া কর ।	বিমান আরোহি' পুনঃ আগে যান রত্নবর ॥
প্রভু আসিলেন ইহা নিষাদ শুনিল যবে ।	ভরী কোথা ভরী কোথা বলি' ডাকাইল সবে ॥ ৩
সেই অবসরে রথ সুরধনী উত্তরি' ।	করিল অবতরণ প্রভুর আদেশ ধরি' ॥
তখন জনক-সুতা পূজি' মাতা গজায় ।	অনেক বিধানে পুনঃ পড়েন তাঁহার পায় ॥ ৪
হরমে আশীষ দেন হর-শির বিহারিণী ।	সোহাগ অচল তব রহিবে বর-বদনি ॥
উত্তরণ-কথা শুনি' প্রোমাকুল গুহ ধায় ।	পুলক-বিত্তোর প্রাণে প্রভুর নিকটে যায় ॥ ৫
করিয়া তাঁহার সনে জ্ঞানকীরে দর্শন ।	পড়িল ধরণী 'পরে দেহ-বোধ বিসরণ ॥
তাঁহার পরম প্রেম নিরাখিয়া রঘুনাথ ।	পুলকে ধরেন চাপি' আপন বুকের সাথ ॥ ৬

হু—জ্ঞানী-শির-ধন	শ্রীরাম-রমণ	আলিঙ্গনে ল'ন বুকেতে করি' ।
পার্শ্বে বসায়	সুখান কুশল	কহে গুহ ভাবে মিনতি ভরি' ॥
হেরিয়া চরণ	কুশল এখন	যে পদ সেবেন বিধাতা হর ।
অথ ধাম রাম	পরিপূর্ণ কাম	নমি নমি তব চরণ 'পর ॥ ১
নিষাদ যে জন	চরম অধম	জন্মে ল'ন হরি ভরত-প্রায় ।
হীন-অভিলাষ	রে তুলসীদাস	মোহে সে প্রভুরে তুলিলি হার ॥
রাবণ-জলন-	চরিত পাবন	রাম-পদে রাত করয়ে দান ।
কামনাদি-হর	গুহ জ্ঞান কর	অর সিদ্ধ মুনি করেন গান ॥ ২

### শ্রীরাম-লীলা মাহাত্ম্য

দো—সমব-বিজয়ী	রত্নপতি-লীলা	তনে যেই জ্ঞানবান্ ।
বিজয় বিবেক	বিকৃতি সত্তত	দেন তাঁ'রে ভগবান্ ॥ ১২১(ক)
এই কলিকাল	মলাগার মন	দেখহ করি' বিচার ।
ভাজি' প্রভু রাম	চির পুত নাম	নাহিক কোন আধার ॥ ১২১(খ)

কলিযুগের সমস্ত পাপধ্বংসকারী শ্রীরামচরিত-মানসের

এই ষষ্ঠ সোপান সমাপ্ত হইল ॥

( লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত )



ত্ৰিগুণেশ্বৰ নমঃ

শ্ৰীজানকীবল্লভেৰ জয়

# শ্ৰীৰামচৰিত মানস

সপ্তম সোপান

উত্তৰকাণ্ড

শ্লোক—ময়ূৰকণ্ঠ-আভা	দেবতাৰ অগ্ৰগণ্য	ভূষিত ভৃগু-পদদ্বি
শোভাগাৰ-পীতবাস	নলিন যুগল আঁখি	মুৰতি সনা সুশ্ৰৱণ ।
চাপ নাৰাচপাণি	কপিদল-বেষ্টিত	সেব্যমান অমুক্ত চরণ
নমি হে পরম বিভু	জানকীৰ পতি রাম	পুষ্পক-আকৃষ্ট ভগবন্ ॥ ১
কোশলেশ ও চরণ	মঞ্জু কঙ্কণ যেন	সুকোমল অজ শিব-বন্দিত ।
চিন্তকের মন-ভৃঙ্গ-	সঙ্গী দিবানিশি মরি	জানকী-সরোজ-কর-সেবিত ॥ ২
শঙ্খ কুন্দ বিধু-	গৌর সুন্দর কায়	অস্থিকার পতি সিদ্ধিদাতা ।
করুণার আয়তন	কমল-লোচনে নমি	শঙ্কর মকরকেতু-ব্রাতা ॥ ৩

ভরত-বিরহ ও হনুমান-ভরত মিলন

দো—শুধু এক দিন	রহে বাকী আর	ব্যাকুলিত পূৰ্ণজন ।
এ কথাই শুধু	নরনারী-মুখে	বিরহে কাতর মন ॥
শুভ-লক্ষণ	হেঁচি' চাৰিদিকে	পুলকিত নরনারী ।
শ্ৰেভু-আগমন	যেন বা জানায়	রমণীয় লাগে পুৰী ॥
হরষ অপার	বহি'ছে এমন	রাম-মাতাঙ্গের আগ্ৰে ।
যেন কাণে পশে	আসিলেন শ্ৰেভু	বধু ও অমুক্ত সনে ॥
ভরত-নয়ন	দক্ষিণ ভুজ	স্পন্দিত বাঁহেবাঁহ ।
শুভ-লক্ষণ	জানি' শ্ৰীত মন	করেন তবে বিচার ॥

চৌ—শ্ৰাণাধাৰ গগাদিনেণ একদিন বাকী আর । এ কথা পড়িয়া মনে বিবাদ আগে অপার ॥  
কি কারণে শ্ৰেভু ফিৰে' না আসিলা এতদিন । কপট কুটিল বলি' ত্যক্ত কি দীনহীন ॥ ১

• পদ্য । † বাঘের কিৰিবাৰ অবধাৰিত দিনেৰ ।

অমূল্যগণের মাঝে লক্ষ্যণ বড় ভাগী ।  
কপট কুটিল বলি' আমারে বুঝেন নাথ ।  
মোর আচরণ যদি হুদি মাঝে ভাবা যায় ।  
শুধু আশা ভক্তের দোষ না দেখেন কভু ।  
সেই হেতু প্রাণে মম দৃঢ় আশা অতিশয় ।  
কিন্তু যদি গণাধিন-পরে মোর রহে প্রাণ ।

দো—শ্রীরাম-বিরহ সাগর মাঝারে  
দ্বিজ-বেশ ধরি' তরণী সমান  
কুশাসনাসীন কুশ কলেবর  
রঘুপতি রাম জপেন নিয়ত

চৌ—হরষিত হনুমান করি' ছবি দরশন ।  
অপার পুলক-সরে মজ্জিত মন তাঁ'র ।  
ঈহার বিরহে প্রাণ জ্বলি'ছে রজনী-দিন ।  
সেই রঘুকুলমণি সজ্জন-সুখদাতা ।  
সমরে জিনিয়া অরি সহ সীতা লক্ষণ ।  
ভরত ফুলেন খেদ বারতা করি' অবগ ।  
হে তাত কে তুমি কহ আগমন কোথা হ'তে ।  
হে কৃপানিধান শুন পবন-তনয় আমি ।  
দীনের সহায় রাম রঘুপতি-কিঙ্কর ।  
মিলন-পুলক প্রেম জন্ময়েতে নাহি ধরে ।  
তোমার দরশে হৃথ-নিশি আজ হ'ল ভোর ।  
কুশল শুধান তা'রে কতই বিবিধ মতে ।  
এ অবগ-সুধাকর সম কথা মোর কাছে ।  
তোমার এ-ধ্বজ কভু পরিশোধ নাহি হয় ।  
তখন পবন-সুত চরণে নমিয়া মাথা ।  
কহ কপি রঘুমণি মহাকৃপা পরায়ণ ।

এ হেতু সে রাম-পদ-সরসিকে অমুরাগী ॥  
করিলেন অস্বীকার তাইতে লইতে সাধ ॥ ২  
শতকোটি কল্পেও নিস্তার নাহি হয় ।  
দীননাথ কৃপানিধি কোমল-পরায়ণ প্রভু ॥ ৩  
কিরে' পা'ব তাঁরে যেন লক্ষণ কাণে কয় ॥  
তবে এ জগত মাঝে নীচ কে মম সমান ॥ ৪

মগ্ন ভরত-প্রাণ ।  
উত্তরিল হনুমান ॥ ১ (ক)  
জটোর মুকুট মাথে ।  
প্রেম-বারি নয়নেতে ॥ ১ (খ)

রোমাঞ্চিত কলেবর সজল হ'ল লোচন ॥  
বলেন স-প্রেম বাণী অবগ-সুখ আধার ॥ ১  
অবিরল ঈ'র নাম রটনায় সৌলীন ॥  
কুশলে আসেন কিরি' দেব মুনিন-ব্রাতা ॥ ২  
আসি'ছেন ওই শুন জয় গান দেবগণ ॥  
অমিয় লভিল যেন ব্যাকুল তুষিত জন ॥ ৩  
অবশের সুধাসম প্রিয় কথা শুনাইতে ॥  
হনুমান নাম মম কপি-জাতি রঘুমণি ॥ ৪  
শুনিয়া হরিত উঠি' ভরত মিলে সাদর ॥  
শিহরিত কলেবর প্রেম-নীল চ'খে ধরে ॥ ৫  
তব দরশনে যেন পাইলাম রামে মোর ॥  
ক'ন কহ কিবা দিব এ বারতা সম্মানিতে ॥ ৬  
ধরণী মাঝারে বল সুমধুর কিবা আছে ॥  
এখন প্রভুর কথা কহ মোরে সমুদয় ॥ ৭  
বিস্তার করি' বলে শ্রীরামের গুণ-গাথা ॥  
কখনো কি দাস-ভাবে করিলা মোরে স্মরণ ॥ ৮

ছ—নিজ দাস বলি' কখনো কি প্রভু রঘুকুলপতি শ্রিলো মোরে ।  
ভরতের শুনি' বিনীত বচন পুলকিত কপি চরণে পড়ে ॥  
ভাবে রঘুবীর শ্রীমুখে আপন ঈ'র গুণ-গাথা সতত গান ।  
সে যদি না হ'বে সব-গুণাধার কে হ'বে বিনীত সু-গুণবান ॥



দো—তুমি নাথ রাম- প্রাণের সমান সত্য এ কথা মোর ।  
তুনি' বারবার আদরে ভরত নয়নে প্রেমের লোর ॥ ২ (ক)

সো—ভরত-চরণে করি' নতি কিরে হুম্মান্ রাম-পায় ।  
কুশল-অবগে প্রীত মতি বিমানে উঠেন রঘুরায় ॥ ২ (খ)

চো—আসিলা কোশলপুরী ভরত মোদিত মন । সব কথা গুরু-পদে করিলেন নিবেদন ॥  
রাণী-বাস মাঝে এই বারতা প্রকাশ পায় । কুশলে আসেন কিরি' কোশলেতে রঘুরায় ॥ ১  
এ কথা পশিতে কাণে ছুটেন জননী যত । ভরত কুশল তাঁ'র নিবেদিলা কতমত ॥  
পুরবাসী সমাচার করিয়া সবে অবগ । নরনারীগণ-প্রাণ পুলকেতে নিমগন ॥ ২  
দুর্ধা দধি গোবোচন নানাবিধ ফল ফল । সকল শুভের মূল নবীন তুলসী-দল ॥  
কনক থালায় ভরি' যত সব সোহাগিনী । মঙ্গল-গান গাহি' চলিল গজ-গামিনী ॥ ৩  
যে যেমন ছিল উঠি' সেই ভাবে দোড়ায় । ছেলে বুড়ো কেলে আসে পাছে দেবী হ'য়ে যায় ॥  
যে'তে যে'তে এ উহারে করে এই সম্ভাষণ । দেখে'ছ কি তুমি ভাই রঘুকুল-বিভূষণ ॥ ৪  
অযোধ্যাপুরীতে কিরে' আসি'ছেন প্রভু জানি' । ধরে বিমোহন রূপ পূর্ণ শোভার খনি ॥  
বহিতে লাগিল মুহুমন্ড সুরভি বায় । সরযু বিমল পুত সলিলে ভরিল কায় ॥ ৫

দো—হরষিত গুরু পরিজন যত অমুক্ত জু-স্বরহৃদ ।  
ভরতের সনে প্রেম-ভরে যা'ন ভেটিতে করুণাকন্দ ॥ ৩ (ক)  
গৃহ-চূড়ে চড়ি' কত শত জন গগনে বিমান হেরে ॥  
এদিকে বিমানে দেব কলতানে মঙ্গল-গান করে ॥ ৩ (খ)  
রাক্ষা শশী রাম করি' দরশন পুরী-সিন্ধু হরষিত ।  
কোলাহল করি' উদ্বেল যেন রমণী লহরী-মত্ত ॥ ৩ (গ)

চো—এদিকে তপনকুল-তপনের দিবাকর । কপিরে দেখা'ন তাঁ'র নিজ পুরী মনোহর ॥  
অঙ্গদ সুগ্রীব শুন লঙ্কার পতি । পুণ্ডিত নগরী এই এদেশ পাবন অতি ॥ ১  
যদিও বৈকুণ্ঠধাম-মহিমার বিবরণ । পুরাণ বেদেতে গীত জানে তা' জগত জন ॥  
সেও নহে প্রিয় এই কোশলপুরীর প্রায় । অতীত বিরল জন এর গুঢ় ভেদ পায় ॥ ২  
আমার জনমভূমি এই পুরী চারু কায়া । উত্তরদিকে বহে সরযু পাবন-ভোয়া ॥  
যা'র জলে অবগাহি' নিমেষে বিনা আয়াস । আমার সমীপে জীব লাভ করে চিরবাস ॥ ৩  
অভিশয় মোর প্রিয় হেথাকার অধিবাসী । মমধাম-প্রদায়িনী এ নগরী সুখরাশি ॥  
বচন শুনিয়া কপি হরষিত অতি হৃথে । যন্ত নগরী প্রভু বাধানেন নিজমুখে ॥ ৪

\* রাম যেন রাক্ষাসী (পূর্ণচন্দ্র); আর অযোধ্যাপুরী যেন সরযু; পূর্ণচন্দ্র দর্শন করিয়া সরযু যেন আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। নারীরা সেই সাগরের তরঙ্গের মত।

## শ্রীরাঘ-ভরতাদি মিলন

দৌ—অবোধাবাসীরে	আসিতে হেরিলা	কৃপানিধি ভগবান্ ।
নগর-নিকটে	প্রভু প্রেরণাতে	নামিল ক্ষিতি বিমান ॥ ৪(ক)
উতরি' ধরণী	পুষ্পকে ক'ন	যাও কুবেরের পুরী ।
পুষ্পক কিরে	মিলিত হরষ-	বিরহের তাপ ধরি' ॥ ৪ (খ)

চৌ—ভরতের সনে আসে পুরবাসী যত লোকে । কুশ-তমু শ্রীরামের বিরহ-জনিত শোকে ॥  
 বামদেব মুনিপতি বশিষ্ঠে আসিতে দেখি' । অমুজ-সহিত শর শরাসন ভূমে রাখি' ॥ ১  
 ধাইয়া পড়েন মুনি-চরণ কমল 'পরে । পুলকে অবশ প্রাণ শিহর শ্রীকলেবরে ॥  
 কুশল শুধা'ন মুনি তুলি' করি' আলিঙ্গন । কুশল করুণা তব হে প্রভু শ্রীরাম ক'ন ॥ ২  
 সমাগত ছিহ্ন-পদে অবনত করি' শির । নমেন ধরম-রত রাম রঘুকুল-বীর ॥  
 ধরেন ভরত আসি' সেই পদ-পঙ্কজে । যে পদে নমিত হর শূর মুনি আর অজে ॥ ৩  
 তুলিলে না যায় ভোলা পতিত ধরণী 'পরে । কৃপার নিধান বলে ধরেন হৃদয়ে তাঁ'রে ॥  
 কম শ্রাম-কলেবরে রোমাঞ্চ দণ্ডায়মান । নবীন নলিন-চ'খে প্রেম-তলে বহে বাণ ॥ ৪

ছ—রাজীব-নয়নে	জল-ধারা মরি	পুলকিত দেহে লাবণী কিবা ।
আলিঙ্গন-পাশে	অমুজের সনে	বাঁধা প্রভু ক'ব কিবা সে বিভা ॥
সে সুখ-মিলন	শোভার সদন	বরণিতে কা'র শক্তি রয় ।
শৃঙ্গার-সনে	তমু ধরি' যেন	প্রণয় মিলিয়া সুষমা লয় ॥ ১
কুশল শুধা'ন	বিপুল পুলকে	ভরতের মুখে কথা না আসে ।
যে পায় সে জানে	ভাষা মনাতীত	যে সুখ-সাগরে ভরত ভাসে ॥
এখন কুশল	ব্যাকুল নিরখি'	দিলে যবে প্রভু দরশ দান ।
বিরহ-অতলে	হিলাম ডুবিয়া	হাত ধরি' তুলি' বাঁচা'লে প্রাণ ॥ ২

দৌ—অনন্তর প্রভু	শক্রবৈর সনে	করিলেন আলিঙ্গন ।
লক্ষ্মণ মিলেন	ভরতের সনে	ক্লান্ত মন দুইজন ॥ ৫

চৌ—লক্ষ্মণ মিলিলেন ভরত-অমুজে পরে । দু-সহ বিরহ-জাত দুঃখ তখন হরে ॥  
 জানকী-চরণতলে ভরত অমুজ সনে । শির অবনত করি' বড় সুখ পা'ন মনে ॥ ১ ॥  
 প্রভু-পানে নিরখিয়া প্রমোদিত পুরবাসী । বিরহ-জনিত খেদ ঘুচি' মুখে ফুটে হাসি ॥  
 প্রণয়ে বিকল সবে করি' প্রভু দরশন । দিব্য কৌতুক এক করা'লেন দরশন ॥ ২ ॥  
 গণনা-অতীত রূপ তখন করি' ধারণ । যে যেমন তথা তাঁ'রে দেন রাম দরশন ॥  
 কৃপাঘর কৃপা-আঁখি বরণ সবে করি' । সবার বিপুল খেদ নিমেঘে হরিলা হরি ॥ ৩ ॥

এ ভাবে নিমেষ-মাঝে সব-সনে ভগবান্ । মিলনের ভেদ উমা কেহ নাহি টের পান ॥  
একপে সবারে সুখ বিতরণ করি' রায় । আগুনার পুরী-পানে হ'ন তবে গুণধাম ॥ ৪  
কৌশল্যা-আদি মাতা ছুটেন ব্যাকুল চিত । বৎস তরে বৎস-হারা গাভী ধায় যেইমত ॥ ৫

ছ—পর-বশে যথা	চরিতে কাননে	খেয়ু যায় ফেলি' বৎসে ঘরে ।
ছাড় করি'	দিবা-অবসানে	গৃহে কিরে হৃদ স্তনেতে ঝরে ॥
অতি প্রেম-ভরে	মাতাগণ-সনে	মিলি' বহু যুগ বচন ক'ন ।
বিরোগ-ব্যসন	সব অবলান	সুখ-সরে এবে মগন মন ॥

দৌ—রামের চরণে	মতি জানি' সূতে	সুমিত্রা মিলেন সুখে ।
রামেরে মিলিতে	সঙ্কেচে ভাস্ত্রে	কেকয়ীর হৃদি তুখে ॥ ৬ (ক)
মিলেন লক্ষ্মণ	সব জননীর	আশীস ধরি' মাথায় ।
কৈকেয়ী-পদে	নমি' বারবার	হৃদি-জ্বালা নাহি যায় ॥ ৬ (খ)

চৌ—জানকী মিলেন যত স্বপ্নগণের সনে । তাঁদের চরণে নমি' অতি সুখ পান মনে ॥  
কুশল শুধা'য়ে সবে ক'ন শুভাশিস-বাণী । চির সৌভাগ্যবতী হও স্বামি-সৌভাগিনী ॥ ১  
রঘুপতি-সুখশশী সবে করে দরশন । শুভ-অবসর জানি' করে আঁখি সম্বরণ ॥  
লইয়া কনক ধাল আরতি করেন তাঁ'র । প্রভুর শ্রীঅঙ্গ পানে নিরঞ্জন বারবার ॥ ২ ॥  
রত্ন ধন নানাবিধ বিলাস'ন কত প্রচুর । পরম বিলাস-রস ক্ষণেতে ভরপুর ॥  
কৌশল্যার হৃ' নয়ন তৃপ্তি নাহিক মানে । হেরেন তৃষিত চ'খে বাববার বাস-পানে ॥ ৩ ॥  
চাহিয়া শ্রীমুখ-পানে অবিরত মনে হয় । কেমনে ছ'জনে করে রাবণেরে পরাজয় ॥  
আমার এ ছইজন অতি বড় সুকুমার । সে রাক্ষস দুর্জয় অতি বলশালী আর ॥ ৪

দৌ—লক্ষ্মণ আর	সীতার সহিত	প্রভু-পানে মাতা চান ।
পুলকে শরীর	বারবার তাঁ'র	সুখ-সরে জুবে প্রাণ ॥ ৭

চৌ—লঙ্কার অধিপতি কপিপতি নল নীল । জাম্ববান্ বালি-সুত অঙ্গদ শুভদীল ॥  
হয়মান্ আদি করি' কপি-বীর সব যত । ধারণ করিলা সবে আকার নরের মত ॥ ১  
তাঁরা সবে ভরতের ত্যাগ শীল প্রায়েরে । বর্নন করে অতি প্রাণে আশ্রয় ভরে ॥  
মোহিত নিরঞ্জন যত নগরবাসীর রীতি । প্রভুর চরণে কত বাখানে তাঁদের শ্রীতি ॥ ২  
তখন সখারে সব ডাকিয়া কাছে শ্রীরাম । শিখান মূনির পদে করিতে সবে প্রণাম ॥  
ইনি পূজ্য কুলগুরু বসিষ্ঠ মহর্ষিবার । ইহারি কৃপার বলে রণে হত নিশাচর ॥ ৩  
অবধান মূনিরাজ এঁরা সব সখা মোর । হ'লেন তরঙ্গী-সম সমর-সাগরে ঘোর ॥  
জীবন আহুতি দিলা আমার হিতের তরে । ভরত হ'তেও সবে প্রিয়তর লাগে মোরে ॥ ৪  
প্রভুর বচন শুনি' সকলে মোদিত মন । এইবিধি পলে পলে নব সুখে নিমগন ॥ ৫

দো—কোশল্যা মাতার

চরণে তখন

করেন সবে প্রণাম ।

হরষি' আশীষ

দেন রাম-সম

হও মম অভিরাম ॥ ৮ (ক)

কুম্ভ-বৃষ্টি-

সকুল নভঃ

গৃহে যা'ন সুখ-কন্দ ।

গৃহ-চূড়া হ'তে

করে দরশন

পুর-নরনারীকুল ॥ ৮ (খ)

চৌ—বিচিত্র মণির সাজেসাজা'য়ে সোণার ঘট । যতনে রাখেন সবে নিজনিজ ঝার-ডট ॥

সহিত তোরণ-মালা রুচির পতাকা কেতু ।

সাজায় ভবন নিজ মঙ্গলাচার-হেতু ॥ ১

সুরভি সেচন করে নগরের পথে পথে ।

দেয় বহু আলিপন গজ-মোতি দিয়া তা'তে ॥

সজ্জিত চাক্রপুরী নানা মঙ্গল-সাজে ।

বিপুল হরষ ভরে বিবিধ বাজন বাজে ॥ ২

যথা তথা নারী করে মণি ধন বিতরণ ।

শুভাশিস্ দান করে হরষে হ'য়ে মগন ॥

সাজা'য়ে আরতি হেম-থালে স্নানোচনাগণ ।

মঙ্গল-গান গায় পরম পুলক-মন ॥ ৩

আর্তি-হরণ যিনি তাঁহার আরতি করে ।

রত্নকুল-শতদল-বিপিনের দিনকরে ॥

নগরীর শোভা যত বিভব কি কল্যাণ ।

আগম কি শেষ বাণী করিতে নারে বাধান ॥ ৪

এঁরাও অবাক্ যবে কহিতে গুণ অগাধ ।

তখন নরের উমা কহ কিবা অপরাধ ॥ ৫

দো—অযোধ্যা সরসী

নারী কুমুদিনী

রামের বিরহ সূর্য্য ।

অন্ত গতে পুনঃ

কুটিতেছে হেরি'

রাকেশ রাম-মাধুর্য্য ॥ ৯ (ক)

শুভ-লক্ষণ

হয় অগণন

নাগারা বাজে আকাশে ।

নরনারীগণে

সনাথ করিয়া

ভগবান্ যা'ন বাসে ॥ ৯ (খ)

চৌ—হে ভবানি প্রভু জানি' কৈকেয়ী লজ্জিত । সবাকার আগে তাই গমন করেন তথা ॥

করিয়া প্রবোধ দান মহা সুখী করি' তাঁয় ।

আপন মহলে তবে যা'ন রাম রত্নরায় ॥ ১

কৃপাধাম আসিলেন নিজ মন্দিরে যবে ।

পুর-নরনারী মনে অতি সুখ পায় তবে ॥

## রামের রাজ্যাভিষেক

বিজ সকলেরে ডাকি' তখন বশিষ্ঠ ক'ন ।

সব(ই) আজ অতি শুভ কিবা দিন কিবা ক্ষণ ॥ ২

দেহ ব্রাহ্মগণ হরষে অমুশাসন ।

আজই করুন রাম রাজ্যাসন আরোহণ ॥

বশিষ্ঠ মুনির কথা অতি শ্রুতি-সুখকর ।

জ্ববেণে মোদিত অতি যত সব বিজবর ॥ ৩

তখন বচন মুত্ কহেন বিজ অনেক ।

জগ-আনন্দ দাতা শ্রীরামের অভিষেক ॥

কাল ক্ষয় নাহি কর এ পরম শুভ কাজে ।

এখনি তিলক-ক্রিয়া কর শেষ মহারাজে ॥ ৪

দো—রাজ-গুরু তবে

সচিব কহেন

শুনি' যা'ন শ্রীত মন ।

বহু রথ বহু

বাজি গজ-আদি

স্বরায় সাজা'য়ে ল'ন ॥ ১০ (ক)

\* অযোধ্যা যেন সরোবর, নারীগণ কুমুদিনী, আর রামচন্দ্রের বিরহই যেন সূর্য্য; সেই রাম-বিরহসূর্য্য অজমিত হইয়া রামচন্দ্রের পূর্ণরশ্মি বাধুর্ষ্য দেখিয়া তাহার যেন আবায় বিকশিত হইতেছে ।

চারদিকে দূত পাঠা'য়ে আনা'য়ে মাঙ্গলিক সমুদয় ।  
পুলকের ভরে ফিরি' পরশে'ন মুনির চরণধর ॥ ১০(খ)

চৌ—মনোহর সাজে সবে সাজায় কোশলপুরী । জলের প্রপাত-ধারে চালে ফুল অশুরারি ॥  
কহেন শ্রীরাম তবে ডাকিয়া সেবকগণ । করাও সখার সব আগে স্নান সমাপন ॥ ১  
এদিকে-ওদিকে ধায় বাণী শুনি দাসগণ । সুগ্রীবাদিরে ঘরা করায় অবগাহন ॥  
তা'র পর ভরতেরে আবাহন করি' হরি । নিজ করে তাঁ'র জটা দিলেন মোচন করি' ॥ ২  
ভকত-বৎসল রাম কৃপাময় তা'র পরে । শ্রীভা তিনজনে স্নান করা'ন যতন ভরে ॥  
ভরতের ভাগ্য আর তাঁ'র হৃদি-কোমলতা । শত কোটি শেষ নায়ে কহিবারে সেই কথা ॥ ৩  
শেষেতে আপন জটা খুলিলেন গুণধাম । গুরুর আদেশ বাচি' স্নান সমাপেন রাম ॥  
স্নান-শেষে সুশোভিত হ'লেন জুষণে সাজে । তমু-শোভা হেরি' শত অতমু মূর্ছে লাজে ॥ ৪

দৌ—খজুর আদরে ল'য়ে জানকীরে স্নান করাইয়া ঘরা ।  
সাজা'ন দিব্য বসন ভূষণে প্রীতি অঙ্গে মনোহরা ॥ ১১(ক)  
শ্রীরামের বামে শোভেন অপার রমা রূপ-গুণধনি ।  
হেরি' মাতাগণ হরষে মগন জনম সফল জানি' ॥ ১১(খ)  
শুন খগরাজ এই অবসরে শিব বিধি মুনিবৃন্দ ।  
আরোহি' বিমান আসে দেবগণ হেরিবারে সুখ-কন্দ ॥ ১১(গ)

চৌ—প্রভুরে নিরখি' ভরে অমুরাগে মুনি-মন । করা'ন স্বরিত দিব্য রাজ্যসন আনয়ন ॥  
রবি-সম ভেজ তা'র বর্ণিতে ভাষা হারে । শ্রীরাম বসেন তাহে দ্বিজেরে প্রণতি করে ॥ ১  
জনক-হৃদিতা সনে রামে করি' দরশন । অতীব মগন-মন যত সব মুনিগণ ॥  
বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে দ্বিজ সমুদায় । জয়তি জয়তি জয় নভে: সুর মুনি গা'র ॥ ২  
বশিষ্ঠ দিলেন নিজে প্রথম তিলক-দান । আদেশ লভিয়া পরে বিপ্রগণ আগুয়ান ॥  
প্রাণের ছালালে হেরি' অতি সুখী মন মা'র । প্রেম-সুখে বারবার আরতি করেন তাঁ'র ॥ ৩  
বিবিধ বিধানেন দান দ্বিজগণে প্রদানিলা । যাচকগণেরে চির-অযাচক করাইলা ॥  
রাজ-সিংহাসন 'পরে হেরি' ত্রিভুবন-পতি । বাজা'ন নাগারা সবে অমর হরষ-মতি ॥ ৪

ছ—নভে: দুন্দুভি বাজি'ছে বিপুল ত্রিদিব-গায়ক গাহি'ছে গান ।  
অঙ্গরা নাচে পরমানন্দে মজ্জিত মুনি দেবতা-প্রাণ ।  
বিভীষণ হমু কপিগণ যত ভরতাদি রাম-অমৃত-ত্রয় ।  
বিরাজেন ধরি' চামর ছত্র ব্যজনী কৃপাণ আয়ুধচয় ॥ ১  
রমা সনে রবি-বংশ-ভূষণ বহু কাম-সম শোভা অদ্বয় ।  
নব জলধর-বরণ অঙ্গে শীতবাসে তব-জ্বলান' রূপ ॥

মুকুটানন্দ	ভূষণ কতই	প্রতি অঙ্গে মরি কি শোভা হয়।
অন্তোজ-আঁখি*	বিশাল বক্ষঃ	ভুজ ধস্তা যেবা দরশ পায় ॥ ২
দো—সে শোভা সমাজ	আর সেই সুখ	খগেশ কথা না যায়।
প্রতি শেষ বাণী	বাথানে সে রস	মহেশ জ্ঞানেন তা'য় ॥ ১২(ক)

## চারিবেদের স্তব

পৃথক্ পৃথক্	স্তুতি করি' দেব	যান নিজ নিজ ধাম।
চারি বেদ তবে	চারিগৈর বেশে	আগত যথা শ্রীরাম ॥ ১২(খ)
সর্ব-জ্ঞানী প্রভু	করিলেন অতি	আদর কৃপানিধান।
কেহ না বুলিল	মরম ইহার	আরস্তিল গুণ-গান ॥ ১২(গ)
ছ—অমুপম রূপ	কুপ-শিরোমণি	স-গুণ অ-গুণ স্বরূপ জয়।
দশ-শির আদি	খল নিশাচর	ভুজবলে তুমি করিলে জয় ॥
নর-অবতার	সংসার-ভার	ভঞ্জিয়া দ্বন্দ্ব করিলে ভয়।
হে প্রণত-পাল	জয় হে কৃপাল	শক্তির সহ তুমি নমস্ত ॥ ১
তোমারি মায়ায়	নর সমুদায়	হ্রাস্তুর নর অচর চর।
যুরে দিনে রাতে	ঘোর ভব-পথে	ক্রিয়া কাল গুণে করিয়া ভর ॥
কৃপা-আঁখিপাত	কর' যা'রে নাথ	দুঃখ ত্রিবিধ হ'তে সে তরে।
রক্ষ ভব-পাশ-	ছেদন-দক্ষ	প্রণতি তোমার চরণ 'পরে ॥ ২
জ্ঞান-মদে যেবা	হ'য়ে প্রমত্ত	পরা-ভক্তি তব চৈলে হেলায়।
দেব-দুর্লভ	লাভয়াও পদ	দেখা যায় চ্যুত হইতে তা'য় ॥
ভ্যজি' সব আশ	হ'য়ে তব দাস	যেবা রহে আশ তোমায় করি'।
তরে বিনাশ্রম	জপি' তব নাম	এমন তোমারে প্রণাম করি ॥ ৩
পূজ্য শিব অজ	যে চরণ-রজ	যা' পরশি' তরে মূনির নারী।
যা'র নখ হ'তে	লভিল জনম	মুনি-বন্দিতা পাবন বারি ॥
ধনজবজ্রাঙ্কুশ-	কমল-অঙ্ক	যে পদে বিগিনে কীলক কুটে।
যে চরণযুগে	হে রমেশ রাম	এ মানস-অলি সতত লুটে ॥ ৪
বাক্যাতীত-মূল	অনাদি পাদপ	যক্ চারিঈ বেদ আগম কয়।
অঙ্ক ছয়টি শাখা	পঞ্চ-বিশ বছ	ঘন পল্লব কুমুমময় ॥
তিক্ত মধুর	দুই ফল ॥ তা'হে	বল্লরী এক জড়াইয়ে রহে।
পল্লবিত নব	পুষ্পিত নিত	সংসার-ক্রম ॥ প্রণামামহে ॥ ৫

\* পদ্মচক্ৰ। † অব্যক্ত; প্রকৃতি। ‡ চারিবেদ। § বহু-বর্ণন। ॥ পাণ্ডু পুণ্য। ॥ সঙ্গায়-বুদ্ধবর্ণী বিষয়ক।

বৈভবীন মন-	অতীত ব্রহ্ম	অমৃতব-জের অঙ্গে যে বশ ।
যেমন সে জানে	বলুক ভেমনি	অমিত' হে গা'ব সন্তগ-বশ ॥
করুণার খনি	প্রভু গুণাকর	এই বর দাস চরণে চায় ।
কায় বাক মন	বিকার ত্যজিয়া	অশুরাগ যেন পদেই রয় ॥ ৬
দো—সবার সকাশে	চারিবেদ এই	উদার মিনতি করি' ।
অন্তর হইয়ে	করিল প্রয়াণ	ব্রহ্মলোক-সরাসরি ॥ ১০(ক)
শুন বিহগেশ	মহেশ তখন	আদি' জীৱামের পাশ ।
করিলেন স্তব	পুলক-শরীর	প্রেম-গদগদ ভাব ॥ ১০(খ)

মহাদেবের রাম-স্তব

ছ—জয় রাম রমা-রমণ্য শমনং ।	ভব-তাপ-ভয়াকুল ত্রাহি জনং ।
অবশেষ সুরেশ রমেশ বিভু ।	শরণাগত প্রার্থিত ত্রাহি প্রভু ॥ ১
দশদীপ-বিনাশন-বিংশবাহ ।	অপসারক মহা মতী-হুখে-রাহ ॥
রজনীচর-নিকর-পতঙ্গ জারি' ।	শর দীপ্ত হতাশনে দঙ্ককারী ॥ ২
মহীমণ্ডল-বিভূষণ চাক্রতর ।	ধৃত শায়ক চাপ নিষঙ্গবর ॥
মদ মোহ-মহা-মমতা-রজনী ।	তম পুঞ্জ দিবাকর-ভেজ-অনী ॥ ৩
মন-জাড কিরাত কুভোগ-শরে ।	যুগ-লোক-হৃদয়ে হানি' নিপাত করে ॥
বধি' নাথ রাধহ দেব অনাথগণে ।	যত পামর বিষয়-বন-ভ্রান্ত জনে ॥ ৪
বহু রোগ বিয়োগ-দুঃখগ্রস্ত রহে ।	তব চরণ-নিরাদর-শাস্তি সহে ॥
ভব-সিদ্ধ অতল মাঝে মনুজ পড়ে	পদ পঙ্কজে প্রেম না যে আচারে ॥ ৫
অতি দীন মলিন নিত হুখে মরে ।	নাহি শ্রীতি যাহার পদ-সরোজ 'পরে ॥
অবলম্ব তোমার কথা যা'র জীবনে ।	প্রিয় সাধু পরম-ঈশ তা'র সমনে ॥ ৬
মদ রাগ লোভ কি মান থাকে না কদা ।	সম বিপদ বিভব-সুখ তাহার সদা ॥
যোগ-ভরসা ত্যজিয়া তাই মন-হরষে ।	মুনি ভূবেন সেবার নিত সুখ-সরসে ॥ ৭
ধরি' প্রেম নিরন্তর নিয়ম ক'রে ।	পদ-পদ্ম সেবেন সদা শুদ্ধিতরে ॥
গণি' আদর নিরাদর সমান মনে ।	সব সন্ত ভ্রমেন মহী স্থল প্রাণে ॥ ৮
মুনি-মানস-কমল-অলি তোমারে ভজি ।	রঘু নারক সময়-ধীর অজেরে পুজি ॥
জপি ও নাম তোমার নমি তোমারে হরি ।	মহা জঙ্গ-মরণ-যোগ মান-অরি ॥ ৯
তুমি সু-গুণ বিনয় কৃপা পরম নিধান ।	আমি প্রণমি তোমারে নিত জী-অভিরাম ॥
রঘু-নন্দ নি-মূল কর দ্বন্দ্ব যনে ।	আখি-কোণার ভূপতি হের এ দীনজনে ॥ ১০

দো—বারবার বর	যাচি হে চরণে	স-শ্রীতি দেহ জীরক ।
অচলা ভক্তিত	ও পদ-সরোজে	সদা সাধুজন-সঙ্গ ॥ ১৪ (ক)

বাথানি' মহেশ	রাম-গুণাবলী	সুখে কৈলাশ যা'ন।
প্রভু তবে কপি-	গণেরে করান	সুখ-ভরা বাস দান ॥ ১৪ (খ)

চৌ—হে বিহগরাজ শুন সু-পাবন এই কথা। নাশ করে তিন তাপ জন্ম-মরণ-ব্যথা ॥  
 শুনি' কল্যাণময় গাথা-রাম-অভিষেক। স্থির লাভ করে নরে বিরাগ ভথা বিবেক ॥ ১  
 কামনার ভাব ল'য়ে যেবা শুনে যেবা গা'য়। সুখ সমুদ্র সেইজন নানা ভাঁতি পায় ॥  
 দেব-ভূদ্রভ সুখ হেথা করি' উপভোগ। শেষে গিয়া বাস করে শ্রীরঘুপতির লোক ॥ ২  
 যেবা শুনে কি বিষয়ী মুক্ত জীব কি উদাসী। মুক্তি ভকতি পায় নবীন বিভব রাশি ॥  
 কহিলাম রাম-কথা যেইমত নিজ জ্ঞান। জন্ম মরণ ভয় হুখ বাহা করে ত্রাণ ॥ ৩  
 বিরাগ বিবেক আর ভক্তিরে দৃঢ় করে। এ তরণী যোগে মোহ-নদীতে মানব তরে ॥  
 কোশলপুরীতে নিত্য নব সমারোহ হয়। জনগণ সব বিধি হরষিত প্রাণে রয় ॥ ৪  
 নিত্য নব অম্বরগ রাম-পদ-পঙ্কজে। প্রণত যে বাঙা পায় সদাশিব মুনি অঞ্জে ॥  
 যাচকে লভিল বহু আভরণ ও বসন। বিনিধ প্রকার দান লভেন ভূ-সুরগণ ॥ ৫

#### বানরগণ ও গৃহককে বিদায় দান

দৌ—ব্রহ্ম-সুখে লীন	বানর সকল	প্রভুর চরণে মন।
জানে না কেমনে	দিন কেটে' যায়	বর্ষ-আখ গেল তেন ॥ ১৫

চৌ—বিশ্বত গৃহ-কথা স্বপনেও নাহি মনে। পর-হানি-কথা যথা নাহি সাধু-মন কোণে ॥  
 ডাকা'ন শ্রীরঘুনাথ শেষে সখা সকলেরে। আসিয়া আদর ভরে চরণে প্রণাম করে ॥ ১  
 পরম শ্রীতির মনে বসান কাছে আপন। ভকত-সুখদ মৃত্যুভাষে মধু-কথা ক'ন ॥  
 তোমরা সকলে যত করিলে সেবা আমার। সমুখে কেমনে করি মহিমা বাধান তা'র ॥ ২  
 করিলে আমার তরে গৃহ-সুখ বর্জন। তোমা-সবে প্রিয় অতি লাগে মোর সে কারণ ॥  
 রাজ্য অমূল্যগণ কি জানকী কি বিভব। আপন শরীর ধাম কুটুম্ব সখা যেসব ॥ ৩  
 তোমাদের সম প্রিয় কিছুই নাহিক মম। প্রকৃত এ কথা সত্য নাহি করি অতিক্রম ॥  
 সবরি সেবক প্রিয় এ রীতি জগতময়। মোর ত' দাসের 'পরে শ্রীতি নিরতিশয় ॥ ৪

দৌ—সখাগণ সবে	গৃহে ফিরে' যাও	দৃঢ়-ভ্রতে ভজ' মোরে।
সর্ব-গত সদা	সর্ব-হিত জানি'	বৈধ' মহা প্রেম-ভোরে ॥ ১৬

চৌ—শুনিয়া প্রভুর বাণী প্রেমে ভাসে সব জন। কে আমি আছি বা কোথা দেহ-জ্ঞান বিস্মরণ ॥  
 পলক না পড়ে চ'খে করজোড়ে রহে আগে। কহিতে না আসে বাণী অতি-প্রেম অম্বরগণ ॥ ১  
 তা'দের পরম শ্রীতি করি' প্রভু দরশন। করিলেন অমূল্য-জ্ঞান বহু বর্ণন ॥  
 প্রভুর সমুখে কিবা কহিবে নাহিক জানে। বারবার চাহে শুখ কমল-চরণ পানে ॥ ২



তখন আনা'ন প্রভু বেশ ক্রুর হৃদয় । নানা রং নানাবিধ অমুগম মনোহর ॥  
 প্রথমেই সুগ্রীবে ভরত আপন করে । বদন ক্রুর যোগে সাজা'ন আদরভরে ॥ ৪  
 প্রভুর প্রেরণাবশে বিভীষণে লক্ষণ । সাজা'ন নিরখি' ক্রুর হ'ল ঐরামের মন ॥  
 অঙ্গদ নিজাসনে বসিয়া অচল-প্রায় । অমুরাগ হেরি' তা'রে না ডাকেন রঘুরায় ॥ ৪

দো—নীল জাম্ববান্ আদি সকলে সাজা'লেন রঘুবীর ।  
 রাম-রূপ ক্ষণে রাখিয়া চলিল চরণে নমিয়া শির ॥ ১৭ (ক)  
 অঙ্গদ তবে উঠিয়া প্রণমি' জোড় করি' পানিদয় ।  
 অতি বিনম্র প্রেম-মাধা বাণী সজল নয়নে কয় ॥ ১৭ (খ)

চৌ—কন হে সর্ষঙ্গ মহা কৃপা-বৃথসিক্ত । দীনজনে দয়াময় আর্তের বন্ধু ॥  
 আমার জনক বালি মোরে পরমাশ্রয় । মরণে তোমারি কোলে ক'রেছেন অর্পণ ॥ ১  
 অনাথ শরণ ওহে ভক্তের হিতকারি । আমারে ঠেলো'না পায়ে আপনায় পণ অরি' ॥  
 তুমি গুরু পিতা মাতা তুমিই আমার স্বামী । ও পদ-কমল ছাড়ি কোথা আর যা'ব আমি ॥ ২  
 বল' মহারাজ বল' তুমিই বিচার করি' । গৃহে মোর কিবা কাজ প্রভু তোমা পরিহরি' ॥  
 হে নাথ বালক আমি জ্ঞান মতি বল হীন । রাখ হে শরণে তব তোমার সেবক দীন ॥ ৩  
 নীচ হ'তে নীচ সেবা করিব গৃহের যত । নিরখি' কমল-পদ হ'ব ভব-উত্তরিত ॥  
 হে প্রভু রাখহ মোরে যাইতে ব'লো না ঘরে । এ বালি' পড়িল গিয়া রামের চরণ 'পরে ॥ ৪

দো—শুনি' অঙ্গদ-বিনীত বচন কৃপা-সীমা রঘুনাথ ।  
 উঠাইয়া প্রভু ধরেন হৃদয়ে সজল নয়ন-পাত ॥ ১৮ (ক)  
 নিজ গল-হার রতন ভূষণে সাজা'ন বালির স্মৃতে ।  
 দিলেন বিদায় শেষে ভগবান্ বুকাইয়া নানা মতে ॥ ১৮ (খ)

চৌ—ভরত লক্ষণ অরি-হৃদনে লইয়া সাধে । ভক্তের সেবা অরি' চলেন বিদায় নিতে ॥  
 অঙ্গদ-হৃদে ভরা ভক্তি সামান্য নয় । কিরে' কিরে' বারবার ঐরামের পানে চায় ॥ ১  
 বার বার দণ্ড সম লুট'য়ে প্রণাম করে । মন যেন চায় রাম থাকিতে বলেন তা'রে ॥  
 রামের চাহনি-ভক্তি চলন কথা-ভঙ্গিমা । সহাস মিলন-রীতি অরি' নাহি দুখ-সীমা ॥ ২  
 চাহিয়া ঐরাম-পানে অনেক মিনতি করি' । চলিল হৃদয় মাঝে কমল-চরণ ধরি' ॥  
 অতীত আদরে সব বানরে বিদায় ক'রে । ভরত অহুজ সনে আবার আসেন কিরে' ॥ ৩  
 তার পর হুমান্ ধরি' সুগ্রীব-পায় । মিনতি অনেক রীতি প্রকাশ করিল তা'র ॥  
 দেব আরো দিন দশ সেবি' পদ রম্যপতি । তোমার চরণ তলে আবার করিব গতি ॥ ৪  
 পুণ্য-নিলয় হুমান্ পবন-ভনয়' তুমি । যাও সেবা কর রাম কৃপাধাম গুণমণি ॥  
 এত বালি' চলে সব বানর স্বরিত গতি । অঙ্গদ তবে এই বলে হুমান্-প্রতি ॥ ৫

দো—শুন হনুমান্	করণোড়ে কই	দণ্ডবৎ শ্রীরামেরে ।
জানায়ো আমার	তাঁরে বারবার	স্মরণ করায়ো যোরে ॥ ১৯ (ক)
এক বলি' চলে	বালির তনয়	আসি' কিরে' হনুমান্ ।
প্রভু-পাশে বলে	তাঁর অহুস্রাগ	প্রেম-মগ্ন ভগবান্ ॥ ১৯ (খ)
কঠোর কুলিশ	হ'তে রাম-চিত্ত	কোমল কৃষ্ণ হ'তে ।
বল' খগরাজ	কাহার শক্তি	এ লীলার ভল পে'তে ॥ ১৯ (গ)

চো—অবশেষে কৃপাময় ডাকিয়া নিষাদরাজ । শ্রীভিত্তরে করিলেন প্রদান বসন সাজ ॥

গৃহে যাও রহ মোর স্মরণেতে নিমগন ।	কায় বাক্ মন সনে ধর্ম কর আচরণ ॥ ১
ভরত-সমান তুমি ভাই মম তুমি সখা ।	এ পুরীতে যাওয়ায় রাখিয়া করিও দেখা ॥
এ বচন শুনি' প্রাণে উপজিল সুখ ভারি ।	নয়ন ছাপিয়া পড়ে চরণ-উপরে বারি ॥ ২
নলিন-চরণ স্নেহে রাখি' গৃহ গৃহে যায় ।	প্রভুর চরিত-কথা পরিজন-পাশে গায় ॥
প্রভু-আচরণ কথা শুনি' কাণে পুরবাসী ।	বারবার বলে শ্রুত শ্রুত রাম সুখরাশি ॥ ৩

#### রাম-রাজ্য-বর্ণন

রাম রাজ-অভিষেক শেষ হ'লে তিন লোক । বিলাসে পুরিত হ'ল বিদূরিত সব শোক ॥  
বিরোধ নাহিক করে কেহ আর কা'রো সনে । ভেদ-ভাব দূরে গেল রামের প্রতাপ-গুণে ॥ ৪

দো—নিজ আশ্রম	বরণামুসরি'	বেদবিধি-রত লোক ।
সদা সুখে রয়	অপগত ভয়	নাহি রোগ নাহি শোক ॥ ২০

চো—দৈহিক দৈবিকণ্ঠ ভৌতিকঃ তাপ তিন । রাম-রাজ্য-মাঝে কা'রো নাহি লাগে কোনদিন ॥  
সকল মানবে করে এ উহার সনে শ্রীতি । স্ব-ধর্ম রত হ'য়ে চলে মানি' বেদ-নীতি ॥ ১  
পূর্ণ চারি ধর্ম-পদ সত্য শৌচ দয়া দান । স্বপনেও জগমাঝে নাহিক পাপের নাম ॥  
রাম-ভক্তিতে রত যত সব নরনারী । সকলেই পরাগতি পাইবার অধিকারী ॥ ২  
অকাল-মরণ নাহি নাহিক পীড়ার ভোগ । সবে স্তম্ভরকায় শরীর বিহীন রোগ ॥  
কাঙাল নাহিক কেহ নাহি কেহ ছদ্ম দীন । মূর্থ নাহিক কোনো শুভ-লক্ষণহীন ॥ ৩  
দম্ভ রহিত সবে পূত-প্রাণ ধর্মরত । নরনারী সকলেই সূচত্বর গুণ-যুত ॥  
গুণজ পণ্ডিত সবে সবাই তথায় জানী । নাহি কৃতরতা নাহি ধূর্ততা-ভরা প্রাণী ॥ ৪

দো—নভগেশ শুন	রাম-রাজ মাঝে	চরাচর জগময় ।
কর্ম কাল কিবা	স্বভাবজ গুণ	দুখ কা'রো নাহি রয় ॥ ২১

চো—সপ্ত-সাগর যা'র মেখলা এহেন ক্ষিতি । এক-ছত্র রাজ্য তাঁর গুণাগার রত্নপতি ॥  
কড়ই ভুবন যা'র প্রতি লোমকূপে রয় । তাঁ'র এ প্রতাপ কিছু নহেক নিরতিশয় ॥ ১

অপার মহিমা তাঁ'র যদি জন্মে গীথা রয় । হেন বিবরণে তবে চীনতাই করা হয় ॥  
 তথাপি খগেশ বেধা' জানিল মহিমা তাঁ'র । মহাপ্রোমে প্রাণ তাঁ'র ভিজা থাকে অনিবার ॥ ২  
 ইন্দ্রিয়-রোধকারী ক'ন মহামুনি সব । মহিমা জানিলে তবে হয় লীলা অশ্রুভব ॥  
 যে বিভব আর যত সুখ রাম-রাজ্যে রয় । বাসুকি কি বীণাপানি কহিতে পারগ নয় ॥ ৩  
 সকলে উদার আর সবে পর-উপকারী । বিশ্ব-চরণে মতি যত সব নরনারী ॥  
 এক জায়ারত নর তেমতি সব বনিতা । কায় বাক্ মনে নিজ পতি-হিত-আচরিতা ॥ ৪

ঘো—নাহি অরি নাহি      অপরাধী তথা      অশুকুল সবে রয় ।  
 বণ্ড যতি-করে      নট-পাশে ভেদ      মনের জয়েতে জয়ক ॥ ২২

চৌ—বিটপী কানন ভরা ফলে ফুলে বার' মাস । কেশরীর সনে করী প্রীতিভরে করে বাস ॥  
 পশু পাখী পাশরিয়া ধন্ব প্রকৃতিগত । এ উহার সনে থাকে পরম প্রাণ-যুত ॥ ১  
 মধুরে কুঞ্জে পাখী পশুগণ নানাজাতি । সকলে বিগত-ভয় বিচরে পুলকে মতি' ॥  
 শীতল সুরভি বায়ু বহে সদা মৃদুমন্দ । গুঞ্জরি' চলে অলি আহারিয়া মকরন্দ ॥ ২  
 বিটপী লভিকা হ'তে চাহিতেই মধু স্বরে । রসনার তৃপ্তিকর পয়ঃ দান ধেমু করে ॥  
 শাস্ত্র পূরিত ধরা হিত প্রীতি নিয়ত । ত্রোভায় হইল যেন সত্য প্রীতি-আগত ॥ ৩  
 জগদাত্মা ভগবান্ জগতের ভূপ জানি' । প্রকাশ করিল গিরি বিবিধ মণির খনি ॥  
 শীতল সুধার স্বাদ পরাণ শীতলকারী । বহিত সকল নদী সুবিমল বর-বারি ॥ ৪  
 সাগর রহিত নিজ নিজ মর্যাদা ভরে । রতন ছড়া'ত তটে নরে আহার্য তরে ॥  
 কমলে কমলে ভরা যত সব জলাশয় । সকল বিদিক্ দিক্ মোদিত নিরন্তর ॥ ৫

ঘো—বিধু ভরে ধরা      ময়ূখে তপন      প্রয়োজন মত তাপ ।  
 যাচিতে জলদ      অমনি বরষে      শ্রীরঘুনাথ-প্রতাপ ॥ ২৩

চৌ—কাটি অশ্বমেধ প্রভু করিলেন সমাপন । আশার অতীত ধন লভিলেন বিজগণ ॥  
 বেদ-পথ রক্ষাকারী ধর্মের ধুরন্ধর । গুণের অতীত আর ভোগে সম পুরন্দর ॥ ১

### সীতার রাম-সেবা

পতিপদ-অঙ্গুগামী অতি সুকুমারী সীতা । বিমল প্রোমের খনি সুশীলা অতি বিনীতা ॥  
 বিদিতা করুণানিধি শ্রীরাম-মহিমা যত । সেবেন চরণযুগ প্রাণ মনে অবিরত ॥ ২

\* রাজ্য পালনে সাধ, দান, ভেদ ও বণ্ড এই চারি প্রকার নীতি অবলম্বিত হইয়া থাকে । কিন্তু রাজ-রাজ্যে আর অপর্যায়ক বণ্ড বিতে হয় না, তাহা এখন "বণ্ড"র (সন্ন্যাসী) হাতে গিয়া উঠিয়াছে; সকলেই অশুকুল, তাই ভেদ-ভাব উঠিয়া গিয়া এখন তাহা নরক-সমাজে (সমর, ভেদ, অর্থাৎ ভাল-বাহার) সীমাবদ্ধ হইয়াছে; আর অর কবিবায় শক্ত নাই, তাই এখন ফলকে লব্ধ কয়ই একমাত্র কাজ ।

যদিও সজ্জত গৃহ সেবক-দাসীতে ভরা । সববিধি সেবা-কাঞ্জে সদা হুনিপুণ তাঁ'রা ॥  
 তবু নিজ করে করি' গৃহ-সেবা সমাপন । শ্রীরাম-আদেশ সীতা করেন অচুসরণ ॥ ৩  
 কৃপানিধি-মনোমাঝে বাহাতে হরষ আসে । সেবা-বিচক্ষণা শ্রীর তাহাতেই মন বাসে ॥  
 কোশল-হৃতিতা-আদি ভবনে ঋগুড়ীগণে । সেবেন সবারে কিছু মদ মান নাতি মনে ॥ ৪  
 শিব ক'ন মহাদেবি ধাতাদি পূজিতা রমা । জগত-জননী সদা অনবস্তা অদ্বপমা ॥ ৫

দো—বাঁ'র কৃপা-আঁখি- লালায়িত দেব নিমেষ-ভরে না পা'ন ।  
 সে-স্বভাব ত্যজি' রহেন চাহিয়া রাম-পদে অবিরাম ॥ ২৪

চো—অমুকুল অমুজাতগণ সেবা-পরায়ণ । শ্রীরাম-চরণযুগে রত সবাকার মন ॥  
 কখন কৃপাল কা'রে করেন আদেশ কিবা । এ আশায় মুখ পা'নে চেয়ে র'ন নিশিদিবা ॥ ১  
 রামের হৃদয় মাঝে অমুজ-উপরে শ্রীতি । নিয়ত কতই মতে শিখা'ন তাঁ'দের নীতি ॥  
 পুলক-মগন যত রহে সব পুরবাসী । উপভোগ করে সুর-হর্ষভ ভোগরাশি ॥ ২  
 দিবানিশি বিধি-পাশে প্রার্থনা করে বর । থাকে যেন অমুরাগ শ্রীরাম-চরণ 'পর ॥

সন্তান-জন্ম ; অযোধ্যার রমণীরতা

লব-কুশ সুকুমার কুমার জ্ঞানকী পা'ন । ষাঁ'দের চরিত করে বেদ পুরাণেতে গান ॥ ৩  
 ছ'য়ে অগ্রগণ্য বীর বিনয়ী সু-গুণাকর । যেন শ্রীহরির ছুই প্রতিক্রম মনোহর ॥  
 প্রীতি ভাই লভিলেন দুইদুই সুকুমার । তাঁ'রাও সকলে শীল গুণ আর রূপাধার ॥ ৪

দো—জ্ঞান মতি বাণী ইন্দ্রিয়াতীত অ-জ্ঞ মন গুণ পা'র ।  
 সৎ চিৎ সুখ- ঘন বিভু তাঁ'র মানব-সীলা অপার ॥ ২৫

চো—সরযু-সলিলে করি' প্রভাতে অবগাহন । সভায় বসেন রাম সহ দ্বিজ সাধুজন ॥  
 বেদ পুরাণাদি-কথা ক'ন মুনিপুঞ্জব । শুনেন শ্রীরাম তাহা যদিও জ্ঞানেন সব ॥ ১  
 ভোজন করেন সব অমুজগণের সনে । নিরখিয়া ভরে সুখ জননীগণের মনে ॥  
 অমুজ ভরত রিপু-সুদন দৌহে মিলিয়া । সহিত পবন-সুত উপবন মাঝে গিয়া ॥ ২  
 বসিয়া শুধা'ন রাম-গুণ কথা প্রাণারাম । সুমতি-সলিলে ডুব দিয়া কহে ইহুমান ॥  
 শুনিয়া বিমল গুণ অতি সুখে নিমগন । করা'ন মিনতি করি' বারবার কীর্তন ॥ ৩  
 সবরি আলয়ে হয় পুরাণাদি কীর্তিত । অথবা অনেক বিধি শ্রীরাম-কথা পুণিত ॥  
 সকল রমণী নর রাম-গুণই গান করে । নাহি জানে দিন রাত অতীত কেমন ক'রে ॥ ৪

দো—শত শেষ হারে কহিতে প্রজ্ঞার সম্পদ সুখ-গ্রাম ।  
 বিরাজিত যথা নিজে ভগবান্ নৃপতির রূপে রাম ॥ ২৬

চৌ—নারদ শমক-আদি মুনি-অধিপতিগণ । কোশল-অধিপ রামে করিবারে দরশন ॥  
 প্রতিদিন সমাগত সকলে কোশলপুরী । বিরাগ ভুলিয়া যান নিরখিয়া সে নগরী ॥ ১  
 মণি হেমময় যত প্রাসাদ মানসহরা । কিবা চক্ৰ চানু বিধি রত্নভরা ॥  
 পুরী-চৌদিকে বহিঃ গড় অতি মনোহর । তাহাতে রচিত চূড়া রত্ন রত্ন বর ॥ ২  
 নয় গ্রহ একযোগে সাজায়ে বাহিনীচয় । অমরাবতীয়ে যেন চারিদিকে ঘিরে' রয় ॥  
 রতনের বহু চাক চক্ৰ পঞ্চ-মাঝে । নিরখিয়া যা'র শোভা মুনির মানস নাচে ॥ ৩  
 ধবল প্রাসাদ-চূড়া অধরে যায় মিশি' । কলস-আভায় যেন নিম্নি'ছে রবিশশী ॥  
 মণিতে খচিত বহু বাতায়ন শোভা পায় । ঘরেঘরে মণিময় প্রদীপ শোভা বাড়ায় ॥ ৪

ছ—চিত্রশালা চাক্র প্রত্যেক গৃহে অঁকা আছে সেসবায় ।  
 ক্রীড়াম-চরিত যা' নিরখি' মুনি- মানস(ও) হারা'য়ে যায় ॥ ২৭

চৌ—কুশুম-বাটিকা চাক্র নিজনিজ ঘরে ঘরে । রচিল কতই বিধ অতীব যতন ভরে ॥  
 ললিত লভিকা বহু জাতির মানসহর । মধুস্বতু-সম শোভা দেয় অতি সুন্দর ॥ ১  
 মধুকর মনোহর রবে করে আলাপন । শীতল সুরভি মুছ বহে সদা সমীরণ ॥  
 বালকেরা পালে কত বিহঙ্গ নানাজাতি । কিবা শোভা করি' উড়ে কুঞ্জে সুমধুর অতি ॥ ২  
 মরাল সারস শিখী-আদি করি' পারাবত । ভবন-উপরে থাকি' বাড়ায় বা শোভা কত ॥  
 যথায় তথায় হেরি' প্রতিকল্প আপনার । সুমধুর স্বরে কুঞ্জে নাচে তা'রা কত আর ॥ ৩  
 শুক ও শারিকা দলে শিখায় যত বালক । বল' রাম রঘুপতি সকল জন-পালক ॥  
 নৃপতি-দুয়ার তথা সববিধ মনোহর । বোধি কি বিপণি চাক্র চৌমাথা সুন্দর ॥ ৪

ছ—বিপণি কুচির বয়সি' না যায় বিনা-মূলে তথা বিকায় পণ্য ।  
 নৃপতি ষথায়- ক্রীড়াম-নিবাস কে ক'বে বিভব কত যে ধন্য ॥  
 বসন-অর্থ- বণিক কতই কুবেরের প্রায় বিপুল-বিস্ত ।  
 কিবা নর নারী বৃদ্ধ বালক সুন্দর সুখী সচ্চরিত্র ॥

দৌ—উত্তর দিকে সরযু বহিছে বিমল-জল গভীর ।  
 নির্মিত ঘাট তথা মনোহর পঙ্ক-বিহীন তীর ॥ ২৮

চৌ—দূরেতে পৃথক্ এক ঘাট ছিল অধিষ্ঠান । গজ-বাজিদল জল করিত তথায় পান ॥  
 জল-আহরণে নানা ছিল ঘাট মনোরম । স্নান তথা না করিত পুরীর পুরুষগণ ॥ ১  
 রাজ-ঘাট সব হ'তে শ্রেষ্ঠ ও মনোহর । ব্যবহার করিত যা' সব-বর্ণের নর ॥  
 ভটিনীর কূলে কূলে মন্দির অগণন । ঘেরি' তা'র চারিদিক সুন্দর উপবন ॥ ২  
 কোথাও নদী' তীরে জগত গৃহ-উদাস । জ্ঞান-পরায়ণ মুনি উদাসী করেন বাস ॥  
 তুলসী গণনাহীন সরযু তীরে তীরে । রোপণ করিলা বাহা কত শত মুনিবরে ॥ ৩

নগরীর শোভা কিছু নাহি আর কহিবার । নগর-উপাস্থ-শোভা তাহারো অতি বাহার ॥  
পুরী-নরশনে হয় অধিল পাপের ক্ষয় । বন উপবন আর বাণীতট জলাশয় ॥ ৪

ছ—অম্বপম বাণী তড়াগ অম্বপ মনোহর কূপ বিশালায়তন ।  
সোপানের সারি সুবিমল বারি হেরি' সুর মুনি বিমোহে মন ॥  
বিবিধ বরণ সরসিজগণ মধুপ গুঞ্জে পাখীরা হাঁকে ।  
চাকু উপবনে কোকিল-কুজন পাখিকেরে যেন আদরে ডাকে ॥

দো—যথা রমাপতি নৃপতি সে পুরী কখন কভু কি যায় ।  
অগিমাতি স্তম্ভ- সম্পদ সদা কোশলেতে রয়ে ছা'য় ॥ ২৯

চো—যথায় তথায় নর রঘুপতি-গুণ গায় । ব'সে ব'সে এ উহারে এক শুধু এ শিখায় ॥  
ভজহ প্রণত-পাল রঘুকুলপতি রাম । সেই এক রূপ শীল শোভাধার গুণধাম ॥ ১  
সেই সরসিজ-আঁধি শ্রাম ব লেবরধারী । পলক-দিঠিতে সেই ভকতের ত্রাণকারী ॥  
ধৃত শর স্তম্ভর কার্যকূ আর তুণ । সন্ত-কমল-রবি বীর রণ-সুনিপুণ ॥ ২  
কাল-করাল ব্যাল-কাল সে খগেশেরে ॥ অকাম-প্রণামে শুধু মমতা যেন্ন হরে ॥  
লোভ মোহ-মৃগদল-কিরাতে কর প্রণাম । মনসিজ-করী হরি ভকতের প্রাণারামণ ॥ ৩  
সংশয় শোক-রূপ নিবিড় তমের ভামু । দম্বজ-গহন ঘন-দহনকারী কৃশামুণ্ড ॥  
জনক-সুতার মনে ভবভয়-ভঞ্জন । শ্রীরাম-চরণতলে কেন না সঁপ'ই মন ॥ ৪  
মনের বাসনা বহু নাশকারী হিমরাশি । সতত যে এক রস অ-জ্ঞান অবিদ্যাপী ॥  
মুনিমন-রঞ্জন গঞ্জন মহীভারে । তুলসী দাসের প্রভু মহান্ অতি উদারে ॥ ৫

দো—এইমত যত পুর-নরনারী করে রাম-গুণ গান ।  
অম্বকুল র'ন সবাকার 'পরে শ্রীরাম কৃপানিধান ॥ ৩০

চো—যখন হইতে রাম-প্রোতাপ-বিহগরব । উদিত হইল যথা স্তম্ভর দিনকর ॥  
তবে হ'তে সে প্রোতাপ প্রকাশে ত্রিলোকময় । বহুজন স্তম্ভী এতে আর বহু দুখী রয় ॥ ১  
পে'ল সস্তাপ যা'রা কহি সব পরকাশি' । প্রথমে ত ভোর হ'ল অবিজ্ঞা-তামসী নিশি ॥  
লুকাইল যথাতথা কলুষ-পেচক যত । কাম-ক্রোধ-সুমুদ্র সেরবি-ভেজে কুচিত ॥ ২  
বাঁধনে জড়ায় যত কন্দা গুণ ও স্বভাব । সে সব চকোর-মনে ঝটিল স্তম্ভ-স্বভাব ॥  
অহঙ্কার মোহ মান আর মন-তঙ্কের । পূর্ণ অচল হ'ল কারিগরী উদ্বারের ॥ ৩  
জ্ঞান অমুভব-জ্ঞান ধর্ম-তড়াগ মাঝে । বিকশিত হ'ল নানা শতদল নানা সাজে ॥  
সন্তোষ স্তম্ভ আর বিবেক-আদি বিরাগ । ইহারা বিগত-শোক যেন স্তম্ভী চক্রবাক ॥ ৪

\* কাল-রূপ করাল-সর্পের কাল-ধ্বংস গরুড় (বিনি) । † কাম-রূপী হস্তীর বিনি সিংহধ্বংস । ‡ কাম-রূপী ঘন বন হইলে বিনি অনল-কুণ্ড ।

দৌ—এ প্রভাপ রবি  
বুদ্ধি পায় যত

যাহার হৃদয়ে  
শেখেতে উক্ত

যখন প্রকাশ পায়।  
প্রথমেই নাশ পায় ॥ ৩১

শনকাদির রাম-সকাশে আগমন

চৌ—অমূল্যগণের সনে প্রভু রাম একবার। সহিত পরম সখা পবন-প্রিয়কুমার ॥  
হেরিবার তরে যা'ন স্মরণ উপবন। নব-পল্লবময় পুষ্পিত তরুণ ॥ ১  
শনকাদি আসিলেন বৃষ্টি' শুভ অবসর। সুশীল সু-গুণ আর তেজোময় কলেবর ॥  
আত্মা তাঁহা-সবাকার ব্রহ্মস্ব-সরে লীন। দোষেতে বালক যেন কিন্তু সবে সুপ্রবীণ ॥ ২  
যেন বা স্বরূপ ধরি' সুপ্রকাশ চারিবেদ। সমদর্শী তাঁ'রা সবে হৃদি অপগত ভেদ।  
দিগ্‌দশন সবাকার শুধু এই অমুরাগ। শ্রীরাম-চরিত কথা শুনিতে সহ সোহাগ ॥ ৩  
যেইস্থানে বিরাজেন জ্ঞানী কৃষ্ণজ মুনি\*। আসেন সেখান হ'তে শনকাদি হে জ্ঞানী ॥  
গাহিলেন মুনিবর অনেক শ্রীরাম-কথা। যাহাতে উপজে জ্ঞান অরুণি† অনল কথা ॥ ৪

দৌ—মুনিগণে রাম  
স্বাগত করিয়া

আসিতে দেখিয়া  
নিজ পীতবাস

নমেন হরষ-মন।  
বিছা'য়ে দেন আসন ॥ ৩২

চৌ—তিনভাই হুম্মান সহিত পুলকভরে। মুনিগণে তাঁ'র পর সবে দণ্ডবৎ করে ॥  
রঘুপতি-রূপশোভা নিরখিয়া অতুলন। মগন হ'য়েন প্রেমে বশে নাহি রয় মন ॥ ১  
অমূল্য-অশ্বক নবধন-কলেবর। ভবভয়-ভঞ্জন রুচিরতা-আকর ॥  
অনিমেঘে চেয়ে র'ন পলক না পড়ে কভু। যুক্ত যুগলপাণি নত-মস্তক প্রভু ॥ ২  
ভকতি-বিভল দশা হেরি' রাম-রঘুবর। নয়নেতে জলধার শিহরিত কলেবর ॥  
ধরিয়া সবার কর বসান মহর্ষিগণে। কহিলেন অতি প্রাণ-মনোহারী সুবচনে ॥ ৩  
বড় ধন্থ আজ আমি হে মুনি-অধীশগণ। দোত সকল পাপ করি' লাভ দরশন ॥  
বহু ভাগ্যেতে তবে সংসঙ্গ পাওয়া যায়। জন্ম বিনা বাহে ভবভয় চির নাশ পায় ॥ ৪

দৌ—কবি পণ্ডিত  
কামীদেরপথে

সাধুজনে ক'ন  
ভবের বাঁধন

বেদ-পুরাণাদি গ্রন্থ।  
মোক্‌স সঙ্গে সন্ত ॥ ৩৩

চৌ—প্রভুর বচন শুনি' প্রমোদিত মুনিগণ। আরম্ভিল। স্তুতিগান অতি হরষিত মন ॥  
জয়জয় ভগবান্ অমৃতহীন অবিকার। অপাপ অনেকরূপ অধিতীয় কৃপাধার ॥ ১  
জয় নিগুণ জয় জয় হে গুণ-সাগর। সুখের আশ্রয় জয় সুচতুর স্মরণ ॥  
জয় হে কমলাপতি ধরা-ধর তোমা জয়। অমূল্য জনমহীন আদিহীন শোভাময় ॥ ২

\* অগস্ত্য মুনি। † একজাতীয় কাঠ, বাহা পরম্পরের সহিত বর্ধণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়। ‡ কামনা-পরায়ণপণ্যেব।

অপরেরে মানদাতা মানহীন জ্ঞানময় । পাবন শুষ্ম তব গান করে বেদচয় ॥  
 তব্জ কৃতজ্ঞ তুমি অজ্ঞানতা-বিনাশম । অনন্ত ভোমার নাম নামহীন নিরঞ্জন ॥ ৩  
 সর্বরূপ সর্বব্যাপী সর্বদ্বি-অধিবাসী । মোদের শরণে লও হে অসীম সুখরাশি ॥  
 বন্দ্য বিপদ যত দূর কর ভব-পাশ । হৃদি-মাঝে বসি' রাম মঙ্গ কাম কর' নাশ ॥ ৪

দো—পরা-সুখময়      কৃপাধার তুমি      পূরাও মনের কাম ।  
 অবিচল প্রেম      ও পদ-সরোজে      কৃপা করি' দেহ রাম ॥ ৩৪

চৌ—দেহ হে জ্ঞানকীপতি পুণিত ভকতি তব । তিনবিধ তাপ বাহ্য বিনাশে দহনভব ॥  
 প্রণতের কামধেনু সুর-তরু প্রার্থিকনে । এই বর দাও প্রভু মোদের মোদিত মনে ॥ ১  
 এই ভব-বারিধিতে কুন্তল-সম রাম । ভকত-শূলভ অতি সকল আনন্দ-ধাম ॥  
 মন-উপজাত দুখ দাক্ষ দৌর্গ কর' । হে দীন-শরণ সম-দৃষ্টি বিধান কর' ॥ ২  
 বিষয়-বাসনা ভয় ঈর্ষার নিবারক । বিনয় বিবেক ভব-বিরাগের প্রসারক ॥  
 ভূপতি-মুকুটমণি অবনীৰ আভরণ । বিত্তর ভকতি জন্ম-মরণ-বারি তারণ ॥ ৩  
 হে মুনি-মানসসর-বিলাস-পর মরাল । সত্তত পুঞ্জিত-পদ অজ-যোনি বিধু-ভাল ॥  
 তপন-কুলের কেতু বেদ-পরিরক্ষক । স্বভাব করম কাল গুণাদির ভক্ষক ॥ ৪  
 ত্রাতা তুমি তুমি ত্রাতা সকল দোষ-হরণ । তুলসী দাসের প্রভু ত্রিভুবন-আভরণ ॥ ৫

দো—স্ততি বারবার      করি' অমুরাগে      প্রণমি' চরণ 'পর ।  
 শনকাদি সবে      বিধি-পুত্রে যা'ন      লভি' মনোমত বর ॥ ৩৫

### রাম-সকাশে হনুমান-কর্তৃক ভরতের প্রণ-জিজ্ঞাসা

চৌ—শনকাদি মুনিগণ বিধি-লোকে গেলে চলি' । রামের অমুজগণ আসি' ল'ন পদধূলি ॥  
 প্রভুরে শুধাইতে সঙ্কোচ রহে মনে । পবন-ভনয় পানে চান সবে এ কারণে ॥ ১  
 অবগ করিতে চান ঐশ্বরের বর-বাণী । যাহাতে জুড়ায় প্রাণ হয় সব ভ্রম-হানি ॥  
 অন্তরযামী প্রভু জানিলেন সব কথা । বলেন পবন-সুতে কহিতে মরম-কথা ॥ ২  
 করজোড়ে হনুমান করে পদে নিবেদন । শুন দেব দীনজনে দয়াময় ভগবন ॥  
 ভরত অমুজ তব চান কিছু শুধাইতে । সঙ্কোচ প্রাণে রয় তব পদে নিবেদিতে ॥ ৩  
 কহেন শ্রীরাম তুমি জান' ভাল কপিরাজ । কি আছে ভরতে মো'তে অন্তর জগ-মাঝ ॥  
 প্রভুর বচন শুনি' ভরত ধরেন পায় । শুন হে শরণাগত-ত্রাণকারি রঘুরায় ॥ ৪

দো—নাহি নাথ মম      সন্দেহ কিছু      শোক মোহ নাহি স্বপনে ।  
 হে কৃপা-আধার      হরবের নিধি      সে কেবল তব স্ব-শুণে ॥ ৩৬



চৌ—করণানিধান ক্ষম' এক বাচালতা মম । ভকত তোমার আমি তুমি ভক্ত-সুখ স্বন ॥  
 হে রত্ন-কুলের মণি সদা বেদ পুরাণেতে । সাধুর মহিমা-গাথা গান করে নানামতে ॥ ১  
 শ্রীমুখে আপনি প্রভু কর' সাধু-গুণগান । সাধু 'পরে সমধিক শ্রীতিময় তব প্রাণ ॥  
 শুনিতে তৃষিত দেব সাধুজন-লক্ষণ । কৃপার সাগর তুমি গুণ-জ্ঞান-বিচক্ষণ ॥ ২  
 সাধু ও অসাধু-মাঝে ঐক প্রভেদ দেখাইয়ে । হে প্রাণত-পাল দাসে ব'লে দাও বুঝাইয়ে ॥  
 শ্রীরাম বলেন শুন সাধুজন-লক্ষণ । শ্রুতি পুরাণেতে যাতা বাখানিত অমু'খণ ॥ ৩  
 সাধু আর অসাধুর আচরণ সেইমত । চন্দন কুঠারের ব্যবহার যেইমত ॥  
 পরশু ছেদন করে মলয়ের বিটপেরে । নিজগুণে সুবাসিত মলয় তা'রেই করে ॥ ৪

দৌ—তা'তেই আদরে                      রহে দেব-শিরে                      জগত-প্রিয় শ্রীখণ্ড ।  
 পোড়াইয়া মুখ                      পিটান'র ছুখ                      পরশু সহে এ দশু ॥ ৬৭

চৌ—বিষয়েতে অ-জড়িত শীল ও গুণ-আকর । পর-দুখে দুখী সুখী সুখী নিরখিলে পর ॥  
 সম ভাব অবিরোধী মদহীন অ-বিরাগী । লোভ আর ক্রোধহীন ভয় বা হরষ ত্যাগী ॥ ১  
 কোমল-পরায়ণ যিনি দীনজনে সদা দয়া । মন বাণী কাজে মোর প্রতি মতি গত মায়্যা ॥  
 সবে মান দেন নিজে অ-মানী থাকিয়া যিনি । প্রাণের সমান মম হে ভরত সেই প্রাণী ॥ ২  
 বিগত-কামনা সদা মম নাম-পরায়ণ । শাস্তি বিনয় যিনি বিরাগ আনন্দ মন ॥  
 শীতলতা সরলতা সখা-ভাব সব-সনে । ধর্ম-দায়িনী শ্রীতি বিশেষ শ্রীচরণে ॥ ৩  
 এই লক্ষণ ঘাঁ'র হৃদয়েতে অমু'খণ । তাঁরেই জানিবে' তা'ত অকপট সাধুজন ॥  
 সম দম বিধি নীতি-বিচলিত কভু নহে । কঠোর বচন কভু কাহারেও নাহি কহে ॥ ৪

দৌ—স্তুতি অবিনয়                      সমান উভয়                      অমুরাগ চরণে আমার ।  
 সেই সাধুজন                      মম প্রাণ-সম                      গুণধাম সুখাগার ॥ ৩৮

চৌ—এবে শুন অসাধুর স্বভাবের দোষ যত । ভ্রমেও তা'দের সাথে থেকো' না নিমেষ মত ॥  
 হুঃখ-আগার সদা অসাধুর সাথে বাস । যেমন কু-গাভী করে কপিলার গুণ নাশ ॥ ১  
 খলের হৃদয় মাঝে নিদাক্ষণ তাপ রহে । অপরের সুখ হেরি' প্রাণ তা'র সদা দহে ॥  
 যদি কভু অপরের নিন্দা জ্ববেণে যায় । হরষিত যেন পথে নিধি কুড়াইয়া পায় ॥ ২  
 কাম ক্রোধ লোভ আর অহঙ্কার-পরায়ণ । নিদয় কপট ছল কলুষের আয়তন ॥  
 অকারণে সব-সাথে বিরোধ তাহার রয় । উপকার যেন করে তা'রি অপকারী হয় ॥ ৩  
 মিথ্যার লেন-দেন মিথ্যার কারবার । শয়নে অশনে শুধু মিথ্যার ব্যবহার ॥  
 স্তম্ভুর কেকা-রব ময়ূর যেমন করে । অথচ কঠোর প্রাণ কণীতে জঠর ভরে ॥ ৪

দৌ—পর-নিন্দা পর-                      ধনে রত মন                      পর-দারা পর-জোহে ।  
 পাপময় সেই                      পামর মানব                      রাক্ষস নর-দেহে ॥ ৩৯

চো—লোভই শয়ন তা'র লোভ দেহ-আবরণ । যম-ডর নাহি প্রাণে শিন্দোদর-পরায়ণ ॥  
 পরের মহিমা-গান যদি কভু কাণে যায় । বুক ভাঙা হা-হতাশ খেদ ভরে বাহিরায় ॥ ১  
 পরের বিপদ যবে করে সেই দরশন । পরা-সুখে হয় প্রাণ পুলকেতে নিমগন ॥  
 অমুক্ষণ স্বার্থরত বাদ আত্মীয় সনে । কাম লোভে বিজড়িত নিদারুণ ক্রোধ মনে ॥ ২  
 পিতামাতা নাহি মানে নাহি মানে গুরুজন । পতিত অধঃতে নিজে ডুবায় অপরজন ॥  
 মোহের বশেতে সদা জোহ করে পর সনে । সাধুসঙ্গ হরি কথা ভাল নাহি লাগে মনে ॥ ৩  
 দোষের সাগর যেন কূট-মতি ব্যভিচারী । বেদ-বিধি-নিষেক পরধন-অপহারী ॥  
 বিশ্বের সনে জোহ পর-জোহ সবিশেষ । দস্ত কপট প্রাণে পরিধান চারু বেশ ॥ ৪

দো—এমন অধম কুটিল মানব নাহি সত্য-ত্রেতাযুগে ।  
 ষাপরেতে কিছু হইবে প্রকাশ বহু হেন কলিযুগে ॥ ৫ ॥

চো—ধর্ম হেন নাহি ভাই পর-উপকার প্রায় । এমন নীচতা নাই পর পীড়া পায় যা'য় ॥  
 সকল পুরাণ বেদে নিরূপিত হ'ল যাহা । কহিলাম তা'ই এবে স্তানীরী জানেন তাহা ॥ ১  
 মানব-শরীর ধরি' পরে ছুপ দেয় যেই । জন্ম মরণ ঘোর ছুপ-রাশি সয় সেই ॥  
 স্বার্থ-জড়িত হ'য়ে নানা পাপ করে নরে । তা'র কলে পরলোক-হারা হ'য়ে ঘুরে' মরে ॥ ২  
 তা'র কাছে আমি তাই কাল-রূপে প্রকাশক । অন্তত অথবা শুভ-ক্রিয়াফল প্রদায়ক ॥  
 এ বিচার রাখি' মনে পরম চকুর যেবা । ছুথের আগার ধরা জানি' মোর করে সেবা ॥ ৩  
 এ কারণে ত্যজি' কাক শুভাশুভ-বিধায়ক । ভজেন আমারে সুর মানব মুনি-নায়ক ॥  
 সাধু অসাধুর গুণ করিলাম বিবরণ । স্মরণে রাখিলে জালে নাহি পড়ে কদাচন ॥ ৪

দো—সব দোষ গুণ মায়া-জাত মায়া গুণ ও দোষ অনেক ।  
 গুণ দোষ-গুণে না দেখা নয়নে চেয়ে' দেখা অবিবেক ॥ ৪১

চো—শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শুনিয়া অমুজ্জ যত । পরাণে পরম সুখ প্রাণয় ধরে না এত ॥  
 করেন বিনয় পদ-শতদলে বারবার । শুভমান-জন্মে বহু অপার ভরষ-ধার ॥ ১  
 নিজ মন্দিরে তবে যা'ন রাম রথুপতি । এমনি লীলায় কাল অপগত নব নিতি ॥  
 দেবঋষি কতবার আসিয়া অবনী 'পরে । শ্রীরাম-চরিত পুত-গীত গা'ন শ্রেম ভরে ॥ ২  
 নিত নব লীলা ঋষি আসি' করি' দরশন । করেন ধাতার পাশে অকপট বর্ণন ॥  
 শুনিয়া ধাতার প্রাণে পুলকের বহু ধার । ক'ন রাম-গুণগান কর' তাত বারবার ॥ ৩  
 শনকাদি মুনি যত ক'ন ধন্য দেবঋষি । যদিও তাঁ'-সবে সদা ধাতায় রহেন মিশি' ॥  
 তথাপি সমাধি ভুলি' হ'য়ে অনন্ত-মন । সাদরে শুনেন রাম-গুণকথা-কীর্তন ॥ ৪

দৌ—ব্রহ্ম-পর যবে  
হরি-কথা শুনি'

শনকাদি শুনে  
ভিক্ষে না যেজন

রাম-কথা ত্যজি' ধ্যান ।  
কে পাষণ সে-সমান ॥ ৪২

রামের প্রজাগণকে উপদেশ

চৌ—একবার রঘুনাথ-আদেশ খরিয় শিরে । দ্বিজ গুরু পুরবাসী উপনীত রাজ-পুরে ॥  
বসেন আসনে নিজ দ্বিজ গুরু সজ্জন । ভক্তের ভবহারী মধুর বচনে ক'ন ॥ ১  
শুনহ শুনহ সবে পুরবাসি মম বাণী । এ বচন নাহি বলি মমতা হৃদয়ে আনি' ॥  
অথবা অ-নীতি নাহি প্রভুতা নাহিক তা'য় । শুনিয়া বুঝিয়া কর' যা'র যা' পরাণ চায় ॥ ২  
সে-ই মম প্রিয়ভম পরম ভক্ত সেই । আমার অনুশাসন কায়-মানে মানে যেই ।  
যদি বলি হেন কোন কথা নীতি-বিরহিত । বিনা ডরে সেই ক্ষণে ক'রো মোরে নিবারিত ॥ ৩  
বড় শুভ ভাগ্য-বলে মিলে'ছে এ নর-কায় । দেব-চুম্ব'ড এর মহিমা সকলে গায় ॥  
সাধন-আগার ইহা মোক্ষের সিংহদ্বার । এ পে'য়ে যে না সামালে পরলোক আপনার ॥ ৪

দৌ—সে তথায় গিয়ে মাথা খুঁড়ে' কাঁদে করে নানা দুখ ভোগ ।  
কর্ম কাল আর বিধাতার 'পরে বৃথা করে অভিযোগ ॥ ৪৩

চৌ—নরেক বিষয় ভোগ এ দেহ পাওয়ার ফল । স্বরগেও অন্ন সুখ শেষে দুখ অরিরল ॥  
মানব-শরীর পে'য়ে ভোগেতে যে দেয় মন । সে মূঢ় সুখার ভুলে বিধে হয় নিমগন ॥ ১  
পরশ মগিরে ফেলে' কুঁচ যে আদরে লয় । কোনজন তা'রে কভু জ্ঞানবান নাহি কয় ॥  
চৌরশির লক্ষ্য যোনি স্বৈদ-জরায়ুজ যত । অমর অজর এই জীব ঘুরে অবিরত ॥ ২  
মায়ার প্রেরণা-বশে স্বভাব করম কাল । তিন গুণ-বশ হ'য়ে ঘুরে মরে জীব-পাল ॥  
অহেতুকী-প্রেমময় করুণানিধান বিড়ু । বিরলেই দয়া করি' নর-দেহ মেন কড়ু ॥ ৩  
মানব-শরীর ভব-সাগরের তরী সম । অনুকূল সমীরণ তাহাতে করুণা মম ॥  
সুদৃঢ় তরণী 'পরে সংস্কৃত কর্ণধার । কঠোর সাধন এবে সু-সহজ এ প্রকার ॥ ৪

দৌ—যেজন না ভরে ভবের সাগরে পে'য়েও মানব কায় ।  
সেই মন্দমতি অকৃতজ্ঞ অতি আত্মঘাতী-ফল পায় ॥ ৪৪

চৌ—যেবা এ জীবনে আর পরলোকে সুখ চাও । আমার বচন শুনি' প্রাণে দৃঢ় গাঁথ' লও ॥  
সুশুভ সুখদ পথ এ নর-জীবন কালে । আমার ভক্তি এই বেদে ও পুরাণে বলে ॥ ১  
দুর্গম জ্ঞান-পথ বহু বাধা সেই পথে । সাধনা কঠিন মন অধার পায় না তা'তে ॥  
অনেক ক্রেশের পরে যদি বা কেহ তা' পায় । ভক্তি-বিহীন ব'লে করুণা মম না পায় ॥ ২  
ভক্তি স্ব-বশ আর সকল সুখের খনি । সংস্কার বিনা কভু নাহি পায় প্রাণী ॥  
বিপুল স্মৃতি বিনা সন্ত না যায় পাওয়া । সন্ত-সঙ্গ দূর করে ভব-আসা-যাওয়া ॥ ৩

\* সাধাবশতঃ লোকে 'চৌরশির-লক্ষ্য' যোনি বলিয়া থাকে ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই 'লক্ষ্য' শব্দের অর্থ ব্রহ্ম ।

তুখু এক পুণ্য ভবে তা'র সম নাহি আর । কায় বাক্ মনে দ্বিধ-পদে নতি অনিবার ॥  
অকপট মনে যেবা দ্বিধ-পদ সেবা করে । অমুকুল দেব মুনি ত'ন সেই নরবরে ॥ ১১

দো—আর এক মত                      অতি গোপনীয়                      করজোড়ে কাঁহি সবে ।  
নাহি পায় নর                      আমার ভকতি                      না ভজিলে মহাদেবে ॥ ৪৫

চৌ—বল'ত' ভকতি-পথ মাঝে আছে কি প্রয়াস । যোগ নাই যাগ নাই জপ তপ উপবাস ॥  
সরল স্বভাব হ'বে নাহি র'বে কুটিলতা । যাহা পা'বে তা'তে তোষ হৃদয়ে তে র'বে সদা ॥ ১  
মোর নাম দাস ধ'রে রাখি মাহুঘের আশ । তা'র ভকতির 'পরে থাকি বল কি বিশ্বাস ॥  
অতি বিস্তার করি' আর কি বলিব কথা । আমি ত' অধীন রহি আচরণ যা'র যথা ॥ ২  
অবিরোধী অ-বিগ্রহ যা'র আশা ত্রাস নাই । সুখময় চারিদিক তা'র পাশে সর্বদাই ॥  
ইচ্ছা-অতীত যিনি গৃহ-হীন মান-হীন । অ-পাপ অ-রোষ দক্ষ বিজ্ঞানী ভকতি-শীন ॥ ৩  
চাচেন শ্রীতিতে সদা সাধুজন-সংসর্গ । তুণ সম যা'র পাশে হেয় স্বর্গ অপবর্গ ॥  
ভকতি-বিষয়ে মনে যা'র দৃঢ় অমুরাগ । শঠতা মূঢ়তা নাহি কু-তর্ক দে'ছেন ত্যাগ ॥ ৪

দো—মম গুণ-গান                      নামে রতি যা'র                      মায়া মদ মোহ গত ।  
হৃদয়-দেবতা                      যেজন পে'য়েছে                      সে-ই জানে সুখ কত ॥ ৪৬

চৌ—শুনিয়া সুধার সম শ্রীরঘুনাথের বাণী । চরণ-কমলে সবে নমিল প্ররশি' পাণি ॥  
জনক জননী গুরু সখা তুমি সবাকার । করুণানিধান প্রিয় প্রাণের অধিক আর ॥ ১  
ধন ধাম তত্ত্ব রাম তুমি সব-উপকারী । তুমি হে সকলবিধি প্রণেতের দুঃহারী ॥  
তুমি বিনা কেবা আর আমাদের এ শিখা'বে । পিতামাতা-আদি সব স্বার্থ-জড়িত ভবে ॥ ২  
স্বার্থ-বিহীন ভবে উপকারী দুইজন । তুমি তব ভক্ত আর হে অমুর-নিম্দ্মন ॥  
স্বার্থের সখা সব জগত জুড়িয়া রয় । স্বপনেও তাহাদের ধরমের ভাব নয় ॥ ৩  
প্রেমরস-উপচিত সবার বচন শুনি' । হৃদয়েতে প্রেমোদিত অতি রমুকুলমণি ॥  
আদেশ লভিয়া তবে যা'ন সবে ভবনেতে । বিমোহন প্রভু-বাণী কর্তন করি' পথে ॥ ৪

দো—হর ক'ন উমা                      অযোধ্যা-নিবাসী                      নরনারী সব ধন্য ।  
নৃপতি যথায়                      রঘুপতি রাম                      সৎ-চিৎ-সুখ ব্রহ্ম ॥ ৪৭

### শ্রীরাম-বশিষ্ঠ সংবাদ

চৌ—একবার আসিলেন বশিষ্ঠ মহর্ষিবর । বিরাজিত যথা রাম সুখধাম মনোহর ॥  
অতীব আদর ভরে করিলেন আবাহন । পাদোদক ল'ন করি' পদ-যুগ প্রকালন ॥ ১

তুন রাম গুণধাম মুনি ক'ন করজোড় । হে কৃপা-সাগর কিছু মিনতি আছেয়ে মোর ॥  
মানব-শরীরে তব লীলা হেরি' অবিরত । মনোমাঝে সীমাহীন ভ্রম হয় সমুদিত ॥ ২  
অমিত মহিমা তব বেদ নাহি জানে সীমা । লঘুমতি আমি कह কি জানিব সে মহিমা ॥  
পুরোহিত-কার্যভার স্থির কহি নীচ অতি । নিম্নিত শাস্ত্রেতে বেদ কি পুরাণ খতি ॥ ৩  
কুল-পুরোহিত-ভার অস্বীকার করি যবে । বিধাতা কহেন এতে বৎস উপকার হ'বে ॥  
পরমপুরুষ আসি' ধরিবেন নররূপ । হ'বেন রাঘবকুল-বিভূষণ জগ-ভূপ ॥ ৪

দো—তখন হৃদয়ে করিহু বিচার যোগ যাগ ত্রুত দান ।  
সব শুভকল লভিব ইহায় ধর্ম নাহি হেন আন ॥ ৪৮

চো—জপ তপ যোগ-বিধি অথবা আপন ধর্ম । বেদের বিহিত আর যত সব ক্রিয়াকর্ম ॥  
জ্ঞান দয়া দম কিস্বা তীর্থ-নীরে মজ্জন । করম ধরম যাহা বলে সাধু-সজ্জন ॥ ১  
আগম নিগম আর পুরাণাদি পাঠ-বলে । অথবা জ্ববে প্রভু একই ফল তাহে কলে ॥  
সে তোমার পদ-পদে অমুরাগ নিরন্তর । সব সাধনেরি এই শুভকল মনোহর ॥ ২  
মলিনতা অপগত হু'লেই কি হয় মলে । হবিঃ কি উপজে কছু বারি মছন-কলে ॥  
শ্রেম অমুরাগ-বারি বিহনে হে রঘুরায় ॥ হৃদয়ের মলিনতা কখনই নাহি যায় ॥ ৩  
সর্বজ্ঞানী তত্ত্ববিদ পণ্ডিত গুণধাম । সেইজন শুধু খণ্ডহীন অমুভবান্ ॥  
দক্ষ সূক্ষ্মগুণত অবনীতে সেইজন । তব পদ-সরোজেতে মতি যা'র অমু'খন ॥ ৪

দো—প্রভু এক বর করি হে কামনা কৃপা করি' দেহ রাম ।  
জন্মে জন্মে তব পায়ে প্রেম নাহি হয় উপরাম ॥ ৪৯

চো—এত বলি' মুনিবর যা'ন নিজ গৃহ পা'নে । করুণা-সাগর রাম প্রেমোদিত অতি মনে ॥  
অনন্তর ভকতের সুখদাতা রঘুনাথ । হুমুমান্ ভরতাদি অমুজে লইয়া সাথ ॥ ১  
নগরের সাহুদেশে সকল করি' গমন । আদেশে'ন রথ গজ করিবারে আনয়ন ॥  
হেরিয়া প্রভুরে সবে প্রেমে করে জয়গান । যাচকেরে সে সকলে পুলকে করেন দান ॥ ২  
জ্ঞাত হেরেন নিজে ধরণীর অমহারী । সুশীতল আশ্রবনে যা'ন রাম ধুমুহারী ॥  
ভরত দিলেন নিজ উত্তরী বিছাইয়ে । বাসলেন প্রভু তাঁ'র সেবেন সকল ভা'য়ে ॥ ৩  
আপনি পবন-স্নাত ব্যজন করেন তাঁ'য় । পুলকিত কলেবর প্রেমবারি আঁধি ছা'য় ॥  
হে ভবানি তাঁ'র সম ভাগ্যবান্ নাহি আর । রামের চরণে হেন অলো ভকতি বাঁ'র ॥ ৪  
আপনি ঐরাম তাঁ'র সেবার মহিমা-গান । বারবার নিজমুখে পুলকে করেন গান ॥ ৫

দো—সেই অবসরে দেবঋষি আসি' করতলে ধরি' বীণ ।  
গা'ন সুমধুরে প্রাণ মনোহর ঐরাম-কীৰ্ত্তি নবীন ॥ ৫০

## নারদের রাম-সকাশে আগমন ও স্তব

চৌ—মম পানে চাহ' দেব কমলদল-লোচন । কটাক্ষ-কণায় ধীর হয় শোক বিমোচন ॥  
 নীল-সরসিজ শ্যাম অতনু মনোজ্ঞ-অরি- । হৃদয়-কঙ্ক-মকরন্দ-মধুপ হরিক ॥ ১  
 রাক্ষস নিশাচর দল-বল-ভঞ্জন । সাধু মুনি রঞ্জন কলুষ বিভঞ্জন ॥  
 তুষিত বিপ্র-প্রাণে নব জল প্রদায়কণ । অ-শরণ-শরণ হে দীনের পরিপালক ॥ ২  
 বিপুল ধরার ভার ভুজবলে ধণ্ডিত । বিরোধ দুষণ খর-নিসূদন-পণ্ডিত ॥  
 রাবণ অরাতি তুমি স্তম্বরূপ ভূপবর । জয় দশরথকুল-কুমুদের স্তম্বাকর ॥ ৩  
 ভোমার মহিমা গান পুরাণ নিগমাগম । গান সব সুর মুনি সাধুজন-সমাগম ॥  
 পরম করুণাময় বৃথা মদ-ধণ্ডন । কুশলী সকল বিধি অযোধ্যার আভরণ ॥ ৪  
 মমতা-হরণ নাম কলিমল-মর্দন । তুলসীদাসের প্রভু রক্ষ' প্রণতজন ॥ ৫

দৌ—প্রেমতে মাতিয়া দেব ঐষিবর বাধানিয়া গুণগ্রাম ।  
 হৃদে ধরি' রূপ শোভার আধার যান চলি' বিধি-ধাম ॥ ৫১

## হর-পার্বতী সংবাদ

চৌ—অবধান কর সতি বিস্তারে এই কথা । সকলি কহিষু তোমা মোর অনুভব যথা ॥  
 শ্রীরাম-মহিমা-গ্রাম করিবারে কীৰ্ত্তন । না পারে বাহুকি বাণী শতকোটি অগণন ॥ ১  
 সীমাহীন সীতাপতি অগণিত গুণ তাঁ'র । জনম করম নাম সব(ই) গণনার বার ॥  
 সলিলের কণা কিছা ধূলি যদি গণা যায় । তথাপি রামের গুণ কহিলে না শেষ পায় ॥ ২  
 সুবিমল এই কথা হরি-পদপ্রদায়িনী । অচলা ভকতি জাগে এ গুণ-কাহিনী শুনি' ॥  
 জ্বলনের শ্রীতিকর কহিলাম সব কথা । গরুড় বিহগরাজে ভুষুণ্ডি কহিল যথা ॥ ৩  
 রাম-গুণকথা কিছু কহিষু সংক্ষেপ ক'রে । যা' কহিবে হে ভ্যানি কহিব তা' এর পরে ॥  
 এ পরম কথা শুনি' হরষিতা উমা অতি । কহিলেন যুগ্মভাষে করিয়া অতি মিনতি ॥ ৪  
 ধন্য ধন্য আমি শত ধন্য ত্রিপুরারি । শুনিলাম রাম-গুণকথা ভব-ভয়হারী ॥ ৫

দৌ—কৃতার্থ কৃপায় হে কৃপা-নিলয় মোহ-অপগত মন ।  
 জানিলাম প্রভু শ্রীরাম-প্রতাপ জ্ঞান ও আনন্দ-ধন ॥ ৫২ (ক)  
 তব মুখশশী-বিচ্যুত স্তম্ব-সম কথা-রঘুবীর ।  
 শ্রুতিপুটে পান করিয়া এ মন তৃপ্ত নহে মতি-ধীর ৫২ (খ)

প্রাণ যা'র ভরে যায় শ্রীরাম-মহিমা শুনে' । তাহার বিশেষ রস কিবা সে নাহিক জানে ॥  
 মুনিশ্রেষ্ঠ যিনি মুক্ত জীবকালে যেইজন । শুনেন শ্রীহরি-গুণকথা তিনি অমুকুণ ॥ ১

\* হে হরি । তুমি নীলকমলের মত শ্যাম-কার, আর কামদেব-অরি মহাদেবের হৃদয়-কমলের মধু (প্রেম-মধু) পানকারী জয়-ধরপ । † নৃতন মেঘের ধরণ ।

ভবের বারিষি পার হইতে যে লালায়িত । রাম-কথা তাঁর পাশে সুদৃঢ় তরঙ্গী-মত ॥  
 বিষয়ী জনের তরে ঐহরির গুণগ্রাম । অবগ-সুখল অতি আর মন-অভিরাশ ॥ ২  
 অবগ-শকতিধর কেবা আছে জগ-মাঝে । রামের মহিমা যা'র মধুর না কাণে বাজে ॥  
 রত্নপতি-গুণগাথা না লাগে মধুর যা'র । আশ্ব-হনন সেই মূঢ় করে অনিবার ॥ ৩  
 ঐহরি-চরিতগাথা করিলে যা' কীর্তন । অবগ করিয়া নাথ অমিত পুলক-মন ॥  
 তুমি যে कहিলে এই চরিত মানসহর । গরুড়ের कहিল যাহা ভূযুগি ধগবর ॥ ৪

দো—কাক-কলেবরে . ঐরাম-ভকতি চরণে গভীর রতি ।  
 বিজ্ঞান বিরাগ দৃঢ়-জ্ঞান পে'ল এতে সন্দেহ অতি ॥ ৫৩

চো—সহস্র নর-মাঝে শুন প্রভু ত্রিপুরারি । বিরাজে বিরল যেবা রহে ধর্ম ব্রত ধরি' ॥  
 কোটি ধর্ম-শীল-মাঝে অতিশয় অল্পজন । বিরাগ-সংযুক্ত হ'য়ে বিষয়ে অ-রত মন ॥ ১  
 নিগম এ কথা বলে কোটি বিরাগীর মাঝে । প্রকৃত জ্ঞানাতিকারী অতীব বিরল আছে ॥  
 জ্ঞানবান্ কোটিজন মাঝে জীবমুক্ত কেহ । অতীব বিরল ভবে তাহে নাহি সন্দেহ ॥ ২  
 তেমন সহস্র মাঝে সকল সুখ-আকর । ব্রহ্ম-লীন বিজ্ঞানী মেলা অতি দুষ্কর ॥  
 ধর্ম-অমুরাগী আর আসক্তি-হীন জ্ঞানী । জীবমুক্ত আর ব্রহ্ম-পথে লীন যেই প্রাণী ॥ ৩  
 তা' সবার মাঝে প্রভু ছল্লভ সেইজন । ঐরাম-ভকতি-রত গত মদ-মায়া মন ॥  
 হরির ভকতি হেন কি প্রকারে কাক পে'ল । ভব নাথ কৃপা করি' দাসীয়ে বুঝা'য়ে বল' ॥ ৪

দো—রাম-পরায়ণ জ্ঞান-রত যেবা গুণধাম মতি বীর ।  
 বল' নাথ সেই কিসের কারণ লভিল কাক-শরীর ॥ ৫৪

চো—প্রভুর রচিত-কথা এই মহা পুণ্যময় । কাক কোথা হ'তে পে'ল বল' ইহা কৃপাময় ॥  
 তুমিই বা কি প্রকারে শুনিলে এসব গাথা । বড় কুতূহল প্রাণে শুনিবারে সেই কথা ॥ ১  
 গরুড় ত' মহাজ্ঞানী আর সব গুণ-রাশি । ঐহরি-সেবক তাঁ'র অতীব নিকটবাসী ॥  
 সে-ই বা কি কারণে ছাড়ি' যত মুনিগণে । যাইয়া কাকের পাশে হরির মহিমা শুনে ॥ ২  
 বল' মোরে কি প্রকার কথা প্রতি-উত্তর । হইল ভকতে ছুই কাক ও বিহগবর ॥  
 শুনিয়া উমার বাণী সরল মানসহর । সুদ-হৃদয়ে হর বলেন আদর-ভরা ॥ ৩  
 ধন্ত সতি ধন্ত ভব প্রাণ অতি পুণ্যময় । ঐরাম-চরণে প্রেম তোমার ত' কম নয় ॥  
 শুনহ পরম পুণ্যময় এই ইতিহাস । যা' শুনে' সকল-লোকে হয় ভ্রম-ভ্রমোনাশ ॥ ৪  
 উপজে রামের পদে বিশ্বাস অল্পপম । ভবনিধি তরে নরে বিনা লেশ-পরিভ্রম ॥ ৫

দো—এমনি প্রাণ . করিল গরুড় বায়স-সদনে গিয়া ।  
 অতীব আদরে कहি সে সকল শুন উমা মন দিয়া ॥ ৫৫

চৌ—এ ভব-মোচন কথা যেরূপে এ'ল জ্বরণে । সে কাহিনী শুন তবে হে সুমুখি শ্রলোচনে ॥  
 দক্ষ-আলয়ে আগে এসে'ছিলে একবার । সে জনমে সতী-নামে প্রচার ছিল ভোমার ॥ ১  
 দক্ষ-যাগ মাঝে তব হ'য়েছিল অপমান । নিদারুণ ক্রোধে তুমি তাজে'ছিলে নিজ প্রাণ ।  
 সে যাগ করিল নাশ মোর অমৃতর যত । সে সকল কথা তুমি সবিশেষ অবগত ॥ ২  
 তখন মনেতে প্রিয়ে হ'য়েছিল অতি শোক । হ'য়েছিহু অতি দুখী সহিয়া তব বিয়োগ ॥  
 সুন্দর গিরি বন সারত তড়াগচয় । কিরিয়া বিরাগ-ভরে হেরি কৌতুকচয় ॥ ৩

## কাক-ভুষণির উপাখ্যান

গিরিবর স্নমেকর দূরে উত্তরভাগে । অতি মনোহর নীল পর্বত এক জাগে ॥  
 কনকের আভ্যাময় চূড়া তার মনোরম । তার মাঝে চারি চূড়া লাগে মোর বিমোহন ॥ ৪  
 তাহাদের 'পরে ফ্রম এক এক অতিকায় । অশথ পাকুড় বট সহকার শোভা পায় ॥  
 ভূধরের 'পরে শোভে সরোবর সুন্দর । মণি-সোপান দেখি' বিমোহিত অন্তর ॥ ৫

দৌ—লীতল কোমল সুমধুর জল সরসিজ নানা রঙ্গ ।  
 তুলি'ছে মরাল স্থললিত রব গুঞ্জে মঞ্জু ডঙ্ক ॥ ৬

চৌ—সেই পর্বত 'পরে বিরাজে বায়সবর । কল্প-শেষেও তার নাহি নাশ কলেবর ॥  
 মায়া-জানিত বহু গুণ কিবা দোষচয় । মোহ মন-জাত আদি অবিবেক যত রয় ॥ ১  
 সে গিরির নিকটেতে কদাচ নাহিক আসে । চির শাস্তি পাবনতা সতত তথায় ভাসে ॥  
 তথায় নিবসি' কাক যেভাবে হরিরে ডাকে । অমুরাগ-ভরে শুন কহিব উমা তোমাকে ॥ ২  
 থাকে সে অশথ-মূলে মহাধ্যানে নিমগন । পাকুড়ের তলে করে জপ-যাগ সমাপন ॥  
 মানস-পূজন সারে সহকার তরুমূলে । আর কাজ নাহি তার হরির উজনা ফেলে ॥ ৩  
 বটতরু-তলে করে হরি-কথা কীৰ্ত্তন । আসে তথা শুনিবারে বিহগেরা অগণন ॥  
 অভিনব লীলা-গাথা সদা অতি সমাদরে । নানাভাবে গান করে খগবর প্রেমভরে ॥ ৪  
 মরাল বিমল মতি সবে তা' করে জ্বরণ । সেই সরোবরে যা'রা বাস করে অমুকুণ ॥  
 হেরিহু সে কৌতুক তথায় গমন করি' । অতীব পুলকে মোর হৃদয় উঠিল ভরি' ॥ ৫

দৌ—মরাল-আকার ধরি' কিছুকাল তথা করিয়াছি বাস ।  
 আদরে শুনিয়া রাম-গুণগান কিরিয়াছি কৈলাস ॥ ৬

## গরুড়ের বোহ

চৌ—বলিলাম তোমা উমা সেই সব ইতিহাস । খগবর-নিকটেতে যখন করিহু বাস ॥  
 এবে শুন সেই কথা কাক-পাশে যেই ছেতু । যাইল গরুড় চরাচর-খগকুল-কেতু ॥ ১  
 রঘুনাথ লীলা হেন করিলেন যবে রণে । স্মরণ হ'লেই বাহা বড় লাজ পাই প্রাণে ॥  
 বন্দী হ'লেন নিজে মেঘনাথ-বাহুবলে । পাঠা'লেন গরুড়েরে দেখখনি সেইকালে ॥ ২



নাগপাশে ত্রাণ করি' প্রকুরে গরুড় যায় । প্রবল বিবাদ তাঁর অন্তর মাঝে ছায় ॥  
 প্রভু-বন্ধন কথা নানাভাবে শ্রি' মনে । গরুড় বিচার করে মনোমাঝে সযতনে ॥ ৩  
 ব্রহ্ম যিনি বাণী মন-অতীত বিকারহীন । চরাচর-ব্যাপ্ত মায়া-মতাত আপন-সীন ॥  
 ভেবে'হিমু এসে'ছেন তিনি এই ধরা 'পর । এবে দেখি সে প্রভাব নাহি এক কথা ভর ॥ ৪

দো—ভবের বাঁধন                      হয় বিমোচন                      জপ করি' বীর নাম ।  
 হার রাক্ষস                      বাঁধিল কঠোর                      নাগপাশে সেই রাম ॥ ৫৮

চো—নানামতে বুঝাইল গরুড় আপন মনে । জ্ঞান নাহি জাগে তবু ভ্রম নাহি প্রশমনে ॥  
 বিবাদে বিষন্ন মন কৃতর্ক উঠায় শত । হ'য়েছিল ভ্রান্ত মন উমা তব যেইমত ॥ ১  
 অতীত বিকল হ'য়ে দেবঋষি-পাশে যায় । উদ্ঘাটি' হৃদি ব্যথা নিবেদন করে পায় ॥  
 নারদের মনে শুনি উপজ্ঞে করুণা অতি । ক'ন ধীরে রাম-মায়া কহি শুন খগপতি ॥ ২  
 যে মায়া-হুলনে কত জ্ঞানী পরাভব পায় । সুগভীর মোহ-জালে বিজড়িত করে যায় ॥  
 যেই মায়া আমারেই নাচাইল কতবার । সেই মায়া-বিজড়িত তুমি এবে খগবর ॥ ৩  
 গরুড় যে মহা মোহ তব মন ছে'য়ে রয় । আমার কথায় তাহা দূরিত হ'বার নয় ॥  
 দেব-পিতামহ পাশে যাও হে বিহগরাজ । যেমন আদেশ তাঁর সেইমত কর কাজ ॥ ৪

দো—এতক কহিয়া                      হরি-মায়া বল                      বর্ণিয়া বারবার ।  
 গেলেন চলিয়া                      দেব-ঋষিবর                      গাহি' রাম-গুণ সার ॥ ৫৯

চো—গরুড় তখন যার বিধাতার নিকেতনে । নিজ সন্দেহ খুলে' বলে তাঁর স্রীচরণে ॥  
 রাম উদ্দেশে বিধি নমিত করেন শির । প্রতাপ বুঝিয়া প্রেমে শিহরি' উঠে শরীর ॥ ১  
 বিধাতা বিচার তবে করেন আপন মনে । সকলেই মায়া-বশ কি পণ্ডিত জ্ঞানিজনে ॥  
 হরির প্রেরিত মায়া অমিত প্রভাব তাঁর । মোহিত প্রভাবে যা'র আমি নিজে কতবার ॥ ২  
 আমারি সৃজিত যবে চরাচরময়ী ধরা । অভিনব কিবা ইহা বিমোহিত হ'বে তাঁরা ॥  
 এত ভাবি ক'ন বিধি এ বচন স্মর । শ্রীরাম-মহিমা গুঢ় অবগত শঙ্কর ॥ ৩  
 খগরাজ যাও তুমি দেবেশ শিব-সদনে । এ পরম প্রশ্ন যেন ক'রো না অপর জনে ॥  
 সেইখানে হ'বে তব সংশয় নিবারণ । চলিল গরুড় ছাড়ি' বিধি-লোক স্নান মন ॥ ৪

দো—পরম আতুর                      বিনতা-তনয়                      আসিল আমার পাশে ।  
 কুবের-সদনে                      যাই যবে দেবি                      রাখি' তোমা কৈলাসে ॥ ৬০

চো—সাদরে আমার পায়ে শির অবনত করি' । বলে শেষে আপনার সন্দেহ বিস্তারি' ॥  
 তাহার সে দীন ভাষা তাহার বিনীত বাণী । শুনিয়া আদর ভরে কহিলাম হে ভবানি ॥ ১  
 মিলে'ছ বিহগরাজ পশ্চিমাঞ্চে আমি হেথা । কেমনে বিশদ ক'রে বুঝাইব সব কথা ॥  
 তখন হইবে তব সংশয় সব ভঙ্গ । বহুকাল ধ'রি যবে আচরিবে সংসঙ্গ ॥ ২

সুমধুর হরি-কথা করহ শ্রবণ তথা । কতমতে মুনিগণ গান যথা গুণ-গাথা ॥  
 যে মহিমা-কথনের আদি মধ্য অবসান । প্রতিপাদ্য শুধু এক প্রভু রাম ভগবান ॥ ৩  
 যথায় হরির কথা নিতপ্রতি হয় ভ্রাতা । শুনিবারে একমনে পাঠা'ব তোমায় তথা ॥  
 শুনিয়া হইবে তব সংশয় নিবারণ । উদ্দিবে চরণ-যুগে অমুরাগ অতুলন ॥ ৪

দো—সৎসঙ্গ বিনা                      না হরির কথা                      তা' বিনা মোহ না যায় ।  
 মোহ না ছুটিলে                      রামের চরণে                      দৃঢ় প্রেম নাহি পায় ॥ ৬১

চৌ—শ্রাণে অমুরাগ বিনা নাহি মিলে রম্যপতি । আচর যতই যোগ জ্ঞান তপ কি বিরতি ॥  
 উত্তর-অভিমুখে নীল গিরি মনোহর । যাও তথা যথা কাক ভ্রমুণ্ডি সুশীলবর ॥ ১  
 শ্রীরাম-ভক্তি পথে অতীব প্রবীণ তিনি । সকল গুণের ধাম প্রাচীন পরম জ্ঞানী ॥  
 অবিরল রাম-কথা শুধা পানে নিমগন । শুনে যত বিহগেরা সাদরে পুলক-মন ॥ ২  
 তাঁ'র পাশে গিয়া শুন হরি-কথা সুমধুর । অপগত হ'বে মোহ দুঃখ হইবে দূর ॥  
 বুঝাইতে এই ভাবে শুনিয়া ধৈর্য্য ধরি' । চলিল পুলক ভরে আবার প্রণাম করি' ॥ ৩  
 রামের কৃপায় এর ভেদ সুবিদিত মোর । গুরুড়ের মনে বুঝ আছে অভিমান ঘোর ॥  
 ভগবান্‌ ঘুচাইতে চান তাঁ'র অভিমান । বিরত হল'ম তাই দিতে উপদেশ দান ॥ ৪  
 অপর কারণ তা'রে পাঠা'তে কাকের পাশে । যে যাহার নিজ ভাষা বুঝে ভাল অনায়াসে ॥  
 শ্রীহরির মায়া শিবে বলবতী অতিশয় । জ্ঞানী আছে কে এমন মোহিত যে নাহি হয় ॥ ৫

দো—জ্ঞানী যে ভক্ত-                      কুল-শিরোমণি                      হরির বাহন যেই ।  
 অহঙ্কার কিবা                      করে মুঢ় নর                      মায়া-পাশে বাঁধা সে-ই ॥ ৬২ (ক)  
 বিমোহিত যবে                      বিধাতা মহেশ                      কি কথা অপর জনে ।  
 ভঞ্জন মূনিরা                      মায়াপতি এই                      সার কথা রাখি' মনে ॥ ৬২ (খ)

### গুরুড়ের কাক ভ্রমুণ্ডির নিকট গমন ও রাম-কথা শ্রবণ

চৌ—ভ্রমুণ্ডি যথায় থাকে গুরুড় তথায় যায় । অথও ভক্তি যার সদা মতি হরি-পায় ॥  
 পড়িতেই চ'খে গিরি অমনি মোদিত মন । মায়া মোহ অহুতাপ নিমেষে অপনোদন ॥ ১  
 তড়াগেতে স্নান করি' জল পান করি' তাঁ'র । বটতরু-তলে যায় হরষ হিয়ে অপার ॥  
 তথা সমাগত সব স্তবির বিহগ যত । শুনিবারে মনোরম রাম-কথা অমৃত ॥ ২  
 পুণিত লীলার কথা সুরু হওয়া-অবসরে । ভাগ্যবান্‌ খগরাজ উত্তরিল সভা'পরে ॥  
 গুরুড় বিহগরাজে হেরি' তথা উপনীত । কুল বায়সবর সহ খগগণ যত ॥ ৩  
 মহা সবারবে করি' গুরুড়েরে আপ্যায়ন । শুখা'য়ে কুণ্ডল দিল বসিবারে সুখানন ॥  
 তাঁ'র পর পূজা করি' সহ অতি অমুরাগ । বচনে অমির তরি' কহিতে লাগিল কাক ॥ ৪

দো—মহাশত্রু আজি	হইলাম পেয়ে	খগরাজ দরশন ।
করহ আদেশ	কি করিব প্রভু	কোন কাজে আগমন ॥ ৬৩(ক)
যুত্বাণী কয়	বিনজা-তনয়	কৃতার্ধ-মুরতি নিজে ।
গুণ-গান বাঁ'র	করেন মহেশ	আপনার মুখানুজ্ঞে ॥ ৬৩ (খ)

চৌ—শুন তাত যে কারণে হেথা মম আগমন । নিমেষে সকল তাহা লভি' তব দরশন ॥  
 হেরিয়া নয়ন ভরি' আশ্রম তব পুত । সংশয় মোহ ভ্রম সব মম অপগত ॥ ১  
 শ্রীরাম-চরিত কথা পুণ্যময় নিরন্তর । সকল সুখদ বাহা হুখ-ভমোরশি-হয় ॥  
 সাদরে এখন তাত সে কথা শুনাও মোরে । তব পাশে এ মিনতি করি প্রভু বারেবারে ॥ ২  
 শুনি' গল্পড়ের কথা পুণিত বিনয় ভরা । সরল স-প্রেম আর সুখদ মানসহরা ॥  
 বায়সের প্রাণে বহে উৎসাহ অল্পম । আরম্ভ করিল রাম-গুণকথা-কীর্তন ॥ ৩  
 প্রথমেই অমুরাগে হইয়া বিভোর-প্রায় । রাম-লীলা-সরোবর রূপক কহে বৃষায় ॥  
 অনন্তর নারদের মোহ করি' বর্ণন । কহিল তাহার পরে রাবণ-দেহ গ্রহণ ॥ ৪  
 প্রভু-অবতার কথা কহিল তাহার পর । তা'র পর বাল্যলীলা বাখানিল মনোহর ॥ ৫

দো—মহা প্রেমভরে	করি' কার্তন	বাল সে চরিতচয় ।
কৌশিকী-সনে	মিলন কহিয়া	বিবাহ-কাহিনী কয় ॥ ৬৪

চৌ—অতঃপর শ্রীরামের রাজ-অভিষেক কথা । দশরথ-অঙ্গীকার পুরবাসী-জন্মিবাধা ॥  
 শ্রীরামের বিরহেতে সকলের কি বিবাদ । কহিলেন শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ-সংবাদ ॥ ১  
 বনেতে গমন-কথা ভকত গুহে মিলন । প্রয়াগেতে অবস্থান জাহ্নবী উত্তরণ ॥  
 প্রভু-সনে বান্দীকি-মিলন কখন করি' । বলিলা যেমন র'ন চিত্রকূট শৈলে হরি ॥ ২  
 সচিব-প্রতিগমন দশরথ-দেহত্যাগ । ভরতের আগমন রাম পদে অমুরাগ ॥  
 রূপতির ফ্রিয়া-শেষে সাথে ল'য়ে পুরবাসী । কহিল ভরত-যাত্রা যথা প্রভু সুখ-রাশি ॥ ৩  
 রাম-সনে বহুবিধ অমুরোধ আলাপন । তাঁহার পাছকা ল'য়ে কোশল প্রতিগমন ॥  
 ভরতের ব্রহ্মচর্য্য জয়স্তের ব্যবহার । প্রভু অত্রিখনি-সনে মিলন-সুখ অপার ॥ ৪

দো—বিরোধ-হনন	পরে যে প্রকারে	তাজে কায় শরভঙ্গ ।
সুতীক্ষ্ণের প্রেম	কহিয়া বরণে	কুন্তলক সংসদ ॥ ৬৫

চৌ—বাখানিয়া দণ্ডকের পাবনতা অল্পম । জটায়ুর লখ্য-কথা বর্ণিল মনোরম ॥  
 যে প্রকারে পঞ্চবটী বনে প্রভু নিবসিলা । নিবারি' মূনির ত্রাস মহাশাস প্রদানিলা ॥ ১  
 পুনঃ লক্ষ্মণ-প্রতি করেন যে উপদেশ । যে ভাবেতে সূর্যপথা কুরূপা হইল শেষ ॥  
 ধর ও লুপণ-বধ-বিবরিল পুনরায় । বর্ণন করে যথা রাবণ সংবাদ পায় ॥ ২

তা'র পর হুনিপুণ বর্ণিল বিবরণ । মারীচ-রাবণ সনে যেইমত আলাপন ॥  
 মায়ী-সীতা হরণের ইতিহাস বিস্তার । বিবৃত করি' কহে রামের বিরহ-ভার ॥ ৩  
 যে প্রকারে জটায়ুর উদ্ধেদেহ-ক্রিয়া হ'ল । কবন্ধের বধ যথা শবরী সুগতি পে'ল ॥  
 অতঃপর রঘুবীর-বিরহের বর্ণন । পম্পা সরসী-তীরে যে প্রকারে আগমন ॥ ৪

দো—প্রভু-নারদের সংবাদ কহে মিলন হুমুর সনে ।  
 সুগ্রীব-মিলন আর প্রভু যথা বালিরে বধেন প্রাণে ॥ ৬৬(ক)  
 সুগ্রীবে টীকা করিয়া প্রদান প্রবর্ষণ-গিরি বাস ।  
 বরষা শরৎ- বর্ণন আর রাম-রোষ কপি-ত্রাস ॥ ৬৬(খ)

চো—যেইরূপে কপিরাজ কপি-সেনা পাঠাইল । সীতা-উদ্দেশ্য তরে দিকেন্দিকে প্রথাবিল ॥  
 পর্বত-গুহা মাঝে যেইরূপে প্রবেশিল । সম্প্রতি-সনে দেখা কপির তথায় হ'ল ॥ ১  
 সম্প্রতি-মুখে শুনি' সব কথা হুমুমান্ । উত্তাল বারি লাক্ষে লজ্বন করি' যা'ন ॥  
 যে প্রকারে হুমুমান পুরীধার হয় পার । প্রবোধ প্রদান করে জানকীরে যে প্রকার ॥ ২  
 ধ্বংসি' অশোকবন দশাননে বুঝাইয়া । পুড়াইয়া লঙ্কায় পুনঃ বারি লাক্ষাইয়া ॥  
 সকল বানর সনে রাম-পদে আসি' ফিরে' । সীতার কুশল-কথা পদে নিবেদন করে ॥ ৩  
 যেইমত সেনা-সহ প্রভু রাম রঘুবীর । মহা বিক্রমে পার হ'লেন সাগর-নীর ॥  
 মিলিল রামের পায়ে বিভীষণ যেপ্রকারে । সাগর-শাসন কথা শুনাইল বিস্তারে ॥ ৪

দো—বাঁধিয়া সাগর কপি-সেনা সহ পহু'ছি' সাগর-পার ।  
 দূত-রূপে যায় বীরকুল-বর অঙ্গদ বালি-কুমার ॥ ৬৭(ক)  
 রক্ষঃ-বানর- ভীষণ সমর বিবিধ প্রকারে বলে ।  
 বলে মেঘনাদ কুম্ভকরণ- প্রতাপ বধ-কৌশলে ॥ ৬৭(খ)

চো—বিবিধ প্রকারে কত মরে নিশাচরগণ । রাবণ-রাঘব রণ করে সব বর্ণন ॥  
 রাবণ-মরণ আর বিভীষণে রাজ্যাসন । ময়-সুতা-শোকগাথা শোক-হীন দেবগণ ॥ ১  
 কাঁহল মিলন পুনঃ সীতা সনে রঘুমণি । দেবগণ-জ্ঞতিবান্দ যোড় করি' দুই পাণি ॥  
 পুষ্পক চড়ি' পুনঃ সহ কপি-সেনাগণ । কৃপাধার শ্রীরামের কোশলেতে আগমন ॥ ২  
 যেইমত রঘুমণি উত্তরেণ অযোধ্যায় । বায়স বিশদ করি' কহে সেই সমুদায় ॥  
 রাম-রাজ-অভিষেক করি' পুরী-বর্ণন । গুণধাম-নীতি-কথা অনেক করি' কথন ॥ ৩  
 রাম-কথা সমাপন করিল বায়স-মণি । তব পাশে যে সকল কহিলাম হে ভবানি ॥  
 পুণিত চরিত-কথা গরুড় করি' শ্রবণ । কহিল বচন মনে উৎসাহ অমূল্যম ॥ ৪

কাক ভূমুণ্ডির নিজ পূর্ব-জন্মকথা বর্ণন

দো—সন্দেহ অপগত মোর তুনিলাম রাম-সীতা যত ।  
 তোমার প্রসাদে খগবর রাম-পদে প্রেম উদ্গত ॥ ৬৮(ক)

হ'য়েছিল অতি মোহ রণে

চিদানন্দ-ঘন যেই রাম

বন্ধ প্রভু করি দরশন ।

বিকলতা তাঁ'র কি কারণ ॥ ৬৮(খ)

চৌ—মানব-সমান হেরি' সব আচরণ তাঁ'র ।

এখন বুঝিছ ভ্রম আমারি হিতের তরে ।

দারুণ আতপ-তাপে দগ্ধ হয় যেইজন ।

বিষম বিকার যদি না জাগিত মোর মনে ।

শুনিতাম কেমনে বা হরি-কথা মনোহর ।

নিগম আগম আর পুরাণেও এই কয় ।

যা'র 'পরে ঐরাবতের হয় কৃপা-ঈক্ষণ ।

তব দরশন মম রামের করুণা ভরে ।

ব'ত্বেছিল মনোমাঝে অতি সংশয়-ধার ॥

কৃপানিধানের ইচ্ছা করুণা আমার 'পরে ॥ ১

সেই জানে ছায়া করে কি আমিষ বরষণ ॥

কেমনে মিলন তাত হ'ত বল তোমা সনে ॥ ২

করিলে যা' গান তুমি শ্রবণ-সুখ আকর ॥

ক'ন মুনি সিদ্ধ যত সংশয় তিল নয় ॥ ৩

সেইজন শুধু পায় সন্তের দরশন ॥

তোমার প্রসাদে এবে সব সন্দেহ হরে ॥ ৪

দো—শুনি' খগরাজ-

পুলকিত কায়

সুশীল স্মৃতি

পে'লে মহাদেবি

বাণী শুললিত

সজল লোচন

পুতকথা-প্রেমী

গোপন কথাও

সবিনয় অমুরাগ ।

হরষিত-মন কাক ॥ ৬৯(ক)

রস-ঘন হরিদাস ।

করে সাধু সুপ্রকাশ ॥ ৬৯(খ)

চৌ—একথা শ্রবণ করি' বায়স-প্রবর ক'র ।

সকল প্রকারে নাথ পূজনীয় তুমি মম ।

দ্বিধা নাহি তব মনে নাহি তব মোহ মায়া ।

মোহ-ছল করি' তোমা প্রভু হেথা পাঠাইল ।

নিজ মোহ-কথা যাচা কহিলে বিহগবর ।

দেবঋষি মহাদেব খাতা মুনি সনকাদি ।

কহ মোরে মোহ কা'রে অন্ধ বা নাহি করে ।

কোন্ জনে নাহি করে বাসনা পাগল-প্রায় ।

নভগ-নাথের 'পরে রাম-শ্রীতি কম নয় ॥

তুমি রঘুনায়কের কৃপাধার প্রাণসম ॥ ১

হে নাথ আমার 'পরে কতই করিলে দয়া ॥

দয়া করি' রাম মোর গৌরব বাড়াইল ॥ ২

ধরণী-উপরে তাহা নহে বিশ্বয়কর ॥

মানব মুনি-নায়ক আকৃত্ত্ব-ভেদবাদী ॥ ৩

কে আছে জগতী-তলে কাম না নাচায় যা'রে ॥

ক্রোধের দহনে কা'র প্রাণ নাহি দহে ছায় ॥ ৪

দো—জ্ঞানী পণ্ডিত

বিড়ম্বনা নাহি

মদ-বক্র কা'রে

মৃগ-নয়নীর

তপোরত কবি

করে কা'র সনে

রমা নাহি করে

নয়নের বাণ

শুণাধার দেবতারে ।

বল' লোভ সংসারে ॥ ৭০(ক)

কর্ণহীন প্রভুভ্যায় ।

কে আছে লাগে না যা'র ॥ ৭০(খ)

চৌ—ভিনশুণ-মুগ্ধিপাত-রোগে গোগী কেবা নয় । মান মদ কা'রে নাহি পরশে জীবনময় ॥

যৌবন-স্বর তাপে কে আপনা না ডুলিল ।

অহঙ্কার মসী-ছাপ দেয় না কাহার গায় ।

চিন্তা-সাপিনী কা'রে না করিল দংশন ।

মমতা কাহার যশ কহ মোরে না নাশিল ॥ ১

কোন্ জন বিতাড়িত নাহি হয় শোক-বায় ॥

ধরা-মাঝে কেবা নাহি সহে মারা-বন্ধন ॥ ২

চিন্তাই কীট আর এ শরীর দারু-খান । এ ঘৃণ ধরে না কা'রে কে হেন ধীরযবান্ ॥  
 ধন সন্তান আর প্রীতিষ্ঠা-কামনা তিন । কা'র মন হেন আছে করিল না যা' মলিন ॥ ৩  
 মহা বলবান্ এরা সব মায়া-পরিবার । প্রবল অপার সবে কহিতে শক্তি কা'র ॥  
 মহেশ চতুরানন যা'র ভয়ে ভয়-যুত । তুচ্ছ জীবের কথা কেবা গণে কহ তাত ॥ ৪

দো—সংসার-মাঝে	প্রসারিত রহে	মায়ার কটক চণ্ড ।
কামাদি সকলে	সেনাপতি সেনা	দস্ত কপট ভণ্ড ॥ ৭১(ক)
তবে এই মায়া	শ্রীরামের দাসী	বুঝিলে যদিও মিথ্যা ।
রাম-কৃপা বিনা	ঘুচেনাক' ভ্রম	জ্ঞান হয় যেন নিত্যা ॥ ৭১(খ)

চো—যেই মায়াময়ী মায়া ত্রিভুবনে নাচাইল । যাহার মরম কেহ বুঝিবারে না পাইল ॥  
 প্রভুর নয়ন-ভঙ্গি-ভরে সেই খগবর । নটী-সম নাচে নাচ সহ নিজ অমুচর ॥ ১  
 সেই সৎ-চিৎ-সুখ-ধন রঘুবর রাম । জনম-অতীত বিজ্ঞানরূপ বলধাম ॥  
 ব্যাপ্য ব্যাপক আর অ-বিফল খণ্ডহীন । অমিত অমোঘ-বল ভগবান্ অন্তহীন ॥ ২  
 অমলিন সর্বদর্শী মায়া গুণ বিরহিত । অজ্ঞেয় মহান্ আর বাণী ইন্দ্রিয়াতীত ॥  
 নির্গম নিরাকার মোহ নাহি ছোঁয় যা'রে । নিত্য অ-পাপ বিভূ সুখরাশি চরাচরে ॥ ৩  
 প্রকৃতি-অতীত প্রভু সবার হৃদয়-বাসী । বিরজ অতীত-ইচ্ছা ব্রহ্ম তিনি অবিনাশী ॥  
 রামের হৃদয়ে মোহ কভু স্থান নাহি পায় । তমোরাশি কখনো কি দিনকর-পাশে যায় ॥ ৪

দো—ভক্তের হেতু	প্রভু ভগবান্	ভূপ-কলেবর ধরি' ।
পুত-লীলা নিজ	দেখা'ন সবারে	মানবেরে অমুকারি' ॥ ৭২(ক)
নট যথা নানা	বেশেতে সাজিয়া	ফিরে অঙ্গন-ময় ।
বেশ-অমুরূপ	ভাব সে দেখায়	নিজ-ভাব তাহা নয় ॥ ৭২(খ)

চো—সেইমত রঘুপাত-লীলা ওহে উরগারি । দিতিসুত-বমোহন জন-মন-সুখকারী ॥  
 মলিনতা-ভরা মন বিষয়ের বশ যা'রা । এইমত করে মায়া প্রভুতে আরোপ তা'রা ॥ ১  
 পাণ্ডু-রোগেতে রোগী হয় যেবা অহু'খন । পীত বরণের শশী করে সেই দরশন ॥  
 যদি কা'রো দিক-ভ্রম হয় তবে উরগারি । সে বলে প্রতীতি হ'তে সমুদিত তমোহারী ॥ ২  
 নৌকা-আরোহী হেরে মেদিনী চলিয়া যায় । মোহের বেশেতে ভাবে নিজেরে অলে-প্রায় ॥  
 ঘৃণিত শিশু হেরে ঘুরিতেছে গৃহ আদি । সত্য কহিলে বলে এ উহায় মিথ্যাবাদী ॥ ৩  
 হেন কল্পনা শুধু হরিতে মোহ-আবেশ । স্বপনেও ভগবানে নাহি অজ্ঞতা-লেশ ॥  
 কিন্তু যেবা মায়াবদ্ধ-মন্দমতি ভাগ্যহত । প্রাণে যা'র প'ড়ে আছে আবরণ বহুশত ॥ ৪  
 যুক্তি তৈলি' সেই যুগ সন্দেহ পুষে প্রাণে । আপনার অজ্ঞতা আরোপ করে শ্রীরামে ॥ ৫

দো—কাম ক্রোধ লোভ	মোহ-বশ যাবা	স্থ-রূপ গ্রহাসক্ত ।
কেমনে চিনিবে	সে রঘুনাথেরে	সে ত' তমোকুণ-রক্ত ॥ ৭৩(ক)
নির্গুণ রূপ	বুঝিতে সহজ	স-গুণ যুগা না যায় ।
স-গুণের লীলা	সুগম অগম	মুনি পরাভব পায় ॥ ৭৩(খ)

চৌ—শুনহ বিহগরাজ ঐরাম-মহিমা-কথা । জ্ঞান-মত্ত কহি সেই প্রাণ-মনোহর গাথা ॥  
 মোহ-সঞ্চার মম হ'য়েছিল বে প্রকার । শুনাই তোমারে সেই সবিশেষ সমাচার ॥ ১  
 তুমি তাত রঘুনাথ রামের কৃপা-ভাজন । হরিগুণ-অমুরাগী মোর হৃদি-রঞ্জন ॥  
 এ-কারণে গোপনীয় কিছু নাহি তব পাশে । পরম রহস্ত-কথা বলিব তব সকাশে ॥ ২  
 রামের স্বভাব-কথা করি তাত বর্ণন । ভকত জনের মোহ না রাখেন কদাচন ॥  
 জন্ম-মরণরূপ সংসার মুলাধার । বহু ক্রেশ-প্রদ আর নিদারুণ শোকাগার ॥ ৩  
 এহেতু করেন মোহ বিদূরিত কৃপাধার । করুণা ভকত 'পরে ঐরামের এ প্রকার ॥  
 যেমন শিশুর দেহে হইলে দূষিত ত্রণ । জননী চির'ন তাহা হইয়া পাবানী সম ॥ ৪

দো—যদিও যাতনা	শিশু পায় তাহে	কাতরে রোদন করে ।
বেদনা তাহার	না ভাবেন মাতা	তারি ব্যাধি-নাশ তরে ॥ ৭৪(ক)
তথা দাস-হিত	হেতু রঘুনাথ	যুগা'ন তাহার মান ।
এমন প্রভুরে	ভ্রম তেয়াগিয়া	কেন না সঁপিবে প্রাণ ॥ ৭৪(খ)

চৌ—ঐরামের কৃপা আর মূৰ্ত্তা আপনার । এই কথা বলি কর অবধান এইবার ॥  
 যতবার নররূপ ধারণ করিয়া রাম । ভকতের তরে লীলা আচরে'ন গুণধাম ॥ ১  
 ততবার আমি সেই কোশল নগরে যাই । শিশুসীলা নিরখিয়া আঁতশয় স্থখ পাই ॥  
 জনমের উৎসব করি গিয়া দরশন । পঞ্চ বরষ লীলা হেরি মন-বিমোহন ॥ ২  
 অভীষ্ট দেবতা মম ঐরাম বালকরূপ । শতকোটি কাম জিনি' তহু-শোভা অপরূপ ॥  
 আপন প্রভুর মুখ নিরখি' নয়ন ভরি' । নয়ন সফল মম করি আমি উরগারি ॥ ৩  
 শাবক-বায়সরূপ ধরি' কিরি তাঁ'র সাথে । রামের বালক-লীলা হেরি কত বিধিমতে ॥ ৪

দো—যথা যথা যা'ন	শিশু ভগবান্	সাথেতে উড়িয়া যাই ।
পড়িলে ভূমিতে	প্রসাদ তাঁহার	অমনি খুঁটিয়া খাই ॥ ৭৫(ক)
একবার লীলা	অতি অপরূপ	করিলেন রঘুবীর ।
সে লীলা প্রভুর	স্মরণ করিয়া	পুলকি' উঠে শরীর ॥ ৭৫(খ)

চৌ—কাহিছে বায়স্ তবে শুনহ খগ-নায়ক । ঐরাম-চরিতকথা ভকত-সুখদায়ক ।  
 চারু রূপ-মন্দির সব বিধি সুন্দর । কনকে খচিত মণি-জড়িত প্রাসাদ-বর ॥ ১

মনোহর অঙ্গন কি শোভা কহিব কা'রে । চারি ভাই যেইখানে খেলেন পুলকভরে ॥  
 লীলায় বিনোদ করি' জননীর প্রাণ মন । করেন সে অঙ্গনে শিশু রাম বিচরণ ॥ ২  
 মরকত মণি-সম মৃদু-কলেবর শ্রাম । সারাদেহে শোভা করে যেন শতকোটি কাম ॥  
 নবীন রাজীব সম কোমল চরণবয় । পদজ রুচির নখ শশী-ভাতি হ'রে লয় ॥ ৩  
 সুন্দর রেখা ধ্বজ কুলিশাঙ্কুশ চারি । সে পদে নুপুর-মৃদু মধু গুঞ্জনকারী ॥  
 কনক-রচিত কিবা খচিত রতনবর । কটি-কিঙ্করী কল-মুখর মানসহর ॥ ৪

দো—নাতি রমণীয় গোপূর উদয় ত্রিবলীর রেখা তা'য় ।  
 বিশাল উরস তাহে বালোচিত বেশভূষা শোভা পায় ॥ ৭৬

চৌ—পানিতল হিঙ্গুল অঙ্গুলী নখ শোভে । ভূষিত বিশাল ভুজ-যুগল মানস লোভে ॥  
 কদু-কণ্ঠ বাল-কেশরী-অংস গ্রীবা । চিবুক আনন-ছবি অভুলন শোভা কিবা ॥ ১  
 আধ আধ শিশু-ভাষা অধরে অরুণ-ভাতি । কুল্ল-খবল শোভে ছুই ছুই রত্ন-পাঁতি ॥  
 ললিত কপোল নাসা স্নগঠিত মনোহর । প্রাণ-বিমোহন হাসি যেন রাক্ষা শশধর ॥ ২  
 সুনীল কমল-অঁধি ভবভয় বিমোচন । শোভিত ললাট 'পরে তিলক গোয়োচন ॥  
 জয়গুণ সুবঙ্কিম জ্বল-যুগল সম । কুঞ্চিত কেশদাম শ্রাম-শিখিপাখা যেন ॥ ৩  
 পীত অঙ্গরাখা গায়ে মরি কিবা শোভাময় । মোহন দিঠিতে ভাষে প্রাণে বড় সুখ হয় ॥  
 দ্বন্দ্ব-অঙ্গন-বিচরণকারী হরি । নাচেন পুলকভরে আপনার ছায়া হেরি' ॥ ৪  
 করেন আমার সনে বিবিধ কতই খেলা । পাই লাজ বিবরিতে তাঁ'র সেই সব লীলা ॥  
 কল-হাসি হেসে যবে আমারে ধরিতে বা'ন । পলাই মুখের গ্রাস তখন ঘোরে দেখান ॥ ৫

দো—নিকটে আসিলে হাসেন শ্রীহরি কাঁদেন পলা'লে পরে ।  
 চরণ ছুঁইতে যাইলে পলান চাহিতে চাহিতে কিরে' ॥ ৭৭(ক)  
 উপজিল মোহ জন্মে আমার সেই শিশুলীলা দেখি' ।  
 চিত্ত-সুখ-খন চরাচর-প্রভু তাঁ'র ছেলে-খেলা একি ॥ ৭৭(খ)

চৌ—যেমন একথা মনে উদয় হইল মোর । রামের প্রেরিত মায়া অমনি ব্যাপিল ঘোর ॥  
 তবে রাম-কৃপাবলে আমারে না ছুখ দিল । কিয়া আর জীব-মত ভবঘোরে না ঘুরা'ল ॥ ১  
 অপর কারণ কিছু আছেয়ে ইহার কোন । এবে সে কারণ-কথা অবহিত হ'য়ে শুন ॥  
 শুধু এক সীতাপতি অখণ্ড জ্ঞান-রূপ । বাকী বড় কি চেতন সজ্জিত মায়া-কূপ ॥ ২  
 জীবের রহিল বদি হেম অখণ্ড জ্ঞান । তবে বল কি প্রভেদ জীব আর ভগবান্ ॥  
 মায়ার বশেতে জীব রহে মোহে বিজড়িত । সে গুণ-জননী মায়া রহে বিজু-পদাঞ্জিত ॥ ৩  
 পর-বশ জীব আর জ্ঞানাত্মক বশে র'ন । চরাচরে এক প্রভু কিন্তু জীব অগণন ॥  
 যদিও অলৌক এই ভেদ মায়া-বিরচিত । তথাপি শ্রীহরি বিনা নহে ইহা নিবারিত ॥ ৪



দো—রঘুনাথ-পদ	ভজন না করি'	যে চাহে যুক্তি-পদ ।
হইলেও জ্ঞানী	শূন্য পুচ্ছহীন	পশু সেই চারিপদ ॥ ৭৮(ক)
সব গিরি-চূড়ে	দাবানল-ভাতি	রাক্ষা শব্দী তার সাথে ।
মিলিলেও রবি	বিহনে কখনো	তমোদূর নহে তা'তে ॥ ৭৮(খ)

চৌ—সেইযত খগরাজ গ্রীহরি-ভজন বিনা । কখনো মিটে না জীবের দারুণ হৃথ-বাতনা ॥  
 হরির ভকতজনে কখনো লাগে না মায়া । প্রভুর প্রেরিত জ্ঞানে উজল তাহার হিয়া ॥ ১  
 একারণে ভকতের কখনো বিনাশ নাই । অল্পরে ভেদভক্তি বাড়ে তা'র সৰ্ব্বদাই ॥  
 যবে হেরিলেন রাম ভ্রমেতে চকিত মোরে । হাসিলেন মুহূর্ষাশি শুন লীলা তা'র পরে ॥ ২  
 তাঁহার লীলার কেহ না বুঝিল ভেদ সার । কিবা সহোদরগণ মাতা কি জনক আর ॥  
 চলেন ধরিতে মোরে জামু-পাণি যোগে হরি । অক্লণ-চরণ কর শ্যামল বয়ানধারী ॥ ৩  
 ছুই পাখা ছড়াইয়া উড়িয়া চলিলু আমি । ধরিতে আমারে ভুজ বাড়ান জুবনধারী ॥  
 বতদূর আকাশেতে উড়িয়া পলাতে যাই । ততই তাঁহার বাহু নিকটে দেখিতে পাই ॥ ৪

দো—বিধি-লোকে উড়ে'	পলাইলু ভয়ে	দেখিলু কিরিয়া পাছে ।
রাম-বাহু আর	আমার মাঝারে	ছু' আঙ্গুল দূর আছে ॥ ৭৯(ক)
শত আবরণ	ভেদ করি' মোর	গতি ছিলযত দূর ।
সেখানে গিয়াও	প্রভু-ভুজ হেরি'	হ'লাম ভয়ে আতুর ॥ ৭৯(খ)

চৌ—অতি ব্রাহ্ম হ'ল যবে আশি হ'ল নিমীলিত । চেয়ে' দেখি পুনঃ কিরি' কোণে আমি আগত ॥  
 চাহিয়া আমার পানে হাসিলেন রঘুনাথ । ব্যাদিত বদনে আমি প্রবেশিলু অচিরাত ॥ ১  
 হে অগুণ-রাজ শুন সেই উদরের মাকে । হেরিলু গণনাভীত কত ব্রহ্মাণ্ড রাজে ॥  
 কত অভিনব লোক কি রচনা অগণন । এক অঙ্গ হ'তে বড় কি করিব বর্ণন ॥ ২  
 কোটি কমলধোনি কোটি উমাপতি হর । অগণিত গ্রহ তারা শশধর দিবাকর ॥  
 গণনা-অভীত যম কাল আর লোকপাল । কতই ভূধর কত মহীতল সুবিশাল ॥ ৩  
 অসংখ্য গহন নদ সরোবর পারাবার । অনন্ত-প্রসার কত রচনা নানা প্রকার ॥  
 সূর মূনি খগ নাগ গন্ধর্ব্ব কিম্বদন্ত নর । শ্বেদ জরায়ুজ জীব কতই সচরাচর ॥ ৪

দো—কখনো দেখিনি	কাণেতে শুনিনি	মনেতে ভাবিনি যাহা ।
সে-সব অদ্বুত	হেরিলু স্বজন	কেমনে কহিব তাহা ॥ ৮০(ক)
শতেক বরষ	করিলু তথায়	বাস প্রত্যেক খণ্ডে ।
এমন করিয়া	দেখিয়া ভ্রমিলু	অনেক ব্রহ্ম-অণ্ডে ॥ ৮০(খ)

চৌ—প্রত্যেক লোক 'পরে পৃথক্ ভাষ্য-বিধাডা । বিষ্ণু শিব লোকপাল সকলি পৃথক্ তথা ॥  
 গন্ধর্ব্ব কিম্বদন্ত নর বেতাল পিশাচগণ । সে সকলি ভিন্ন ভিন্ন পশু পাখী অগণন ॥ ১

দেবতা দমুজগণ তথ্য বিবিধ ভাঁতি । জীব সব তথাকার নানাকার প্রতিকৃতি ॥  
 অনেক পৃথিবী গিরি নদী সর ও সাগর । সকল রচনা তথা নানাবিধ কলেবর ॥ ২  
 প্রত্যেক লোক-মাঝে দেখে'ছি আমারে নিজে । অল্পম জব্যচয় দেখিয়াছি কত কি যে ॥  
 প্রত্যেক লোকে দেখি র'য়েছে কোশলপুরী । বিভিন্ন সরযু তথা ভিন্ন যত নরনারী ॥ ৩  
 দশরথ কোশল্য তথা দেখিবারে পাই । সবই বিভিন্ন রূপ ভরতাদি তিনভাই ॥  
 প্রতি ব্রহ্ম-অশু মাঝে অবতার রূপে রাম । দেখিয়াছি শিশুসীল আচরেন প্রাণায়াম ॥ ৪

দো—সকলি পৃথক্ করি দরশন পৃথক্ পৃথক্ ধাম ।  
 অগণন লোকে দেখিহু কেবল সেই এক প্রভু রাম ॥ ৮১(ক)  
 সেই শিশুরূপ সেই এক শোভা দয়াময় রত্নবীর ।  
 ভুবনে ভুবনে কিরিলাম হেরি' তাঁড়িত মোহ-সমীর ॥ ৮১(খ)

চৌ—ভ্রমণ করিতে এই ভুবন গণনাহীন । ভেবে' দেখে বহু কল্প কালোদরে হ'ল লীন ॥  
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে শেষে কিরি' নিজ আবাসেতে । যাপন করিহু কাল তথা পুনঃ নানামতে ॥ ১  
 তনি' পুনঃ অযোধ্যায় প্রভু-অবতার-কথা । প্রেমোন্মেতে পুরিত প্রাণ চলিহু ঝরিত তথা ॥  
 করিলাম দরশন জনমের মহোৎসব । যেমন কখন আগে ক'রেছি তোমারে সব ॥ ২  
 রামের লঠর মাঝে হেরে'ছি অগত যত । দেখিবারে সেই সব বর্ণিয়া ক'ব কত ॥  
 অযোধ্যায় আসি' পুনঃ হেরিহু হৃদয়ধামী । কৃপার আধার প্রভু সবার অন্তরধামী ॥ ৩  
 আপনার মনোমাঝে বিচারিহু বারবার । মোহের আবিল পাকৈ মজ্জিত মন আমার ॥  
 এক দণ্ড মাঝে বেন হেরিয়াছি এ সকল । বিশেষ মোহে'ত মন হইল অতি বিকল ॥ ৪

দো—বিকল হেরিয়া হাসেন আবার কৃপাময় রত্নবীর ।  
 সে হাসির কঁাকে আসিহু বাহিরে স্তন ও'হ মতি ধীর ॥ ৮২(ক)  
 বাললীলা রাম করিতে লাগিল আবার আবার মনে ।  
 কোটি মতে কত বুঝাইহু তবু শাস্তি নাহি মনে ॥ ৮২(খ)

চৌ—নিরাশ্রয়ালীলা আর প্রভুচা'হেরিয়া তাঁ'র । আপন দেহের জ্ঞান হরণ হ'ল আমার ॥  
 পড়িলাম ধরা'পরে মুখে নাই আর কথা । রক্ষা কর রক্ষা কর আর্জুন-ভয়ব্রাতা ॥ ১  
 প্রেমাকুল মোরে প্রভু করিয়া অবলোকন । আপন প্রভাব মায়া কারলা অপহরণ ॥  
 সরোবর কর নির রাখিয়া আমার শিরে । দীননাথ সব খেদ হরিল। নিমেষতরে ॥ ২  
 করিলেন মোরে রাম এককালে মোহশূন্য । ভক্ত-অনিন্দদাতা দয়ালুর অগ্রগণ্য ॥  
 প্রথম-দয়ার কথা প্রভুতা কর' দ্বরণ । হইল অতীব মন পুলকেতে নিমগন ॥ ৩  
 ভক্তের প্রতি দয়া দেখিয়া প্রভুর মনে । অতুলন অমুরাগ উপজিল মোর প্রাণে ॥  
 হরষ-সঙ্গল চ'খে জুড়িয়া যুগল পাদি । কহিহু অনেক বিধি মিনতি-পুরিত বাণী ॥ ৪

দো—প্রেমতে পুরিত	মোর কথা শুনি'	হেরি' দীন নিজ দাস ।
সুখদ-বচন	গম্ভীর মুহু	কহেন রমা-নিবাস ॥ ৮৩ (ক)
হে কাক-ভূষুণ্ডি	যাচ' বর অতি	শ্রীত তোমা 'পরে জানি' ।
অষ্টসিদ্ধি কিবা	যত স্বদ্ধি লহ	মোক্ষ-সুখের খনি ॥ ৮৩ (খ)

চৌ—বিরতি বিজ্ঞান জ্ঞান বিবেক আহুয়ে যত । মুনজন-হৃদ'এ জগতে গুণ শত ॥  
 প্রদান করিব তোমা নাহি সংশয় তা'য় । তা'ই চাহ মোর পাশে তব মন যাহা চায় ॥ ১  
 শুনিয়া বচন প্রাণ ভ'রে গেল অমুরাগে । ভাবিতে লাগিলু বর নিজ স্বদ্বি-পুর-ভাগে ॥  
 সব দান দিতে প্রভু করিলেন অকৌকার । ভকতি-দানের কথা ক'ন নি ত' একবার ॥ ২  
 ভকতি-বিহীন গুণ সব সুখ এইমত । লবণ-বিহীন বহু সিদ্ধ ভোজন যত ॥  
 ভজনা-বিহীন হ'য়ে মুখে মোর কিবা কাজ । ভাবিয়া জুড়িয়া কর কহিলাম খগরাজ ॥ ৩  
 সত্য যদি দাও বর হে নাথ হ'য়ে সদয় । সত্য যদি দীন 'পরে কর কৃপা কৃপাময় ॥  
 তবে প্রভু এই বর প্রার্থনা পদতলে । করি হে অন্তরযামি দেহ বর দীন ব'লে ॥ ৪

দো—অবিরল তব	শুদ্ধ ভকতি	বেদ পুরাণে যা' গায় ।
যোগী-পতি মুন	খুঁজে যা' সতত	কৃপাতে কদাচ পায় ॥ ৮৪ (ক)
ভক্ত-সুরভর	প্রণত-তারণ	কৃপানিধি সুখধাম ।
সে নিজ ভকাত	হে প্রভু আমারে	দয়া করি' দেহ রাম ॥ ৮৪ (খ)

চৌ—'এবমস্ত' বলি' তবে রঘুর কুল-নায়ক । বলেন বচন প্রভু অতীব সুখ-দায়ক ॥  
 শুনহ বায়স তুমি স্বভাবতঃ মতিমান্ । সেহেতু যাচিলে এই সর্কোত্তম বরদান ॥ ১  
 সকল সুখের খনি ভকতি চে'য়েছ তা'ই । ভাগ্য তোমার সম জগ-মাঝে কা'রো নাই ॥  
 জপ যোগানল-মাঝে দহিয়া আপন কায় । কতই যতন করি' মুনি ইহা নাহি পায় ॥ ২  
 তব চতুরতা হেরি' শ্রীতি-খার হৃদে বয় । চে'য়েছ ভকতি-বর পুলকিত অতিশয় ॥  
 শুনহ বিহগ কহি আমার দয়ার ফলে । সবগুণ বিরাজিবে তোমার হৃদয়-তলে ॥ ৩  
 বিরাগ অথবা যোগ ভকতি কি তত্ত্বজ্ঞান । আমার লীলার বহু রহস্ত অথবা জ্ঞান ॥  
 তব অন্তরবে দ্বরা আসিবে সকল ভেদ । আমার প্রদানে নাহি লাগিবে সাধন-খেদ ॥ ৪

দো—মায়া-জাত যত	ভ্রম সব আর	কছু না লাগিবে তোমারে ।
জানিস্ অনাদি	স-গুণ অ-গুণ	ব্রহ্ম বলিয়া মোরে ॥ ৮৫ (ক)
ভকত আমার	প্রিয় প্রাণাধার	এ বিচারি' শুন কাক ।
কায় বাক্ মনে	ক'রো মোর পদে	অবিচল অমুরাগ ॥ ৮৫ (খ)

চৌ—এবে শুন বাণী মম নির্মল সুললিত । সত্য সহজ যাহা নিগমাদি বাধানিত ॥  
 নিজ সিদ্ধান্ত এই কহিব তব গোচরে । স্বরণে রাখিও আর সব ভ্যজি' ভঙ্গে মোরে ॥ ১  
 মম মায়া হ'তে এই জগতের উদ্ভব । নিবসে বিবিধ যথা চরাচর জীব সব ॥  
 সকলেই প্রিয় মম আমা হ'তে উদ্ভূত । মানব সবার হ'তে মোর পাশে আদৃত ॥ ২  
 মানবের মাঝে দ্বিজ দ্বিজ-মাঝে ঐতিধারী । তাহাদের মাঝে পুনঃ বেদধর্ম-নিষ্ঠাচারী ॥  
 নিষ্ঠাচারী-মাঝে প্রিয় যে জানী বিরাগ-বৃত্ত । বিরাগী-ভিতরে অতি প্রিয় অমৃতব-বৃত্ত ॥ ৩  
 তাহাদের মাঝে প্রিয় লাগে মোর নিজ-দাস । যে মম-অনন্তমতি অপরে না রাখে আশ ॥  
 সত্যই তব পাশে কহি আমি বারবার । ভকতের সম প্রিয় কেহ মম নাহি আর ॥ ৪  
 ভকতি-বিহীন যদি হ'ন-ও চতুরানন । সাধারণ জীব সম তিনি মম প্রিয় হ'ন ॥  
 ভকতি-বিলীন চিত হইলেও নীচ প্রাণী । প্রাণ-সম প্রিয় সেই এ মোর ঘোষণা-বাণী ॥ ৫

দো—পুণিত শূন্যল স্মৃতি সেবকে ভিক্ষে না কাহার প্রাণ ।  
 এ নীতিতে ভরা স্মৃতি বেদ সব কর ইহা অবধান ॥ ৬

চৌ—একই পিতার হ'লে একাধিক সন্তান । হয় তা'রা ভিন্ন মত শীল আর গুণবান ॥  
 কেহ পণ্ডিত কেহ তপ-রত কেহ জানী । কেহ ধনবান কেহ সুধীর কেহ বা দানী ॥ ১  
 কেহ মহা-জ্ঞানী কিবা ধর্ম-রত কোনজন । সবারি উপরে থাকে পিতার সমান মন ॥  
 কিন্তু যে পিতায় রত সব করি' পরিহার । স্বপনেও নাহি জানে এ বিনা ধরম আর ॥ ২  
 সে তনয় প্রিয় হয় পিতার প্রাণের সম । হ'লেও অপর যত স্নত হ'তে হীনতম ॥  
 এইমত চরাচর-মাঝে যত জীব রয় । দেব নর আদি করি' দম্বজ অনুরয় ॥ ৩  
 মো' হ'তে উত্তম এই অখিল ভুবন মাঝে । সবারি উপরে মোর সমান করুণা রাজে ॥  
 কিন্তু তাহার মাঝে পরিহরি' মম মায়া । যে ভঞ্জে আমারে সঁপি' মানস বচন কায় ॥ ৪

দো—হ'ক সে পুরুষ অথবা রমণী কিবা আর জীব কোন ।  
 অকপটে সব- ভাবে যে ভজিবে দে-ই হ'বে প্রিয়তম ॥ ৮৭ (ক)  
 অনন্ত অ-কাম মম-রত মতি প্রাণ-সম প্রিয় ভক্ত ।  
 মনে এ বিচারি' জগ-আশা ছাড়ি' মো'তে হও অমরকৃত ॥ ৮৭ (খ)

চৌ—তব 'পরে কাল নাহি দেখা'বে প্রভাব তা'র । কোল ভাবিও মোরে আর ভজ' অনিবার ॥  
 তৃপ্তি প্রভুর বাণী শুনি' হৃদে নাহি আসে । শিহরিত কলেবর অতি সুখে মন ভাসে ॥ ১  
 কি সুখ হৃদয়ে লাগে জানে কর্ণ জানে মন । কমনে তা' রসনার করি আমি বর্ণন ॥  
 এ নয়ন জানে মোর প্রভুর রূপের শোভা । বচনে কখনে ক'ব কি সে বিভা মনোলোভা ॥ ২  
 এভাবে প্র-বোধি' ধন করি' বহু সুখে যোরে । খেলিতে লাগিলা পুনঃ তেমনি-ই লীলা-ভরে ॥  
 নয়নে আনিয়া জল সুখ কিছু দান করি' । চাহেন জননী-পানে অতীব স্তুতি হরি ॥ ৩

কাভর নেহারি' মাভা উঠিয়া আসেন দ্বারা । ধরেন চাপিয়া বুকে বলি' বাণী স্নেহ-ভরা ॥  
যতনে বসায় কোলে করা'ন পীযুষ পান । তাঁহার ললিত লীলা আদরে করিয়া গান ॥ ৪

দো—যে সুখের তরে      ত্রিপুর-অরাতি      অন্তত-বোশেতে র'ন ।  
যে সুখ-সাগরে      কোশলের বাসী      নিভ-প্রতি নিমগন ॥ ৮৮ (ক)  
সে সুখের অমু-      পরমাণু যেবা      বারেক স্বপনে পায় ।  
ব্রহ্মপদ-সুখ      তাঁর গণনায়      না আসে বিহগ-রায় ॥ ৮৮ (খ)

চৌ—আরো কিছুদিন আমি রহিলাম অযোধ্যায় । হেরিলাম শিশুনীলা প্রেমের মগনতায় ॥  
রামের প্রসাদে লভি' ভকতির বরদান । আজ্ঞামে এমু ফিরে' তাঁহারে করি' প্রণাম ॥ ১  
এইক্লেখে যে অবধি নে'ছেন আপন ক'রে । সে অবধি মায়া নাহি বিমোহিত করে মোরে ॥  
সু-গোপন লীলা এই করিলাম কীৰ্ত্তন । হরির প্রেরিত মায়া নাচা'ল মোরে যেমন ॥ ২  
আমার যা' অমুভব তোমা'রে কহি খগেশ । হরির ভজনা বিনা না হয় ক্লেশের শেষ ॥  
ঐরামের কৃপা বিনা স্তন হে বিহগ-রায় । তাঁহার শক্তি কত কড়ু নাহি জানা যায় ॥ ৩  
শক্তি না জানা হ'লে স্থায়ী নহে পরভীতি । বিশ্বাস বিনা কহ কেমনে জাগিবে প্রীতি ॥  
দৃঢ় প্রীতি না থাকিলে ভক্তি নাহিক রয় । সলিলের ঝিকিমিকি কতটুকু স্থায়ী হয় ॥ ৪

দো—গুরু বিনা জ্ঞান      হয় না কখনো      তা' বিনা বিরাগ নয় ।  
হরিভক্তি বিনা      নাহি কোন সুখ      বেদ পুরাণেতে কয় ॥ ৮৯(ক)  
শক্তি কি প্রাণে      পায় কড়ু যা'র      সন্তোষ নাই স্বভাবে ।  
শত উপায়েও      চলে কি কখনো      তরঙ্গী জলের অভাবে ॥ ৮৯(খ)

চৌ—সন্তোষ বিনা নাশ নাহি হয় কামনার । কামনা থাকিতে সুখ কড়ু নহে লভিবার ॥  
রামের ভজনা বিনা কামনা না নাশ হয় । ধরদী বিহনে তরু উগু কি কড়ু হয় ॥ ১  
পরা-জ্ঞান না জাগলে সমতা আসে কি প্রাণে । দূরতা রহে কি কড়ু নভঃ অবর্তমানে ॥  
ধর্ম নাহিক থাকে শ্রদ্ধা না যদি রয় । ক্ষিত্তিভল বিনা বাসও থাকি সম্ভব নয় ॥ ২  
ভাপ বিনা তেজ কড়ু কেমনে প্রসার পা'বে । জলের বিহনে রস কিসে সম্ভব হ'বে ॥  
পশ্চিম-সেবা বিনা সঙ্গার নাহি আসে । তেজ বিনা রূপ যথা কখনও না প্রকাশে ॥ ৩  
আজ্ঞ-আনন্দ বিনা স্থির কি হে হয় মন । সমীরণ-তুষ বিনা হয় না ক' পরশন ॥  
প্রভীতি না এলে প্রাণে সিদ্ধি কি কড়ু হয় । ঐতর-ভজনা বিনা ভবভয় নাশ নয় ॥ ৪

দো—বিশ্বাস বিনা      নাহিক ভক্তি      তা' বিনা জবে না রাম ।  
রাম-কৃপা বিনা      স্বপনেও জাব      লভে না ক' বিজ্ঞাম ॥ ৯০(ক)

এ বিচার মনে	রাখিয়া সন্তত	তর্ক সংশয় ত্যজি' ।
ভজ রঘুবীর	করুণা-আকর-	সুখদ চরণে মজি' ॥ ৯০(খ)
চৌ—নিজমতি অহুসরি' করিলাম বর্ণন ।	এড়ুর প্রতাপ নাথ ঋগকুল-বিভূষণ ॥	
দেখেছি' এসব আমি আপনার আঁখি যোগে ।	অতিরঞ্জন নাই যুক্তির সহযোগে ॥ ১	
অসীম অপার সব রঘুনাথ-গুণগ্রাম ।	কিবা রূপ কিবা লীলা অথবা পাবন নাম ॥	
নিজনিজ মতি-মত মুনি হরিগুণ গা'ন ।	নিগম মহেশ শেষ অন্ত না তাঁ'র পা'ন ॥ ২	

## রাঘের মহানভা

তোমা হ'তে আদি করি' মশক অবশি ধায় ।	আকাশ মাঝারে তবু অন্ত না কেহ পায় ॥	
সেইমত রঘুপতি-মহিমা অ-গত তল ।	অন্ত না কেহ পায় অ-প্রমেয় অভিবল ॥ ৩	
শতকোটি কাম-সম সুন্দর তছুধারী ।	কোটি ঈশানী-সম অমিত অরাতিহারী ॥	
বিলাস-বিভবযুত যেন কোটি সুরেশ্বর ।	কোটি আকাশ-প্রায় প্রসার বিহগবর ॥ ৪	

দৌ—শতকোটি বায়ু-	সম বলশালী	শতকোটি রবি-ভাষ ।
শতকোটি শশী	সমান শীতল	শমন সকল-ভব-ত্রাস ॥ ৯১ (ক)
শতকোটি কাল	সমান আবার	দুস্তর দুর্গক দুঃস্বস্ত ।
শতকোটি ধূম-	কেতুর সমান	দুর্জয় ভগবন্ত ॥ ৯১(খ)

চৌ—অগাধ পাতাল-সম-শতকোটি প্রভু মোর ।	করাল শমন-শতকোটি-সমান ঘোর ॥	
তীর্থ সহস্রকোটি-সম তিনি পুতধাম ।	অখিল-পাতক চির-বিনাশন তাঁ'র নাম ॥ ১	
কোটি হিমালয়-সম অবিচল রঘুবীর ।	শতকোটি পারাবার সম মহাগম্ভীর ॥	
কোটি কামধেনু-সম দয়াময় কৃপাবান্ ।	সকল কামনা-ফল-বিধায়ক ভগবান্ ॥ ২	
শত বাগদেবী-সম অ-প্রমেয় চতুরতা ।	শতকোটি বিধি-সম সৃষ্টির নিপুণতা ॥	
কোটিকোটি বিষ্ণু-সম পালন-ভব-কারণ ।	রুদ্রদেব কোটিশউ-সমান জগ-নাশন ॥ ৩	
কুবের সহস্রকোটি-সমান বিভববান্ ।	কোটি মায়া জিনি' তাঁ'র সৃজনের উপাদান ॥	
ভারধারী যথা শতকোটি অহি-ঈশ্বর ।	সব(ই) সীমা-বিরহিত অমুপ জগদীশ্বর ॥ ৪	

ছ—নিরুপম নাহি	উপমা আর	রাম(ই) সম রাম নিগম কয় ।
সম শতকোটি-	খণ্ডোত রবি	উপমায় যথা লঘুতা হয় ॥
এইমত নিজ	মন অহুসরি'	মুনিগণ তাঁ'র মহিমা গা'ন ।
প্রভু শুধু ভাব-	টুকু ল'ন অতি	সুখ কৃপাময় তাহাতে পা'ন ॥

দৌ—গুণের অতল-	সাগর শ্রীরাম	কেহ নাহি তল পায় ।
সন্তের কাছে	ওনে'ছি যেমন	কহিলাম সমুদায় ॥ ৯২(ক)

শ্রেমভাব-বশ শুধু ভগবান্ সুখাকর কৃপাধাম ।  
জানকী-পতিরে ভজিও সত্তত তাজি' মায়া মদ মান ॥ ৯২(খ)

চৌ—তুনি' ভূযুগির বাণী অবশের সুখকর । হরষিত খগপতি শিহরিত কলেবর ॥  
নয়নে ভরিল জল মন অতি হরষিত । ঐরাম-প্রভাপ হ'ল হৃদিমাঝে দৃঢ়ীভূত ॥ ১  
অরি' পূর্বের মোহ অহুতাপ এল এবে । পরম পুরুষে ভ্রমে মাছুষ-সমান ভেবে' ॥  
বার বার বায়সের চরণে লুটায় শির । বাড়ায় প্রণয় মানি' তা'রে সম রম্যবীর ॥ ২  
গুরু বিনা ভবনিধি তরিতে নাহি শক্তি । হ'লেও বিধির সম কিম্বা শিব উমাপতি ॥  
সন্দেহ-অহি তাত দংশিয়াছিল মোরে । দুখের তর্ক-কুট বাহিরিল বেগতরে ॥ ৩  
তোমা-সম অহি-বৈষ্ণ দিয়া ঐজানকী-নাথ । জিয়া'লেন পুনঃ মোরে করুণা করি' অগাধ ॥  
তোমার প্রসাদে মোর মোহ হ'ল খণ্ডন । ঐরামের ভেদ এবে জানিলাম অতুলন ॥ ৪

দৌ—করি' সাধুবাদ বহুবিধ তা'র নতি করি' জুড়ি' কর ।  
শ্রেমভরা যুহু বিনীত বচন বলে তবে খগবর ॥ ৯৩(ক)  
হে প্রভু আপন অবিবেক-হেতু শুধাই তোমার পাশ ।  
কৃপার সাগর দাও সহস্রর জানি' মোরে নিজদাস ॥ ৯৩(খ)

চৌ—তুমি হে সর্বজ্ঞ জ্ঞাত-তব আর মায়াহীন । মতিমান্ শীলবান্ সরল আচার-লীন ॥  
জ্ঞান ও বিরাগযুত অমৃত-ব-পরায়ণ । তুমি রম্যনায়কের অতি প্রিয় নিজজন ॥ ১  
তুমি কহ কি কারণে লভিলে বায়স-কায় । হে তাত কৃপায় কহ বৃদ্ধাইয়া সমুদায় ॥  
ঐরাম-চরিতরূপ অমৃত-সরোবর । আশ্বাদ কোথা হ'তে পেলৈ তুমি নন্দশর ॥ ২  
মহাদেব-ঐবদনে এ কথা শুনেছি প্রভু । মহা প্রলয়েও তব অভাব না হয় কতু ॥  
অপলাপ নহে কতু ঐমুখের সে বচন । তাহাও এ মনে করে সন্দেহ উৎপাদন ॥ ৩  
চরাচরময়ী ধরা সহ দেব নর যত । সকল জগত কাল-মুখগত খণ্ড-মত ॥  
সংখ্যাহীন ব্রহ্ম-অণু বিশাল ভুবনময় । প্রকৃতই কাল সদা অনিবার্য্য অতিশয় ॥ ৪

দৌ—তব 'পরে তা'র লাগে না প্রভাব কি তা'র কারণ বল' ।  
তব জ্ঞান-বলে হইল ঘটন অথবা তা' ঘোগকল ॥ ৯৪ (ক)  
তব আশ্রমে আসিতেই হ'ল মোহ ভ্রম সব ত্যাগ ।  
এ কথার(ও) প্রভু কারণ জানিতে হৃদে বড় অমুরাগ ॥ ৯৪ (খ)

চৌ—গুরুভ-বচন শুনি' হরষিত হ'ল কাক । কহিল ভবানী বাণী সহ অতি অমুরাগ ॥  
ধন্য বিহগপতি ধন্য তব পূত-মতি । প্রাপ্ত তোমার মোরে মধুর লাগিল অতি ॥ ১  
তুনি' তব শ্রেমতরা জিজ্ঞাসা মনোহর । বহু জনমের কথা উদিল স্মৃতির 'পর ॥  
আপনার সব কথা বর্ণন করি যথা । সমাদর ভরে তাত শুন তবে সেই কথা ॥ ২

জপ তপ যজ্ঞ যাগ সম নম ব্রত দান ।      বিরাগ বিবেক যোগ আর অল্পভব-জ্ঞান ॥  
 সকল ক্রিয়ার ফল রাম পদে প্রেম সার ।      তা' বিনা কল্যাণ-প্রদ কিছুই নাহিক আর ॥ ৩  
 এ শরীর পে'য়ে তবে পে'য়েছি ভকতি তাঁ'র ।      সে কারণে এই দেহে মমতা বেশী আমার ॥  
 যাহা হ'তে কিছু নিজ স্বার্থ সাধিত হয় ।      তত্‌পরি সকলেরি অধিক মমতা রয় ॥ ৪

দো—হে পরম-অরি      ঐতি-সম্মত      সাধু-উক্ত এই নীতি ।  
 হিতকারী জানি'      নীচের(ও) সহিত      করিবে পরম শ্রীতি ॥ ১৫ (ক)  
 গুটি-কীট হ'তে      উপজে তন্তু      পট্টবাস তাহা হ'তে ।  
 তা'তে হয় কীটে      প্রাণের সমান      পালে সবে নানামতে ॥ ১৫ (খ)

চৌ—জীবের প্রকৃত স্বার্থ কেবল ইহায়ে বলে । কায় বাক্ মনে প্রেম রামের চরণতলে ॥  
 সুপবিত্র আর পূনঃ স্মরণ সেই কায় ।      যাহারে লভিয়া রাম-স্বাধনা পাওয়া যায় ॥ ১  
 শ্রীরাম-বিমুখ যদি ভ্রমার দেহ পায় ।      কবি পণ্ডিত কভু মহিমা না তাঁ'র গায় ॥  
 মোর এই কাক-দেহে শ্রীরাম-ভকতি জাগে ।      সে হেতু এ কলেবর মোর অতি প্রিয় লাগে ॥ ২  
 ইচ্ছা-মরণ ভবু এ শরীর বরজি না ।      বেদে কহে নাহি হয় ভঞ্জন শরীর বিনা ॥  
 মোহের বশেতে শুধু কুগতি ভুগে'ছি হুখে ।      শ্রীরাম-বিমুখ মনে ভ্রম না আসিত মুখে ॥ ৩  
 অনেক জনম ধরি' আচরিলু ক্রিয়া কত ।      করিলাম কত যোগ জপ তপ যাগ ব্রত ॥  
 কোন যোনি নাহি হেন কহি হে বিহগপতি ।      বারবার ঘুরে' যাহে হয়নি আমার গতি ॥ ৪  
 হে নাথ সকল ক্রিয়া করিয়া দেখে'ছি ইহা ।      কভু না পে'লাম মুখ এ দেহে পে'য়েছি বাহা ॥  
 বহু জনমের কথা র'য়েছে স্মরণে মোর ।      শিবের কৃপায় মোরে ব্যাপে না ক' মোহ-বোঁর ॥ ৫

### কলি-মাহাত্ম্য বর্ণন

দো—প্রথম জনম      যে ভাবে কাটিল      তখন কহি এবে তাহা ।  
 প্রভুপদে জাগে      রতি আর মিতে      কষ্ট শুনিলে যাহা ॥ ১৬ (ক)  
 পূর্ব-কন্ডে পাপ-      মূল যুগ কলি-      যুগ ছিল একবার ।  
 অ-ধরম ভরা      ছিল নারীনর      যেদের বিরোধী আর ॥ ১৬ (খ)

চৌ—সেই কলিযুগে আমি আসিয়া কোশলপুরী । শূদ্র-শরীর ধরি' জনম গ্রহণ করি ॥  
 মহেশ-ভকত হিনু কায় মন আর বাণী ।      নিন্দিতাম অস্ত্র বেবে এত বোঁর অভিমানী ॥ ১  
 ধন-মদে মত্ত হিনু কটু-বাদী অতিশয় ।      উগ্র মতি ছিল মম দণ্ডে ভরা এ জন্ময় ॥  
 যদিও নিবাস ছিল রত্ননাথ-রাজধানী ।      তথাপি মহিমা কিছু তখন না তাঁ'র জানি ॥ ২  
 এখন কেনে'ছি ভাল কি প্রেভাব অবোধার ।      সব শাস্ত্রে ইহা গায় অথবা পুরাণে আর ॥  
 কোন জনমেও যদি অবোধ্যায় জন্ম পায় ।      হয় রাম-পরাধন নাহি সংশয় তাঁ'র ॥ ৩



অযোধ্যা-প্রভাব তবে বুঝে ভাল সেই প্রাণী । বসেন হৃদয়ে যবে সীতানাথ ধনুপাশি ॥  
বড়ই কঠিন সেই কলিকাল উরগারি । পাপে মজ্জিত ছিল যত সব নরনারী ॥ ৪

দো—কলির পাতক	হ'রেছে ধরম	পুণ্য-গ্রন্থ গুপ্ত ।
দস্তিদের সব	কলনা-যোগে	বহু মত তথা উল্ল ॥ ৯৭ (ক)
মোহ-বশ যত	মানব তথায়	সদাচার লোভ-গ্রস্ত ॥
বিবরিব এবে	ধর্ম যা' কিছু	ছিল কলিযুগ-শ্রুত ॥ ৯৭ (খ)

চৌ—ছিল না ক' বর্ণ-ধর্ম অথবা আশ্রম চারি । বেদের বিরোধী ছিল যত সব নরনারী ॥  
বিশ্রে বেচিত বেদ নুপতি প্রজ্ঞা-শোষক । বেদের অনুশাসন লাগিত না ক' রোচক ॥ ১  
সে ধরিত সেই পথ যা'র যাহা শ্রাণ চায় । যে গাল-বাজান' পটু বলিত পণ্ডিত তায় ॥  
বুধা আভ্যুতর আর দস্ত রত যেই জন । সেইজন সন্ত-নামে পে'ত তথা বিজ্ঞাপন ॥ ২  
পরধন-অপহারী সে-ই বড় বুদ্ধিমান । দস্ত করে যেই জন সেই সে আচারবান ॥  
মিথ্যা-কথন পটু বিক্রপকারী যেবা । কলিযুগে সেই পায় গুণবান্ বলি' সেবা ॥ ৩  
আচার-বিহীন যেবা ঋতি-পথ পরিত্যাগী । কলিযুগ-মার্কে সেই জ্ঞানী আর সে বিরাগী ॥  
ভার-নত যেবা বড় নখে আর জটালগলে । সেজন ভাপস নামে বিখ্যাত কলিকালে ॥ ৪

দো—বসন ভূষণ	অশুভ যাহার	ভক্ষ্যভক্ষ্য খায় ।
সেই বোণী সেই	সিদ্ধ পুরুষ	সকলের পূজা পায় ॥ ৯৮ (ক)
পরের অহিত-	আচরণ যা'র	সে-ই গৌরব-ধন্য ।
ক্রিয়া বাক মন	মিথ্যা-কথনে	বক্তা বলিয়া মাষ্ট ॥ ৯৮ (খ)

চৌ—রমণী-বিবশ সবে সে কালের নর যত । বাজিকর-হাতে নাচে মর্কট যেইমত ॥  
শূত্রেরা বিজগণে জ্ঞান উপদেশ করে । গলে উপবীত ধরি' স্কু-দান গ্রহণ করে ॥ ১  
সব নর কাম-বশ লোভ-রত আর ফ্রোষী । সন্ত ব্রাহ্মণ বেদ দেবভাগণ-বিরোধী ॥  
গুণের আকর অতি সুন্দর পতি ত্যজি' । অভাগিনী নারী ভঞ্জে পর-পুরুষেতে মজি' ॥ ২  
সথবা সেখানে থাকে ভূষণেতে অ চূষিত । বিধবা সতত করে শৃঙ্গার কত মত ॥  
শিষ্যে নাহি কাণ আর আশি-হীন গুরু যেন । না শুনে বচন অশ্রু জ্ঞান-দৃষ্টি নাহি কোন ॥ ৩  
শিষ্য-ধন হরে যেবা অজ্ঞতা নাহি হরে । তেমন পামর গুরু ঘোর নরকেতে জরে ॥  
মাতাপিতা আপনার সন্তানে ধ'রে ধ'রে । শিষ্য সে ধর্ম শুধু যাহাতে উদর ভরে ॥ ৪

দো—ব্রহ্মজ্ঞান বিনা	নরনারী তথা	অশু কথা নাহি কর ।
লোভে কড়ি-মূলে	গুরু-বিজ-বধ	তাহাতে নাহিক ভয় ॥ ৯৯(ক)
বিবাদ-সেখানে	শূত্র বিজ্ঞ সনে	হীন কিসে বস' দেখি ।
অশ্রু যেবা জানে	বিদ্র সেইজনে	হিস্রুল করে আশি ॥ ৯৯(খ)

চৌ—পরনারী-রত যোবা কপটতা-সুচকুর। বিরোধ মমতা আর অহমিকা-ভরপুর।  
 সে হয় অভেদ-জ্ঞানী আর সেই জ্ঞানী জন। কলিযুগ-লীলা নিজে করিয়াছি দরশন ॥ ১  
 আপনি পতিত অধে: অপরে পাতিত করে। নষ্ট করে তা'রে যোবা সৎ-মার্গ সেবা করে।  
 বেদ-নিন্দা করে যোবা বিস্তারি' তর্ক জাল। প্রতি নরকে সে মজে ধরি' কলকল কাল ॥ ২  
 তেলি কুন্তকার কিছা হীন বংশে উৎপন্ন। ভীল কোল কিরাত কি অস্ত্র যত অধঃ-বর্ণ ॥  
 বনিতা-বিরোগ-শোকে কিছা গৃহনাশ-পরে। মাধা মুড়াইয়া যা'রা সন্ন্যাসী-বেশ ধরে ॥ ৩  
 করায় নিজের সেবা তা'রা দ্বিজগণ সনে। নিজ-করে নাশ করে ছুই লোক এ কারণে ॥  
 তথা ব্রাহ্মণ লোভী নিরক্ষর কাম-রত। আচার-বিহীন কিছা স্থলিতা-রমণী-ব্রত ॥ ৪  
 অ-ব্রাহ্মণ করে জপ তপ ব্রত অগণন। ব্যাসাসন 'পরে বসি' করে কথা-কীর্তন ॥  
 আচার পালন করে নিজনিজ মতি-মত। কত যে অনীতি তথা সে কথা কহিব কত ॥ ৫

যো—বর্ণ-সঙ্কর	মর্যাদা-হত	কলিযুগ মাঝে লোক।
পাপ-রত রহে	কলে তা'র মোহ	দুখ ভয় রোগ শোক ॥ ১০০(ক)
প্রতি-সম্বত	হরি-ভক্তি পথ	জ্ঞান ও বিরাগ যুত।
সে মত তেরাগি'	মোহবশে রচে	নুতন ধরম কত ॥ ১০০(খ)

চৌ—উদাসী জমা'য়ে ধন যতনে সাজায় ঘরে। বিরাগ নাহিক তা'য় বিষয় ল'য়েছে হ'রে ॥  
 তাপসেরা ধনবান্ নিধন গৃহী যত। কলির মজার কথা বিবরিয়া ক'ব কত ॥ ১  
 বিভাঙিত করি' নর পতি-রতা-বনিতারে। কদাচারী সে আসনে দাসীয়ে বসায় ঘরে ॥  
 নুত সেথা পিতামাতা ততদিন করে মাগু। যতদিন বিধুমুখী নিরখি' না হয় ধস্ত ॥ ২  
 স্বতর-ভবন তা'র যবে হ'তে লাগে প্রিয়। অরতি লাগিতে থাকে নিজ পরমাত্মীয় ॥  
 পাপ-পরায়ণ নৃপ আপনার ধর্মহীন। দণ্ডি' প্রজারে করে বিড়ম্বনা প্রতিদিন ॥ ৩  
 ধনবান্-হীনজাতি কুদীন-মাঝারে গণ্য। দ্বিজবৈষ্ণব চিহ্ন নাহি উপবীত ভিন্ন অস্ত্র ॥  
 বেদ বা পুরাণ-প্রতি যে নহে মর্যাদাবান্। সমস্ত বলিয়া সেই কলিযুগে পূজ্যবান্ ॥ ৪  
 কবি তথা অগণিত নাহিক কবি-পোষণ। গুণ-নিন্দক বহু নাহি গুণবান্ জন ॥  
 অকাল যাতনা দিতে আসে তথা বারবার। অন্ন বিনা লোক সব মরে করি' হাহাকার ॥ ৫

যো—ধনবর গুণ	সেই কলিযুগে	ছলনা দস্ত ঘেব।
মান মোহ আর	কামাদি বিকার	প্রসারিত সবিশেষ ॥ ১০১(ক)
ভ্রামস-আচারে	মানবেদা করে	জপ তপ যাগ দান।
দেব না বরবে	সময়ে তথায়	মেদিনী দেয় না ধান ॥ ১০১(খ)

চৌ—সেখানে নারীর শুধু আভরণ কেশদাম। ধনহীনা বহু-সুখা মমতা অপূর্ণ-কাম ॥  
 সুখান্তিলাষী অতি মতি নহে ধর্ম-রতা। বৃদ্ধি লবু মুকঠোর নাতি লেণ-কামলতা ॥ ১

রোগেতে পীড়িত নর না পায় সুখের লেশ । অকারণ অভিমান বিরোধ রহে বিশেষ ॥  
 পঞ্চাশ-বর্ষব্যাপী তা'রা অন্ন-আম্বুধর । মনে অহমিকা যেন রহিবে কল্যাণ-পর ॥ ২  
 বে-হাল ক'রেছে এই কলিকাল মানবেরে । তনয়া কি সহোদরা কিছু না বিচার করে ॥  
 নাহি ভোষ না বিবেক কিহা নাহি শীতলতা । সব জাতি কি কু-জাতি বেছে' নে'ছে যাচকতা ॥ ৩  
 ঈর্ষা লালসা কটু-বচনে পুরিত ধরা । একেবারে অপগত সমতা মানসতরা ॥  
 মহাশোকে চুখে ক্ষিপ্ত সকল মানব ভবে । আচরণ বর্ণাশ্রম ধর্ম-কর্ম গত এবে ॥ ৪  
 ইন্দ্রিয়-রোধ দান নাহি দয়া কি স্মৃতি । পর-প্রভারণা আর জড়তা ছে'য়েছে ক্ষিতি ॥  
 নর নারী সবে এবে শরীর-পরিপোষক । অবনী ভরিয়া রহে যত পর-নিম্মক ॥ ৫

দো—শুন ব্যাল-অরি	এই কলিকাল	দোষ ও পাপ-আগার ।
কিন্তু এক গুণ	আছে সু-মহৎ	প্রয়াস-বিনা নিস্তার ১০২(ক)
সত্যযুগে পূজা	ত্রৈত্যয় দ্বাপরে	যজ্ঞ যোগে যেই ফল ।
সেই গতি এই	কলিযুগে হরি-	নামেতে লভে কেবল ॥ ১০২(খ)

চো—সত্যযুগেতে যোগী হয় অমৃত-যুত । শ্রীহরির ধ্যান করি' হয় ভব-উত্তরিত ॥  
 ত্রৈত্যয় বিবিধ যাগ আচরণ করে নরে । প্রভুরে সমপি' ফল ভবের বারিধি তরে ॥ ১  
 দ্বাপরেতে রঘুপতি-চরণ করি' পূজন । ভবনিধি-তরা বিনা উপায় নাহিক কোনো ॥  
 কলিযুগে শুধু এক হরিগুণ-ভজনায় । অতল ভবের এই পারাবারে পার পায় ॥ ২  
 কলিযুগে নাহি যোগ নাহি ষাগ নাহি জ্ঞান । অনন্ত-আধার রাম রঘুপতি-গুণগান ॥  
 সব আশ্রয় ত্যজি' যেন্নন রাঘবেরে ভজে । প্রেমের সতিত যেবা গুণাবলী-গানে মজে ॥ ৩  
 সে ভবসাগরে তরে সংশয় নাহি তা'য় । কলিযুগে নাম-ফল সবে হাতে হাতে পায় ॥  
 কলির মহিমা এই অতি মহা-পুণ্যময় । সম্ভবে মানস-পুণ্য পাপ সম্ভব নয় ॥ ৪

দো—যুগ নাহি আর	কলির সমান	বিবাস হয় যদি ।
রাম গুণগান	গে'য়ে তরে নর	বিনায়াস ভবনিধি ॥ ১০৩(ক)
সত্য দয়া তপ	দান এর থাকে	কলিতে প্রধান দান ।
যেভাবে সেভাবে	যাচকের দিলে	করে দান কল্যাণ ॥ ১০৩(খ)

চো—রাম-মায়া-প্রেরণায় সব-জন্মে অবিরত । নিজ নিজ যুগ-ধর্ম হইতেছে আচরিত ॥  
 নির্মল সঙ্কলন সমতা ও অনুরক্ত । মোদিত মানস সদা সত্যযুগ-গুণ সব ॥ ১  
 সঙ্ক-প্রধান কিছু রজঃ আর কর্মে রতি । মোদিত সদাই মন ত্রৈত্যযুগ এ প্রকৃতি ॥  
 বহু রজঃ সঙ্ক অল্প কতক তামসভাব । দ্বাপরের ধর্ম এই কিছু হর্ষ-ভয় ভাব ॥ ২

তমঃ বহু রজঃ অন্ন বিসম্বাদ চারিষিকে । বিশিষ্ট ধরম এই কহিলাম কলিযুগে ॥  
 সুপণ্ডিত জন যিনি রাধি' মনে কাল-ধর্ম্য । অধর্মেরে পরিহরি' প্রেমে আচরেন কর্ম ॥ ৩  
 শ্রীরাম-চরণে রজঃ দৃঢ় মতি রহে বাঁ'র । যুগ-ধর্ম্য তাঁহারে না কভু করে অধিকার ॥  
 বাজিকর-মায়াজাল দর্শকে ভীত করে । প্রভাব না লাগে তাঁ'র নিজ-অমুচর' পরে ॥ ৪

### গুরু-অপমান ও শিবের শাপ প্রদান

দো—হরি-মায়া-কৃত	দোষগুণ হরি-	ভজনা বিনা না যায় ।
এ বিচারি' ত্যজি'	সকল কামনা	লাগ' রঘুবর পায় ॥ ১০৪ (ক)
সেই কলিযুগে	অনেক বরষ	অযোধ্যায় বাস করি' ।
আকাল আসিলে	বিদেশে গেলাম	অতীব বিপাকে পড়ি' ॥ ১০৪ (খ)

চৌ—গেলাম কোশল ছাড়ি' উজ্জয়িনীপুরী-যুখে । দরিদ্র মলিন দীন কাতর হইয়া হুখে ॥  
 কিছুকাল গতে কিছু ধন করি' আহরণ । শঙ্কর-আরাধনে আবার দিলাম মন ॥ ১  
 বিপ্র এক বেদবিধি-যুত ধুজ্জটি-ভক্ত । অশ্রু কাজ নাহি তাঁ'র সদা শিব-অমুরক্ত ॥  
 অতি সাধু-ভাবাপন্ন পরমার্থে জ্ঞানবান্ । শঙ্কু-উপাসক তবু শ্রীহরিরে ভক্তিমান্ ॥ ২  
 করিতাম তাঁ'র সেবা কপটতা ছুদে ধরি' । অতীব দয়ালু বিজ্ঞ নীতি-যুত অহি-অরি ॥  
 বাহিরে বিনয় হেরি' অতিশয় দয়া ভরে । তনয়ের মত করি' বিজ্ঞ পড়া'তেন মোরে ॥ ৩  
 শিব-মন্ত্র বিজ্ঞবর মোরে করিলেন দান । কত সাধু-উপদেশ 'কি করিব সে বাঞ্ছান ॥  
 শিব-মন্দিরে গিয়া নিজ মন্ত্র অপ করি' । দম্ব অহঙ্কারে মোর হৃদয় উঠিল ভরি' ॥ ৪

দো—হীনজাতি আমি	মতিতে মলিন	অতি খল বশ-মোহ ।
হরিভক্ত আর	বিশ্বের সনে	ছিল নিদারুণ জোহ ॥ ১০৫ (ক)
বুঝা'তেন গুরু	হ'তাম রাগত	হুখিত হ'তেন নিত্য ।
নীতি কি তাহার	ভাল লাগে বা'র	দম্বভেত ভরা চিত্ত ॥ ১০৫ (খ)

চৌ—একবার গুরু মোরে ডাকিয়া পাশে আপন । সুনীতি অনেক বিধি করিলেন বর্ণন ॥  
 হে সূত ভবানী-পতি ভজনার এই ফল । শ্রীরাম-চরণে জাগে অমুরাগ অবিলম্ব ॥ ১  
 আপনি বিধাতা শিব ভজনা করেন তাঁ'র । পাপ-রত মানবের কথা কিবা বল' আর ॥  
 বাঁহার চরণে নিজে শঙ্কর অমুগত । তাঁ'র সনে জোহ করি' সুখ চাও ভাগ্যহত ॥ ২  
 গুরু শঙ্করে হরি-সেবক কহেন শুনে' । অলিয়া উঠিল প্রাণ নিদারুণ রোষাগুণে ॥  
 বিভালাভ করি' আমি নীচজাতি খগবর । হইলাম পয়ঃ পান করি' যথা কপ-ধর ॥ ৩  
 কুটিল কু-ভাগ্য আমি অভিমানী নীচজাতি । করিতাম বিজ্ঞ-সনে জোহ সদা দিবারাতি ॥  
 দয়াবান্ অতি গুরু রোষের নাহি লেখ । বার বার জ্ঞান-শিখা দিলেন মোরে শেষে ॥ ৪

যথা নীচ বা'র পাশে আধক আদর পায় । অগ্রে তা'রেই বধ করে সেই চুরাশয় ।  
 অগ্নি হ'তে উৎপন্ন ধূঁয়া ভাই যেটমত । মেঘ-রূপ ধরি' করে অনলেই নির্বাপিত ॥ ৫  
 পথের উপরে ধূলি অনাদরে প'ড়ে রয় । চরণ-প্রহার সদা সবাঁকার শিরে বয় ।  
 যে বায়ু তাহারে তুলে প্রথমে তা'রেই ভরে । তা'র পর নৃপ-শিরে যুকুটের 'পরে পড়ে ॥ ৬  
 শুন হে বিহগরাজ বিচারিয়া এ ঘটন । জ্ঞানবান্ নীচ-সঙ্গ নাহি করে কল্যাণন ॥  
 কি কবি পণ্ডিত আর সবে কহে এই নীতি । খল-সনে ভাল নহে কলহ অথবা শ্রীতি ॥ ৭  
 রেখ' না ক' সঙ্ক কভু কুটিলের সনে । খল সারমেয়-সম পরিহর' খল জনে ॥  
 আহিলাম খল আমি প্রাণে কুটিলতা ভরা । ভাল না লাগিত গুরু-বচন মানসহরা ॥ ৮

দো—শিব-মন্দিরে	গিয়া একবার	অপিভেছিলাম নাম ।
আসিলেন গুরু	অহঙ্কার-বশে	উঠি' না করি প্রণাম ॥ ১০৬ (ক)
দয়ার মুরতি	না কহিলা কিছু	হৃদে নাহি ক্রোধ-লেশ ।
গুরু-অপমান	এ ভীষণ পাপ	সহিতে নারে মহেশ ॥ ১০৬ (খ)

চো—মন্দির-মাঝে তবে হইল আকাশ বাণী । রে অভাগা জ্ঞানহীন আত্ম-অভিমানি ॥  
 যদিও গুরুর তো'র পরাণে নাহিক ক্রোধ । অতীব দয়ার চিত্ত প্রাণে সম্যক্ বোধ ॥ ১  
 তথাপি দহিব তো'রে আমি মহা শাপানলে । নীতির হেলনে মোর পাশে নাহি ক্ষমা মিলে ॥  
 প্রদান না করি যদি ওরে খল সাজা তো'রে । ভ্রষ্ট তবে হ'বে মোর বেদ-পথ চিরতরে ॥ ২  
 গুরুর উপরে রাখে ঘেঘ যে অধম খল । কোটি যুগ ধরি' রহে রোরব নরক-তল ॥  
 তা'রপর পশু-পাখী যোনিতে ঘুরিয়া শেষ । অযুত জনম ধরি' সহে নিদারুণ ক্রেশ ॥ ৩  
 গুরু হেরি' ছিলা পাপি বসি' অজগর-প্রায় । হ' ভুজগ মতি তো'র পাপে অবলোপ-প্রায় ॥  
 এ অধম গতি লভি' বিটপি-কোটে গিয়া । থাক্ রে অধমাদম সেইখানে নিবসিয়া ॥ ৪

দো—হাহাকার করি'	উঠিলেন গুরু	শুনিয়া দারুণ শাপ ।
কম্পিত মোরে	নিরখি' জাগিল	অন্তরে পরিতাপ ॥ ১০৭ (ক)
প্রেম-ভরে করি'	হররে প্রণাম	করি' ছুই কর জোড় ।
গদ-গদ ভাবে	করেন মিনতি	বুঝিয়া নিয়তি মোর ॥ ১০৭ (খ)

### কল্যাণক

ঈশান ঈশ্বর নির্বাক-রূপ তোমা নমি । বিহু ব্রহ্ম বেদ-রূপ ব্যাপক অন্তর্যামি ॥  
 তুমি হে স্বরূপ-স্থিত গুণ ইচ্ছা-বিরহিত । চিদাকাশ আকাশ-বাসক চরণ ভজে প্রণত ॥ ১  
 তুমি নিরাকার আর ত্রীয়া ওঁকার-মূল । অতীত ইন্দ্রিয় মন বাক্য ঈশ-গিরিকূল ॥  
 মহাকাল-কাল তুমি করাল হে কুপারান্ । সংসার-অপার-পার নতি মম গুণধাম ॥ ২

• তুমি চৈতন্য, আকাশবৎ এক আকাশ ভোবার বস ; অর্থাৎ তুমি বিশ্ববর ।

হিমাজি-সঙ্কাস তুমি গৌর গম্ভীর হর। স্বৰ্গ মনোজ-শোভা-নিমিত্ত তমু-ধর।  
 ক্ষুরিত মৌলি কল্লোলিনী সুরধনৌ। কণ্ঠে ভূজগ শোভে ভালে বাল-নিশামণি ॥ ৩  
 চলত-কুণ্ডল আঁধি বিশাল জ্র মনোহর। প্রসন্ন আনন নীলকণ্ঠ তুমি দয়াকর ॥  
 যুগাধীশ-চন্দ্র-বাস মুণ্ড-হার শোভা পায়। চরাচর-প্রিয় নাথ শঙ্কর নতি পায় ॥ ৪  
 প্রচণ্ড\* প্রকৃষ্টেণ তুমি প্রগল্ভ পরমেশ্বর। অখণ্ড অজন্ম আর কোটিভাঙ্গ-জ্যোতিধর ॥  
 ত্রিশূল নিম্নলকারি হে প্রভু ত্রিশূল-পাণি। ভজি হে ভাবের গম্য ভাবানী-ঈশ্বর আমি ॥ ৫  
 কল্যাণ-রূপ কলা-অতীত কল্লাস্তকারি। সচ্ছন্দ-সুখদাতা সদা ওহে ত্রিপুরারি ॥  
 জ্ঞান-সুখ-পারাবার সব মোহ-অপহারি। প্রসীদ প্রসীদ প্রভু মানস-মখন-অরি ॥ ৬  
 ইহ কিবা পরলোকে মানব না যত দিন। উমানাথ তব পাদ-পদ্মগুণে হয় লীন ॥  
 তত দিন শান্তি নাই তাপ নাহি দূরে যায়। প্রভু স্বৰ্গ-ভূতবাসি শ্রীতমনে রাখ পায় ॥ ৭  
 নাহি জানি যোগ জপ না জানি পূজা ভজন। তোমারি চরণে সদা স্বৰ্গদা মোর মন ॥  
 জন্ম জরার হুখে তাপিত হুখারে প্রভু। রক্ষা কর নমি তোমা শিব ভগবান্ বিভু ॥ ৮

দ্বৈক—এ কজ-অষ্টক হর-শ্রীতি হেতু দ্বিজ নিবেদিতা যা'র।  
 সন্তকতি পাঠ করিলে মানবে শঙ্কর-শ্রীতি পায় ॥ ৯

## শিবের শিকট কমা-ভিক্ষা

দো—মিনতি শুনিয়া	সর্বজ্ঞ শিব	দেখি' দ্বিজ-অমুরাগ।
করেন মন্দিরে	দেব-বাণী পুনঃ	দ্বিজবর বর মাগ' ॥ ১০৮(ক)
প্রসন্ন যদি হে	মোর 'পরে প্রভু	যদি এই দীনে স্নেহ।
প্রথমে বিতরি'	ও পদে ভকতি	পরে আর বর দেহ ॥ ১০৮(খ)
তব মায়ান-বশে	এ জড় মানব	ফিরি'ছে হারা'য়ে জ্ঞান।
এর 'পরে ক্রোধ	না করিও প্রভু	কৃপানিধি ভগবান্ ॥ ১০৮(গ)
হে শঙ্কর প্রভু	দীনে দয়াময়	কৃপা কর এই দীনে।
তোমার কৃপায়	শাপ বর হয়	যেন হে অন্নদিনে ॥ ১০৮(ঘ)

চৌ—করুণানিধান এবে এই কৃপা কর' এরে। মহা কল্যাণ বাহে এ মানব লাভ করে ॥  
 পরহিত-সিক্ত ব্রাহ্মণ-বাণী শুনি'। 'এবমজ্ঞ' বলি' শেষে হইল আকাশ-বাণী ॥ ১  
 যদিও অধম-মতি ক'রেছে দাক্ষণ পাপ। তাই এর প্রতি আমি দিয়াছি গম্ভীর শাপ ॥  
 তথাপি তোমার হেরি' সাধুতা বিজ্ঞোক্তম। করুণা ইহার পরে করিলাম অতুলন ॥ ২  
 পর-উপকারী যেবা আর কমা-পরায়ণ। মোর পাশে রাম-সম প্রিয় সেই ব্রাহ্মণ ॥  
 বিকল না হ'বে কভু মোর অভিশম্পাত। সহস্র যোনিতে স্থির কিরিবে এ অচিরাত ॥ ৩

তবে জন্ম-মরণেতে যে দুঃসহ দুখ পায় । তাহার কিছুই নাহি কখনো লাগিবে তাঁর ॥  
 জ্ঞান দূর নাহি হ'বে কোন যোনি-মাঝে গিয়া । এব মম বাণী শৃঙ্গ শুন এবে মন দিয়া ॥ ৪  
 একে ত' জনম তব হ'ল রঘুনাথ-পুরী । তাহাতে আমার সেবা করিলে পরাণ ভরি' ॥  
 পুরীর প্রভাবে আর অমৃগ্নহ-ভরে মোর । রামের ভকতি স্থির জাগিবে হৃদয়ে তাঁর ॥ ৫  
 বৎস শুনহ এবে সত্যভাষা এ আমার । বিজ্ঞ-সেবা ত্রুত শুধু হরি-মন ভূষিবার ॥  
 আর যেন করিও না কতু বিজ্ঞ-অপমান । সন্তুষ্ট করিও মনে অপার ক্রীড়গবান্ ॥ ৬  
 ইন্দ্র-কুলিশ কিবা বিশাল ত্রিশূল মম । কাল-করুণত দণ্ড শূদর্শন শ্রুতীষণ ॥  
 এদের(ও) প্রহারে যার জীবন নাহিক যায় । বিজ্ঞ-জ্যোহ অনলে সে ভস্ম হয় নিশ্চয় ॥ ৭  
 এ বিবেক যত্নভরে স্মরণে রাখিলে পরে । হৃদয় তাঁর আর কিছু নাই সংসারে ॥  
 অপর রহিল তব 'পরে মম আশীর্ব্বাদ । ক্রটিমত সব ঠাই রহিবে গতি অবাধ ॥ ৮

কাক-কুসুমিত্তির পূর্ব্বকথা

দো—শিব-বাণী শুনি'	পুলকিত গুরু	'এবমন্ত' এই বলি' ।
আমারে বুঝা'য়ে	শিব-রত মনে	ভবনে গেলেন চলি' ॥ ১০২(ক)
কাল-প্রেরণায়	বিক্য-গিরিতে	যাইয়া হ'লাম ব্যালক ॥
কোন ক্রেশ বিনা	সে-তমু ত্যজিহু	গত হ'লে কিছুকাল ॥ ১০২(খ)
যে শরীর ধরি	তাহাই আবার	ত্যাগিতাম অনায়সে ।
সে যেন ধারণ	নূতন বসন	ত্যাগিয়া জীর্ণ বাসে ॥ ১০২(গ)
হর রাখিলেন	বেদের সম্মান	আমি নাহি পাই কষ্ট ।
নানা কলেবর	ঋগবর ধরি	জ্ঞান নাহি হয় নষ্ট ॥ ১০২(ঘ)

চো—তির্য্যগ দেব নর যে শরীর ধরিতাম । তা'তেই ভজনা রামে যথাবিধি করিতাম ॥  
 সব স্মৃখ-মাঝে ছিল শুধু এক দুখ-ভার । অমন দয়ার গুরু-সনে রুঢ় ব্যবহার ॥ ১  
 শেষের শরীর মোর হ'ল এক বিপ্রেয় । দেব-চরিত্র হায়া গীত বেদ-পুরাণের ॥  
 সে যোনিতে মিলি' যত অপর বালক সনে । ক্রীরাম-চরিত্রলীলা খেলিতাম একমনে ॥ ২  
 কিশোর হইলে পিতা দেন মোরে শিক্ষাদান । শুনি বুঝি সব তবু তাহাতে মজে না প্রাণ ॥  
 মনের বাসনা যত সমুদয় তিরোহিত । রামের চরণ-পানে শুধু টান প্রধাবিত ॥ ৩  
 কহ ঋগরাজ হেন কেবা আছে ধরা'পরে । যেবা কামধেনু ছাড়ি' গর্দভী-সেবা করে ॥  
 কিছু না লাগিত ভাল এই প্রেম-সীন মনে । পরাজিত পিতা মোরে পড়াইয়া এ-কারণে ॥ ৪  
 পরলোক গত যবে কাল-বশে পিতামাতা । বনে চলিলাম তবে ভজিতে ভক্ত-জ্ঞাতা ॥  
 বন-মাঝে যথা যথা মুনিগণে হেরিতাম । তাঁ'দেরি আবাসে গিয়া পদতলে নমিতাম ॥ ৫

শুধা'তাম রাম-গুণ তাঁ' সবায় প্রেমভরে । কহিলে সে গুণগান শুনিতাম শ্রীতিভরে ।  
 কিরিতাম শুনি' শুনি' হরিগুণ-অমুবাদ । অব্যাহত ছিল গতি শব্দর প্রসাধাৎ ॥ ৬  
 হৃত ধন মান-আশা মন হ'তে অপগত । শুধু এক মহানল অন্তরে ধুমায়িত ॥  
 শ্রীরাম-চরণ যবে হেরিব নয়ন ভরি' । তখন মানিব মোর জনম সকল করি' ॥ ৭  
 বাঁহারে শুধাই সেই মুনিই এ কথা ক'ন । ভগবান্ সর্ব-ভূত-অধিগত হ'য়ে র'ন ॥  
 আমারে অ-গুণবাদ কিছু ভাল না লাগিত । বিস্তর স-গুণ লীলা তরে প্রাণ লালায়িত ॥ ৮

দ্বো—গুরুর বচন শ্রবণ করিয়া প্রেম রাম-পদতলে ।  
 রঘুপতি-গুণ গাহিয়া বেড়াই নব অমুরাগ-বলে ॥ ১১০ (ক)

লোমশ-মুনির লক্শণে গমন ও শাপ-বর লাভ

সুমেরু-শিখরে বটতরু তলে লোমশ মুনি আসীন ।  
 হেরিয়া চরণ প্রণতি করিয়া কহিলাম বাণী দীন ॥ ১১০ (খ)  
 শুনি' বাণী মম বিনীত কোমল কৃপাবান্ মুনিরাজ ।  
 সাদরে শুধা'ন ব্রাহ্মণ তুমি আসিয়াছ কোন্ কাজ ॥ ১১০ (গ)  
 কহিলাম প্রভু কৃপানিধি তুমি সব জান' গুণবান্ ।  
 স-গুণ ব্রহ্ম-আরাধনা দেহ বুঝাইয়া ভগবান্ ॥ ১১০ (ঘ)

চৌ—তখন আমারে মুনি যোগজ্ঞান-পরায়ণ । কীর্তন করি' কিছু রঘুপতি-গুণগণ ॥  
 আমারে জানিয়া সেই পরাজ্ঞান-অধিকারী । ব্রহ্মজ্ঞান-রত আর পরম বিবেকাতারী ॥ ১  
 ব্রহ্ম-উপদেশ মুনি করিলেন আরম্ভন । অধৈর্য অ-জ্ঞান তিনি অতীত বিষয় মন ॥  
 রূপ-রস-বুদ্ধি আর ইচ্ছার অগোচর । অমুক্তবগম্য শুধু অধঃ পরমেশ্বর ॥ ২  
 মন ইন্দ্রিয়াতীত মল-হীন অবিনাশী । বিকার-অতীত আর অবিচল সুখরাশি ॥  
 তিনিই সে তুমি মাঝে নাহিক কিছুই ভেদ । জল ও লহর যথা এই গা'য় সব বেদ ॥ ৩  
 অনেক বিধানে মুনি দেন মোরে উপদেশ । নিগু'ণ-মতবাদে না লাগিল মন লেশ ॥  
 আবার কহিছ তাঁ'র চরণে প্রণাম করি' । সগুণ-সাধনা প্রভু কহ মোরে দয়া করি' ॥ ৪  
 শ্রীরাম-ভকতি নীরে আমার মানস ধীন । কেমনে পৃথক্ করি তাহারে মুনি প্রবীণ ॥  
 কৃপা করি' কর প্রভু সেই উপদেশ দান । নয়নে বাহাতে পাই হেরিতে শ্রীভগবান্ ॥ ৫  
 আমার প্রভুরে আগে নিরখি' নয়ন ভরি' । পরে নিগু'ণ-বাদ শুনিব যতন করি' ॥  
 শুনি' মুনি পুনঃ কহি হরি-কথা অমূল্যম । খণ্ডি' নিগু'ণ-মত করিলেন নিরূপণ ॥ ৬  
 খণ্ডন করি' তবে নিগু'ণ-মতবাদ । সগুণের পক্ষে করি হঠ-ভরে প্রতিবাদ ॥  
 উত্তরে দিচ্ছ প্রতি-উত্তর মুনিবরে । তাহাতে রোষের চিহ্ন মুনি-দেহে উঠে ভ'রে ॥ ৭  
 শুন প্রভু যদি বহু অপমান-শর বয় । জ্ঞানীর(৩) জ্বলে তব রোষের উদয় হয় ॥  
 অতি-দুর্ভাগ যদি কছু করে কোন জন । চন্দন(৩) তা'হে করে অনল-শিখা সৃজন ॥ ৮



দো—কোপ-ভরে মুনি	যবে বারবার	স্থাপন করেন জ্ঞান।
বসিয়া তখন	মনোমাবে করি	বহুবিধি অনুমান ॥ ১১১ (ক)
ভেদ-বুদ্ধি বিনা	কেন আসে রোষ	ভেদ বিনা-অজ্ঞান।
মায়া-বদ্ধ জড়	সীমাবদ্ধ জীব	হয় কি বিভূ-সমান ॥ ১১১ (খ)

চৌ—সর্ব-হিতকামী যেবা দুখী কভু সে কি হয়। স্পর্শমণি যা'র কাছে দীনতা কি তাঁ'র নয় ॥  
 পর-জ্যোহী কখনো কি হয় ভয়-বিরহিত। কামী কি রহিতে পারে কালিমায় অ-লোপিত ॥ ১  
 বিপ্র-অহিত করি' বংশ কি রহে আর। কর্ম সম্ববে পরা-জ্ঞান লাভ হয় যা'র ॥  
 স্মৃতি জাগে কি যেবা খলের সাথিতে রয়। পরজ্ঞী-গামীর কহ স্মৃ-গতি কি কভু হয় ॥ ২  
 পরমাত্মা-বিৎ ভব-সাগরে কভু কি পড়ে। কভু স্মৃষী হয় কি যে হরি-নিম্না সদা করে ॥  
 নীতি-জ্ঞান বিনা রাজ্য কখনো কি রক্ষা হয়। হরির মহিমা-গান-পরেও কি পাপ রয় ॥ ৩  
 পুণ্য-বিহনে কেহ পায় কি বিমল যশ। পাপ না করিলে ভোগ কভু কি করে সুযশ ॥  
 হরিভক্তি-সম লাভ হয় অশ্রু প্রকারেতে। নিয়ত করে যা' গান যত বেদ পুরাণেতে ॥ ৪  
 ধরা-মাঝে এর প্রায় আর হানি কিসে হয়। শরীর ধরিয়া যদি রামে মতি নাহি হয় ॥  
 অসাক্ষাতে নিন্দা করা কিবা পাপ এর চেয়ে। দয়ার অধিক আর কি ধরম জগ ছে'য়ে ॥ ৫  
 এমনি যুক্তি কত উঠে মনে অগণিত। মুনি-উপদেশ নহে অন্তরে প্রবেশিত ॥  
 সপ্ত-স্থাপনা যেই করিলাম শেষবার। গচ্ছি' উঠেন মুনি ক্রোধের ভরে অপার ॥ ৬  
 রে মুঢ় পরম শিক্ষা না ধরিলি হার মনে। তর্ক-বিতর্ক বহু করিলি আমার সনে ॥  
 প্রত্যয় না করিয়া শ্রুত বচনে মম। সকল যুক্তিতে ডর করিলি বায়স-সম ॥ ৭  
 টান ভোর অভিশয় আপন অধম মতে। হ' গিয়া চণ্ডাল-খগ মোর অভিশম্পাতে ॥  
 হরবে মুনির শাপ লইলাম তুলি' শিরে। দীনভাব নাহি মনে ভয় নাহি অন্তরে ॥ ৮

দো—ধরিত-ধরিষু	কাক-কলেবর	মুনিপদে করি' নতি।
রত্নকূলমণি	রাম-পদ স্মরি'	উড়িষু হরষ-মতি ॥ ১১২(ক)
হে উমা যেজন	রাম-পদে রত	গত কাম মদ ক্রোধ।
প্রভু-ময় জগ	বে হেরে মানসে	আসে না বিরোধ-বোধ ॥ ১১২ (খ)

চৌ—শুন খগরাজ এতে মুনি-দোষ নাহি কোন। সবারি প্রেরক সেই রত্নকূল-বিভূষণ ॥  
 কৃপার সাগর করি' মুনির মানস-ভ্রম। পরীক্ষা আপন পদে করিলেন প্রেম মম ॥ ১  
 জানি' প্রভু মোরে তাঁ'র কায়-মন-বাক্য দাস। মুনির দ্বন্দ্বয়ে দয়া করান পুনঃ প্রকাশ ॥  
 আমার বীরতা হেরি' ক্রোধ-বিরহিত প্রাণ। ঐরাম-চরণে মম প্রীতি অ-পরিমাণ ॥ ২  
 অভিশয় খেদ-ভরে পরিতাপ করি' তিনি। বিশেষ আদর করি' আবার ডাকেন মুনি ॥  
 অনেক প্রকারে মোরে পরিতোষ করি' দান। করিলেন রাম-মন্ত্র হরবে আমারে দান ॥ ৩

মম আত্মীবন-প্রিয় শিশু রাম-রূপ ধ্যান ।      দেন বলি' বিধি সেই পরম কৃপানিধান ॥  
 প্রাণ-মনোহর কত কত সুখ ভরা রূপ ।      সে রূপের ধ্যান আগে ব'লেছি হে খগভূপ ॥ ৪  
 তাঁ'র পর কিছু কাল রাখিয়া আপন পাশে ।      শ্রীরাম-চরিত কথা শুনা'ন বিবিধ ভাবে ॥  
 অতীব আদর ভরে শুনাইয়া সেই বাণী ।      অবশেষে সুখকর বচন বলেন মুনি ॥ ৫  
 এ গোপন রাম-লীলা প্রেমের অপার উৎস ।      মহেশ-প্রসাদে তবে করিয়াছি লাভ বৎস ॥  
 এখন তোমারে জানি' পরম ভক্ত তঁা'র ।      অকপটে উদ্ঘাটন করিলাম ভেম ইহার ॥ ৬  
 হে তাত নাহিক যা'র শ্রীরাম-ভক্তি প্রাণে ।      না উঠা'য়ো এই কথা কভু তাঁ'র সন্নিধানে ॥  
 বুঝা'ন আমারে মুনি কতই বিবিধ ভাঁতি ।      করিলাম মুনি-পদে প্রেমের সহিত নতি ॥ ৭  
 আপন কমল-পাণি পরশি' আমার শিরে ।      আশীষ দিলেন কত ভাসিয়া পুলক-নীরে ॥  
 শ্রীরাম-চরিত তো'র হৃদয়েতে অবিরল ।      আমার আশীষে এবে রহিবে সদা অচল ॥ ৮

মো—শ্রীরামের প্রিয়	হও সদা মান-	অতীত সু-শুভবান্ ।
কামরূপ আর	ইচ্ছা-মরণ	বিরাগ জ্ঞান-নিধান ॥ ১১৩ (ক)
যেখানেই তুমি	করিবে নিবাস	স্মরিয়া শ্রীভগবান্ ।
যোজন ব্যাপিয়া	মায়া মোহ তথা	কভু না পাইবে স্থান ॥ ১১৩ (খ)

চৌ—কাল করমের গুণ কিহা অপগুণচয় ।      না লাগিবে স্বভাবজ দোষ গুণ সমুদয় ॥  
 রামের রহস্তলীলা ললিত বিধান যত ।      ইতিহাস পুরাণে যা' গুণ বা প্রকটিত ॥ ১  
 আয়াস বিহনে তব মানসে উদ্ভিত হ'বে ।      নিত নব অমুরাগ রাম-পাদপদ্মে র'বে ॥  
 বাসনা উদ্ভিবে যাহা হ'বে তাহা সুসাবিত ।      হরির প্রসাদে কিছু না র'বে অনধিগত ॥ ২  
 আশীষ-বচন এই যেমনি কহেন মুনি ।      গভীর নিনাদে নভেঃ হ'ল পূত ব্রহ্ম-বাণী ॥  
 সত্য হো'ক জ্ঞানী মুনি তোমার আশীষ বত ।      এ মোর ভক্ত প্রিয় কায় মন কর্ম-গত ॥ ৩  
 অপার হরষ প্রাণে দেববাণী শুনি' কাণে ।      সব সংশয় গত প্রেম ওভ-প্রোত মনে ॥  
 করিয়া মিনতি মুনি-আদেশ করি' গ্রহণ ।      চরণ-সরোজে করি' বার বার প্রণমন ॥ ৪  
 অতীব হরষ ভরে আসিহু এ আশ্রমে ।      চন্দ্র'ভ বর পে'ন্ত প্রভুর ভক্ত-গুণে ॥  
 করিতে হেথায় বাস হ'য়ে গেল এইমত ।      সন্ত-বিশ কল্প এবে কাল-কোলে নিপতিত ॥ ৫  
 বলিয়া নিয়ত করি রত্নপতি গুণ-গান ।      শুনে যত বিহগেরা পরম পুলক-প্রাণ ॥  
 যখনি কোশলপুরে আসি' রাম রত্নরায় ।      মানবের হিত-তরে ধরেন মানব-কায় ॥ ৬  
 মহা উল্লাসে গিয়া তখন কোশলে রই ।      তাঁহার বালক-লীলা নিরখিয়া ধন্ত হই ॥  
 আবার প্রভুর মম সে মোহন বালরূপ ।      হৃদয়ে ধরিয়া কিরে' আসি হেথা খগ-ভূপ ॥ ৭  
 সকল কথাই তোমা করিলাম বর্ণন ।      এই নীচ কাক-দেহ লজ্জিলাম যে কারণ ॥  
 শব্দা তোমার সব মিটা'য়েছি খগবর ।      কি কহিব আহা রাম-ভক্তি কি মনোহর ॥ ৮

দো—তাই এ শরীর	প্রিয় মম অতি	পেঁমু এতে রাম-স্নেহ ।
পেঁলাম ইহাতে	প্রভু-দরশন	অপগত সন্দেহ ॥ ১১৪ (ক)
ভক্তির প্রতি	পক্ষপাত করি'	পাইলাম স্বমি-শাপ ।
মুনি-হুম্ভ	বর পে'মু দেখ	ভক্তনার কি প্রতাপ ॥ ১১৪ (খ)

চৌ—ভকতির এ প্রতাপ জেনেও যে ত্যাগ করে । অম ক'রে মরে যেবা অবিরল জ্ঞান করে ॥  
 মূৰ্খ সে মহা মোহে কামধেনু পরিত্যজি' । অর্ক-বিটপে হৃৎ তরে মরে খুঁজি' খুঁজি' ॥ ১  
 শুন খগনাথ হরি-ভকতির পরিত্রি' । অপর উপায়ে যেবা চাহে স্নেহে কাল হরি ॥  
 মূৰ্খ সে বিনা তরী পারহীন পারাবার' । সীতারি' আপন বলে প্রয়াসে হইতে পার ॥ ২  
 ভুগুণ্ডর এ বচন শুনি' তবে হে ভবানি । গরুড় মোদিত মন কহিল কোমল বাণী ॥  
 তোমার প্রসাদে প্রভু আমার হৃদয়-মাঝে । সংশয় মোহ ভ্রম শোক কিছু নাহি রাজে ॥ ৩  
 শুনলাম মহাপুত ত্রিপুরার গুণগ্রাম । শাস্তি তোমার কৃপা-বলে হৃদে লভিলাম ॥  
 আর এক কথা প্রভু করি' তোমা জিজ্ঞাসা । বুঝা'য়ে বলহ মোরে মিটাও মম পিপাসা ॥ ৪  
 সব সাধু মুনি এই ক'ন বেদ পুরাণেতে । হুম্ভ নাহি কিছু জ্ঞানের সম জগতে ॥  
 সেই জ্ঞান-উপদেশ দিলেন তোমায়ে মুনি । অথচ ভকতি সম আদর না হ'ল শুনি' ॥ ৫  
 হে প্রেমি হে কৃপাধাম মোরে কৃপা দেখাইয়া । ভকতি ও জ্ঞানে ভেদ কিবা দাও বুঝাইয়া ॥  
 ভুগুণ্ড গরুড়-বাণী শুনিয়া মোদিত মন । সমাদর তরে কাক আরম্ভিল বর্ণন ॥ ৬

#### জ্ঞান-ভক্তি মিলন

ভকতি ও জ্ঞান-মাঝে কিছুই নাহিক ভেদ । দুই-ই হরণ করে ভব-সমুদ্র বেদ ॥  
 তথাপিও মুনিরাজ প্রভেদ কহেন বাহা । শুনহ বিহগবর অবহিত হ'য়ে তাহা ॥ ৭  
 জ্ঞান কি বিরাগ আর বোগ কিম্বা অমুভব । এ সব পুরুষ-বাচা শুন খগ-পুঙ্গব ॥  
 পুরুষ-প্রতাপ হয় প্রবল সকল ভাঁতি । স্বভাবে অবলা মায়ী আ-জ্ঞানম অড়ভাঁতি ॥ ৮

দো—নারী ত্যজিবারে	পারে সে পুরুষে	যে বিরাগী মতি-বীর ।
পারে না ক' কামী	বিষয়ে মগন	চ্যুত পদ-রম্যবীর ॥ ১১৫ (ক)
পরাজ্ঞান-খনি	মুনিও বিবশ	বিধুমুখী আশি হেরি' ।
নিজ বিম্ব-মায়া	আপনি প্রকাশে	তবে মায়া-রূপ ধরি' ॥ ১১৫ (খ)

চৌ—এ বিচার-মাঝে মোর নাহি কোন পক্ষপাত । এ শুধু বাখান করি সাধু বেদ-সমুদ্র-মত ॥  
 কি মজার রীতি এক দেশ ভাবি' অহি-অরি । নারী-রূপে বিমোহিত নাহি হয় কছু নারী ॥ ১  
 মায়া ও ভকতি-বলি' এই দুই বাহা আছে । নারী-বর্গ বলি' এরা বিদিত সবার কাছে ॥  
 তার মাঝে রম্যবীর ভকতিতে অতি প্রীত । নটিনী বেগারী মায়া বলি' শুধু কীর্ত্তি ॥ ২

অনাবিল ভকতিতে তাঁ'র অতি প্রীতি হয় । সেই হেতু মায়া তাঁ'রে ভয় করে অভিশয় ৷  
 উপমা-রহিত শুদ্ধ রামপদ-শ্রেণী রসে । ভাঙিয়া সকল বাধা বাহার মানস রসে ॥ ৩  
 তাহারে হেরিয়া মায়া রহে সদা ক্লান্ত । কভু না করিতে পারে তাঁ'রে তিল প্রভাবিত ॥  
 এ বিচার করি' যেনা মহামুনি পরাজ্ঞানী । তিনিও বাচেন নিভ প্রভু-শ্রেণী সুখ-ধনি ॥ ৪

দো—এ গোপন ভেদ      শ্রীমদুনাথের      সহজে কেহ না পায় ।  
 যে পায় কৃপায়      মোহ তাঁ'র পাশে      স্বপনেও নাহি যায় ॥ ১১৬ (ক)

## জ্ঞান-দীপক

অপর প্রভেদ      জ্ঞান ভকতিতে      শুন এই সুপ্রবীণ ।  
 যা'র ফলে প্রেম      রামের চরণে      বিরাজিবে অমলিন ॥ ১১৬ (খ)

চৌ—কখন-অতীত এক কথা শুন আর ইহা । কখনেতে নাহি আসে বুঝিবার শুধু তাহা ॥  
 পরম বিভূর অংশ এই জীব অবিনাশী । জ্ঞান-ময় অমলিন স্বভাবতঃ সুখ-রাশি ॥ ১  
 মায়ায় বিবশ হ'য়ে সে আসি' ধরণী 'পরে । স্বকরে জড়িত যথা পশু পাখী কি বানরে ॥  
 চেতনের 'পরে গাঁঠি জড়ের পড়িয়া গেছে । খুলিতে কঠিন বড় যদিও সে গাঁঠি মিছে ॥ ২  
 সে হ'তে মরণ জন্ম সহৈ জীব সমুদায় । নাহি খুলে সেই গাঁঠি আর না সে সুখ পায় ॥  
 ষোলার উপায় বহু বেদ ও পুরাণে গা'য় । শিথিল না হ'য়ে আরো অধিক জড়া'য়ে যায় ॥ ৩  
 জীবের জন্মে মহা অজ্ঞান-অধিয়ার । চুপেই ঠেকে না গাঁঠি খুঁজিবে কেমনে আর ॥  
 যদি ভগবান্ দেন কভু সংযোগ এই । মোচিত কঠিন গাঁঠি তবেই কদাচ সেই ॥ ৪  
 সবগুণ-অজ্ঞানগাভী যা'র অন্তরে বসে । করুণা-নিধান বিজু শ্রীহরির কৃপাবশে ॥  
 জপ তপ ব্রত আদি বিধি সংযম আর । বেদ-বিধি-বিরচিত শুভ-ক্রিয়া ও আচার ॥ ৫  
 এই সব তৃণ সেই উদরে যখন ভরে । ভাব-রূপ বৎসরে লভে মহাসুখ-ভরে ॥  
 বিশ্বাস-হৃদ-ভাণ্ড নিবৃত্তি হ্রাদন-পাশ । আহীর অপাপ মন সদা আশ্রয়ত দাস ॥ ৬  
 দোহন করিয়া এই পয়ঃ শ্রেষ্ঠ ধর্ম ময় । নিকামভাব-অগ্নি 'পরে যবে উত্তলয়\* ॥  
 শীতল তাহারে করে সম্ভোষ ক্ষমা-বায় । মন-নিগ্রহ তরু ধীরতার যোগ পায় ॥ ৭  
 প্রসন্নতা-সুখভাণ্ডে বিচার-মহুনি দিয়ে । দম-দণ্ডাধার 'পরে সত্যবাণী-পাশ দিয়ে ॥  
 মন্বন করিয়া লভে সে পরম নবনীত । বিমল বিরাগ অতি মনোহর সু-পুণ্ডিত ॥ ৮

দো—যোগাগ্নি তখন      করিয়া আলিত      শুভাশুভ কাজে আসি' ।  
 বুদ্ধিতে' জুড়া'বে      জ্ঞান-হবি যবে      মোহ-মলা যাবে অলি' ॥ ১১৭ (ক)  
 সে পরম হবিঃ      যতনে লভিয়া      বিজ্ঞান-রূপী বুদ্ধি ।  
 চিত-দীপ ভরি'      সম-দীপদানে      রাধিবে সহিত শুদ্ধি ॥ ১১৭ (খ)

বধ জাগরণ	গাঢ় ঘুম-আর	ত্রিশূল-কাপাশ হ'তে ।
তুরীরে তুলা	করি' আহরণ	সুদৃঢ় বস্তি-সাথে ॥ ১১৭ (গ)
করিলে কালিত	ভেজ-মণ্ডিত	বিজ্ঞানময় দীপ ।
নিমেষে পুড়িবে	মোহ-আদি সব	যেমনি যা'বে সমীপ ॥ ১১৭ (ঘ)

চৌ—“আমি সেই” এই ভাব খণ্ডহীন এই বৃত্তি । এ বিচিত্র প্রদীপের চণ্ড শিখার দীপ্তি ॥  
 আত্ম-অমৃতব রশ্মি এ হ'তে ছড়া'বে যবে । সব ভব-ভেদ ভ্রম সমূলে বিনাশ হ'বে ॥ ১  
 অবিভা-জনিত সব মায়া মোহ-অধিয়ার । চিরতরে নাশ হ'বে সহ যত পরিবার ॥  
 তখনি বিজ্ঞান-বুদ্ধি আত্ম-অমৃতবালোকে । হৃদ মন্দিরে বসি' এ-গাঁঠ খুলে পুলকে ॥ ২  
 এ গাঁঠ খুলিতে বুদ্ধি যদি হয় লক্ষ্য । কৃতার্ব এ জীব তবে পাইয়া পরম ধন ॥  
 একটি মজার কথা কহি তোমা খগরায় । খুলি'ছে এ গাঁঠ তবু মায়া হয় অন্তরায় ॥ ৩  
 তখন সে স্বাক্ষি লিঙ্গি সবারে করি' প্রেরণ । বুদ্ধির কতমতে দেয় নানা প্রলোভন ॥  
 কল বল ছল করি' তাহার নিকটে যায় । অঁচল-সমীরে নিজ জ্ঞানের দীপে নিবায় ॥ ৪  
 তবে যদি এই বুদ্ধি হয় সুচতুর অতি । বিশ্ব জানিয়া সবে চাহে না তা'দের প্রতি ॥  
 এই ভাবে মায়া-বাধা যদি তা'র নাহি ঘটে । তখন দেবতা-বাধা উপাধি আসিয়া জুটে ॥ ৫  
 দেহ-ঘরে বাতায়ন সম ইন্দ্রিয় যত । প্রতি ইন্দ্রিয়-দ্বারে এক দেব অধিষ্ঠিত ॥  
 আসিতে দেখেন যেই বিষয়ের সমীরণ । অমনি তাহার দ্বার ক'রে দেন বিমোচন ॥ ৬  
 বিষয়ের মহাবায়ু হৃদ-কক্ষতলে গিয়া । আত্ম-অমৃতব দীপ দেয় তবে নিবাইয়া ॥  
 কিসে আর গাঁঠ খুলে হৃদ-ভরা অধিয়ার । কূলে এসে তরী জুবে প্রাণ করে হাহাকার ॥ ৭  
 ইন্দ্রিয় কি দেবতা জ্ঞান নাহি ভালবাসে । সদাই তা'দের প্রীতি ইন্দ্রিয়-ভোগরসে ॥  
 বিষয়ের সমীরণ বুদ্ধি মজা'ল যবে । আবার সে দীপ বল' কে আর জালা'বে তবে ॥ ৮

দৌ—তখন আবার	বহুভাবে জীব	ভোগে সংসার-ক্লেশ ।
হরি-মায়া অতি	তরিতে কঠিন	সহজে নহে খগেশ ॥ ১১৮ (ক)
বলিতে কঠিন	বুদ্ধিতে কঠিন	জ্ঞান-সাধনার কষ্ট ।
যদি কদাচিত্	জ্ঞান কেহ পায়	বিশ্ব করে তা' নষ্ট ॥ ১১৮ (খ)

চৌ—জ্ঞান-পথ খগপতি কৃপাণের দ্বার যেন । পতন হইতে দেবী লাগে না ক' এক ক্ষণ ॥  
 এ পথে যে বিনা বাধা হ'তে পারে উত্তরিত । কৈবল্য তা'র তরে র'য়েছে অবধারিত ॥ ১  
 কৈবল্য পরা-পদ অতিশয় দুর্লভ । সমু পুরাণ কিবা নিগমাদি ক'ন সব ॥  
 হে প্রভু পরা সে-পদ অনিচ্ছায় জোর ক'রে । শ্রীরাম-ভজনা কলে আসে ভক্তের 'পরে ॥ ২

স্থল বিনা জল যথা তিষ্ঠিতে নাহি পায় । কক্ক না কেন কেহ কোটি যতন তাঁ'র ॥  
 সেই মত মোক্ষ-সুখ শুন খগকুল-পতি । হরির ভকতি ছাড়ি' রহিতে নাহি শক্তি ॥ ৩  
 এ কথা বুঝিয়া মনে চতুর ভকতজন । ভক্তিতে প্রলোভিত ত্যজিয়া মুক্তি ধন ॥  
 ভক্তি করার ফলে বিনায়াস অযাচিত । সংসার-মায়ামূল অপবিদ্ধা বিনাশিত ॥ ৪  
 যেমন তৃপ্তির ভরে মানবে আহার করে । অনিচ্ছায় সে ভোজন অঠর-মাঝারে জরে ॥  
 সেইমত হরিভক্তি স্নগম পুলক-ধাম । কে আছে পামর যা'রে নাহি লাগে প্রাণারাম ॥ ৫

দো—সেব্য সেবক-	ভাব বিনা কভু	ভব-হুৎ নহে অন্ত ।
সেই হেতু ভজ'	রামের চরণ	দৃঢ় করি' সিদ্ধান্ত ॥ ১১৯ (ক)
চেতনেরে অড়	করেন যেজন	জড় দেন চৈতন্য ।
শক্তিমান হেন	শ্রীরঘুনাথেরে	যে ভজে সে জীব যথ ॥ ১১৯ (খ)

### ভক্তির সাহায্য কীর্তন

চো—জ্ঞান ও ভকতি-কথা কহিলাম সমুদয় । ভক্তি শুনহ এবে কতই মহিমাযয় ॥  
 শ্রীরাম-ভকতি যেন চিন্তামণি স্তম্বর । এহেন রতন রহে যা'র হৃদি-অন্তর ॥ ১  
 দীপ্ত জ্যোতিঃতে নিজ রহে সেই দিবারাতি । কিছু নাহি প্রয়োজন প্রদীপ কি ঘৃত-বাতি ॥  
 মোহরূপী দরিদ্রতা নিকটে কভু না যায় । লোভরূপী মহাবান্ধু কভু না তাঁ'রে নিবায় ॥ ২  
 অবিষ্টারূপিনী মিতে সুনিবিড় আঁধার । হার মানে মদ-আদি পতঙ্গেরা কাহে তাঁ'র ॥  
 যাহার হৃদয়-মাঝে ভকতি বিরাজ করে । কপটতা কাম লোভ তাঁ'র কাছ হ'তে সরে ॥ ৩  
 বিষ হয় সুখা আর অরি হয় সখা তাঁ'র । সে মণি বিহনে সুখ কভু নহে লভিবার ॥  
 যেসব দারুণ মনোদুখে জীব দুখী রহে । না লাগে সেসব এরে প্রাণে চির-সুখ বহে ॥ ৪  
 বাহার হৃদয়ে রহে শ্রীরাম-ভকতি ধন । স্বপনেও দুখ-লেশ নাহি করে পরশন ॥  
 ধরণী মাঝারে সেই চতুরের শিরোমণি । উচিত যতন যেনা করে লাগি' এই মণি ॥ ৫  
 যদিও এমন মণি এ জগতী-তলে রয় । শ্রীরাম-করণা বিনা প্রাপ্ত না কেহ হয় ॥  
 উপায়(৩) সহজ অতি এই ভক্তি লভিবার । তবু ভাগ্যহত জন পদাঘাতে বারবার ॥ ৬  
 বেদ ও পুরাণ অতি পূত পর্কত-মত । শ্রীরাম-চরিতকথা তাহাতে আকর শত ॥  
 মরম-বিজ্ঞানী সাধু কোদাল স্ন-মতিমান্ । জ্ঞান ও বিরাগ তাঁ'র যেন তীত দু'-নয়ান ॥ ৭  
 ভাবের সহিত যেনা সন্ধান তথা করে । সুখের আকর ভক্তি-মণি সেই লাভ করে ॥  
 আমার মনেতে প্রভু অতিদৃঢ় বিশ্বাস । শ্রীরাম হ'তেও বড় শ্রীরামের নিজ-দাস ॥ ৮  
 শ্রীরাম সাগর ধীর সন্ধান মেধ যেন । চন্দনতরু হরি সাধুজন সমীরণ ॥  
 সকল সাধন-কল শ্রীহরি-পরে ভকতি । সন্ত বিহনে কেহ নাহি পায় সে সুকতি ॥ ৯  
 এ বিচার করি' মনে সংলগ্ন যেনা করে । রামের ভকতি অতি সহজেই লাভ করে ॥ ১০

দো—বেদ-পারাবার	মন্দর জ্ঞান	সাধুরাই দেবগণ ।
পারাবার মধি'	করেন মধুর	কথা-সুধা আহরণ ॥ ১২০ (ক)
বিরাগ-চর্য	জ্ঞান-অসি-বায়	লোভ মোহ অরি হারি' ।
বিজয়ে যা' পাবে	তাহাই ভকতি	খগেশ দেখ বিচারি' ॥ ১২০ (খ)

গুরুদেব লাভ প্রাপ্ত

চৌ—পুনরায় প্রেমভরে কহে ঋগ-ঈশ্বর ।	কৃপা-পরায়ণ যদি তুমি প্রভু মোর 'পর ॥
তবে নাথ মোরে তব সেবক করিয়া জ্ঞান ।	এই সাত প্রাণে মম উত্তর কর দান ॥ ১
প্রথমেই বল' মোরে হে নাথ বায়সবর ।	সব হ'তে ছল্লভ কোন্ দেহ ধরা'পর ॥
কিবা সে পরম সুখ সব-চেয়ে দুখ ভারি ।	সংক্ষেপ করি' ইহা বলহ বিচার করি' ॥ ২
সাধু-অসাধুর ভেদ নহে তব অগোচর ।	তাঁদের স্বভাব কহি' করহ মম গোচর ॥
বেদ-বিখ্যাত কোন্ আছে যা' পরম পুণ্য ।	কিবা সে ভীষণ পাপ সযাকার অগ্রগণ্য ॥ ৩
তা'র পর কহ দেব মন-রোগ বুঝাইয়া ।	সব তুমি জ্ঞান' আর কৃপাশি-ভরা হিয়া ॥
কাক বলে শুন তাত মন দিয়া সহ শ্রীতি ।	সংক্ষেপে কহি আমি তোমা এই সব নীতি ॥ ৪
নর-সম দেহধারী অপর কেহই নাই ।	চরাচর-জীব যাহা কামনা করে সদাই ॥
স্বর্গ-নরক আর মোক্ষ-সোপান এই ।	জ্ঞান ও বিরাগ তত্ত্ব কল্যাণদায়ী এই ॥ ৫
এ শরীর ধরি' যেন না হরি-ভকতি-পর ।	সে হয় বিষয়-রত মন্দ মন্দভর ॥
হাতে ঠেলি' দূর করি' কেলিয়া পরশমণি ।	বললে কুড়া'য়ে লয় মূল্যহীন কাচোনি ॥ ৬
জগতের মাঝে দুখী নাহি ধনহীন-সম ।	সুখ আর কিছু নাই সন্ত-মিলনোপম ॥
পর-উপকার করা মানস বচন কায় ।	সন্ত-স্বভাব' ইহা কহিলাম খগরায় ॥ ৭
সন্তু সনেন দুখ পরের হিত-কারণ ।	অসাধু পরের দুখ সত্তত করে স্বজন ॥
ভূজ-ভরু প্রায় সন্ত করণাময় ।	হিতেতে সনেন নিজ বিপদ নিরুতিশয় ॥ ৮
শপের মতন খল পরে বন্ধন তরে ।	চর্য আপন দিয়া দুঃখ-মরণ বরে ॥
স্বার্থ নাহিক তবু খল পর-অপকারী ।	যেমন মুহুরি আর অহি ওহে অহি-অরি ॥ ৯
পর-সম্পদ নাশ করি' নিজে নাশ পায় ।	শস্ত্র নাশিয়া যথা নীহার গলিয়া যায় ॥
ছুটের আগমন জগতের দুখ-হেতু ।	সবার বিধিত যথা গ্রহের অধম কেতু ॥ ১০
সন্তের আগমন সদা পর-সুখকারী ।	বিশ্ব-সুখদ যথা শশধর তমোহারী ॥
হিংসা-অভাব পরা-ধর্ম এই বেদ কয় ।	নিন্দার সম পাপ কিছু নাই ধরাময় ॥ ১১
শিব গুরু-নিন্দক মন্তক হ'য়ে রহে ।	হাজার জনম ধরি' সে শরীর সেই বহে ॥
বিজ-নিন্দক বহু নরকেতে বাস করি' ।	জনমে জগতে শেষে বায়সের রূপ ধরি' ॥ ১২
বেদ আর দেব-দিন্দা করে যেই অভিমানী ।	রৌরব-মাঝে হয় পতিত সে ছেয় প্রাণী ॥
গেচক-জনম ধরে সাধু-নিন্দার ঝলে ।	মোহ-নিশি প্রিয় বা'র জ্ঞান-রবি অন্তাচলে ॥ ১৩

নিন্দা সকল জনে করে যেই মূঢ়জন ।

চর্ম্ম-চটিকা\* দেখে কবে সে পরিগ্রহণ ॥

হে তাত এখন শুন মন-রোগ যেসকল ।

যা' হ'তে সকলে ভোগে অতি বিষময় কল ॥ ১৪

### মন-রোগ

মনের ব্যাধি যে সব অজ্ঞান তা'র মূল ।  
কাম যেন বায়ু কফ প্রলোভন সীমাতীত ।  
এ তিনের সনে যেবা প্রীতি-আচরণ করে ।  
বিষয়ের মনোরথ ক্রেশে যা' পূরণ হয় ।  
সমতা দক্ষ-সম দীর্ঘা সে কণ্ডুয়ন ।  
অপরের শ্রুত দেখে জ্বলনের বলে ক্ষয় ।  
অহমিকা গ্রন্থিবাৎ ক্রেশ দেয় অভিশয় ।  
উদরী অ-পরিমিত বুদ্ধি পাওয়া বাসনার ।  
অবিবেক মাৎসর্য্য সে-ও ছ' প্রকার জর ।

এই শূল হ'তে হয় স্টষ্ট অপর শূল ॥  
রোষ পিত্ত তাহে প্রাণ হয় নিত জর্জরিত ॥ ১৫  
ঘোর সন্নিপাত রোগে নিশ্চয় তা'রে ধরে ॥  
শূল বলি' অভিহিত সে ভাবনা সমুদয় ॥ ১৬  
গলগণ্ড গণ্ডমালা হর্ষ খেদ-রোগগণ ॥  
মন-ছুটতা যাহা কুষ্ঠেতে পরিচয় ॥ ১৭  
দন্ত কপট মদ মানে চর্ম্মরোগ কয় ॥  
শ্রুত ধন মান-সাধ ত্র্যাহিক অরাজিকার ॥ ১৮  
এমনি কতই রোগ কত ক'ব খণ্ডবর ॥ ১৯

দো—একেতেই ভুগে'

মরে লোক এ ত'

অসাধ্য অনেক ব্যাধি ।

প্রাণিগণে এরা

পীড়ে অবিরল

কেমনে পা'বে সমাধি ॥ ১২১(ক)

নিয়ম ধরম

তপ ও আচার

জ্ঞান যাগ জপ দান ।

কোটি ঔষধ

আছে সব রোগ

যায় না ক'হরি-যান ॥ ১২১(খ)

চো—এইরূপ রোগে রোগী ভবে জীব সমুদয় ।

হর্ষ শোকাদি আর প্রীতি বিরোগ ভয় ॥

মনের রোগের কিছু করিলাম বর্ণন ।

আছে ত' সবার আছে জানে তা' বিরল জন ॥ ১

রোগ আছে এ বুঝিলে কতক শমতা পায় ।

তবে তাহে দুখ-দায়ী রোগ নাহি নাশ পায় ॥

বিষয়-কুপথ্য পে'য়ে মূনির(ও) হৃদয়-মাঝে ।

উদ্গত হয় রোগ নরের কি কথা আছে ॥ ২

রামের হইলে কৃপা নাশে এই সব রোগ ।

কাহারো ললাটে যদি ঘটে শুভ-সংযোগ ॥

সংগুরু-কবিরাজ-বাণী 'পরে বিশ্বাস ।

সংযম এতে শুধু না রাখা বিষয়-আশ ॥ ৩

শ্রীরাম-ভকতি রোগে সজীবনীতরু-মূল ।

অজ্ঞাতরা মতি তা'র অনুপান গত-ভুল ॥

সংযোগ হ'লে তেন ভবেই বিনশে রোগ ।

নতুবা যতন কোটি কে তা'র ঘূচা'বে ভোগ ॥ ৪

তখনি জানিবে রোগ একেবারে নিরাময় ।

যখন হৃদয়-মাঝে বিরাগ প্রবল হয় ॥

শ্রুতি-রূপিণী কৃপা বাড়ে তা'র প্রতিদিন ।

দুর্বলতা ভোগ-আশা নিবারণ দিন দিন ॥ ৫

বিমল জ্ঞানের অলধারা-যোগে করে স্নান ।

তখন রামের প্রেম হৃদে করে অধিষ্ঠান ॥

বিধাতা মহেশ শুক সনক নারদ মূনি ।

ব্রহ্ম-বিচারে বাঁ'রা বিদিত জ্ঞানের খনি ॥ ৬



ভজন-মাহাত্ম্য

হে খগ-নায়ক মত সবাকারি এক এই । শ্রীরাম-চরণে মতি হওয়া বিনা পথ নেই ॥  
 ঐতি কি পুরাণ সব গ্রন্থ ইহাই কয় । রামের ভকতি বিনা কভু সুখ নাহি হয় ॥ ৭  
 কৃষ্ণের পিঠে কেশ যদি কভু উদ্ভবে । বক্ষ্যা-তনয়ে কেহ হত করে মহাহবে ॥  
 নভোমাঝে নানাজাতি বিকশিত হয় ফুল । জীব নাহি পায় সুখ হরি যদি প্রতিকূল ॥ ৮  
 যুগ-তুষ্ণিকার জলে যদি তৃষা নিবারিত । শূন্য শলক-শিরে হইলেও উদগত ॥  
 আধার যদি বা কভু দিবাকরে নাশ করে । শ্রীরাম-বিমুখ সুখ তথাপি না লাভ করে ॥ ৯  
 হিম হ'তে যদি কভু অনল প্রকট হয় । শ্রীরাম-বিমুখে সুখ তথাপি পা'বার নয় ॥ ১০

দো—সলিলে মথিয়া	ঘুত পায় যদি	তেল মথি' বাসুকায় ।
ভবু হুহরি পূজা-	বিনা না তরিবে	এ কথা বৃথা না যায় ॥ ১২২ (ক)
মশকে বিধাতা	পারেন করিতে	অজ্ঞে' মশা হ'তে হীন ।
এ বিচার রাখি'	সংশয় ত্যজি'	শ্রীরামে ভজে প্রবীণ ॥ ১২২ (খ)
শ্লোক—কৃত-নিশ্চয়	মানস আমার	অকৃত্য এর নয় ।
শ্রিহরি-ভজনা	করিয়া মানব	ভবনিধি পার হয় ॥ ১২২ (গ)

চো—এই কহিলাম নাথ নিম্ন মতি অনুসারে । অনুপম চরি-লীলা সংক্ষেপে বিস্তারে ॥  
 বেদের ইহাই শেষ কথা ওঠে উরগারি । পরিচরি' সব কাজ ভজ' রাম ধম্মধারী ॥ ১  
 প্রভু রামে তাজি' আর কা'বে সেবা করা যায় । মম সম যুট-প্রতি ভরা যিনি মমতায় ॥  
 তুমি বিজ্ঞান-রূপ মোহ না জিনিতে পারে । হে নথ কতই দয়া করিলে আমার 'পরে ॥ ২  
 শুধাইলে রাম-কথা পুণিত নিরতিশয় । শুক শনকাদি তর ত্রিপুরারি-মনোময় ॥  
 সন্ত-সঙ্গ সদা চম্ভিত সংসারে । হউক সে একবার আর শুধু ক্ষণতরে ॥ ৩  
 দেখহ গরুড় প্রভু আপন মনে বিচারি' । আমি কিহে রঘুপতি-ভজনার অধিকারী ॥  
 বিহগ-অধম আমি সব বিধি অ-পাবন । করিলেন প্রভু মোরে বিদিত জগ-পাবন ॥ ৪

দো—খন্ড খন্ড আজ	অতি খন্ড আমি	হ'লেও অধমাদম ।
নিজ দাস জানি'	দিলেন শ্রীরাম	হেন সাধু-সমাগম ॥ ১২৩ (ক)
যথা-জ্ঞান সব	কহিলাম আমি	কিছু না করি' গোপন ।
শ্রীরামের লীলা	অন্তল-সমান	তল পায় কোন জন ॥ ১২৩ (খ)

চো—স্বরূপ করিয়া নানা শ্রীরাম-গুণনিকর । বার বার হরষিত বায়সের কলবর ॥  
 নিগম কহিয়া নেতি বাঁহার মহিমা গায় । শক্তি অতুল তাঁ'র প্রতাপে কে তল পার ॥ ১  
 যে চরণ চিরপূজ্য ব্রহ্মা-আদি মহেশ্বর । অতীব ককর্ণা তাঁ'র উপরে এ অধরের ॥  
 এমন মহিমা আর নাহি হেরি নাহি শুনি । খগনাথ রঘুপতি-সমান কাহারে পণি ॥ ২

লিঙ্ক সাধক কিবা জীবনুকৃত কি উদাসী । কর্মবিৎ কবি কিম্বা বিজ্ঞানী কি সন্ন্যাসী ।  
 শ্রবীর যোগী আর তাপস অথবা জ্ঞানী । কর্ম-নিরত আর পণ্ডিত বিজ্ঞানী ॥ ৩  
 আমার প্রভুর সেবা বিনা কেহ নাহি তরে । এমন শ্রীরাম-পদে নমি আমি বারে বারে ॥  
 শরণ লওয়ার পরে পাপ-হৃত মম সম । শুদ্ধ করেন যিনি তাঁহারে প্রণাম মম ॥ ৪

দো—ধাঁ'র নাম ভব-	ভেষজের সম	হারী তিনতাপ-শূল ।
সে কৃপাল যেন	আমারে সব্বারে	র'ন চির-অমূল ॥ ১২৪ (ক)
তুনি' বায়সের	বচন পাবন	হেরি' প্রেম রাম-পদে ।
গত-সন্দেহ	কহেন গুরুড়	এ বচন গদগদে ॥ ১২৪ (খ)

চো—তোমার বচন শুনি' কৃতকৃত্য আমি আজ । শ্রীরাম-চরিত-সুখালিকিত খগরাজ ॥  
 রামের চরণে এবে লাগিল নূতন রতি । মারাজাত মোহ মোর বিগত বিমল মতি ॥ ১  
 মোহরূপী জলধির তুমি হে তরঙ্গী মম । তোমার প্রসাদে নাথ প্রাণে স্নেহ অমূল্যম ॥  
 কি আর করিব প্রভু এর প্রতি উপকার । তোমার চরণ-তলে নতি মম বার বার ॥ ২  
 রাম-পদ-অমুরাগী তুমি দেব পূর্ণকাম । তোমার সমান তাত কেহ নহে ভাগ্যবান ॥  
 সন্ত বিটপী নদী ধরঙ্গী ও ধরাধর । পরহিত-হেতু শুধু রহেন ধরঙ্গী 'পর ॥ ৩  
 সন্ত-হৃদয় যেন স্নাকোমল নবনীত । কবির বচন কিন্তু উপমা নহে প্রকৃত ॥  
 নবনী গলিত হয় আপনার উস্তাপে । সন্ত অবিভ হ'ন সদা পর-পরিতাপে ॥ ৪  
 জনম জীবন মম সকল হইল আজ । সংশয় অপগত তব কৃপা খগরাজ ॥  
 আজ হ'তে জে'ন মোরে তব এক কিঙ্কর । হে ভবানি বার বার কহিল বিহগবর ॥ ৫

দো—করিয়া প্রণাম	বায়সের পায়	প্রেম-লীন মতি-ধীর ।]
চলিল গুরুড়	বৈকুণ্ঠে তবে	জন্মে রাধি' রম্যবীর ॥ ১২৫ (ক)
সাধু-সমাগম	বিনা মহাধেবি	লাভ নাহি জগদময় ।
সেই সমাগম	হরি-কৃপা বিনা	নাহি হয় বেদ কয় ॥ ১২৫ (খ)

### রাধাশরণ-মাছাভ্য

চো—কহিলাম এ পরম পুণ্যময় ইতিহাস । অবশ্যই নিরাকরণ ভব-পাশ হয় নাশ ॥  
 প্রণতের সুরতক করুণা-আগার রাম । রাজীব-চরণ-তলে প্রেম জাগে অবিরাম ॥ ১  
 স্থির চিতে যেবা করে শ্রীরাম-কথা অবগ । সব পাপ ঘুচে তার কায়া কর্ম কি বচন ॥  
 তীর্থ-ভ্রমণ আর সাধনা যতেক সব । যোগ কি বিরাগ কিম্বা জ্ঞানলাভ ও বিভব ॥ ২  
 বহুবিধ ধর্ম কর্ম আর বত ব্রত দান । যমঃ ইন্দ্রিয়-রোধ অপ তপ কি যাজন ॥  
 জীবগণে দয়া সেবা গুরু কিম্বা বিজগণে । বিজ্ঞা বিনয় আর বিবেক-ব্যুৎপত্তি মনে ॥ ৩

এ সব সাধন যত কথিত নিগমাদিতে । সকলেরি পরিণতি' ঐরামের ভক্তিতে ॥  
সে ভক্তি ঐরামের বেধেতে ইহাও বলে । বিহনে তাঁহার কৃপা কদাচ না কাঁরে মিলে ॥ ৪

দো—এ কথা যে জন শুনে লক্ষণ মনে ধরি' বিশ্বাস ।  
ঐহরি-ভক্তি মুনি-অগোচর পায় সে বিনা-প্রয়াস ॥ ১২৬

চৌ—সে-ই গুণী সে-ই জানী সে-ই ভবে সব জ্ঞাতা । পণ্ডিত ধরাতল-বিভূষণ সে-ই দাতা ॥  
কুলের তারক সে-ই সে-ই ধর্ম-পরায়ণ । রামের চরণতলে চির-রত যা'র মন ॥ ১  
নীতিতে নিপুণ সে-ই সূচক সে-ই জন । বেদের মায়াংসা ঠিক বুঝেছে তাহার মন ॥  
সেই কবি সে বিদ্বান্ সে-ই বীর রণ-ধীর । অকপট-প্রাণে যেবা সেবা করে রঘুবীর ॥ ২  
ধন্য সেই দেশ যথা প্রবাহিনী সুরধুনী । ধন্য সেই পতি-ব্রত পালে পূর্ণ যে রমণী ॥  
সেই নরপতি ধন্য যে পরম স্নায়বান্ । ধন্য সেই দ্বিজ নিম্ন-অঞ্চে যেবা নিষ্ঠাবান্ ॥ ৩  
ধরা-ধন্য সেই ধন দানে বা ব্যয়িত হয় । ধন্য সে প্রবীণ-মতি পুণ্যে যাহা রত র'য় ॥  
মহাধন্য সেইজন যেবা সাধুসঙ্গ করে । ধন্য-জনম দ্বিজ অণ্ড যে ভক্তি ধরে ॥ ৪

দো—ধন্য তনু দেবি সেই মহাকুল পুণ্য অগতী-তলে ।  
রাম-পরায়ণ ভক্ত তনয় আসিয়াছে যেই কূলে ॥ ১২৭

চৌ—কাঁহলাম সব কথা যেমন আমার মতি । এ সব হৃদয়-মাঝে গোপনে আছিল অতি ॥  
হেরি' অন্তরে তব প্রীতি-হিলোল বয় । বলিলাম উদ্‌ঘাটি' রাম-কথা সমুদয় ॥ ১  
না কহিও এই কথা ধূর্ত কপট জনে । অবিচল মন দিয়া হরিকথা যে না শুনে ॥  
ক্রোধী লোভী কামী জনে না কহিবে কদাচন । চরাচর-শ্রু রামে যে নাহি করে পূজন ॥ ২  
কখনই শুনা'বে না যা'র দ্বিজ-স্রোহ মতি । যদিও সে ইন্দ্রের সম হয় নরপতি ॥  
ঐরাম-কথা-সুখার সেইজন অধিকারী । সন্ত-সঙ্গ যা'র অতি প্রাণ-মনোহারী ॥ ৩  
গুরুপদে প্রীতি যা'র আর নীতি-রত যেবা । কেন সে-ই অধিকারী বিশ্রে যে করে সেবা ॥  
এ কথা তাহার কাণে লাগিবে অমির সম । ঐরাম-চরণ যা'র এ জীবনে প্রাণোপম ॥ ৪

দো—রামের চরণে যে চাহে ভক্তি কিতা চাহে নির্বাণ ।  
সে জন করিবে ঐতি-মুগ দিবে এ কথা বতনে পান ॥ ১২৮

চৌ—কাঁহলাম মহাধেবি রাম-কথা অল্পম । কলি-মলাহারী মন-মলিনতা-বিদূর ॥  
ভব-রোগ বিনাশক সজীবনীর প্রায় । বিমোহন রাম-কথা বেদ পণ্ডিত গায় ॥ ১  
সন্ত-সোপান চারু ইহাতে র'য়েছে অতি । পথের মতন এরা সাধিতে রাম-ভক্তি ॥  
ঐহরির কৃপা যা'র প'রে হয় অল্পম । সেই করে এ সোপান-উপরে পদ-ধারণ ॥ ২

কপটতাহীন হ'য়ে যে গাহে এ হরি-কথা । মনের কামনা তা'র পুরণে সন্দেহ কোথা ॥  
 শুনে গায় আর যেবা করে তা' অমুমোদন । গো-পদ সমান ভবনিধি করে উত্তরণ ॥ ৩  
 শুনিয়া এ সব কথা অতিশয় প্রিয় লাগে । কহেন ভবানী তবে অতুলন অমুরাগে ॥  
 তোমার কৃপায় প্রভু গত সন্দেহ যত । কত প্রেম রাম-পদে এবে তাহা ক'ব কত ॥ ৪

দো—শত ধৃত্ত আমি তোমার কৃপায় বিশ্বের অধিপতি ।  
 সব ছুখ গিয়া রামের চরণে উপজিল দৃঢ় প্রীতি ॥ ১২৯

চো—ভবানী-ভবানীপতি-শুভদ এ সংবাদ । সুখের নিদান আর শমন সব-বিষাদ ॥  
 ভব-ভয় ভঞ্জন সন্দেহ-অন্তক । ভক্ত-বিমোহন সজ্জন-তোষক ॥ ১  
 জগত মাঝারে যত রামের ভক্তগণ । রাম-কথা সম প্রিয় না গণে কিছু এমন ॥  
 রঘুপতি-কৃপাবলে মম মতি যেইমত । এ পূত রচিত-কথা করিলাম কৌস্তিত ॥ ২  
 যোগ ষাগ জপ তপ কি ব্রত কি পূজা হোম । এই কলিযুগে আর সাধন নাহিক কোন ॥  
 কেবল স্মরণ তাঁ'রে কীৰ্ত্তন গুণগ্রাম । শ্রীরাম-চরিত কথা শুনা ভরি' দুই কাণ ॥ ৩  
 শুধু এক কাজ যাঁ'র পাতিত দাসেরে ত্রাণ । বেদেতে এ কথা গায় সাধু কবিগণে গান ॥  
 রে মন তাঁহারে ভজ' কুটিলতা ত্যাগ করি' । কে না পায় পরাগতি শ্রীরাম-ভজন করি' ॥ ৪

ছ—কেবা তরে নাই ওরে মৃত মন পতিত-পাবন ভজিয়া রামে ।  
 অজামিল ব্যাধ-আদি কত খলে তারিলা সহজে আপন নামে ॥  
 আভীর যবন পাপরূপ যত গেল ভব-পার স্মরিয়া রাম ।  
 শুধু একবার মুখে নাম ল'য়ে সে রাম-চরণে করি প্রণাম ॥ ১  
 রঘুকুলমণি-লীলা-মুখ এই যে গাহে যে শুনে যেজন বলে ।  
 কি কলির কিবা মন-মলিনতা বিনায়াসে ধু'য়ে শ্রীধামে চলে ॥  
 বেনী কি যদি বা জানি' মনোহর ছ'চার কবিতা স্মরণে রাখে ।  
 তবু অবিজ্ঞা-জনিত বিকার নাশি' রঘুনাথ চরণে রাখে ॥ ২  
 স্মৃজান স্মরন করুণা-আকর অনাথে সদয় ছঃখ-ব্রাতা ।  
 সে কেবল রাম কৃপালু অকাম কে তাঁ'র সমান মোক্ষদাতা ॥  
 যাঁ'র করুণার পরমাণু পেয়ে কুটমতি এই তুলসীদাস ।  
 পরমা শাস্তি লভিল পরাণে সে রাম সমান কে ব্রাতা ত্রাস ॥ ৩

### তুলসীদাসের দীনতা ও কলঙ্কতি

ছো—মম সম দীন দীনে দয়াময় তোমা সব কেবা আর ।  
 এ বিচারি' মনে হর' প্রভু মম দারুণ ভবের ভার ॥ ১৩০ (ক)

কামীর কামিনী	লোভীর কনক	যেমন প্রিয় হে রাম ।
ভেমনি হে প্রভু	অবিদল তুমি	হও, মম প্রাণারাম ॥ ১৩০ (খ)
শ্লোক—যে প্রথম-প্রকাশিত	প্রভু কবি-শিরোরত্ন	শ্রীশঙ্কর-প্রণীত হৃদয়
শ্রীরাম-পদারবিন্দে	অনন্ত-ভক্তি জাগে	এমন পাবন রামায়ণ ।
মানিয়া তাহায় সদা	রঘুনাথ-নাম-রত	নিজ-জন্ম-ভক্তি-ভরে
চরিত-মানস রূপে	ইহারে তুলসীদাস	প্রচলিত-ভাষাবদ্ধ করে ॥ ১
পুণ্যময় পাপহর	সতত মঙ্গলকর	অনুভব-জ্ঞান ভক্তি-প্রদ
মায়া মোহ মলহারী	সুবিমল প্রেমবারি-	পরিপূর্ণ সর্বদা শুভদ ।
শ্রীমদ জানকী-পতি	চরিত-মানস-সরে	ভক্তিভরে যেন করে স্নান
সে জন সংসাররূপী	মার্জিত-কিরণ ঘোর-	দহন হইতে পায় ত্রাণ ॥ ২

কলিযুগের সমস্ত পাপধ্বংসকারী শ্রীরামচরিত-মানসের

এই সপ্তম সোপান সমাপ্ত হইল ॥

( উত্তরকাণ্ড সমাপ্ত )





